সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা

দ্বিতীয় খণ্ড

সমাচার দর্পণ

১৮৩৫

হরিপদ ভৌমিক
সংকলিত

ভূমিকা ঃ অতুল সুর

কলকাতা-চর্চা কেন্দ্র

১৭/১/বি, রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
২৪ আগস্ট ১৯৮৮

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রকাশক
স্বপনকুমার সাউ
কলকাতা-চর্চা কেন্দ্র
১৭/১/বি, রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
লোকনাথ প্রিণ্টার্স
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীনিশীথরঞ্জন রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি খবরের কাগজখানা সামনে না পাই, তা হলে মনটা বিগড়ে যায়। এ শুধু আমার মনের অবস্থার কথা বলছি না। সারা বিশ্বের প্রতিটি সাক্ষর মানুষের মনের ওই একই অবস্থা হয়। সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে গতকাল কোথায় কি ঘটেছে তা সংবাদপত্র মারফত জানবার জন্য। আজকের সংবাদপত্রে যে ঘটনাগুলি পড়ছি, সেগুলি আমাদের মাত্র ক্ষণস্থায়ী কৌতূহল নিবারণ করে না। এগুলির প্রচণ্ড গুরুত্ব আছে কালকের ইতিহাসকারদের কাছে। কালকের ইতিহাসকারদের কাছে এগুলিই হচ্ছে আজকের ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান। এককথায় সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদসমূহের প্রকাণ্ড গুরুত্ব আছে আগামীকালের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে। এটাই চলে এসেছে ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রচলনের সময় থেকে। তার মানে অতীতের সংবাদপত্রসমূহ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আমাদের অমূল্য সম্পদ।

আমাদের দেশে প্রথম সংবাদপত্র বেরোয় ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে। ওই বছর জেমস্ অগস্টাস হিকি নামে একজন ইংরেজ প্রথম বের করে 'বেঙ্গল গেজেট'। এর পদাঙ্কে কলকাতায় অনেকগুলো সংবাদপত্র বেরোয়, যথা 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'গভর্নমেণ্ট গেজেট', 'বেঙ্গল জার্নাল', 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন', 'ক্যালকাটা অ্যামুজমেণ্ট', 'এশিয়াটিক মিসেলেনী', 'ক্যালকাটা ক্রনিকেল', 'বেঙ্গল হরকরা', 'মর্নিং পোস্ট', 'টেলিগ্রাফ', 'ক্যালকাটা কুরিয়ার', 'ওরিয়েণ্টাল স্টার', 'এশিয়াটিক মিরর' ইত্যাদি। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী 'সংবাদপত্র সেন্সরশিপ আইন' জারী করবার পর সংবাদপত্রের আবির্ভাব কিছুটা স্তিমিত হয়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রত্যাহার করেন। ওই বছরেই প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বঙ্গাল গেজেট' ও শ্রীরামপুর মিশনের মার্শম্যান-সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ'।

প্রথম যুগের সংবাদপত্রগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য। 'সমাচার দর্পণ'-এর কিছু ফাইল এখানে-সেখানে আছে। সেগুলো অবলম্বন করেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে দুই খণ্ডে এক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, নাম 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'। বলা বাহুল্য সেকালের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বইখানা একখানা আকর গ্রন্থ, বিশেষ করে তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি, আইন-আদালত, রাজনীতি, পালা-পার্বণ, সামাজিক উৎসব ইত্যাদির ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর স্ব-নির্ধারিত সীমিত পরিসরের মধ্যে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি সব তথ্য পরিবেশন করা। চিত্তাকর্ষক আরও অনেক তথ্য ওই সময়ের সংবাদপত্রে ছিল, যা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস রচনায় অমূল্য উপাদান সরবরাহ করে। সেগুলিকে অবলম্বন করে কলকাতা সম্পর্কে তরুণ গবেষক হরিপদ ভৌমিক গত বছর 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা' নামে দশ খণ্ডে সমাপ্য এক সংকলন গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড পেয়েছিল বঙ্গীয় পাঠকসমাজের কাছ থেকে প্রভূত সাদর সংবর্ধনা। বইখানার ভূমিকা লিখেছিলেন প্রবীণ ঐতিহাসিক ও কলকাতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়। এবার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশকালে ওই গুরুতর কাজের ভার অর্পিত হয়েছে আমার ওপর। প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডও যে সাধারণ পাঠক ও কলকাতা সম্বন্ধে গবেষকদের সমাদর পাবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডেও সংবাদসমূহ নয়টি সুনির্দিষ্ট বিভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে, যথা আইন-আদালত, চিকিৎসা-জনস্বাস্থ্য, ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তি, বিবিধ, রাস্তাঘাট-পরিবহন, শিক্ষা-সাহিত্য ও সরকারী সমাচার। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এরূপ সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করা খুব সোজা কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন কঠোর শ্রমশীলতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সংবাদ সংকলন সম্বন্ধে বৈচারিক বিদ্যাবুদ্ধি। সৌভাগ্যবশত হরিপদবাবু এ সকল গুণের অকৃত্রিম অধিকারী।

হরিপদ ভৌমিকের কলকাতা-চর্চা আজকের নতুন ব্যাপার নয়। অনেকদিন ধরেই 'পুরশ্রী' ও অন্যান্য পত্রিকায় তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন, যা থেকে পাঠকরা নতুন তথ্য পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। অথচ এই কলকাতা প্রেমিক মানুষটি আকাদেমিক জগতের লোক নন। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী।

বাবার আদেশে কলকাতার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের কাজে ব্রতী হন। ব্যবসায়িক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সনিষ্ঠ অনুশীলন দ্বারা পিতৃ-আদেশ পালন করছেন।

ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদানগুলো সংরক্ষিত হওয়া উচিত, এই বোধই তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছে এই ক্লেশসাধ্য সংকলন গ্রন্থমালা প্রকাশ করতে। তিনি সুস্বাস্থ্য লাভ করে এই কাজ সমাধা করতে সমর্থ হউন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

৩/বি নেবুবাগান বাই লেন
কলকাতা ৭০০০০৩

অতুল সুর

সংকলকের নিবেদন

'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা' ২য় খণ্ডে থাকছে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত সংবাদ সংকলন। ১৮২২-এর মে থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত সমাচার দর্পণের ফাইল পাওয়া যায় না, দু-একটি গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই সময়ের কিছু কিছু পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেলেও, নানা কারণে সেগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, ফলে সংকলনের ধারাবাহিকতা রাখা যাচ্ছে না। ফলে যে খণ্ডে যে বৎসরের পত্রিকা ব্যবহৃত হচ্ছে, বর্তমান খণ্ড থেকে বইয়ের শীর্ষে পত্রিকার নাম ও সাল ছাপা হচ্ছে।

পত্রিকার বিষয়সূচী প্রথম খণ্ডের মতো নয়টি বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রথম খণ্ডের মতো ছিন্ন অংশ * তারকা-চিহ্ন ও ছিন্ন অংশে বা ভুল ছাপার জায়গায় [ ] তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে আনুমানিক ও সঠিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রায় এক যুগ আগে আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব প্রয়াত চিত্তরঞ্জন ভৌমিকের নির্দেশে ও উৎসাহে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। বর্তমান খণ্ডের ছয় নম্বর ফর্মা ছাপা হওয়া তিনি দেখে গিয়েছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশে তিনি সবথেকে বেশি আনন্দিত হতেন। তাঁর কথাই আজ বারবার মনে পড়ছে।

সমাচার দর্পণের ১৮৩৫-এর ফাইলটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। এই ফাইলটি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রদ্ধেয় ড. অতুল সুর বর্তমান খণ্ডের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার, শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ড. স্বপন বসু, শ্রীপুলিনচন্দ্র বেরা, শ্রীস্বপন-কুমার সাউ ও শ্রীঅশোক উপাধ্যায়। প্রুফ সংশোধন করেছেন শ্রীবিমল-কুমার পাল। লোকনাথ প্রিন্টার্স ও দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্মীবৃন্দ দিবারাত্রি পরিশ্রম না করলে যথাসময়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হত না। এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

হরিপদ ভৌমিক

কলকাতা
২৪ আগস্ট ১৯৮৮

সংবাদ শিরোনাম অনুসারে বিষয়-সূচী

ব্যক্তি

আগ্রিকল্‌তুরাল ও হর্টিকল্‌তুরাল সোসৈটি।

আগ্রিকল্‌তুরাল ও হর্টিকল্‌তুরাল সোসৈটি উদ্যান অর্থাৎ বাগানকরণবিষয়ক সংক্ষেপে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ্যে ভারতবর্ষে বাগানকরণের নানা নিয়ম এ[বং] প্রধান ২ উপকারক ও শোভক বৃক্ষের রক্ষাকরণ ও তাহার কৃষিকরণের নিয়ম ও প্রতিমাসে কোন্ সময়ে কোন্ বৃক্ষ রোপণ করিতে হয় ইহার বিবরণ সকল ইহাতে থাকিবে। এই গ্রন্থ শ্রীযুত পিডিংটনসাহেব কর্তৃক রচিত হইবে এমত গ্রন্থ রচনাতে তাঁহার অসাধারণ গুণ আছে। গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে তাহা এতদ্দেশীয় কোন এক ভাষাতে প্রকাশিত হইবে। উক্ত সোসৈটি যে ২ বিষয়ের নূতন সম্বাদ [প্রকাশ] করেন তদ্বিষয় ছাপাইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

—১৮ আপ্রিল ১৮৩৫ / ৬ বৈশাখ ১২৪২

বিদ্যাধ্যাপন।

যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা ও মূল বিদ্যা [ধ্যাপন] করাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান করা যাইতেছে তাঁহারা নীচে লিখিতব্য কোন জন সাহেবের নিকটে গমন করুন। যেহেতুক ঐ সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন কমিটি কর্তৃক এইরূপ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা লওনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা সেই সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাঁহারা নিজে কিরূপ বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন ও পাঠশালাহইতে বাহির হওনের পরে কোথায় কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং গণিতবিদ্যা ও ভূগোলীয় বিদ্যা ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের গুণাগুণনির্ণায়ক বিদ্যাইত্যাদির যে পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন তাহা দরখাস্তে লিখিবেন।

যাঁহারা দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেন যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারেন তাঁহারা ঐরূপ দরখাস্ত করিলেও বিফল হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির আপন ২ দরখাস্তের সঙ্গে স্বীয় সচ্চরিত্রবিষয়ের সর্টিফিকট দিতে হইবে।

কলিকাতা ১৩ আপ্রিল ১৮৩৫। ই রৈয়ন।

জে গ্রাণ্ট।

আর বর্চ।

সি ত্রিবিলয়ন।

—১৮ আপ্রিল ১৮৩৫ / ৬ বৈশাখ ১২৪২

[চুরি।]

গত মঙ্গলবারে ঈশ্বরচন্দ্র চাটুয্যে ও রামচন্দ্র চৌধুরী ও বিপ্রদাস ব্যক্তির নামে এই অভিযোগ হয় যে তাহারা গত ১৩ ফেব্রুআরির রাত্রিযোগে যোড়াসাঁকোর বৈকুণ্ঠ শাহের বাটীতে প্রবেশ করিয়া ১৭৩ বস্তা চাউল চুরী করে। তাহাতে জুরীর সাহেবেরা উপরিউক্ত তারিখে সাড়ে নয় ঘণ্টা রাত্রিপর্য্যন্ত থাকিয়া তাহারদিগকে দোষী করিলেন। মিসিলের শেষদিবসে দণ্ডদেওনার্থ তাহারা আদালতে আনীত হইবে।

—১৮ আপ্রিল ১৮৩৫ / ৬ বৈশাখ ১২৪২

কলিকাতার চেম্বর অফ কমর্স।

কলিকাতার চেম্বর অফ কমর্স অর্থাৎ বাণিজ্যের সমাজ মালকম ব্যুকানন কোম্পানির অংশি শ্রীযুত ষ্টুআর্ট সাহেবকে আপনারদের সভাপতি এবং জামেসন কোম্পানির অংশি শ্রীযুত মারিসন সাহেবকে আগামি বৎসরের নিমিত্ত দ্বিতীয় সভাপতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং ঐ সমাজে সালিস হওনার্থ অনেক মোকদ্দমা অর্পণ হওয়াতে তাঁহারা সালিসীর কমিটির এমত সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন যে একইকালে দুই মোকদ্দমার সালিসী হইতে পারে।

—১৮ আপ্রিল ১৮৩৫ / ৬ বৈশাখ ১২৪২

পুনশ্চ লৌহময় বাষ্পীয় জাহাজ।

গত বুধবার অপরাহ্নে অপর এক লৌহময় বাষ্পীয় জাহাজ ভাসান গেল তাহার নাম জলঙ্গী রাখা গিয়াছে। গত নবেম্বর মাসঅবধি এমত ৪ বাষ্পীয়

জাহাজ ভাসান গেল। ইহাতে ঐ সকল জাহাজ প্রস্তুতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের অতি প্রশংসা হয়।

—১৮ আপ্রিল ১৮৩৫ / ৬ বৈশাখ ১২৪২

গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্যুরন্স আপীস।

হরকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্যুরন্স আপীস আগামি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থাপিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ হইবে।

—১৮ আপ্রিল ১৮৩৫ / ৬ বৈশাখ ১২৪২

ইশতেহার।

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেমস্ হিগিন্সন সাহেব জগমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসে[লে]' অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জগমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রসিকচন্দ্র নেউগীর বাগাৎ ভূমি। পশ্চিম দিগে সরকারী গলি। উত্তর দিগে কোম্পানির নর্দমা। দক্ষিণ দিগে শিবচন্দ্র বাঁড়ুয্যের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং সুবে বাঙ্গালার চব্বিশ পরগনার টালার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৫॥০ পাঁচ কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জগমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও

সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে সরকারী গলি। পশ্চিম দিসে [দিগে] গোবর্দ্ধন দাসের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে রামধন দাসের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা।

—২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩০ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের সূতানুটির পাথুরিয়া ঘাটাতে মনসাতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২৸২ দুই বিঘা সত্তর কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক বা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সরকারী গলি। উত্তর দিগে সরকারী নর্দমা। পূর্ব্ব দিগে নীলু আঢ্যের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে রামশঙ্কর ঘোষের এক খণ্ড ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

সটীক মনু।

সর্ব্বজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে

কুল্লূকভট্টটীকাসহিতমনুসংহিতা।

শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেল্দবন্দি হইয়া প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করা গিয়াছে। যে মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি আপন নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে অনায়াসে তাঁহার

নিকট পঁহুছিবেক এবং কলিকাতা নগরে লাল গির্জার সম্মুখে এখানকার কেতাবের গুদামে পাঠাইলে পাইবেন অথবা শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে স্বয়ং লইতে আইসেন কিম্বা লোক প্রেরণ করেন আগতমাত্রই পাইবেন ইতি।

—২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

রামায়ণ।

সর্ব্বজন জ্ঞাতকারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মহাকবি কৃত্তিবাসঃ পণ্ডিত রচিত সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেল্‌দবন্দি হইয়া ২ বালমে প্রস্তুত হইয়াছে সমুদায়ের মূল্য ৮ টাকা স্থির করা গিয়াছে। যে মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় এবং তিনি আপন নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে অনায়াসে তাঁহার নিকটে পঁহুছিবেক কলিকাতা নগরে লালগির্জার নিকটে এখানকার কেতাবের গুদামে পাঠাইলে পাইবেন অথবা শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপনি আইসেন কিম্বা লোক প্রেরণ করেন আগত মাত্রই পাইবেন। যে মহাশয়েরা পূর্ব্বে যে দুই তিন কাণ্ড যে মূল্যে লইয়াছেন তাঁহারদিগকে অবশিষ্ট কাণ্ডসকল ৮ টাকা মূল্যের হিসাবে দেওয়া যাইবে কেবল জেল্‌দের খরচ ১ টাকামাত্র অধিক লাগিবে।

—২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৫ আপ্রিল ১৮৩৫।

শ্রীযুত এ এফ ডনেলি সাহেব কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট এবং অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত ঐ আদালতের একটিং ডেপুটি রেজিষ্টর হইয়াছেন।

—২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

মহারাজ রণজিৎ সিংহের উকীল।

পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে কিয়ৎকাল হইল জ্ঞাপন করা গিয়াছিল যে মহারাজ রণজিৎ সিংহের যে উকীল সংপ্রতি কলিকাতায় আগমন

করিয়াছিলেন তিনি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন এবং এক জন ইঙ্গলণ্ডীয় বিবিকে বিবাহ করিবেন। এইক্ষণে মফঃসল আকবারের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এইক্ষণে তাঁহার বিষয়ে কহিতেছেন যে উকীল আমারদের নানকীয় ধর্ম্ম হেয়জ্ঞান করিয়াছেন এবং এক জন ফিরিঙ্গি বিবিতে প্রেমাসক্ত হইয়াছেন অতএব ইহাঁকে কি উচিত দণ্ড দেওয়া যাইবে। কথিত আছে যে মহারাজের অমাত্যগণও ঐ উকীলের দোষ স্বীকার করিয়া কহেন যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন অতএব অবশ্যই তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া বিহিত। —২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

তুলাদান।

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটালিনিবাসি শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুলা দান অর্থাৎ যথাশাস্ত্র আত্ম শরীর পরিমিত অষ্ট ধাতুনির্ম্মিত জলাধারাদি নানা প্রকার ব্যবহার্য্য পাত্র এবং স্বর্ণরূপ্য মুদ্রা দ্বারা তুলা করিয়া বিপ্রাগ্রগণ্য মান্য পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যদ্যপি তুলাই মহাদান ইহা গ্রহণ অবিহিত ইহাতে তৃপ্তির বিষয় কি তাহা নহে সমূহ লোক কর্তৃক ঐ দান গ্রহণ হওয়াতে মহাদান জন্য দোষ লেশও হয় নাই ফলিতার্থ মহাদান বলিবার তাৎপর্য্য সামান্য দান নহে অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যাপক ২০ টাকা এক ঘড়া ১৬ টাকা এক কলসী ১২ টাকা এক কলসী ১০ টাকা ৮ টাকা ৭ টাকা ৬ টাকা এক কলসীর ন্যূন নহে এতাদৃশ পত্রও প্রায় দুই শতাধিক দিয়াছিলেন এতন্নরস্থ দোষিভিন্ন তাবৎ দলস্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্ব্ববাস দক্ষিণাঞ্চলের অধ্যাপকও অনেক এবং তদ্ভিন্ন উপস্থিত সুপারিস পত্র অন্যূন শতাবধি হইবে তদতিরিক্ত রাঘব কাঙ্গালির প্রণালীও মন্দ করেন নাই।০ ।০ চারি আনা করিয়া দিয়াছেন ইহাতে বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় হইয়াছে।

এই ব্যাপার দেখিয়া দেব বাবুকে আমরা ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্যরূপে গণ্য এমত নহে বিষয় কর্ম্মাদি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই সদ্ব্যয় করা আছে এই তুলা ক্রমে তিন বৎসর করা হইল এতদ্ভিন্ন নিত্য কর্ম্মেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য শুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত্র নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদৃশ ব্যক্তি অধিক দুর্লভ।—চন্দ্রিকা

—২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুত দর্পণ প্রকশাক [প্রকাশক] মহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়ের বহুমূল্য দর্পণে মমপত্র অর্পণ করিবেন এবং ভরসা করি ইঙ্গরেজী সম্পাদক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া স্ব ২ পত্রে গ্রহণ করিবেন যাহাতে করিয়া সর্ব্বোপকারক শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর হইতে পারে।

যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও রাজ্যের মধ্যে যেমন উপশান্তি ও সুখের সম্ভাবনা করা যায় এই প্রযুক্ত এতদ্দেশে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির অধিকার হওয়াতে প্রজারদের সুখ জন্য নানা চতুষ্পাঠ্যাদি স্থাপন করিয়া তাহারদের বিদ্যাদান করিতেছেন ভূরি২ সিবিলসম্পর্কীয় মহাশয়েরা নিয়ত অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল বিদ্যালয়ে সাহায্য করিতে মনোযোগ করিতেছেন এবং নিয়মানিয়ম এমন সৃজন করিতেছেন যাহাতে করিয়া ত্বরায় প্রচুর বিদ্যা হয় এবং কল্পনা করিতেছেন কি প্রকারে তাহারদের শীঘ্র অভীষ্টলাভ হয় এই অনুভব করিয়া বিদ্যালয়ে ভিন্ন২ পাঠস্থান করিয়াছেন এবং সময়ে২ ছাত্রেরদের গুণানুযায়ি পাঠের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতেছেন এবং পরীক্ষা লইয়া বৎসরে২ পুরস্কার করিতেছেন। ইহাতে করিয়া যুবারদের মনে এমন ইর্ষা জন্মিয়াছে যে তাঁহারা পরস্পর বড হইবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেছেন। এবং বার্ষিক পুরস্কার গ্রন্থ পাইবার জন্যে অন্তঃকরণের সহিত উদ্যোগ করিতেছেন। কেন না তাঁহারা তাহা মর্য্যাদা স্বরূপ জ্ঞান করেন। এই সকল মহাশয়েরদের মানস প্রায় পূর্ণ হইয়াছে কেননা ঐ সকল ছাত্রেরা অতুল্য অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা শিল্প বিদ্যাতেও নিপুণ এবং গদ্য ও কবিতা এমত লেখেন বোধ হয় যে তাঁহারদের স্বদেশীয় ভাষাতে তাঁহারদের হস্ত হইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ পাইতেছে। তাহা দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারিবেক তত্রাপি গবর্ণমেণ্ট হইতে কৃপণীয় মনোনীত হইয়া তাঁহারদের গুণাগুণের পুরস্কার হয় না। কালেজ আরম্ভাবধি অদ্যপর্য্যন্ত অনেক ধীর যুবা প্রশংসা পত্রের সহিত কালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এবং অন্য২ ভারি২ ক্লাশহইতে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারদের মধ্যে অত্যল্প উচ্চপদ ধারণ করিয়া উচ্চবেতন গ্রহণ করিয়া শ্রমের ফল প্রাপ্ত হইতেছেন আমি জ্ঞাত আছি যে কালেজের ছাত্রের মধ্যে কেবল তিন জন যোগ্য পদ ধারণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে কিছু সহকারিতা করেন নাই কেবল তাঁহারদের পিতা ও বন্ধুগণের দ্বারা হইয়াছে যাহাহউক আমি তাঁহারদের নাম ও পদ লিখিতে বাঞ্ছা করি বিশেষতঃ বাবু হরিমোহন সেন

মিন্টের বুলিয়ন রক্ষক বাবু হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গল মহলের সদর আমীন এবং বাবু নীলমণি মতিলাল সরিফ আপীসের দেওয়ান এতদ্ভিন্ন অনেকে কোং আপীসে অত্যল্প বেতনে এবং সামান্য কেরাণিরদের সহিত তুল্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সকল কেরাণিরা কেবল কএক মাস লেখার অভ্যাস করিয়াছে মাত্র দপ্তর মনিবেরা অনায়াসে ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন যদ্যপি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম লইয়া তাহারদের পরীক্ষা করেন তবে তাহারদিগকে কোন কর্ম্মে উপযুক্ত দেখিবেন না বরং হিংসাদি দ্বেষ করিতেই দীনহীন কালেজের ছাত্রগণ স্বভাবের প্রয়োজনা ভাবে এই নীচ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তায় তাঁহারদের মধ্যে অনেকও কর্ম্মচ্যুত আছেন।

এতন্নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নির্ম্মল দর্পণ দ্বারা শ্রীলশ্রীযুৎ গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর করিতে প্রার্থনা করি যে ঐ সকল ছাত্রেরা বহুকালাবধি কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজী বাঙ্গাল এবং পারস্য ভাষাতে নিপুণ হইয়াও ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপদী হইলেন। জুডিসিয়াল ও রেবিনিউসম্পর্কীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ পাইয়াছে তত্রাপি ঐ সকল ছাত্রেরা অর্থ ও বন্ধু বিরহজন্য ঐ সকল পদশূন্য হইয়াছেন যদ্যপি শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কালেজের ছাত্রেরদের পক্ষে সহকারিতা করিয়া ঐ পদাভিষিক্ত করেন যেহেতু তাঁহার সহকারিতা ব্যতিরেকে এই পদ পাওনের তাহারদের কোন সম্ভাবনা নাই তবেই তাঁহারদের পরিশ্রম ও গুণের যথার্থ পুরস্কার হয়। আমি মনে করি তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে হস্তার্পণ করিলে প্রজাদের কিছু অসুখ না হইয়া বরং সুখজনক হইবেক কেননা তাঁহারদের সুখ বিবেচনা ও স্মরণ ও যথার্থতা আছে। হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি এই পত্রে কোন অশুদ্ধ থাকে মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া দর্পণে অর্পণ করিলে চিরবাধিত হইব ইতি। ৬ বৈশাখ।

কলিকাতা ১৮ আপ্রিল ১৮৩৫। কালেজিনাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ

—২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

কোম্পানির কাগজ।

৬ টাকা স্থদের লোন।	২১	২২	প্রিমিয়ম
পুরাতন ৫ টাকার লোন।			
১ ক্লাস। ...	৸০	৷৹০	ঐ
২ ক্লাস। ...	১	৸০	ঐ
৩ ক্লাস।	১৷০	১৸০	ঐ
মধ্যম ৫ টাকার লোন।	০	০	ঐ
নূতন ৫ টাকার লোন।	৸০	১	ঐ
৪ টাকার লোন।	৩	২৸০	ঐ ডিস্কৌণ্ট সের।
বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক।	৩০০০-৩৫০০		প্রিমিয়ম

—২৫ আপ্রিল ১৮৩৫ / ১৩ বৈশাখ ১২৪২

ইশ্তেহার।

ইশ্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা শহরের এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম কুঠার ও তদন্তঃপাতি স্থানসকলের শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের সাধারণ ও ত্রৈমাসিক আজ্জার্ণেড সেসন অফ দি পীস অর্থাৎ মিছিল কলিকাতাস্থ ঘরের টাক্সসম্পর্কীয় উক্ত জুষ্টীস সাহেবেরদের দপ্তরখানাতে আগামি ২ মে শনিবারে পূর্ব্বাহ্নে বেলা দুই প্রহরের সময়ে বৈঠক হইবে।

ক্লার্ক অফ দি পীস দপ্তরখানায়। ডবলিউ এচ স্মোল্ট

২৭ আপ্রিল ১৮৩৫। ক্লার্ক অফ দি পীস।

ইশ্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা শহরের এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম কুঠার ও তদন্তঃপাতি স্থানসকলের শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের সাধারণ ও ত্রৈমাসিক সেসন অফ দি পীস অর্থাৎ মিছিল কলিকাতাস্থ ঘরের টাক্সসম্পর্কীয় উক্ত জুষ্টীস সাহেবেরদের দপ্তরখানাতে আগামি ৪ মে সোমবারে পূর্ব্বাহ্নে বেলা দুই প্রহরের সময়ে বৈঠক হইবে।

ক্লার্ক অফ দি পীস দপ্তরখানায়। ডবলিউ এচ স্মোল্ট

২৭ আপ্রিল ১৮৩৫। ক্লার্ক অফ দি পীস।

—২ মে ১৮৩৫ / ২০ বৈশাখ ১২৪২

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কলিকাতায় মিসেন রো রাস্তায় চর্চ মিসন প্রেসে বিক্রয়ার্থ রাখা গিয়াছে। ঐ স্থান লালগির্জার

নিকটবর্ত্তি রাস্তার ধারে যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় সেখানে গমন করিলে শ্রীযুত ডিরোজারিয়ো সাহেবের নিকটে চাহিলে পাইতে পারিবেন।

—২ মে ১৮৩৫ / ২০ বৈশাখ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২২ আপ্রিল ১৮৩৫ শ্রীযুত জে বি থরনহিল সাহেব শ্রীযুত ডনেলি সাহেবের পদে কলিকাতার কষ্টম কালেকটর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট হইয়াছেন।

—২ মে ১৮৩৫ / ২০ বৈশাখ ১২৪২

[ট্রেজুরি।]

অদ্যকার আপরাহ্নিক কলিকাতা গেজেটে লেখে যে ট্রেজুরি হইতে টাকা দেওন বিসয়ে নূতন নিয়ম হইয়াছে। পূর্ব্বে জেনরল ট্রেজুরী হইতে তাবৎ টাকা নগদ দেওয়া যাইত কিন্তু উত্তরকালে সবট্রেজুরর সাহেব ট্রেজুরীহইতে টাকা না দিয়া বাঙ্গাল বেঙ্কের উপর চ্যাক দিবেন এইপ্রযিক্ত বেঙ্কে অধিক লো দ রাখিতে হইবে এবং বেঙ্কের উপর অধিক ঝুঁকি পড়িবে অতএব এই দুই বিষয়ে বেঙ্কের ক্ষতি পূরণার্থ কি নিয়ম হইয়াছে তাহা অদ্যাপি শুনা যায় নাই কিন্তু আমারদের বোধ হয় ইহাতে সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তি ও বেঙ্কের অধ্যক্ষেরদের লাভ হইবে বেঙ্কের লাভ এই হইবে যে আপনারদের নোট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চালানের সুযোগ হইবে।

—২ মে ১৮৩৫ / ২০ বৈশাখ ১২৪২

সুপ্রিম কোর্ট।

বর্ত্তমান মিছিলে শ্রীযুত সর জন গ্রাণ্ট সাহেব তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক কহিতেছি যে সাহেব অমুক দিবসে বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে কিঞ্চিৎ অস্বাস্থ্য উপক্রম হইয়া দুই প্রহরপর্য্যন্ত ক্রমে বৃদ্ধিহওনপ্রযুক্ত আর বসিতে পারিলেন না। অনন্তর উভয়পক্ষীয় কৌন্সেলিকে জ্ঞাপন করিয়া কল্যঅবধি যে মোকদ্দমা চলিতেছে তাহা আগামি সোমবার পর্য্যন্ত মুলতবী রাখিলেন। তৎকালে সাহেব এমত দুর্বল হইয়াছিলেন যে স্বীয় কেরাণির সহকার ব্যতিরেকে স্বস্থানে আসিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ দুই তিন পাদবিহরণ করিয়া এমত ক্ষীণতা বোধ হইল যে পতৎকল্প হইলেন তাহাতে শ্রীযুত লিথ সাহেব আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীযুত

আদবোকেট জেনরল সাহেব ও শ্রীযুত টর্টন সাহেব ও অন্যান্য সাহেবেরা আসিয়া সাহায্যকরত তাঁহাকে রেজিষ্টর সাহেবের ঘরে লইয়া গেলেন এবং ঐ স্থানে শ্রীযুত চীফ জুষ্টিস সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আইলেন। পরে কিঞ্চিৎকাল কৌচে বসিয়া কিঞ্চিদুপশম হইলে বিচারশালাহইতে গমন করিলেন।

—২ মে ১৮৩৫/২০ বৈশাখ ১২৪২

[আর্চডিকিন কারি সাহেব।]

কলিকাতার শ্রীযুত আর্চডিকিন কারি সাহেব কেপে পঁহুছিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন যে আট সপ্তাহপর্য্যন্ত অতিত্যুক্তস্বরূপ গমনের পরে কেপে পঁহুছিলেন। এবং শ্রীমতী বিবি কারি এমত সুস্থা হন যে চিকিৎসক সাহেবেরা কহেন যে একেবারে রোগমুক্তা হইয়াছেন।

—২ মে ১৮৩৫/২০ বৈশাখ ১২৪২

বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম।

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যাইচ্ছাতাই একটা খড়ুয়া ঘরে রাখে তাহাতে দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে দুই এক দিবসপর্য্যন্ত থাকিতে হয় তাহাতে তৎকালীন দুরবস্থানুসারে সম্ভাবনীয় পীড়াসকল তাহার মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতিক্ষীণ হয়। ফলতঃ মূর্খ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই এমত ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে ঐরূপ ঘরহইতে উঠাইয়া প্রবাহসমীপে লইয়া অর্দ্ধ শরীর জলমগ্নকরিয়া অর্দ্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনন্তর দুই এক জন আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হরিবোল ২ বলত কিঞ্চিৎ ২ গঙ্গাজল মুখে দেয় কিন্তু এমতও হইতে পারে যে ঐ মূর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইতে না পারাতে অতিশীঘ্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে না এবং রোগিরো বোধ হয় যে আমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে না তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিতে থাকে যে আমি এইক্ষণে মরিব না আমাকে এখানহইতে উঠাইয়া লইয়া যাও তাহাতে আত্মীয় স্বজন ঐ যমসম চিকিৎসককে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বোধ করেন যে এখন ফিরাইয়া লইয়া গেলে আমার অসম্ভ্রম হয় অতএব রোগির আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে গোপনে ডাকিয়া কহেন যে ইহাঁর আর বড় অপেক্ষা নাই

এইক্ষণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া অনুচিত। অতএব ঐ রোগির চীৎকারে কেহই মনোযোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে ইত্যাদি ব্যাপার করিতে ২ যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমরপর্য্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ ২ টানিয়া লইতে থাকে এইরূপে টানাটানি করাতে কখন ২ তাহার শরীরের কোন ২ স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণ ত্যাগ হয় না এইরূপ নির্দ্দয়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তখনপর্য্যন্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্যপি ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত দুঃখ হয় তথাপি শারীরিক যাতনা বিষয়ে চৈতন্য থাকে এইপ্রযুক্ত বারম্বার বিনীতি করে যে আমাকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও তাহাতে কখন ২ তাদৃশ যাতনা না দিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে কিন্তু অতিদুর্ব্বল শরীরে ইত্যাদি যাতনা দেওয়াতে সুতরাং তাহার মৃত্যু অতিশীঘ্রই উপস্থিত হয় তখন পুনর্ব্বার লইয়া গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতি শীঘ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়া দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়।

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ ২ এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন ২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশা থাকিলে কখন সাবধান ব্যক্তিরা গঙ্গাতীরে লইয়া যান না। দিন ২ সহস্র ২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে সুতরাং সকলের একপ্রকার ভাব নহে কিন্তু আমারদের উপরি উক্তপ্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহ্নব করিতে পারিবেন না এবং গঙ্গাতীরে লওনের পর এমত যাতনা পাইয়া অনেক ব্যক্তি সুস্থ হইয়া ফিরে আইসে যদি এই বিষয় সত্য হয় তবে আমারদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ হইতে পারে।

এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে রিফার্মরে এইরূপ লেখেন যে যে শাস্ত্রে অন্তর্জলকরণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিযুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর তন্মধ্যে ৪০০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ণুর নাম থাকিবে ৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্য থাকিবে। তৎপরে সামান্য জলের ন্যায় গঙ্গার পবিত্রতা গুণ থাকিবে না এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪০ বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রায় সকলই এমত বোধ করেন যে আর ৬০ বৎসরপরেই তদ্রূপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে পাইব না সন্তানেরা দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুরদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তাহা হইলে

কিরূপে তাঁহারদের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। এবং সচ্ছীলতাব্যতিরেকে স্বর্গারোহণের আর কোন্ সোজা পথ পাইবেন তাঁহারদের অযুক্তধর্ম্ম বজায় রাখণের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর কোন্ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাঁহারা এই অতিনিন্দ্য ও ঘৃণ্য অন্তর্জলের ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন। ভরসা করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা এমত জ্ঞানোদয় হইবে যে গঙ্গামাহাত্ম্যের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ঐ ৬০ বৎসর অতীত না হইতেই অবশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাসা করি যে শাস্ত্রে যে কাল পর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্যের সীমা আছে তৎকালের পূর্ব্বেই কেন তদ্বিষয়ে বিরত না হন এবং তাহা হইলে অবিশ্বাসি লোকেরদেরও শাস্ত্রবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। অতএব এই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষবিবেচনা করুন।—রিফরমর।

—২ মে ১৮৩৫/২০ বৈশাখ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় কলিকাতার সরিফ সাহেব প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বিরুদ্ধে ফাই রাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের পাতরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২৷৫০২ দুই বিঘা সত্তর কাঠা তাহা নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সরকারী গলি। উত্তর দিগে সরকারী নদমা পূর্ব্ব দিগে নীলু আঢ্যের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে রামশঙ্কর ঘোষের এক খণ্ড ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৯ মে ১৮৩৫/২৭ বৈশাখ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়···সরিফ সাহেব কামিনী বিবির বিরুদ্ধে···নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের সূতানুটিতে বেণিয়া টোলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৮৬ এবং তাহার

সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥৪ চৌদ্দ কাঠা···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে সুন্দর ঘোষের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে বেণিয়া টোলানামে বিখ্যাত সরকারী গলি। দক্ষিণ দিগে সরকারী গলি। উত্তর দিগে বেণিয়া টোলানামে বিখ্যাত পূর্ব্বোক্ত গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের ফেওরা জানিতে পারিবেন।

—৯ মে ১৮৩৫/২৭ বৈশাখ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ মে বৃহস্পতিবার···কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেম্‌স হিগিন্সন সাহেব নবকৃষ্ণ মিত্রের বিরুদ্ধে···নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের রাধাবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৪ ॥০ চারি কাঠা আট ছটাক···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগের কিয়দংশে পোলীস ঘর পশ্চিম দিগে গুরুচরণ শাহার গুদাম দক্ষিণ দিগে ফ্রিং ও গার্ডন সাহেবদিগের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে এক গলি।

২ দফা। এবং কলিকাতা নগরের বড়বাজারের পোস্তানামে বিখ্যাত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম তাহার অর্দ্ধেকের পাঁচ আনা অংশের তিন অংশের একাংশ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১॥০ এক বিঘা দশ কাঠা··নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কোম্পানির রাস্তা। পশ্চিম দিগে গঙ্গাতীরের রাস্তা। দক্ষিণ দিগে হরচন্দ্র দাস ও চুনিলাল দাসের গুদাম উত্তর দিগে শম্ভু হালদারের ভূমি।

৩ দফা। এবং কলিকাতা নগরের সুতানুটির বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতলা ইষ্টকনির্ম্মিত ঠাকুর বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৴ এক বিঘা···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা। উত্তর দিগে আসামী

নবকৃষ্ণ মিত্রের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে চিৎপুরের রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে হরলাল মিত্রের ভদ্রাসন বাটী।

৪ দফা। এবং কলিকাতা নগরের পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত ভদ্রাসন বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা······নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মদনমোহন ঠাকুরের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে চিৎপুরের রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত হরলাল মিত্রের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং কলিকাতা নগরের সুতানুটিতে শ্যামবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামমোহন কলুর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে গোপীমোহন দেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে ঐ গোপীমোহন দেবের ভূমি। উত্তর দিগে শ্যামপুকুরের রাস্তা।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল তন্মধ্যস্থিত যে কএক একতালা ও দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৫২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কোম্পানির নর্দমা। দক্ষিণ দিগে বৃন্দাবন ঠাকুরের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক পুষ্করিণী। পশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা।

৭ দফা। এবং কলিকাতা নগরের সুতানুটির শ্যামবাজারের শামিল তন্মধ্যস্থিত ও গোকুল মিত্রের ভূমি নামে বিখ্যাত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৫ পাঁচ বিঘা তাহা···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রামনাথ বসাকের ভূমি। দক্ষিণ দিগে গোপীমোহন দেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে কৃষ্ণমোহন বসাকের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

৮ দফা। এবং কলিকাতা নগরের চাঁদনিখানার সম্মুখে যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৯ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে

চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে চাঁদনি চকের রাস্তা। পশ্চিম দিগে গোলাম হোসেন মুনসীর বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে নীলমণি শাহার বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে ভোলা শাহার বাটী ও ভূমি।

৯ দফা। এবং কলিকাতা নগরের চাঁদনিচকের পাঁচ আনা অংশের তিন অংশের এক অংশেতে···পূর্ব্বোক্ত আসামী নবকৃষ্ণ মিত্রের স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেত [পারিবেন]। —৯ মে ১৮৩৫/২৭ বৈশাখ ১২৪২

ফোর্ট উলিয়ম।

জুদিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৩৫।

প্রস্তাবিত আইনের নীচে লিখিতব্য পাণ্ডুলেখ্য ১৮৩৫ সালের ২৭ আপ্রিল তারিখে প্রথমবার হজুর কৌন্সেলে পঠিত হইল।

১৮৩৫ সালের অমুক নং আইন।

১ দফা। হুকুম হইল যে অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অধোলিখিত চতুষ্টয় আইন রহিত হইবে বিশেষতঃ অনুমতিব্যতিরেকে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন নিবারণার্থ এবং কোন ২ গতিকে মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ ও সম্বাদপত্র চালায়নের নিষেধ করণ বিষয়ে ১৮২৩ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে আইন করিলেন এবং।

দ্বিতীয়। ১৮২৩ সালের ১৪ মার্চ তারিখে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের সুনিয়ম ও উত্তম রাজশাসনবিষয়ে যে আইন ও বিধান হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ১৮২৩ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হয় এবং।

তৃতীয়। অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা সম্বাদ পত্র ও অন্যান্য প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ করণে যে অনিষ্ট হইতে পারে তাহা নিবারণার্থ যে বিধান ও আইন ১৮২৫ সালের ২ মার্চ তারিখে বোম্বাইর গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐ সালের ১১ মে তারিখে বোম্বাইর সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হয় এবং।

চতুর্থ। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন এবং মুদ্রাঙ্কিত বহী চালায়নের প্রতিবন্ধকতাকরণ

বিষয়ে যে আইন ১৮২৭ সালের ১ জানুআনি [জানুআরি] তারিখে বোম্বাইর গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট হয় এই চারি আইন রহিত হইল।

২ ধারা ১ প্রকরণ। হুকুম হইল অমুক মাসের অমুক তারিখের পর পশ্চাল্লিখিত বিধানের উল্লঙ্ঘনে কোন সাময়িক প্রকাশিত গ্রন্থ অথবা যাহাতে কোন সম্বাদাদি থাকে অথবা সম্বাদবিষয়ক কোন প্রস্তাব লেখা থাকে তাহা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে প্রকাশিত হইবে না।

২ প্রকরণ। ঐ সাময়িক গ্রন্থের ছাপাকর্ত্তা ও প্রকাশকর্ত্তা উভয় যে এলাকার মধ্যে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেই এলাকার মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া নীচে লিখিতব্য মতে দুইখান স্বকৃতিপত্র লিখিয়া দিবেন।

আমি অমুক জ্ঞাপন করিতেছি যে আমি অমুকনামক গ্রন্থ বা সম্বাদপত্রের মুদ্রা কারক বা প্রকাশক এবং ঐ গ্রন্থাদি অমুক স্থানে ছাপা হইতেছে। অমুক এই কথা যে পংক্তিতে লেখা আছে সেই স্থানে ঐ গ্রন্থ যে ঘরে ছাপা হইতেছে সেই ঘরের সীমা সরহদ্দপ্রভৃতি তাবদ্বিবরণ লেখা থাকিবে।

৩ প্রকরণ। যতবার ছাপাখানার স্থান পরিবর্ত্তন হইবে ততবার ছাপাকর্ত্তার নূতন ২ স্বকৃতিপত্র লিখিয়া দিতে হইবে।

৪ প্রকরণ। ঐ ছাপাকর্ত্তা বা প্রকাশকর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত স্বকৃতিপত্র লিখিয়া দিলেপর যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার ছাড়িয়া যায় তখন ঐ অধিকার নিবাসী অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ছাপাকর্ত্তা বা প্রকাশকর্ত্তা হইলে তদ্রূপ স্বকৃতিপত্র লিখিয়া দেওনের আবশ্যক।

৩ ধারা। হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য না করিয়া যে কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ ছাপান্ বা প্রকাশ করেন্ অথবা এই নিয়ম প্রতিপালন হয় নাই জানিয়া অন্যের দ্বারা কোন গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করান তাঁহার দোষ সাব্যস্থ হইলে তিনি প্রথম অপরাধের নিমিত্ত এত-সংখ্যক টাকা জরীমানা দিবেন এবং এত কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবেন এবং দ্বিতীয় অপরাধের নিমিত্ত এত সংখ্যক টাকা জরীমানা দিবেন এবং এত কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবেন।

৪ ধারা। হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত স্বকৃতিপত্রের যে দুই নকল স্বাক্ষরীকৃত হইবে তাহা যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে হইবে সেই মাজিস্ত্রেটের দস্তখৎ তাহাতে থাকিবে এবং তাহার এক নকল ঐ মাজিস্ত্রেট সাহেবের রোয়দাদ কাগজপত্রের মধ্যে গাঁথা থাকিবে। অপর নকল সুপ্রিম কোর্টের কাগজপত্রের

মধ্যে দাখিল হইবে অথবা ঐ স্বকৃতিপত্র যে এলাকার মধ্যে সহী হইবে সেই এলাকার মধ্যে বাদশাহের যে কোন আদালত থাকে সেই আদালতের কাগজ পত্রের মধ্যে গাঁথা থাকিবে এবং যে ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবের জিম্মা[য়] আসল স্বকৃতিপত্র থাকিবে যদি কেহ তাহা দেখিতে চাহেন তবে ঐ কর্ম্মকারক সাহেব তাঁহার স্থানে ১ টাকা রসুম লইয়া তাহা দেখিতে দিবেন অথবা যদি কেহ তাহার নকল চাহে তাহার স্থানে ২ টাকা রসুম লইয়া তাহার এক নকল ঐ আদালতের মোহর দিয়া তাহাকে দিবেন।

৫ ধারা। এবং হুকুম হইল যে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে কোন নালিস হইলে পূর্ব্বোক্তমতে যে স্বকৃতিপত্র হইয়াছে তাহার যে এক নকলে ঐ আসামী সহী করিয়া থাকে সেই নকল যে আদালতের জিম্মায় রাখিতে হুকুম আছে সেই আদালতের মোহর করা ঐ স্বকৃতির নকল আদালতে দরপেশ হইলে তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে যে ঐ আসামী যে গ্রন্থের নাম স্বকৃতিপত্রে লেখা থাকে সেই গ্রন্থের কিয়দংশ বা সমুদায়ের ছাপাকর্ত্তা বা প্রকাশক বটে।

৬ ধারা। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে স্বকৃতিপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে এবং যে গ্রন্থের নাম ঐ স্বকৃতিপত্রের মধ্যে লিখিত থাকে সেই গ্রন্থের ছাপান বা প্রকাশকরণ কার্য্যে বিরত হইলে তিনি মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নীচে লিখিতমতে স্বকৃতিপত্র লিখিয়া দিতে পারেন।

আমি অমুক লিখিয়া দিতেছি যে আমি অমুকনামক সাময়িক প্রকাশিত গ্রন্থের ছাপাকর্ত্তা বা প্রকাশকর্ত্তা আর নহি। এবং এই স্বকৃতিপত্রের যে দুই নকল যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে সহী হয় সেই মাজিস্ত্রেট সাহেবের মোহর ও দস্তখৎ তাহাতে থাকিবে এবং শেষলিখিত স্বকৃতিপত্র পূর্ব্বকার স্বকৃতিপত্রের সঙ্গে গাঁথা থাকিবে এবং যে কোন ব্যক্তি তাহা দেখিতে চাহেন তিনি আদালতের সাহেবকে ১ টাকা রসুম দিলে তাহা দেখিতে পাইবেন যে ব্যক্তি তাহার নকল চাহেন তিনি ২ টাকা রসুম দিলে কর্ম্মকারক সাহেবের মোহর দস্তখৎকরা এক নকল পাইবেন। এবং যে কোন মোকদ্দমায় পূর্ব্বকার মোহরাঙ্কিতকরা স্বকৃতিপত্র প্রমাণস্বরূপ দাখিল করা গিয়া থাকে সেই মোকদ্দমায় পশ্চাল্লিখিত স্বকৃতিপত্রও তদ্রূপ মোহরাঙ্কিত হইয়া প্রমাণস্বরূপ দাখিল হইতে পারে এবং তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্বকৃতিপত্রের দ্বারা এমত প্রমাণ হইবে না যে শেষ স্বকৃতিপত্রের তারিখের পর ঐ ব্যক্তি ঐ গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন।

৭ ধারা। এবং হুকুম হইল যে অমুক মাসের অমুক তারিখের পর কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে যে কোন গ্রন্থ বা সমাচারপত্র প্রকাশ হইবে তাহাতে মুদ্রাকর্ত্তা বা প্রকাশকর্ত্তার নাম ও যেস্থানে মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশ হয় এই সকলের নাম অতিস্পষ্টরূপে ছাপা হইবে এবং এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে কোন ব্যক্তি যে কোন গ্রন্থ বা সম্বাদপত্র ছাপা বা প্রকাশ করে তাহার দোষ সাব্যস্থ হইলে তাহার এত সংখ্যক টাকা জরীমানা ও এত কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিতে হইবে।

৮ ধারা। হুকুম হইল যে অমুক মাসের অমুক তারিখের পর যে ব্যক্তি যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে বাস করে সেই মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে উক্তপ্রকার স্বকৃতিপত্র লিখিয়া না দিলে গ্রন্থ বা সম্বাদপত্র প্রকাশার্থ আপন নিকটে কোন মুদ্রাযন্ত্রালয় রাখিতে পারিবে না।

আমি অমুক স্বকৃতিপত্র লিখিয়া দিতেছি যে আমার অমুক স্থানে এক মুদ্রা যন্ত্রালয় আছে এবং অমুক এই কথা যে স্থানে লিখিত থাকে সেই স্থানে ঐ মুদ্রা যন্ত্রের স্থানের তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।

৯ ধারা। এবং হুকুম হইল যে এই আইনের আজ্ঞাক্রমে যে কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা স্বকৃতিপত্র করিবে তাহার এত সংখ্যক টাকা জরীমানা ও এত কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিতে হইবে।

হুকুম হইল যে এই আইনের এই পাণ্ডুলেখ্য সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ হইবে।

হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত আইন আগস্ত মাসের ১ তারিখের পর ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের প্রথম বৈঠকে বিবেচিত হইবে।

উলিয়ম হে মাকনাটন

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—৯ মে ১৮৩৫ / ২১ বৈশাখ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৯ আপ্রিল।

কলিকাতার দ্বিতীয় ডেপুটি কষ্টম কালেক্‌টর শ্রীযুত ডবলিউ ব্রাকেন সাহেব গত মাসের ৭ তারিখে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত ১ মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

২৮ আপ্রিল।

সুবে বাঙ্গালার শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব নীচে লিখিতব্য হুকুম করিয়াছেন।

শ্রীযুত এ এফ ডনেলি সাহেব কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের ডেপুটি রেজিষ্টর ও রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—৯ মে ১৮৩৫ / ২৭ বৈশাখ ১২৪২

[মুদ্রাযন্ত্র।]

আগামি ১ আগস্ত তারিখে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনবিষয়ক যে বিবেচিত হইবে তাহার পাণ্ডুলেখ্য আমরা এই সপ্তাহে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিলাম। আমারদের যে সকল বাঞ্ছা ছিল তাহা এই আইনের দ্বারা পরিপূর্ণ হইল এই আইনে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা প্রকাশ করিতে অনুমতি হইয়াছে কেবল ইঙ্গলণ্ড দেশের যেমন রীতি আছে তাহার ন্যায় যদ্যপি কাহারো নামে কেহ কোন গ্লানি প্রকাশ করে তবে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে। যখন এই ব্যবস্থা আইনস্বরূপ জারী হইবে তখন আমারদের ভরসা আছে যে সর্ব্বসাধারণ লোক অগ্রসর হইয়া শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেবকে মুদ্রায়ন্ত্রস্থাপনের তাবৎ প্রতিবন্ধকতা মুক্তকরণার্থযথোচিত প্রশংসা করিবেন।

—৯ মে ১৮৩৫ / ২৭ বৈশাখ ১২৪২

[মৃত্যু।]

আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতার মাজিস্ত্রেট হুসিসেন সাহেবের অতিবার্দ্ধক্যে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তর হয়।

—৯ মে ১৮৩৫ / ২৭ বৈশাখ ১২৪২

এতদ্দেশীয় মাজিস্ত্রেট।

হরকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিস্ত্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন রাজচন্দ্র দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাধামাধব বাঁড়য্যে রাধাকান্ত দেব রস্তমজি কওয়াসজি।

—৯ মে ১৮৩৫ / ২৭ বৈশাখ ১২৪২

[পাঠশালায় দান ।]

পারেণ্টন আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন অর্থাৎ কলিকাতাস্থ এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া যে অপূর্ব্ব বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুত ডাক্তর কারবিন সাহেব ঐ পাঠশালার সপক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালার তাবৎ কর্জ্জ পরিশোধ করেন। তাহাতে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কহিলেন যে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্যক নাই আমিই ঐ টাকা দিতেছি। অনন্তর শ্রীযুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫০০০ টাকা প্রদান করিলেন।

—৯ মে ১৮৩৫ / ২৭ বৈশাখ ১২৪২

গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইন্সুরান্স।

গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইন্সুরান্স অর্থাৎ আয়ুর বিমাবিষয়ক যে সমাজ গত ১ মে তারিখে আরম্ভ হয় তাহার নিয়মসকল সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং ১৬ বৎসর অবধি ৬৫ বৎসরপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বিমা করিতে চাহিলে ১০০০ টাকার নিমিত্ত বৎসরে ২ যত টাকা প্রিমিয়ন দিতে হইবে তাহাও প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহা আমরা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যদি গবর্ণমেণ্টের এমত মানস থাকে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ বিমার আপীসে বিমা করেন তবে আপীসের তাবৎ নিয়ম এবং কত টাকা করিয়া বার্ষিক প্রিমিয়ন দিতে হইবে তদ্বিবরণ এতদ্দেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করিতে হয়।

—৯ মে ১৮৩৫ / ২৭ বৈশাখ ১২৪২

[বিদ্যাধ্যাপন সাধারণ কমিটি।]

পাঠক মহাশয়েরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে কলিকাতাস্থ বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটির সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাবিষয়ে লোকসকলের উদ্যোগদৃষ্টে তাহার পৌষ্টিকতা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষাতে বিদ্যা প্রদানের নিমিত্ত পাটনা ঢাকা হাজারিবাগ গুয়াহাটি এবং অন্যান্য যে স্থানে বিদ্যা শিক্ষার কোন উপায় নাই সেই সকল স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন।

—৯ মে ১৮৩৫ / ২৭ বৈশাখ ১২৪২

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে আগামি ২১ মে বৃহস্পতিবার···কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত উলিয়ম মেলবিল সাহেব রামনারায়ণ মুখুয্যের বিরুদ্ধে··· নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে কোম্পানির গলি। উত্তর দিগে দর্পনারারণ [দর্পনারায়ণ] হালদারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মৃত শিবচন্দ্র মুখুয্যের বাটী ও ভূমি।

এবং কলিকাতার শহরতলীতে শ্যামবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ১২ বার বিঘা···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামচন্দ্র দের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ ও উত্তর দিগে কোম্পানির সদর গলি। পশ্চিম দিগে রসিকচন্দ্র নেউগির এক খণ্ড ভূমি।

এবং কলিকাতানগরের বাগবাজারের রাজারাজবল্লভের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২॥০ দুই বিঘা দশ কাঠা···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রামকমল চক্রবর্ত্তী ও নবীন চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে রাজা রাজবল্লভের গলি নামে বিখ্যাত কোম্পানির সদর গলি। পূর্ব্ব দিগে নীলকণ্ঠ করকারের [সরকারের] বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রাধাকিশোর চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৬ মে ১৮৩৫ / ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২১ মে বৃহস্পতিবার···কলিকাতার সরিফ সাহেব সকিনা খানমের বিরুদ্ধে···নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের কলিঙ্গার মেন্দিবাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা। উত্তর দিগে রকিবউল্লা খানসামার বাটী

ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে দেদারবক্স খানসামার বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত বিবি সকিনা খানমের অপর এক খণ্ড ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নং ১০০ যে কএক খণ্ড ভূমি তন্মধ্যে এক খণ্ড অনুমান /৪॥৵ অন্য খণ্ড ।০…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা। উত্তর দিগে সরকারী গলি। পশ্চিম দিগে বিবি আমীরান ও সেক কাবিলের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত বিবি সকিনা খানমের বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নং ১৩৩।১৩৪ যে কএক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তন্মধ্যে এক খণ্ড ভূমি অনুমান ৳৪।০ উনিশ কাঠা চারি ছটাক এবং অপর /৩॥৴ তিন কাঠা এগার ছটাক…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বিবি কাবিলের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে বিবি আমীরানের ভূমি। পশ্চিম দিগে আনীশবালবরের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৬ মে ১৮৩৫ / ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

ফোর্ট উলিয়ম। জেনরল্‌ ডিপার্টমেণ্ট।

৬ মে ১৮৩৫।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে চারি রাজধানীর হাসিলের আইন ও ডাক মাসুলের আইন সংশোধনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইযাছেন তাঁহারা ঐ কর্ম্মের বিষয়ে সরকারী তাবৎ কর্ম্মকারকেরদের সঙ্গে লিখন পঠনকরণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং গবর্ণমেণ্টের নানা কর্ম্মকারকেরদের প্রতি হুকুম হইয়াছে যে ঐ কমিটির সাহেবেরা কোন বিষয় জানিবার নিমিত্ত তাঁহারদের প্রতি যাহা লিখিবেন তাঁহারা তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

আরো জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ঐ কমিটির কার্য্যসম্পর্কীয় কমিটির সেক্রেটরী সাহেবের নিকটে যে পত্র লেখা যায় তাহার উপরে সরকারী কর্ম্মবিষয়কই ইহা এই কথা লেখা থাকিলে সেই পত্র বিনা ডাকমাসুলে প্রেরণ করা যাইবে।

ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে।

জি এ বুসবি গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—১৬ মে ১৮৩৫ / ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

[বর্ষা।]

বর্ত্তমান বৎসরের বর্ষা পূর্ব্ব ২ বর্ষাপেক্ষা এক মাস অগ্রসরী হইয়া গত রবি ও সোমবারে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দিকস্থ প্রদেশ একেবারে বর্ষার জলে আপ্লাবিত হইয়াছে। অতিপ্রাচীন ব্যক্তিরও স্মরণ হয় না যে এই অল্প ক্ষণের মধ্যে কখন এমত গুরুতর বর্ষা হইয়াছে তাহাতে তাবৎ জলাশয় পুষ্করিণীপ্রভৃতি এককালে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং বর্ষাকালে আকাশ যেমন আর্দ্রভাব হয় তেমনিই হইয়াছে পূর্ব্বীয় বাতাস নিরন্তর বহিতেছে। আমরা ৩০ বৎসরাবধি এতদ্দেশে আছি কিন্তু এককালীন এমত বৃষ্টি কখন দেখি নাই যে এত শীঘ্র ১০ মে তারিখের মধ্যেই বর্ষারম্ভ হয় এইক্ষণে যেরূপ বর্ষার আরম্ভ হইয়াছে যদ্যপি ইহা কালিক বর্ষাই হয় তবে নীলের ফসলের অত্যন্ত ক্ষতিসম্ভাবনা। এই অবস্থাতে দেড় লক্ষ মোন দূরে থাকুক বরং ১,০০,০০০ মোনপর্য্যন্ত ফসল হওয়াও সৌভাগ্যফল।

—১৬ মে ১৮৩৫ / ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

চব্বিশপরগনার উৎপাত।

হরকরা সম্বাদপত্রের এক জন পত্রপ্রেরক সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিকে অতিঅন্যায় এক বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন বিশেষতঃ ২৩ মার্চ তারিখে জিলা চব্বিশপরগনার অন্তঃপাতি মাগুরা পরগনার চটাগ্রামনিবাসি মদন নাপিতনামক এক ব্যক্তির ঘরে বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়ের আজ্ঞাক্রমে চৈতন নস্কর নামক ব্যক্তি আগুন দেয় তাহাতে মদন নাপিত তৎক্ষণাৎ খিদিরপুরে গিয়া দারোগা মহাশয়কে ঐ বিষয় জানাইল এবং তৎপরদিবস প্রত্যূষে দারোগা সাহেব সরেজমীনে গমন করিয়া তাহার জোবানবন্দী লইলেন। তদ্দ্বারা ঐ মদন মোহনের নালিসের বিষয় বিলক্ষণ প্রমাণ হইল তথাপি ঐ দুষ্ট দারোগা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এই রিপোর্ট করিলেন যে ঐ নাপিত আপনার ঘরে আপনিই অগ্নি দিয়াছে। তাহার ন্যূনাধিক ২০০০ টাকার শস্যাদি গোলায় ছিল সে সমুদয় ভস্মহওয়াতে সে ব্যক্তি এইক্ষণে ফকীর হইয়াছে কিন্তু তাহার এতদ্রূপ দুরবস্থা হইলেও অধিকন্তু এই বিশেষ বিপদ্ হইল যে এইক্ষণে ঐ দারোগা মহাশয়ের সাহায্যে কারাবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে এবং তাহার সাক্ষিসকলও ঐ কারাগারে আশ্রয় পাইয়াছে।

—১৬ মে ১৮৩৫ / ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

পোলীস আপীস। ১৮৩৫ সাল ৮ মে।

কলিকাতাস্থ জুসফ কোম্পানির কারখানাস্থ কারিকর লোকেরা পোলীস আপীসে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত রাবিসন সাহেবের সম্মুখে ঐ কারখানার দেওয়ান নবীনচন্দ্র সরকারের নামে এই নালিশ করিল যে আমরা ঐ কারখানাস্থ কারিকর লোক আমারদের স্থানে ঐ সরকার বলপূর্ব্বক টাকা লইয়া থাকেন তাহাতে ঐ টাকা দিতে স্বীকার না করিলে তিনি আমারদিগকে কর্ম্ম করিতে আসিতে দেন না পরে তাহারা আরো এই প্রমাণ দিল যে অনেক বৎসরাবধিই এইরূপ নিয়ম চলিতেছে। সরকার প্রথম জওয়াব দেওনসময়ে স্বীকার করিলেন যে আমি উহারদের স্থানে টাকা লইয়াছি বটে কিন্তু শেষে এই এক ওজর করিলেন যে এমত নিয়ম কলিকাতাস্থ তাবৎ কারখানাতেই চলিতেছে।

অপর ঐ সরকারের ১০০ টাকা বাদশাহের নিকটে গুনাহগারী দিতে হইল তাহা না দিলে কয়েদ থাকনের হুকুম তাঁহার প্রতি হইল। অনন্তর ঐ কার খানার তাবৎ কারিকর লোকেরদিগকে কহা গেল যে কারখানার কোন সরকার কি কোন পরাক্রমি ব্যক্তিকে এক পয়সাও তোমরা দিবা না। এবং আরো কহা গেল যে তোমারদের স্থানে যদ্যপি কোন ব্যক্তি কিছু লয় তবে অগ্রে আপন মনীবের নিকটে নালিস কর তাঁহারা যদি কিছু মনোযোগ না করেন তবে পোলীসে নালিস করিবা।

—১৬ মে ১৮৩৫/৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম।

আমরা শুনিলাম এতন্নগরস্থ এতদ্দেশীয় প্রধান লোক বার জন কলিকাতার পোলীসের মাজিস্ত্রেটীপদে নিযুক্ত হইয়াছেন ইঁহারা বেতন পাইবেন না কেবল লোকোপকারার্থ পরিশ্রম করিবেন বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকের মর্য্যাদা প্রদানকরণাশয়ে এই বন্দোবস্ত বা সুনিয়ম করিয়াছেন কিন্তু ইঁহারা কি কর্ম্ম করিবেন তাহা অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই তদ্বিশেষ প্রকাশ হইলে পশ্চাৎ বুঝিতে পারিব কি উপকার হইয়াছে বা হইবেক আপাততঃ সম্মান করা যাইতেছে। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা প্রার্থনা করি ছোট আদালতের কমিস্যনর এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করুন যাহাতে আশু বিশেষ লোকের উপকার বোধ হইবেক। ঐ আদালতে যেপ্রকার মোকদ্দমা হয় তাহাতে কি

বলিব এক জন ২ পেয়াদা আছে তাহারা উকীল কৌন্সেলী ক্লার্ক কানেষ্টেপিল সরিফ অর্থাৎ উকীলের কর্ম্ম করে ফলতঃ মোকদ্দমাসময়ে হাজির থাকিয়া সওয়াল জওয়াব করে মোক্তিয়ারের ন্যায় কাগজপত্র যোগাইয়া দেয় এবং কোন্ নম্বরে কোন্ মোকদ্দমা কোন্ ঘরে হইবেক ইহার তাবৎ লেখা পড়া তাহারদিগের হস্তেই অর্পণ হইয়াছে অপর শমন ও ওয়ারিণ লইয়া যায় আসামী গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্ধ রাখে এতাবৎ কর্ম্মই পেয়াদা হইতেই হয়। দ্বিতীয় প্রতিদিন প্রায় দুই শত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার কারণ এই নগরমধ্যে কত লোকের বাস তাহা বিবেচনা করুন এতাবতের বিচারস্থান এক ছোট আদালতমাত্র এখানে তিন চারি জন কমিস্যনর আছেন ইঁহারদিগের নিকট প্রায় দুই চারি শত নালিস প্রত্যহ হইতেছে এজন্যই বিচারের ধারা এই হইয়াছে বিচারপতি বসিয়া থাকেন জনেক খ্রীষ্টীয়ান আমলা ইণ্টরপ্রিটর অর্থাৎ দোভাষিয়া কথা বুঝায় মোকদ্দমা রুবকার হইলে আসামী ফরিয়াদী উপস্থিতমাত্র আসামীকে জিজ্ঞাসা হয় তুমি অমুকের টাকা ধার সে যদি কহে 'না' ফরিয়াদীকে কহেন তোমার সাক্ষী কে তাহার তরফ দুই তিন জন শপথ করিয়া যদি কহে আমরা জানি টাকা ধারে বটে তৎক্ষণাৎ ডিক্রী হয় যদি আসামী সে কালে এমত সওয়াল করে যে সাহেব আমার সাক্ষী আছে আমি টাকা ধরি না অথবা সাক্ষী অমুক দিন হাজির করিব তাহাতে হুকুম হয় ক্রাস স্যুটে নালিস কর কোন মোকদ্দমায় এতাদৃশ বিরোধ উপস্থিত হইলে পোষ্টপন থাকে অথবা ফরিয়াদী ডাকের সময় তৎক্ষণাৎ উপস্থিত না হইলে ননস্যুট হয় আসামী যদি কাছারীতে বসিয়াও থাকে আর শুনিতে বা বুঝিতে পারে নাই যে আমার ডাক হইয়াছে তথাচ তাহার গর হাজিরীতে ডিক্রী হয় এপ্রকারে কত কাঙ্গাল গরীবের সর্ব্বনাশ হইতেছে এবং কত প্রতারক প্রতারণা করিয়া লোকের স্থানে ধন লইতেছে এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ না করেন কেন।

যদ্যপি এতদ্দেশীয়দিগকে ঐ আদালতের কমিস্যনর পদে নিযুক্ত করেন তবে পূর্ব্বোক্ত ধারামত কখন মোকদ্দমা না হইয়া ইহাঁরা মফঃসল আদালতের মন্সব সদর আমীনদিগের ন্যায় চারি কিতা কাগজ দাখিল হইলে মোকদ্দমা রুবকার করেন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী ঐ নথির শামিল পড়া যায় তৎপরে উকীল মোক্তিয়ার বা আসামী ফরিয়াদী স্বয়ং হাজীর হইয়া সওয়াল জওয়াব করে ইহাতে কোন প্রকারে অন্যায় হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে যদি কেহ ঘুস

রেসবৎ লইয়া পক্ষপাত করে তবেই যাহা হউক কিন্তু কলিকাতাস্থ ভাগ্যবন্ত ধার্ম্মিকদিগকে আনরেরি কমিস্যনর মোকরর করিলে সে দোষ লেশও হইতে পারিবেক না অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে পরামর্শ দিতেছি এই ব্যাপারে ঝটিতি মনোযোগ করুন ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি মাত্র হইবেক না প্রজাসকল যথার্থ বিচার প্রাপ্ত হইয়া নিস্তার পাইবেক। যদ্যপি আমারদিগের এ পরামর্শ গ্রাহ্য হয় তবে তদ্বিষয়ে এই নিয়ম স্থির করেন প্রথমতঃ মোকদ্দমা আদালতে নালিস হয় শেষ নেটিব কমিস্যনরদিগের নিকট সোপর্দ্দ হয় যেমন জিলা কোর্টের জজের নিকট নালিস হইয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন দিগের নিকট সোপর্দ্দ করা যায় সেই মত হইলে ভাল। আর যদ্যপি কেহ এমত কহেন যে কলিকাতায় অনেক মোকদ্দমা হইয়া থাকে ইহাতে চারি কিতা কাগজ দাখিল করা রীতি হইলে মোকদ্দমা বহুকালেও শেষ হইতে পারে না। উত্তর যদি নগরের পাড়ায় ২ এক ২ জন কমিস্যনর নিযুক্ত হন তবে অনায়াসে শেষ হইবেক। আমরা অনুমান করি ছোট আদালতের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থ কোন সম্পত্তিশালি ব্যক্তির আপত্তি মাত্র হইবেক না বরঞ্চ পোলীসের বিষয়ে কাহার ২ অসম্মতি আছে যেহেতু কোন ব্যক্তিই পোলীসে যাইতে ইচ্ছু[ক] নহে এবিষয় ঘরে বসিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবনে [পারিবেন] অতএব ইহার উপযুক্ত পাত্র অনেক পাইবেন ইংরাজ ফিরিঙ্গিদিগের মোকদ্দমা আদালতের নিযুক্ত কমিস্যনর সাহেবেরাই করিবেন বাঙ্গালিদিগের মোকদ্দমা নেটিব কমিস্যনর দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারিবেক। —চন্দ্রিকা।

—১৬ মে ১৮৩৫/৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

ইশতেহার।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ মে বৃহস্পতিবার…শ্রীযুত জেম্স হিগিন্সন সাহেব দ্বারকানাথ রায়ের বিরুদ্ধে…নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের সূতানুটির বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৭৷৷৪ সাত বিঘা চৌদ্দ কাঠা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা। দক্ষিণ দিগে

জগন্নাথ পোদ্দারের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গদা গোকুলার বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ঠাকুর বাটী।

এবং কলিকাতা নগরের মৌজা স্থতানুটিতে বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄।১।০ এক কাঠা চারি ছটাক …বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে দ্বারকানাথ রায়ের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে শর্ব্বাণী দেবীর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৩ মে ১৮৩৫/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ মে বৃহস্পতিবার…শ্রীযুত জেম্‌স হিগিন্‌সন সাহেব নবীনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ..নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে স্থতানুটীতে কুমার টুলির কাশী মিত্রের রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄৪ চারি কাঠা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে বিপ্রদাস নেউগির বাটী ও ভূমি। পশ্চিম ও উত্তর দিগে রামচাঁদ শূরের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত গোলা বাটীনামে বিখ্যাত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২।০ দুই কাঠা চারি ছটাক…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামজয় ঘোষের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে মাধববন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত রামজয় ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা…তাহাতে খড়ুয়া ঘর আছে…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে

কোম্পানির রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মধু দত্তের রাস্তা। পশ্চিম দিগে কালাচাঁদ মুরইর বাটী। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত মধু দত্তের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৪ চারি কাঠা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রামচন্দ্র মুরদাফরাসের বাটী। পূর্ব্ব দিগে হরনাথ মিত্রের ভূমি। পশ্চিম দিগে কাশী মিত্রের ঘাট। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত কাশী মিত্রের ঘাটে যাইবার রাস্তা।

৫ দফা। এবং চব্বিশ পরগনার ডিহি পঞ্চান্নগ্রামের পাইক পাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ১৫/ পনর বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে নানা প্রকার বৃক্ষ ও এক পুষ্করিণী আছে···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গোকুল মিত্রের বাগাৎ ভূমি। উত্তর দিগে গুরুপ্রসাদ মালাকরের বাগাৎ ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক ওস্তাগরের বাগাৎ ভূমি। পশ্চিম দিগে অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগাৎ ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৩ মে ১৮৩৫/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ মে বৃহস্পতিবার ··শ্রীযুত জেম্স হিগিন্সন সাহেব নবকৃষ্ণ মিত্রের বিরুদ্ধে ··নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের রাধাবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৪।০ চারি কাঠা আট ছটাক···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগের কিয়দংশে পোলীস ঘর পশ্চিম দিগে গুরুচরণ শাহার গুদাম দক্ষিণ দিগে ফ্রিৎ ও গার্ডন সাহেবদিগের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে এক গলি।

২ দফা। এবং কলিকাতা নগরের বড় বাজারের পোস্তানামে বিখ্যাত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গুদাম তাহার অর্দ্ধেকের

পাঁচ আনা অংশের তিন অংশের একাংশ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কোম্পানির রাস্তা। পশ্চিম দিগে গঙ্গাতীরের রাস্তা। দক্ষিণ দিগে হরচন্দ্র দাস ও চুনিলাল দাসের গুদাম উত্তর দিগে শম্ভু হালদারের ভূমি।

৩ দফা। এবং কলিকাতা নগরের স্থতালুটির [সুতানুটির] বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত ঠাকুর বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা। উত্তর দিগে আসামী নবকৃষ্ণ মিত্রের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে চিৎপুরের রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে হরলাল মিত্রের ভদ্রাসন বাটী।

৪ দফা। এবং কলিকাতা নগরের পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত ভদ্রাসন বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৷৷২ সাত কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মদনমোহন ঠাকুরের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে চিৎপুরের রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে পুর্ব্বোক্ত হরলাল মিত্রের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং কলিকাতা নগরের স্থতানুটিতে শ্যামবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বৈঠকখানা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামমোহন কলুর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে গোপীমোহন দেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে ঐ গোপীমোহন দেবের ভূমি। উত্তর দিগে শ্যামপুকুরের রাস্তা।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ও দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৫২।৫১ এবং তাহার সঙ্গে যে দুই খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কোম্পানির নর্দমা। দক্ষিণ দিগে বৃন্দাবন ঠাকুরের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক পুষ্করিণী। পশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা।

৭ দফা। এবং কলিকাতা নগরের স্থতানুটির শ্যামবাজারের শামিল ও

তন্মধ্যস্থিত গোকুল মিত্রের ভূমি নামে বিখ্যাত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৫ পাঁচ বিঘা তাহা...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রামনাথ বসাকের ভূমি। দক্ষিণ দিগে গোপীমোহন দেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে কৃষ্ণমোহন বসাকের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

৮ দফা। এবং কলিকাতা নগরের চাঁদনি থানার সম্মুখে যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৯ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে চাঁদনি চকের রাস্তা। পশ্চিম দিগে গোলাম হোসেন মুনসীর বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে নীলমণি শাহার বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে ভোলা শাহার বাটী ও ভূমি।

৯ দফা। এবং কলিকাতা নগরের চাঁদনিচকের পাঁচ আনা অংশের তিন অংশের এক অংশেতে···পূর্ব্বোক্ত আসামী নবকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৩ মে ১৮৩৫/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব এবনা হুসেনের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের মীর্জাপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে সরকারী গলি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত এবনা হুসেনের এক বাটী। উত্তর দিগে ঝড়ু সরকারের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা

ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত বাটী। উত্তর দিগে ঝবু [ঝড়ু] সরকারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রাজনারায়ণ দাস ও লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥৹ দশ কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গার্ডন সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে সেকু পেয়াদার বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে জাফর ফরাসের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গোমানী ওস্তাগরের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৩ মে ১৮৩৫/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৯ মে ১৮৩৫।

সুবে বাঙ্গলার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব নীচে লিখিতব্য নিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীযুত পাটরিক ওহেনলাল সাহেব মৃত টি হুসিয়াসেন সাহেবের পদে কলিকাতা নগরের মাজিস্ত্রেট হইয়াছেন।

—২৩ মে ১৮৩৫/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

[চাতুরী।]

কিয়ৎকাল হইল খিদিরপুরের থানার দারোগার চাতুরী হরকরা সম্বাদপত্রের এক জন পত্রপ্রেরকের দ্বারা সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে প্রকাশিত হয়। আমরা এইক্ষণে ঐ পত্রপ্রেরকের স্থানে শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে ঐ দারোগার দুষ্কর্ম্ম প্রকাশহওয়াতে যে ফলের ভরসা ছিল তাহা হইয়াছে বিশেষতঃ গত ১২ মে মঙ্গলবারে মাজিস্ত্রেটসাহেব আদালতে উপস্থিত হইবামাত্র মদন নাপিতকে ও তাহার সাক্ষিরদের জামীন লইয়া ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন। পূর্ব্বে মদনের বাটী দগ্ধ হওয়াতে উক্ত দারোগার চাতুরীক্রমে ঐ মদন ও তাহার

সাক্ষিরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিল। ঐ দিবসেই দারোগা কর্ম্মে শস্‌পেণ্ড হইলেন।

ঐ পত্রপ্রেরক আরো লেখেন যে তাঁহার এমত ভরসা আছে যে অতি সদ্বিচারক ঐ মাজিস্ত্রেট সাহেব দারোগার আচার ব্যবহারবিষয়ে অতি সূক্ষ্ম তজবীজ করিবেন যেহেতুক মাজিস্ত্রেট সাহেবের রোয়দাদের মধ্যে এমত দেখিয়া জ্ঞাত হইতে পারিবেন যে ঐ দারোগা ইহার পূর্ব্বে আর কতবার শস্‌পেণ্ড হইয়াছিলেন।

—২৩ মে ১৮৩৫/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

[ডফ সাহেবের পাঠশালা।]

গত রবিবারে কলিকাতায় সেণ্ট আন্দ্রু নামক গীর্জাঘরে শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালার উপকারার্থ দুইবার ধর্ম্মোপদেশ হয়। শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত হইয়া ঐ ধর্ম্মকর্ম্মার্থ অনেক টাকা দান করিলেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে তৎকালে চাঁদাতে ২৩০০ টাকা ঐ বিষয়ের নিমিত্তে প্রাপ্তি হইল।

—২৩ মে ১৮৩৫/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

[জাহাজ।]

জর্জ সুইণ্টননামক বাষ্পীয় জাহাজ ও তৎসমভিব্যাহারি জাহাজ কলিকাতা হইতে সুন্দরবনদিয়া ২৬ দিবসেতে আলাহাবাদে পঁহুছিয়াছে।

—২৩ মে ১৮৩৫/১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

[দলাদলি।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

এতন্নগরে মহাবংশাভিমানী বকঃপরমধার্ম্মিক যিনি অকারণ জাত্যন্তর ও দলাদলির বিষয়ে অগ্রগণ্য তাঁহার পরিবারের মধ্যে কোন যুবা ব্যক্তির দুই স্ত্রী সত্ত্বেও যুবা মহাশয় স্বীয় লাম্পট্য স্বভাবে সর্ব্বদা বেশ্যালয়ে থাকিতেন ঐ স্ত্রী লোকেরা যুবা বাবুর বহুদিবসাবধি ঘৃণিত ও অহিত আচরণে নানারূপ ত্যক্ত হইয়া পতিব্রতা ধর্ম্মকে ত্যাগ করা শ্রেয় বোধ করিয়া উপপতি সহকারে ঘরহইতে বহিষ্কৃতা হন। অল্প দিবস গত হইল ঐ স্ত্রী দ্বয় গঙ্গাপার মফঃসলের পোলিসের

লোককর্তৃক ধৃত হইয়া পোলিসের মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট চাল'ন হন পরে ঐ কুলটা স্ত্রীদিগের ভ্রষ্ট পতি ও তৎপরিবারেরা বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া দুই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে যদ্যপি মহাশয় খ্রীষ্টীয়ান এবং অস্মদাদির ধর্ম্মের বিপরীত মতাবলম্বী বটেন কিন্তু আপনকার নিরপেক্ষতা ও হিন্দুরদিগের শাস্ত্রে বিশেষ বিজ্ঞতা বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ আছে অতএব মহাশয়কে আমার জিজ্ঞাস্য এই যদি কোন হিন্দু ব্যক্তি বিহিতানুসারে মদ্য মাংস ভক্ষণ করিয়া অবিহিত অযথার্থ কর্ম্মে রহিত থাকে হিন্দু সমাজে ঐ জন দোষী ও জাত্যন্তরের যোগ্য কি উপরিউক্ত দুই স্ত্রীর লম্পটপতি অথবা ঐ দুই কুলটা স্ত্রী কিম্বা তৎপরিবারেরা যাহারা তাহারদিগের লইয়া ঘর বসতিপূর্ব্বক পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আহার ব্যবহার করিতেছেন। যদি বলেন এ প্রশ্ন শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের স্থানে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা না করার বিশিষ্ট কারণ এই আমি নিশ্চিত জানি যে চন্দ্রিকাকার মহাশয় এতাদৃশ অপরাধ অপেক্ষা মদ্য মাংস ভক্ষণে অধিক পাপ বলিবেন তাহার এক প্রমাণ এই দেখুন যে উক্ত কুলবধূদিগের উপাস্থিত ব্যবহারের বার্ত্তা এনগরে মহাজনরব তথাচ এপর্য্যন্ত চন্দ্রিকাকারের লেখনী জাগৃতাবস্থায় কপট নিদ্রা যাইতেছে। যদি বলেন ব্রহ্মসভাসংক্রান্ত কোন ব্যক্তির ঘরে এরূপ ঘটনা হইলে এত দিন চন্দ্রিকাকার মহাশয়ের লম্ফে ঝম্পে লেখনীর চোটে সহর তোলপাড় হইত অতএব দর্পণকারমহাশয় আমার বিশেষ বিনয় ও প্রার্থনা বোধ করিয়া আপনকার আত্মীয় নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যুক্তি অনুসারে উক্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর লিখিয়া পরম বাধ্য করিবেন যদি মহাশয় এ পত্র মুদ্রাঙ্কিত করিতে ও উত্তর লিখনে কোন দোষ বোধ করেন তাহার বার্ত্তা ত্বরায় দিবেন যে উপায়ান্তর করিতে বিলম্ব না হয় ইতি।

কস্যচিৎ মদ্য মাংস ভক্ষক হিন্দু দর্পণ পাঠকস্য

মোং কলিকাতা।

—২৩ মে ১৮৩৫ / ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

কালীঘাটের অত্যাচার।

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

সমাবেদন নিবেদনমিদং গত ১৬ ফাল্গুণ বৃহস্পতিবাসরীয় চন্দ্রিকায় কস্যচিৎ যাত্রিকস্য ইত্যঙ্কিত এক পত্র প্রকাশ হয় তাহাতে লেখক লিখিয়াছেন শ্রীশ্রী

৺ঘাটের মুদিরদিগের সন্নিকটে এক টাকার পূজার সামগ্রী ক্রয় করিতে গেলে প্রায় চারি পাঁচ ছয় আনা মূল্যের সামগ্রী দেয় অতএব উক্ত পাপের দ্বারা অপকৃষ্ট পাপিষ্ঠ মুদিরদিগের প্রতি বৎসর অগ্নিতে গৃহাদিসকল দগ্ধ হয়। হে অপক্ষপাতি পরহিতৈষি সম্পাদক মহাশয় পত্রলেখক যাহা লিখিয়াছেন সে সকলই বাস্তবিক বটে তাহার অন্যথা কিছুমাত্র নয়। যেহেতুক যাত্রিগণেরদিগকে অতিসমাদর পূর্ব্বক আপনারদিগের দোকানে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করে মহাশয়েরদের কত টাকার পূজা হইবেক। তাহাতে তাহারা আপন ২ সঙ্গতি অনুসারে বলে এক কিম্বা দুই টাকার পূজা দিব তাহাতে ঐ মুদিগণেরা চারি পাঁচ ছয় আনার সামগ্রী প্রস্তুত করত পরন্তু ঐযাত্রিগণেরা অত্যল্প সামগ্রী দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি এতো সামগ্রী কম দিয়াছ কেন তাহাতে উক্ত মুদিগণেরা অতিশয় রাগাসক্ত হইয়া উক্ত যাত্রিদিগের প্রতি বিস্তর কটুকাটব্য করেন তাহাতে ঐসকল লোকেরা কোন উত্তর না করিয়া নিশঃব্দে [নিঃশব্দে] স্তব্ধ হইয়া থাকে। অতএব তাহারদিগের গর্ব্ব কিপর্য্যন্ত তাহা কিছুই কহিতে পারি না কেননা অপর সাধারণ ব্যক্তিদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করে অতএব টাকা দিয়া উক্ত মুদিরদিগের নিকটে তটস্থ হইয়া সশঙ্কিত থাকিতে হয়। আমি ইহা বিশেষ রূপে সকল জ্ঞাত আছি উক্ত স্থানের অধিকারি মহাশয়েরদিগের সহিত উক্ত মুদিদিগের কোন সাজস থাকিবেক। নচেৎ এতাদৃশ যাত্রিদিগকে এত তুচ্ছতাচ্ছল্য করিত না সে যাহা হউক অধিকারি মহাশয়েরদিগের কিপর্য্যন্ত দৌরাত্ম্য তাহা লেখনে লেখনী অশক্তা কারণ তাহারদিগের প্রথমাবস্থায় পাঁঠা বলিদানের দক্ষিণা চৌদ্দ বুড়ি ছিল মেং এলিআট সাহেবের গমনে অধিকারিরা মহামায়ার রোসনাই বাবুদি পাঁঠা বলিদানের দক্ষিণা নয় পয়সা লয় ইদানীং চারি পাঁচ আনা লয় তাহা সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত আছেন পরন্তু কোন যাত্রিগণ যদ্যপি পাঁঠা বলিদান দিব মানস করিয়া উক্ত স্থানে আসিবাতে উক্ত অধিকারিগণেরা তাহার নিকটহইতে অগ্রে পাঁঠার দক্ষিণা ।/০ গ্রহণ করেন এক প্রহর প্রায় তাহারদিগকে বসাইয়া রাখেন পরে উক্ত যাত্রিদিগকে কহেন তোমারদিগের পাঁঠা মহামায়ার ভোগে দিতে হইবেক। তাহাতে কেহ ২ বা পরমার্থ ভাবিয়া দেয় তদনন্তর উক্ত অধিকারি মহাশয়েরা যাত্রিদিগের নিকট প্রতারণা করিয়া লইয়া আপন ২ জজমানালয়ে প্রেরণ করেন কারণ তাঁহারা বশীভূত থাকিবেন অপর কথিত অধিকারিদিগের গরিমা কিপর্য্যন্ত তাহার পরিমা[ণ] দিতে পারি না কেননা কোন যাত্রি আপন বালকের অন্নপ্রাশন দিতে

উক্ত স্থানে মহামায়ার সন্নিধানে আসিবাতে উক্ত অধিকারি মহাশয়েরা অন্ন প্রাশনের দক্ষিণা ১৬ ষোল তঙ্কা চাহেন। পরন্তু উক্ত যাত্রিরা কহে মহাশয়গো আমরা অতিদীন ক্ষীণ যোত্রহীন অনুগ্রহ করিয়া অস্মদাদির কর্ম্ম সমাপন করুন আমরা কিঞ্চিৎ মহাশয়ের পাদপদ্মে প্রণামি দিব তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনরায় কহেন তোমরা শিশুকে লইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া অন্নপ্রাশন দেও এখানে ষোল টাকার এক পয়সা কমে কোনক্রমে মনোভ্রমেও হইতে পারিবে না এই মিষ্ট বাক্য শুনিয়া তাহারদিগের অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল সে যাহা হউক তাহারা বিস্তর কাকুতি বিনীতি করিল তাহাতে কথিত অপকৃষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ড বিশ্বভণ্ড অধিকারিরা কোনমতে সম্মত হইলেন না। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত যাত্রিরা অতি খেদান্বিত হইয়া কান্দিয়া ২ উক্ত স্থাননিবাসি কোন ব্রাহ্মণের বাটী গিয়া বালকের বদনে ওদন দিয়া মহামায়া দর্শন করিতে গমনকরত ইতিমধ্যে যদ্যপি অধিকারিরা কোন প্রকারে জানিতে পারে যে ঐ উক্ত যাত্রিরা অমুকের বাটীতে গোপন করিয়া বালকের অন্নপ্রাশন দিয়াছে তদনন্তর উক্ত ব্যক্তিরদের প্রতি বিস্তর কটুকাটব্য কহেন এবং ঐ শিশুকে ৺কালী সম্মুখে শাঁপান্ত করেন সুতরাং তাহারা প্রাণের ভয়ে কাতর হইয়া আপন ২ হস্তের দুই একখানা গহনা খুলিয়া দেয় মহাশয়গো আপনি আমার শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন আমরা পুনরায় আসিয়া আপনকার নিকটে আসিব পরে উক্ত অধিকারিরা শিশুকে আশীর্ব্বাদ করে যে তোমার সন্তান চিরজীবী হইবেক। ইহা করিয়া তাহারদিগকে প্রতারণা করিয়া লয়। অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি এতদ্বিষয়ে অতিরিক্ত বিজ্ঞ আপনি আলোচনা করিয়া দেখুন উক্ত স্থানের অধিকারী ও মুদিরদিগের দৌরাত্ম্য কিপর্য্যন্ত তাহার উপমা কিছুই দিতে পারি না সে যাহা হউক আমারদিগের প্রার্থনা এই যে এতদ্বিষয় রাজ্যাধিপতির কর্ণগোচর হইলে উক্ত পাষণ্ডদিগের দণ্ড হইতে পারে অতএব যাহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রত্যুপকার হয়। তাহা দেশাধিপতি অতি অবশ্যই করিবেন নিবেদন ইতি।

কস্যচিৎ হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ।

—২৩ মে ১৮৩৫ / ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

কোম্পানির কাগজ।

৬ টাকা সুদের লোন।	২১	২২	প্রিমিয়ম
পুরাতন ৫ টাকার লোন।			
১ ক্লাস। ...	৸০	৷৹	ঐ
২ ক্লাস। ...	১	৸০	ঐ
৩ ক্লাস। ...	১৷০	১৸০	ঐ
মধ্যম ৫ টাকার লোন।	০	০	ঐ
নূতন ৫ টাকার লোন।	৸০	১	ঐ
৪ টাকার লোন।	৩	২৸০	ঐ ডি

বেঙ্ক সের।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক। ০০০—৩৩৫০০ প্রিমিয়ম

—২৩ মে ১৮৩৫ / ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

সরিফ সেল্।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়... মৃত পঞ্চানন দাসের পুত্র অথচ উত্তরাধিকারী রসিকচন্দ্র দাস ও উমেশচন্দ্র দাস গিরীশচন্দ্র দাস মহেশচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের বড়বাজারের দরমাহাটার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী অর্থাৎ কুঠীবাটী...৵৪ চারি কাঠা...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে দয়ালচাঁদ আঢ্যের ভূমি। উত্তর দিগে নবকৃষ্ণ মিত্রের পোস্তা। পশ্চিম দিগে চুনিলাল দাসের কুঠীবাটী পূর্ব্ব দিগে বৈকুণ্ঠ দত্তের কুঠীবাটী।

২ দফা। কলিকাতা নগরের বড়বাজারের শামিল ৷০ আট ছটাক... বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে বিশু সেনের গলি। পশ্চিম দিগে সদর রাস্তা। দক্ষিণ দিগে জয়াদাসীর গুদাম ও ভূমি। উত্তর দিগে হরিনারায়ণ দাসের গুদাম ও ভূমি।

৩ দফা। এবং কলিকাতানগরের পাতরিয়া ঘটার [ঘাটার] মণ্ডলের রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৩০ এবং

তাহার সঙ্গে···২ দুই বিঘা ··তাহার দুই আনা অংশের মধ্যে···পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত পঞ্চানন দাসের যে স্বত্ব···তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে কানাই মণ্ডলের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে হলধর দাঁর বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চানন দাসের অপর এক বাটী। পশ্চিম দিগে হরি প্রামাণিকের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বৈঠকখানা বাটী এবং···/৩॥০ তিন কাঠা আট ছটাক···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চানন দাসের অপর এক বাটী। পূর্ব্ব দিগে নিতাই মণ্ডলের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চানন দাসের অপর এক বাটী।

৫ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল···।১ ছয় কাঠা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ ও উত্তর ও পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চানন দাসের বাটী। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

৬ দফা। কলিকাতা নগরের যোড়াবাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে মদন কাঠনার খরিদা বাটীনামে বিখ্যাত এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত ভদ্রাসন বাটী এবং তাহার সঙ্গে ॥২ বার কাঠা ·তাহার দুই আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পঞ্চানন দাসের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা·· বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে শম্ভু চন্দ্র মণ্ডলের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে জগগোপাল চৌধুরীর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ কার ফরমার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

৭ দফা। ··পাতরিয়া ঘাটার শামিল· ·এক দোতালা ইষ্টকনিমিত গৃহ বসতবাটী···।২॥৶ সাত কাঠা এগারছটাক ··তাহার এক আনা দশ গণ্ডা অংশে ··আসামী পঞ্চানন দাসের যে স্বত্ব ··বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রামধন চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি। উত্তর দিকে রামচাঁদ দাসের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি। পশ্চিম দিগে রাধাকৃষ্ণ গোস্বামির এক খণ্ড ভূমি।

৮ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের···এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তাহার সঙ্গে···।১॥০ ছয় কাঠা আট ছটাক···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রামচাঁদ দাসের বাটী ও ভূমি।

উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে গলি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চানন দাসের বাটী ও ভূমি।

৯ দফা। পূর্ব্বোক্ত বাটীর পশ্চিম লাগাও স্থানের...একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত ভদ্রাসন বাটী তৎসঙ্গে.. ৶৩ তিন কাঠা...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চানন দাসের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রামচাঁদ দাসের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চানন দাসের অপর এক বাটী।

১০ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের...দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে...৶৩ তিন কাঠা...তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চানন দাসের অপর এক বাটী। পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে সদর রাস্তা। পশ্চিম দিগে হর সেটের এক খণ্ড ভূমি।

১১ দফা। কলিকাতা নগরের নেবুতলার শামিল...এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং.. ।০৪৴ পাঁচ কাঠা চারি ছটাক...তাহার অর্দ্ধেক অংশেতে...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে মদন দাসের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সদর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে [illegible] দাসের বাটী ও ভূমি।

১২ দফা। জিলা চব্বিশ পরগনার বাঘমারির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ৩২ বত্রিশ বিঘা ..তাহাতে ৩ তিন পুষ্করিণী এবং অনেক বৃক্ষ আছে . তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে সদররাস্তা। দক্ষিণ দিগে আশুতোষ দের বাগাৎ ভূমি। পশ্চিম দিগে সেক হানিপপ্রভৃতির এক খণ্ড ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৩০ মে ১৮৩৫ / ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮ মে।

ছোট আদালতের তৃতীয় কমিস্যনর শ্রীযুত এ ড্‌বস সাহেব গত ১৬ মার্চ তারিখে যে ছুটি পান স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে তদতিরিক্ত আগামি ১৫ জুলাই পর্য্যন্ত ছুটি পাইয়াছেন।

১৫ আপ্রিল।

ফরাক্কাবাদের মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি এচ রাবিসন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে গত মাসের ১১ তারিখে কলিকাতায় গমনার্থ যে ৩ মাসের ছুটি পান তাহা আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি রহিত হইল।

—৩০ মে ১৮৩৫ / ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

ধর্ম্মসভা।

পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে কএক বৎসর হইল আমরা ধর্ম্ম সভান্তঃপাতি মহাশয়েরদিগকে কহিয়াছিলাম যে তাঁহারদের ঐ সভার আদায় হওয়া টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করেন কিন্তু এই পরামর্শ তাঁহারা হেয় জ্ঞান করিলেন পাঁচ বৎসরেরও অধিক হইল ঐ সভা স্থাপিত হইয়াছে অদ্যপর্য্যন্ত ধন দাতা অথবা সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির হৃদ্বোধার্থ তাহার কোন হিসাব প্রকাশ হয় নাই। এই অতিযথার্থ কর্ত্তব্য কার্য্য না করাতে যথাসম্ভব ফলও জন্মিয়াছে; তাহাতে এমত সন্দেহ হইয়াছে যে ইহার মধ্যে অবশ্যই কিছু আছে। এবং গত রবিবাসরীয় রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রেও তদ্বিষয়ক নীচে লিখিতব্য কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়াছি সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না যে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষেরা আপনারদের সম্পাদকের নিকটে ধনদাতারদের স্থানহইতে কত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার হিসাব চাহিয়াছেন তাহাতে সম্পাদক নিষ্কারণ গতিক্রিয়া করাতে সভাসংক্রান্ত অনেক ব্যক্তি তাঁহার প্রতি রুষ্ট আছেন। কিন্তু ঐ হিসাব পত্র দেখিতে ধনদাতা ও সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির অবশ্য অধিকার আছে যেহেতুক ঐ টাকা একপ্রকার সরকারী টাকাই অতএব সভাসম্পাদক বা তৎসংক্রান্ত যে কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা থাকে তাঁহার উচিত যে তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব ছাপাইয়া সর্ব্বলোককে জ্ঞাপন করেন। যদ্যপি এতদ্রূপ না করা যায় তবে ঐ বিষয়ে যিনি বা যাঁহারা লিপ্ত আছেন তাঁহারা এই সরকারী টাকা ব্যয় করণেতে কিরূপে আপনারদিগকে যে নিষ্কলঙ্ক জ্ঞাপন করিতে পারেন ইহা আমারদের বোধগম্য হয় না।

যদ্যপি আমারদের খেদ হয় যে ধর্ম্মসভার অনেক টাকা অপব্যয় অর্থাৎ সতী সংস্থাপনোদ্যোগেতে গিয়াছে তথাপি ঐ টাকার মধ্যে যে কিছু তসরূপ হইয়াছে

এমত আমারদের বোধ নহে তথাচ এই বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ চন্দ্রিকাসম্পাদক ভায়া মহাশয়কে আমরা এই পরামর্শ দিতেছি যে তাঁহার হস্তে যত টাকা আসিয়াছে ও যত টাকা গিয়াছে ইহার সবিশেষ সম্পূর্ণ হিসাব প্রস্তুত করিয়া সভায় দাখিল করুন এবং আপনার কলঙ্ক পরিহারার্থ সভ্যেরদিগকে এমত অনুরোধ করুন যে এই হিসাব আপনারদের প্রকাশ না করিলেই নয়।

—৩০মে ১৮৩৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

কলিকাতায় নূতন চিকিৎসালয়।

কলিকাতার নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা চাঁদনিচকের উত্তরে শহরবাসি ও এতদ্দেশবাসি লোকেরদের উপকারার্থ এক নূতন চিকিৎসালয় সংস্থাপনের আবশ্যকতা বিষয় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতে নিশ্চয় বোধ করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিষয় এমত গুরুতর জ্ঞান করিয়া বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে ঐ চিকিৎসালয় সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদিগকে এক বৈঠকে আগমনার্থ আহ্বান করিয়াছেন। তৎ সময়ে শ্রীযুত সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব সভাপতি হইলেন। পরে তাঁহারা আপনারদের টাকার ব্যয়ের বিষয় এবং নূতন চিকিৎসালয় স্থাপনের আবশ্যকতাবিষয় বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে কলিকাতাস্থ তাবৎ সাধারণ লোকের নিকটে এক চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ অর্থ প্রার্থনা করা যায়।

এই চিকিৎসালয় প্রায় এতদ্দেশীয় তাবৎ লোকের উপকারার্থ সংস্থাপিত হইবে। অতএব আমারদের ভরসা হয় যে কলিকাতাস্থ ধনি মহাশয়েরা ইহাতে উদ্যোগী হইয়া স্ব ২ স্বাভাবিক বদান্যতানুসারে ধনদান করিবেন। এই বিষয়ে তাঁহারদিগকে তাদৃশ প্ররোচন. [illegible] ব্যাপারে ধনদানকরণেতে যে কিপর্য্যন্ত মহাফল তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই অবগত আছেন।

—৩০মে ১৮৩৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

রাস্তায় জলসেচন।

রাস্তায় জলসেচনবিষয়ক প্রস্তাব এইক্ষণে একেবারে লুকাইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত মাকফার্লন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে রাস্তায় জল সেচনার্থ সাধারণ লোকের প্রতি টাক্স বসানের এক আইন হয়। গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের উদ্যোগ না

দেখিয়া তদর্থ আইন নিরূপণের কল্পে বিরত হইয়াছেন। অতএব এইক্ষণে বৎসরের মধ্যে প্রায় আট মাস কলিকাতাস্থ লোকের ধূলিতে ধূসরিত হওয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যেহেতুক এই দুঃখনিবারক টাক্সদেওন অপেক্ষা বরং তাঁহারা এই ক্লেশ স্বীকার করিতে সম্মত আছেন।

উপরি এক গেজেট অদ্য অপরাহ্নে প্রকাশ হইল তাহাতে হুকুম হইয়াছে যে ১৮২৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে গবর্ণমেণ্টের শতকরা ৫ টাকা স্থদের লোনের দ্বিতীয় ক্লাশ ৩২১ নং অবধি ১০৪০ নং পর্য্যন্ত তাবৎ টাকা আগামি ৩১ জুলাই তারিখে পরিশোধ করিবেন। পূর্ব্বমত সকলের প্রতি অনুমতি আছে যে টাকা না লইয়া শতকরা ৪ টাকা স্থদের কাগজ লন।

— ৩০ মে ১৮৩৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

খেয়ার পয়সা বারণ।

শ্রীযুত কলিকাতার প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেব কলিকাতার ঘাটে পারহওনার্থ প্রত্যেক লোকের স্থানে ৪ পয়সা করিয়া লওনের যে রীতি ছিল তাহা নিবারণ করিয়াছেন। অতএব আমারদের এতদ্দেশীয় এক জন পত্রপ্রেরক তদ্বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে লিখেন যে এই পয়সা লওনে কোন ক্ষতি নাই যেহেতুক বহুকালাবধি এই রীতি হইয়া আসিতেছে এবং তাহা স্বচ্ছন্দেও লোকেরা দিতেছে ঐ ২ ঘাটের অধ্যক্ষকে তাহা নিতান্ত দেয় বিষয় বটে। ঘাটমাজিরা সকলের উপকারার্থ পারের নৌকা নিয়ত প্রস্তুত রাখিয়া থাকে অতএব তাহারদের এইরূপে পয়সার দাওয়া করা যথার্থ। কিন্তু আমারদের বোধ হয় যে এতদ্রূপ পয়সা লওয়া অন্যায়ই যেহেতুক যদি কোন ব্যক্তির নিজের ঘাট থাকে তবে লওয়া যথার্থ হইতে পারে। বোধ হয় যে এমতে অনেক টাকা সংগ্রহ হইয়া থাকে যেহেতুক ঐ পত্রে লেখে যে আগামি ইঙ্গরেজী মাসের ১০ তারিখে সহস্র ২ ব্যক্তি স্নানযাত্রা দর্শনার্থ যাত্রাতে অনেক পয়সা দিয়া বাগবাজারের ঘাট পার হইবে।

—৩০মে ১৮৩৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

অপমৃত্যু।

গত শুক্রবারে কাদর বক্সনামক এক জন সহীস কলিকাতার রাস্তাদিয়া গমনসময়ে গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। বিশেষতঃ নওয়াব আকবর

দোলা ঐ দিবসের প্রত্যূষে কলিকাতাহইতে বারাণসীতে যাত্রা করিলেন তৎ সময়ে শলমননামক তাঁহার এক জন ভৃত্য স্বীয় কোমরবন্দিতে পিস্তল রাখিয়াছিল। ঐ পিস্তলের চুঙ্গী উৰ্দ্ধ হইয়া থাকনপ্রযুক্ত দৈবায়ত্ত তাহার কলে কাপড় ঠেকাতে গুলি ছুটিয়া সহীসের গাত্রে আঘাত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চাঁদনি চকের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া গেল কিন্তু ঐ দিবসের মধ্যাহ্নসময়েই প্রাণ ত্যাগ করিল।

—৩০ মে ১৮৩৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

ইনশালবেণ্ট আদালত।

মাকিণ্টস কোম্পানির কুঠীর মোকদ্দমাতে শ্রীযুত জন উলিয়ম সদর্লণ্ড সাহেবের দরখাস্তের প্রস্তাব হইল। ঐ দরখাস্তক্রমে গত ১৭ জানুআরি তারিখে শ্রীযুত ষ্টর্ন সাহেব ও শ্রীযুত জিনকিন্স সাহেব ও শ্রীযুত বার্ণহাট সাহেবের জোবান বন্দী লওয়া গেল তাহার অভিপ্রায় এই যে উক্ত কুঠীর অংশি শ্রীযুত ব্রৌণ রাবর্ট সাহেব ঐ কুঠীর মহাজন বলিয়া টাকার দাওয়া করেন কিন্তু তাহার অংশিত্বের সম্বন্ধিবিষয় বিবেচনা করিয়া অন্যান্য মহাজনের টাকা পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত তিনি টাকা পাইতে পারেন না। এই প্রস্তাব গত জানুআরি ও ফেব্রুআরি মাসে আদালতে উত্থাপিত হইয়া তদবধি চূড়ান্ত হুকুমের বিষয় স্থগিত ছিল।

এইক্ষণে শ্রীযুত সর জন পিটর গ্রাণ্ট সাহেব চূড়ান্ত হুকুমের দ্বারা এই নিষ্পত্তি করিলেন যে মাকিণ্টস কোম্পানির বহীতে ব্রৌণ রাবর্ট সাহেবের অংশিত্ব বিষয়ে যে টাকা জমা হইয়াছে তাহা আসৈনি সাহেবেরা দিবেন না যেহেতুক তৎ সময়ে ঐ কুঠীর অংশি সাহেবেরা ও ব্রৌণ রাবর্ট সাহেব নিতান্তই দেউলিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় ১৮৩০ সালের ১ মে তারিখে যখন ব্রৌণ রাবর্ট সাহেব ঐ কুঠী ছাড়িয়া অংশিত্ববিষয় ত্যাগ করিলেন তখন ঐ কুঠী নিতান্তই দেউলিয়া ছিল এবং তাহাও প্রত্যেক জন অংশি সাহেব বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। তৃতীয় অংশিত্ব ত্যাগকরণসময়ে জমা ওয়াশীল বাকির কোন হিসাব হয় নাই এবং বণ্টনকরণোপযুক্ত কোন টাকাও কুঠীতে ছিল না এবং ব্রৌণ রাবর্ট সাহেবের নামে যে টাকা জমা হইয়াছিল তাহাও মিথ্যা। চতুর্থ হুকুম হইল যে আসৈনি সাহেবেরা ব্রৌণ রাবর্ট সাহেবের নামে কুঠীর অংশিত্ববাবতে যে জমা আছে তাহা

বাদ দেন। খরচার বিষয়ে শ্রীযুত সর জন গ্রাণ্ট সাহেব হুকুম করিলেন যে উভয় বিবাদির ওয়াজিবী যে খরচ হয় তাহা কুঠীর ইষ্টেটহইতে দেওয়া যাইবে।

—৩০ মে ১৮৩৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

চন্দ্রিকাসম্পাদক অথচ ধর্ম্মসভাসম্পাদক ঐ সমাজের আয় ব্যয়ের হিসাব দেন না এই জনরব শ্রবণ করিয়া রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রসম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ক বার্ত্তা আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়া ঐ সম্পাদক মহাশয়কে এই পরামর্শ দিয়াছিলাম যে তিনি আপনার সম্ভ্রম বজায়রাখণার্থ ঐ হিসাব অবশ্যই সমাজের দ্বারা প্রকাশ করেন। আমরা ইহা অতিসৌহার্দ্দপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে ঐ সম্পাদক মহাশয় যে ভাবে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় ঐ হিসাবের নামোচ্চারণমাত্র তিনি কিপর্য্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি লেখেন যে ঐ সভার ধনরক্ষক অতিধনি ব্যক্তি তাঁহার স্থানে কোটি ২ টাকা ন্যস্ত থাকিলেও কিছু সন্দেহ নাই আর লেখেন যে সময়ানুসারে তাহার হিসাব প্রস্তুত হইয়া সভাধ্যক্ষকর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছে এবং ধনদাতারদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে গিয়া তাহার বিবেচনা করিতে পারেন। আরো লেখেন সভাধ্যক্ষেরদের নিকটে ঐ হিসাব প্রকাশকরণার্থ বারম্বার অনুরোধ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা কদাচ তাহা প্রকাশ করিবেন না এমত স্থির হইয়াছে। অপর লেখেন যে রিফার্ম্মরসম্পাদক বেদের লিখনে দোষ দেন অতএব তিনি ধর্ম্মসভার হিসাবের বিষয়ে যে হস্তক্ষেপ করেন এ অতিঅসহ্য। এইক্ষণে আমারদের এই বক্তব্য যে এই বিষয়ে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় শান্ত থাকিলে ভাল। এবার তিনি কিছু রাগ করিয়া লিখিয়াছেন। হিসাবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেই যিনি রাগ করেন তবেই সুতরাং সকলের অনুভব হয় যে অবশ্য ইহাতে কিছু থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি ধর্ম্মসভা ইহা বলিয়া আপনারদের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ না করেন যে আমারদের ধনরক্ষক প্রমথনাথ বাবু অতিধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তবে কোন সমাজের চাঁদায় প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করণ না করণের ধনরক্ষকের দারিদ্র ধনবত্তাই কারণ হইল। তৃতীয় যদ্যপি ঐ হিসাব এমত প্রস্তুতই থাকে যে সমাজের যে কোন ব্যক্তি অবাধে দেখিতে পান তবে তাহা প্রকাশকরণের বাধা কি। ইউরোপীয়

সমাজের মধ্যে চিরকালাবধি এই নিয়ম আছে যে চাঁদাপ্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব অবশ্য মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। তাহা করিলে অপব্যয়ের এক প্রকার প্রতিবন্ধক হয় যদি না করা যায় তবে পরিশেষে নিতান্তই তাহাতে কোন বিঘটন হয়। আরো দেখুন ধর্ম্মসভা ইউরোপীয় রীতিক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে ঐ রীত্যনুসারে কমিটি ও সেক্রেটরী ও ধনাধ্যক্ষপ্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছে এবং ইউরোপীয়েরা যেরূপ কার্য্য সাধন করেন সেই রূপেই ঐ সভার তাবদ্ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতেছে তবে ইউরোপীয়েরদের মধ্যে বৎসরে ২ চাঁদায় প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশকরণের অলঙ্ঘনীয় যে নিয়ম আছে তাহা কি নিমিত্ত ধর্ম্মসভা উল্লংঘন করেন। হিসাবের বিষয়ে আমারদের কোন সন্দেহ নাই আমরা জানি যে ঐ সভার সংগৃহীত তাবদ্ধন সতীরীতি পুনঃসংস্থাপনোদ্যোগেতেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে তথাপি এই সাধারণ একটা ব্যাপারোপলক্ষে হিন্দুবর্গ কত টাকা সংগ্রহ করিলেন বা কত টাকা ব্যয় করিলেন সুতরাং তাহা আমারদের জানিতে ইচ্ছা জন্মে অতএব বেথি সাহেবের যাত্রাতে বা কত টাকা ব্যয় হইল বা ঐ উদ্যোগেতে কত টাকা লাগিল মোটে তাহা আমারদিগকে জ্ঞাপন করিতে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় কখন বিমুখ হইবেন না।

অপর দর্পণসম্পাদকের নিজ ব্যবসায় বিষয়ে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় যে নানা কথা উত্থাপন করিয়াছেন তদ্দ্বারা কেবল এই মাত্র বোধ হইতেছে যে ঐ সভার হিসাব বিষয়ে রিফার্ম্মরের যে উক্তি দর্পণে প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে চন্দ্রিকাসম্পাদক কি পর্য্যন্ত ভাবিত আছেন। তিনি আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে মিসনরি ফণ্ড অর্থাৎ মিসনরি ব্যাপার সম্পাদনের নিমিত্ত যে সকল টাকা চাঁদার দ্বারা ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে শ্রীরামপুরে আসিয়া থাকে তাহার হিসাব প্রকাশ করি কি না। তাহাতে আমারদের উত্তর অবশ্যই করি। কি ইঙ্গলণ্ড কি ভারতবর্ষস্থ সাহেবলোকেরদের নিকটহইতে ধর্ম্মার্থ যত টাকা শ্রীরামপুরে প্রেরিত হয় তাহার বার্ষিক হিসাবের ফর্দ্দ প্রতিবৎসরেই প্রকাশ হইয়া থাকে তাহার এক ২ নকল কেবল ধনদাতারদের নিকটে যে প্রেরিত হয় তাহা নহে কিন্তু যাঁহারা কখন কিছু দেন নাই এমত ব্যক্তিরদের নিকটেও প্রেরিত হইয়া থাকে। গত ৭ বৎসরের হিসাব যদি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দেখিতে চাহেন তবে এইক্ষণেই তাঁহার নিকটে পাঠাই তাহা পাইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে স্থানে ২ মিসনরি সাহেবেরদের কার্য্যেতে কত ব্যয় হইয়াছে এবং ঐ সমুদয় টাকা কিরূপে খরচ

হইয়া থাকে তাহার সবিশেষ একেবারেই জ্ঞাত হইতে পারিবেন। অতএব এই বিষয়ে আমরা ধর্ম্মসভাধ্যক্ষেরদের নিকটে এক বিলক্ষণ আদর্শ প্রদান করিলাম তদ্দৃষ্টে তাঁহারা আপনারদের সমাজের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করুন।

—৬ জুন ১৮৩৫/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

টৌনহালে বৈঠক।

আগামি ৮ সোমবারে ভারতবর্ষের মুদ্রা যন্ত্রালয়বিষয়ক যে আইনের প্রস্তাব হইয়াছে তদ্বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের নিকটে আবেদন করণার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদের পূর্ব্বাহ্ন সাড়ে নয় ঘণ্টাসময়ে টৌনহালে এক বৈঠক হইবে।

—৬ জুন ১৮৩৫/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।

লক্ষ্ণৌ।

সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত বাদশাহ কলিকাতার শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কর্তৃক প্রেরিত স্বকৃত কতিপয় ইঙ্গরেজী গ্রন্থপ্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইয়া ৭ পার্চার বহুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলায়ৎ প্রদান করেন। অপর মহারাজের পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজ উক্ত প্রকরণোপলক্ষে খেলায়ৎ পাইয়া তদ্রূপ মর্য্যাদান্বিত হইয়াছেন।

ঐ রাজধানী স্থাপিত খগোলদর্শন উচ্চ স্থান নির্ম্মাণবিষয়ে ফলোদয় বিধানে এইক্ষণে বিশেষ এক গ্রহাদি অবলোকন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া ঐ মহতীবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র বঙ্গদেশে বিস্তারপ্রযুক্ত নানা বিদ্যালয়ে বিতরণকারণ তথাকার আসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট কাপ্তান পাটন সাহেব প্রতি বাদশাহের আদেশ হইয়াছে।

—৬ জুন ১৮৩৫/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

হিন্দুরদের পোষ্য পুত্র করণ বিষয়।

ফেব্রুআরি মাসের প্রায় শেষের যে পত্র বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা পঁহুছিয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি নীচে লিখিতব্য চুম্বক আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা কহিতে ত্রুটি করিব না যে সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষীয় এক মোকদ্দমার আপীল নিষ্পত্তি হইয়াছে। তাহাতে এই স্থির হইল যে হিন্দু ব্যক্তি যদি কোন পোষ্য পুত্র করেন তবে ঐ পুত্র পিতার তাবদ্ধনাধিকারী হইবেন।

উক্ত বিচার হিন্দুর ব্যবস্থানুযায়ী বটে এবং কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের মধ্যেও এইরূপ ডিক্রী হইতেছে কিন্তু ভারতবর্ষস্থ আদালতের চূড়ান্ত আপীল শ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে যে এইরূপ [তাহা] জ্ঞাপন করা উচিত। —বোম্বাই দর্পণ।

—৬ জুন ১৮৩৫ / ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

পত্রপ্রেরকেরদের প্রতি।

যিনি কস্যচিৎ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বীহওনাকাঙ্ক্ষি দর্পণপাঠকস্য ইতি স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাকে পরামর্শ দেই যে মিসনরি সাহেবেরদের নিকট তিনি গমন করুন। তিনি যেরূপ পত্র লিখিয়াছেন দর্পণ তাহার উপযুক্ত স্থান নহে।

হিন্দু জেষ্টিসিয়ো ইতিস্বাক্ষরিত পত্র প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

—৬ জুন ১৮৩৫ / ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৮ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেম্‌স হিগিন্সন সাহেব বিবি সরফন নিশার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে কসাইটোলার এমাম বাড়ীর গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান /৩।০ তিন কাঠা চারি ছটাক তাহা···উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রিত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত ডকট সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে বিবি নাস্সির এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি। পূর্ব্ব দিগে সরকারী গলি। পশ্চিম দিগে রসিকলাল নেউগীর বাটী ও ভূমি।

২ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴২।০ দুই কাঠা চারি ছটাক তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাদ্ধ [চতুঃসীমাবদ্ধ] বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত এম্মাম বক্সের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মৃত নাছির পেয়াদার ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মৌলবী মহম্মদের জমার ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। কলিকাতানগরে জিক্ জাগ গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা তাহা ·· বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বিবি দার্দিনের ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে রূপনারায়ণ ঘোষালের রাইয়তী ভূমি। পশ্চিম দিগে উএইন সাহেবের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের কেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৩ জুন ১৮৩৫/৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

শেষ শরিফসেল।

··জেম্‌স হিগিন্সন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্স্‌পোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের ধর্ম্মতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৩॥ তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮৩ আঠার কাঠা···তাহা উপরে লিখিত নিয়মানুসারে বিক্রীত···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মনোহর খাঁর বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে শ্রীযুত বিচর সাহেবের দখলী বাটী। পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা। দক্ষিণ দিগে জানবাজারের রাস্তা।

এবং কলিকাতানগরের রাধাবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮৪ উনিশ কাঠা তাহা ··বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাধাবাজারের রাস্তা। পশ্চিম দিগে ডাক্তার নাস্মি

সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সরকারী গলি ও গোরাচাঁদ মুখুয্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৩ জুন ১৮৩৫ / ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

সরিফসেল।

…কলিকাতার সরিফ সাহেব রেবতী দাসীর বিরুদ্ধে…নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের মলঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনিৰ্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বিশ্বনাথ মতিলালের বাগাৎ ভূমি। পশ্চিম দিগে বিশ্বনাথ মতিলালের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগের এক অংশে বাবু রাম শীলের বাটী ও ভূমি। অপরাংশে স্বরূপ আঢ্যের বাটী ও ভূমি। পূৰ্ব্ব দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৩ জুন ১৮৩৫ / ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

ফোর্ট উলিয়ম।

জুদিসিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

৮ জুন ১৮৩৫।

নীচে লিখিতব্য আক্‌ট ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৫ সালের ৮ জুন তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়া সৰ্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশিত হইল।

১৮৩৫ সালের আক্‌ট নং ৭।

হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্টের জুদিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরিত আজ্ঞাক্রমে সুবে বাঙ্গালার ও আগ্রার গবর্নর্ সাহেবেরা প্রত্যেক দায়ের সায়েরীব কমিস্যনর সাহেবেরদিগের নিকটে উপস্থিত ফৌজদারী ও পোলীসসংক্রান্ত কর্ম্মের কিয়দংশ বা সমুদায় ভার কোন এক জন বা প্রত্যেক

সেসন জজের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন। এবং ঐ উভয় সাহেবেরদের যে ভিন্ন ২ ক্ষমতা তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

উলিয়ম হে মাকনাটন

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—১৩ জুন ১৮৩৫ / ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

[দলাদলি।]

*** বিষয়ে অনেক যত্নের দ্বারা ভরসা করি যে আমরা একপ্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছি সেই সারল্য রক্ষানিমিত্ত যদি আমরা অত্যন্তাকাঙ্ক্ষী না থাকিতাম তবে গত সোমবাসরীয় চন্দ্রিকাতে আমারদের নিজঘরের বিষয়ে যে কথা লিখিত হইয়াছে তাহার উত্তর প্রদান আমরা করিতাম না এবং দর্পণপ্রকাশকের নিজ ব্যাপার পাঠক মহাশয়েরদিগকে অগত্যা জানায়নবিষয়ে আমারদের স্বভাবতঃ যে অনিচ্ছা তাহা এইক্ষণে সুতরাং ত্যাগ করিতেই হইল যেহেতুক চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় আমারদের নামে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন তাহাতে আমরা মৌনাবলম্বন করিলে কেহ ২ বোধ করিতে পারেন যে ঐ সকল অভিযোগের সত্যতা আমরা স্বীকার করিলাম। অতএব যে বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ লোকের কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ নাই অথচ যে বিষয়ে ১৭ বৎসরাবধি যিনি দর্পণ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহার সম্ভ্রমের ক্ষতি বৃদ্ধি আছে এমত বিষয় শ্রবণকরণের ভার যে পাঠকবর্গের উপর দিলাম তাহাতে যদ্যপি আমারদের কোন অপরাধ থাকে তাহা অবশ্য তাঁহারা মার্জন করিবেন। ভরসা করি যে এই বিষয় আমারদের পুনর্ব্বার আর স্পর্শ করিতে হইবে না অতএব বিরোধের মূলসূত্র পুনশ্চ আবৃত্তি করিতে হইল।

সপ্তাহ কএক হইল রিফারমর সম্বাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে চন্দ্রিকা সম্পাদক ধর্ম্মসভার আয় ব্যয়ের হিসাব দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে ঐ সভার কএক জন অধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি বিরক্ত আছেন আমরা বোধ করিয়াছিলাম যে চন্দ্রিকা সম্পাদক রিফারমর পত্র পাঠ করেন না অতএব দর্পণের দ্বারা তাঁহাকে দর্শাইলাম যে আপনকার নামে এইরূপ অভিযোগ হইয়াছে। সেই সময়ে আরো কহিয়াছিলাম

যে আমরা ইহা সত্য বোধ করি না তথাপি আমারদের তাৎকালিক মিত্র চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়কে এই পরামর্শ দিলাম তাঁহার মানের ক্রটি না হয় এতদর্থ তিনি ধর্ম্মসভাধ্যক্ষেরদিগকে অনুরোধ করিয়া ঐ হিসাব প্রকাশ করেন।

তাহাতে ঐ সম্পাদক মহাশয় অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিয়া রিফারমর সম্পাদক মহাশয়কে ও আমারদিগকে অত্যন্ত অপমানসূচক কথা লিখিয়া এই জিজ্ঞাসা করেন যে মার্সমেন সাহেবকে মিসিনরি ফণ্ড অর্থাৎ মিসিনরিসম্পর্কীয় টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব দিতে যদি কেহ কহে তবে তাহা তিনি কি দিতে স্বীকার করিবেন। তাহাতে আমরা উত্তর করিলাম যে ধর্ম্মার্থে ইঙ্গ [লণ্ডীয়] কিম্বা ভারতবর্ষস্থ সাহেব লোকেরদের স্থান হইতে শ্রীরামপুরে যত টাকা প্রেরিত হয় তাহার প্রত্যেক কপর্দ্দকের হিসাব প্রতিবৎসরেই ছাপান গিয়া থাকে এবং তাহা ধনদাতা বা অদাতা প্রায় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির নিকটেই প্রেরিত হইয়া থাকে এবং যদ্যপি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় তাহার ৭/৮ কি যত বৎসরের হিসাব দেখিতে চাহেন তবে তাহার মুদ্রাঙ্কিত হিসাব আমরা তাঁহার নিকটে পাঠাই। এবং আমারদের ও রিফারমর সম্পাদকের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত কোপ দেখিয়া আমরা আরো লিখিয়াছিলাম যে এই বিষয়ে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় শান্ত থাকিলে ভাল এবার তিনি কিছু রাগ করিয়া লিখিয়াছেন। হিসাবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেই যিনি রাগ করেন তবেই সুতরাং সকলের অনুভব হয় যে ইহাতে কিছু থাকিবে।

তাহাতে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় যে উত্তর দেন তাহা নীচে লেখা গেল।

ধর্ম্মসভার আয় ব্যয়ের [বিষয়ে] যে আন্দোলন হইতেছে * * অবগত আছেন ফলতঃ রিফারমর ও দর্পণকার যাহা লিখিয়াছিলেন গত ১৯ সোমবারের চন্দ্রিকায় তাহার উত্তর প্রদান করা গিয়াছিল দর্পণসম্পাদক তাহাতে নিরস্ত না হইয়া গত ৬ জুন শনিবারের দর্পণে পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন যে এইক্ষণে আমারদের এই বক্তব্য যে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় ক্ষান্ত থাকিলে ভাল। এবার তিনি কিছু রাগ করিয়াছেন। হিসাবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেই যিনি রাগ করেন তবেই সুতরাং সকলের অনুভব হয় যে অবশ্য ইহাতে কিছু থাকিবে।

উত্তর, আমরা ঐ উত্তর লিখিবাতে দর্পণকার মহাশয় নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাগ করিয়াছি কিন্তু রাগমাত্র নাই তবে যদি লিখিবার ধারাদ্বারা রাগ বোধ হয় এমত হয় তাহাতে কি করিব কিন্তু দর্পণকারকে মিসিনরির হিসাব জিজ্ঞাসা

করাতে যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কি সন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না বরঞ্চ বিশেষ ক্রোধ প্রচার করিয়াছেন অর্থাৎ চন্দ্রিকাকারকে ধম্‌কাইয়াছেন ক্ষান্ত থাকিলে ভাল হয় এই শব্দ দ্বারা কেবল ধমকভিন্ন কি বুঝা যায়। যাহা হউক পাঠকবর্গ অবশ্যই বিবেচনা করিতে পারেন পরস্পর রাগ প্রকাশ হইয়াছে তাহার কারণ অনধিকার চর্চ্চা যদি কেহ প্রথমে অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয় তদুত্তর প্রদান করা অনুচিত কর্ম্ম নহে। অপর হিসাব জিজ্ঞাসাতে যিনি রাগ করেন তবেই সুতরাং সকলের অনুভব হয় যে অবশ্যই তাহাতে কিছু আছে এ কথায় দর্পণকার মহাশয় আপনি বড় ঠেকিয়াছেন যেহেতুক অতিশয় রাগ করিয়া মিসিনরির হিসাব দিতে চাহিয়াছেন ভাল হিসাব প্রকাশ পাইলেই সকল জানা যাইবেক কিন্তু এই সময়ে তাঁহাকে সতর্ক করা আমারদিগের উচিত হয় এদেশের লোক তাবতেই জ্ঞাত আছেন শ্রীরামপুরের মিসিনরির অগ্রগণ্য ডাক্তর কেরি সাহেব ছিলেন তাঁহার সম্পত্তি শ্রীরামপুরের তিন চারিখানি অপূর্ব্ব অট্টালিকা উদ্যান এবং ছাপাখানা এ সকল মিসিনরি ফণ্ডের শামিল কিন্তু এই ক্ষণে শুনিতে পাই যে তাবৎ বস্তু শ্রীযুত জান মার্সমেন সাহেবের নিজের হইয়াছে মনে করি দর্পণকার মহাশয় ইহারও হিসাব ঐ হিসাবের শামিলে প্রকাশ করিয়া লোকেরদিগের ভ্রান্তি শান্তি করিবেন। আমারদিগের পরম সুহৃৎ তাঁহার ঘাড়ে এমত কলঙ্ক পড়িয়া থাকে এটা ভাল নয় বিশেষ বিলাতি লোকের ধারা আছে হিসাব সকলকেই দেখাইয়া থাকেন। আমারদিগের ধর্ম্মসভার হিসাব প্রকাশ করণবিষয়ে তাহা হয় না কেননা আমারদিগের দেশের রীতি আছে দশ জনে যাহা বিবেচনা করেন তাহার উপর কাহার আপত্তি হয় না তবে দর্পণকার ধর্ম্ম সভার রীতি ইঙ্গরেজী ধারা বুঝিয়া হিসাব প্রকাশ করিতে কহেন তাহাতে আমারদিগের উত্তর এই যে ধর্ম্মসভা ইঙ্গরেজী রীতিক্রমে সৃষ্টি হয় নাই আমারদিগের অতিপ্রাচীন রীতিমত * * * * তাঁহার নিকট নিযুক্ত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক তবে যদি ধনরক্ষক ও সম্পাদক ইত্যাদির দ্বারা আপনারদিগের ধারা বোধ করেন সে তাঁহার ভ্রম কেননা অনেক বিষয় এমত আছে হিন্দু ও মোসলমান কি ইঙ্গরেজ এসকল জাতিরই একপ্রকার তাহা হইলেই কি সে বিষয়ে পরস্পর তিন জাতিতে অহঙ্কার করিবেন যে এ বিষয় আমারদিগের। এইক্ষণে যদি ধর্ম্মসভা ইঙ্গরেজী মতে স্থাপিত হইয়া থাকে তবে প্রকাশ করিতে হইবেক তাহা না হয় করিতে হইবেক না দর্পণকার ইহাই নিশ্চয়

করিয়া কহিয়াছেন ইহা আমরা সমাজকে অবগত করাইব কোন অনুমতি হয় প্রকাশ করিব।

ইহাতে আমারদের বক্তব্য এই যে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের তাবদ্ব্যক্তির যে বিষয়ের উপর নির্ভর তাহাই অলীক। তিনি জানিয়া শুনিয়াই আমারদের লিখিত শব্দের বিপর্য্যয় লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলাম যে তিনি শান্ত থাকিলে ভাল ইহাতে চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন যে আমরা তাঁহাকে ক্ষান্ত থাকিতে কহিয়াছি এবং আমারদের লিখিত শান্ত শব্দস্থলে স্বক পোলেতে ক্ষান্ত রচনা করিয়া স্ববুদ্ধিসাধ্য এই নিগূঢ়ার্থ বাহির করিয়াছেন যে আমরা তাঁহাকে ধমকাইয়াছি তাহাতে তিনি বিজাতীয় রাগান্ধ হইয়া দর্পণ সম্পাদকের উপজীবিকারূপ নিজব্যবসায় ধরিয়া অপমান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহাতে আমারদের এই সংক্ষেপোত্তর।

ডাক্তর কেরি সাহেব ও তাঁহার সহযোগি সাহেব লোকরা যে বাটী শ্রীরাম পুরে ক্রয় করিয়াছেন অথবা গ্রন্থন করিয়াছেন তাঁহারা সে সকলই প্রদান করিয়া ছেন অর্থাৎ ব্যাপটিষ্টমিসিনরি সোসৈটিকে ৩ বাটী এবং কালেজে ২ বাটী অর্পণ করিয়াছেন সেই বাটীসকল অদ্য পর্য্যন্ত কালেজের এবং সোসৈটির সম্পত্তির মধ্যে এবং ডাক্তর কেরি অথবা তাঁহার সহযোগি সাহেবেরদের কোন উত্তরাধিকারীরই তাহার উপরে দাওয়া নাই।

ছাপাখানা ও তাঁহার তাবৎ ঝুঁকী যে অকিঞ্চনের নাম চন্দ্রিকাতে ব্যক্ত করিয়াছেন প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপে তাঁহার অধীন হয় বিশেষতঃ তৎসময়ে ছাপাখানা প্রভৃতির হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ঐ ব্যাপারের কর্জ্জ স্থিৎঅপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ এই যে ডাক্তর কেরি ও তাঁহার অনুষঙ্গি সাহেবেরা কালেজের অট্টালিকা আপনারদের নিজ বিষয় হইতে গ্রন্থন করিলেন এবং তাহা সম্পাদনার্থ আরো কর্জ্জ করিলেন পরে সেই কর্জ্জের ভারহইতে তাঁহারা উদ্ধার হইতে পারিলেন না অতএব তৎসময়ে অর্থাৎ ৬।৭ বৎসর হইল ডাক্তর কেরি সাহেব এই নিয়মে ছাপাখানা মার্সমন সাহেবের নিজ হস্তে সমর্পণ করিলেন যে তিনি তাবৎ কর্জ্জের ঝুঁকী আপনার উপরে লন সেই ঝুঁকীতেই তিনি তদবধি আক্রান্ত আছেন এবং অদ্যপর্য্যন্ত আপনাকে মুক্ত জ্ঞান করিতে পারেন না।

চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের এইরূপ আমাদের নিজ ঘরের বাপারে হস্তক্ষেপ

করণেতে আমরা এই বিষয়ে এইক্ষণে এই চূড়ান্ত উত্তর দিয়া বন্ধ করিলাম ইহাতে পাঠক মহাশয়েরা কিছু ভাবান্তর অনুভব করিবেন না।

—১৩ জুন ১৮৩৫/৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

টৌনহালে বৈঠক।

গত সোমবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে সকলের প্রতি অনুমতি হওনার্থ কৌন্সেলে যে আইনের প্রস্তাব হইয়াছে সেই আইন প্রচারকরণ বিষয়ে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবকে সকলের প্রশংসাপত্র দেওয়া উচিত কি না। ঐ বৈঠকে ভূরি ২ এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন।

অপর কলিকাতার শ্রীযুত সরিফ সাহেব সভাপতি হইলে শ্রীযুত টর্টন সাহেব স্বীয় স্বাভাবিক নৈপুণ্যাসারে বহুক্ষণপর্য্যন্ত বক্তৃতা করিলেন এবং এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার দ্বারা যে মহানুভবতা প্রকাশ আছে তদ্বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অনেক গুণানুবাদ করিলেন। পরিশেষে নীচে লিখিত বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন এবং তাহাতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পৌষ্টিকতা করিলেন ও অন্যান্য সকলই সম্মত হইলেন।

কলিকাতানিবাসি লোকেরদের ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে এক প্রশংসা পত্র প্রদান করা উচিত। এবং তাহাতে ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক যে আইনের প্রস্তাব হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক ১৮২৩ সালের মার্চ মাসের যে আইন রদকরণের কল্প আছে তদ্বিষয়ে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবকে কলিকাতানিবাসী লোকেরা আপনারদের সন্তোষ ও বাধ্যতা জ্ঞাপন করেন। তৎপরে শ্রীযুত ডিকিন সাহেব ও শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুয্যে ও শ্রীযুত ক্লার্ক সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও শ্রীযুত পাটল সাহেব ও শ্রীযুত টারেন্স সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর কারবিন সাহেব ও শ্রীযুত ক্রো সাহেব ও শ্রীযুত সেনাইন সাহেব ইহাঁরা সকলই সমাগত সজ্জনসমূহসমীপে সদ্বক্তৃতা করিলেন।

কেবল কৌন্সেলী শ্রীযুত অসবর্ন সাহেব এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিলেন তিনি এতদ্দেশীয় ভাষার সম্বাদপত্র বিষয়ে অতিতুচ্ছতা ও অবজ্ঞাসূচক এই কহিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষার সম্বাদপত্র অকিঞ্চিৎকরের মধ্যেই কেবল

কলিকাতাস্থ কএক জন ধনি ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। পরে কতিপয় সাহেব ও বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক তাহার সদুত্তর দানেতে সদ্বক্তৃতা করিলেন।

তদনন্তর দশ জন ইউরোপীয় সাহেব ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুয্যে ও বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবকে ঐ পত্র প্রদানার্থ কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন।

ঐ প্রশংসাবেদক পত্র আমরা পশ্চাৎ প্রকাশ করিলাম।

—১৩ জুন ১৮৩৫ / ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

রৌপ্যমুদ্রা।

সকলকে সাবধান করা কর্ত্তব্য যে যে টাকার কিনারা সাদা অর্থাৎ দাগরহিত তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া লন। আমরা শুনিয়াছি যে দুষ্ট লোকেরদের এইক্ষণে এমত ব্যবহার হইয়াছে যে তাহারা ঐ টাকার কিনারা ঘষিয়া যাহাতে শতকরা ১৮ পর্য্যন্ত কমে ঐ রূপা বাহির করিয়া লয়। যখন গবর্ণমেণ্ট সাদা কিনারাওয়ালা টাকা প্রস্তুত করিলেন তখন তাঁহারদের এই বোধ ছিল যে এতদ্রূপ টাকার মধ্যে সীসা পূরিতে পারিবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে এই হিতোপায় করিয়াছেন ইহাতে আরো দুষ্টেরদের দুষ্টতাকরণের পথ হইল। অতএব যাঁহারা ঐরূপ টাকা লইবেন তাঁহারদের সাবধান হওয়া উচিত।

—১৩ জুন ১৮৩৫ / ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

আগ্রি ও হর্টিকল্‌তুরাল সোসৈটিরদের সভা।

গত সোমবারে দশ ঘণ্টা সময়ে টৌনহালে উক্ত সোসৈটিরদের এক সভা হয়। শ্রীযুত ডাক্তর উয়ালিক সাহেব চার বৃক্ষ অনুসন্ধানার্থ খাসীয় পর্ব্বতে এবং সদিয়াতে গমনোদ্যত আছেন এই প্রযুক্ত শ্রীযুত বেল সাহেব তাঁহার অনুপস্থান পর্য্যন্ত সেক্রেটরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ সোসৈটির বিষয় এইক্ষণে অতিভদ্রাবস্থায় আছে এমত বোধ হয় যেহেতুক শ্রীযুত বেল সাহেব গত মাসের ১৮ তারিখ অবধি ১৭৫৪ টাকা আদায় করিয়াছেন এবং ৭৫০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ও নগদ ১১০০ টাকা আছে কিন্তু এই বৈঠকের মুখ্যকার্য্য এই যে শ্রীল শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব যে কতিপয় পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহার তদন্তকরনার্থ নিযুক্ত কমিটির সাহেবেরদের রিপোর্ট গ্রহণকরণ। শ্রীলশ্রীযুত কমিটিকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে ব্রাজিল দেশে যে একপ্রকার অত্যুত্তম ঘাস

জন্মে তাহা এতদ্দেশে বপর হয় এবং মান্দ্রাজে ব্যবহৃত গাড়ির যে বৃহৎ চক্র তাহা এতদ্দেশে ব্যবহার হয় এবং মহীশূর দেশস্থ যে অতিবৃহৎ বলদ তাহা এতদ্দেশে আনিয়া বিস্তারিত করা যায়। ঘাসের বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুত যে পরামর্শ দেন সেই ঘাস বঙ্গ দেশে আছে অনুভব হয় কিন্তু তাহার তাদৃশ্য ব্যবহার নাই। বলদের বিষয়ে কমিটির সাহেবেরা কহিলেন যে অনেকবার বৃহদ্বলদ এতদ্দেশে বিস্তারার্থ আনয়ন করা গিয়াছিল কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হয় নাই যেহেতুক তাহা ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে মান্দ্রাজ অঞ্চলে বৃহচ্চক্রের যে ব্যবহার তদ্বিষয়ে কমিটির সাহেবেরা লিখিলেন যে বঙ্গ দেশে এইক্ষণে যে প্রকার ক্ষুদ্র গাড়ি চলিতেছে তাহা এখানকার ক্ষুদ্র বলদেরই উপযুক্ত। এতদ্দেশে যদি বৃহৎ বলদ না জন্মে তবে বৃহৎ গাড়িরও ব্যবহার হইতে পারে না।

—১৩ জুন ১৮৩৫/৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

নূতন খট্টা।

সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশ হইতে অত্যাশ্চর্য্য এক খট্টা আনীতা হইয়াছে। যাঁহার ইচ্ছা হয় কসাইটোলার সিড্‌উদ সাহেবের দোকানে গেলে তাহা দেখিতে পাইবেন! ঐ শয্যা পরমসুখদা ও অতিসুদৃশ্যা তাহার বিশেষ গুণ অত্যন্ত শীতল ফলতঃ এমত শীতল যে গদি উঠাইলে পীড়িত লোকের অসহ্য শীত বোধ হয় কিন্তু তাহা গদি উঠাইলে অতিশীতল গদি রাখিলে কিঞ্চিদুষ্ণ থাকে।

—১৩ জুন ১৮৩৫/৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

ইনশালবেণ্ট আদালত।

জয়নারায়ণ মিত্র ও পামর কোং।

গত শনিবারে ইনশালবেণ্ট আদালতে এই বিষয় উপস্থিত হইল।

শ্রীযুত আদবোকেদ জেনরল সাহেব দরখাস্ত করিলে হুকুম হইল যে শ্রীযুত জান পামর সাহেব ও শ্রীযুত জর্জ প্রিন্সেপ সাহেব অর্থাৎ পামর কোম্পানির পতিত কুঠীর অংশী যে দুই জন সাহেব এইক্ষণে কলিকাতায় আছেন এবং শ্রীযুত আর সি জিনকিন সাহেব ও শ্রীযুত জি পাটসন সাহেব আগামি আদালতের দিবসে উপস্থিত হইলে মৃত রামচন্দ্র মিত্রের উত্তরাধিকারি জয়নারায়ণ মিত্রের দাওয়ার বিষয়ে তাঁহারদের জোবানবন্দী লওয়া যায় এবং ঐ পতিত কুঠীর অংশি সাহেবেরদের হিসাবের বহী তাঁহারা আনয়ন করেন। পরে ঐ বিজ্ঞ কৌন্সেলী

সাহেব জয়নারায়ণ মিত্রের এই দরখাস্তের বিষয় প্রস্তাব করিলেন যে ১৮২৮ সালে তাঁহার পিতা রামচন্দ্র মিত্রের লোকান্তর হয় তিনি অনেক বিষয় রাখিয়া যান তাঁহার উইলে অনুমতি ছিল এই যে ঐ বিষয়ের কতক টাকা ধর্ম্মার্থ বিতরণ করিতে হইবে। কিন্তু তৎপরে দরখাস্তকারী সুপ্রিম কোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ঐ দান অসিদ্ধ হইল এবং দরখাস্তকারী তাবদ্বিষয়ই পাইবেন এমত হুকুম হইল। আরো লিখিলেন রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু সময়ে পামর কোম্পানির নিকটে তাঁহার ৬৮৩৬৯ টাকা জমা ছিল। এবং ঐ মিত্রের মরণের কিঞ্চিৎ পরে দরখাস্তকারিকেও ঐ ইষ্টেটেরটর্ণিকে কোন সম্বাদ না দিয়া হিসাবের তাবৎ টাকা খারিজ করিলেন এবং তদবধি মৃত ব্যক্তির নিযুক্ত টর্ণি ও ঐ মিত্রকে কোন টাকা কি কোন হিসাব দেওয়া যায় নাই। অতএব বিজ্ঞতম কৌন্সেলী সাহেব কহিলেন যে হিসাবের বহী আদালতে আনীত হইলে দেখা যাইবে যে কিরূপে ঐ টাকা খারিজ করা গেল কিন্তু ঐ কুঠীর অংশি সাহেবেরদের জোবানবন্দী না লইলে কি নিমিত্ত ঐ টাকা খারিজ করা গেল তাহার কিছু নিশ্চয় হইতে পারিবে না।

—১৩ জুন ১৮৩৫ / ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৫ জুন বৃহস্পতিবার...কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত জগবন্ধু দত্তের পুত্র অথচ উত্তরাধিকারী দুর্গাপ্রসাদ দত্ত ও অভয়চরণ দত্ত ও গুরুচরণ দত্ত ও ভূতনাথ দত্তের বিরুদ্ধে...নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে সূতালুটির চড়ক ডাঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ১।২ এক বিঘা সাত কাঠা...নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মৃত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খণ্ড রাইয়তী ভূমি। উত্তর দিগে মুক্তারাম দত্তের দরুন মধুসূদন সান্ন্যালের এক খণ্ড রাইয়তী ভূমি। পূর্ব্ব দিগে চিৎপুরের রাস্তা। পশ্চিম দিগে মৃত গোরাচাঁদ বসাকের বাটী ও ভূমি।

এবং কলিকাতানগরে সীমলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ অবিভক্ত রাইয়তী ভূমি অনুমান ৬৷২ ছয় বিঘা বার কাঠা...তাহার চারি অংশের এক অংশের মধ্যে...পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত জগবন্ধুদত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও

সম্পর্ক আছে তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মাণিকতলার রাস্তানামে বিখ্যাত সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে বাবুগোপীমোহন দেবের বাগাৎ ভূমি। উত্তর দিগে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগান ও বাটী। পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২০ জুন ১৮৩৫/৭ আষাঢ় ১২৪২

জ্বররোগের চিকিৎসালয়।

এতদ্দেশীয় যে ভূরি২ জ্বরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে মারা পড়িতেছে তাহারদের উপকারার্থে কলিকাতাস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যবর্ত্তি কোন এক স্থানে জ্বররোগের চিকিৎসালয় স্থাপন নিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য সাহায্য করিবেন। এতদ্দেশের মধ্যে যে সকল রোগে লোক মারা পড়ে তন্মধ্যে জ্বররোগেই অধিক।

২০ মে তারিখে নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিসয়ের বিবেচনা হইল। তৎসময়ে সদর বোর্ডের শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এই বিষয়ে যে এক বিবরণ পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখেন যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় লোকের আধিক্য প্রযুক্ত এবং রোগের উপশমোপায়ের অল্পতা প্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। কলিকাতার নক্শা অবলোকন করিয়া বিবেচনা করা গেল কলিকাতার নেটিব হাসপাতালের উত্তর দীর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদের অট্টালিকা ও খড়ুয়া ঘরেতে একেবারে ব্যাপ্ত এই অতি আয়তন স্থানের মধ্যে গরানহাটার ঔষধালয় ব্যতিরেকে রোগোপশমের অন্য কোন উপায় নাই এবং ঐ ঔষধালয় ও মধ্যবর্ত্তি স্থানে নহে যদ্যপিও তাহা মধ্যস্থানে থাকিত তথাপি সাধারণ পীড়াজনক সময়ে তাহার দ্বারা ঔষধ যোগান কঠিন।

এই বিষয়ের নিমিত্ত যে টাকার আবশ্যক আছে তাহাতে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মাসে ২২৯/৯ উদ্বৃত্ত থাকে। এবং কুষ্ঠরোগের চিকিৎসালয় রহিত করিতে কল্প আছে। তাহা হইলে আরো মাসে ৬১৬ টাকা সর্ব্বসুদ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে।

এবং এই প্রস্তাবিত জ্বররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ ঐ টাকা হইলে চলিতে পারে কেবল ভূমি ক্রয়করণ এবং উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থে এই ক্ষণে কিছু টাকার আবশ্যক। তৎপরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহস্র ২ দুঃখি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও উপকার নিমিত্ত এই মহাব্যাপার সিদ্ধার্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়েরা কদাচ শৈথিল্য করিবেন না। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে চিকিৎসালয়ে শ্রীযুত নওয়াব উজীর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য মহাশয়েরা অতিবদান্যতাপূর্ব্বক যে টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবং এই মহাব্যাপারেতে যে মহোপকারসম্ভাবনা এবং মনুষ্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোক সকলই ঐক্য হইয়া সাহায্য করিবেন কাহারো শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না।

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেষ বিষয়ক প্রস্তাব হওনেতে উপকার জন্মিবে এই বোধে আমি নীচে লিখিত প্রসঙ্গ করিতেছি।

প্রথম। নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদের এমত বিবেচনা যে কলিকাতা শহরে দেশীয় লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যবর্ত্তিস্থানে জ্বরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত উচিত।

দ্বিতীয়। নেটিব হাসপাতাল যে অভিপ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথা সাধ্য চিকিৎসার দ্বারা দরিদ্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিলক্ষণ ঐক্য আছে।

তৃতীয়। এইক্ষণে এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে টাকা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে চলিত ব্যাপারের খরচসকল যোগাইয়া কল্পিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রয় ও অট্টালিকা নির্ম্মাণোপযুক্ত টাকা হয় না।

চতুর্থ। অতএব এই অবস্থাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ প্রার্থনা করা উচিত।

পঞ্চম। এই কল্পেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তুত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয়। এবং তাহা কলিকাতা শহরে ও মফঃসলে প্রত্যেক নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিতরণ হয়।

ষষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফল করণার্থে নীচে লিখিত মহাশয়েরা সবকমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচঞা করিলে কি ফল হয় তাহা হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং ঐ অধ্যক্ষেরা পরে বিহিত বিবেচনাপূর্ব্বক আজ্ঞা দিবেন বিশেষতঃ।

সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব বাবু রামকমল সেন বাবু রাজচন্দ্র দাস বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ডাক্তর এ আর জেকসন।

সপ্তম। অদ্যকার কার্য্যসকল গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপন করা যায়।

শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গত বৃহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। এবং তাহাতে ঐ নূতন চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিলেন।

—২০ জুন ১৮৩৫ / ৭ আষাঢ় ১২৪২

বাঙ্গাল বেঙ্কে টাকা দেওয়া।

ত্রেজুরী হইতে যে টাকা দেয় তাহা কিয়ৎকালাবধি চ্যাকের দ্বারা বাঙ্গাল বেঙ্ক হইতে দেওনের পরীক্ষা হইয়া সংপ্রতি রহিত হইয়াছে এইক্ষণে পূর্ব্ববৎ ত্রেজুরী হইতে টাকা দেওয়া যাইবে। ঐ নূতন নিয়মের দ্বারা বাঙ্গাল বেঙ্কের মুহুরিরদের অশেষ পরিশ্রম ও সাধারণ লোকেরও তত্তুল্য অনিষ্ট হইয়াছিল।

—২০ জুন ১৮৩৫ / ৭ আষাঢ় ১২৪২

সুপ্রিম কোর্ট।

গত ১৫ জুন সোমবারে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের আবশ্যক এক বিষয়ক মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হইল।

তাহাতে শ্রীযুত চীফ জুষ্টিস সাহেব নীচে লিখিতব্য প্রকারে নিষ্পত্তি করিয়া কহিলেন যে এই মোকদ্দমায় তমঃসুখরায় মুরশিদাবাদের নওয়াব মবারক আলী খাঁর নামে নালিশ করেন যে আমার ২২১৮ টাকা আসামী ধারেন।

ঐ কর্জের বিষয়ে যেরূপ প্রমাণ দেওয়ায় তাহাতে আদালতের জজ সাহেবেরদের কিছু সন্দেহ ছিল না কেবল বিবাদিরদের মধ্যে বিরোধের বিষয় এই যে আসামী সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কিনা। এই বিষয়ের প্রমাণ এই যে

কলিকাতা শহরের মধ্যে ঐ নওয়াবের এক বাটী ও ভূমি আছে ঐ বিষয় তাঁহার পৈতৃক অধিকারক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কখন কলিকাতায় বাস করেন নাই নিয়ত মুরশিদাবাদেই অবস্থান করেন অতএব কলিকাতাস্থ ঐ বাটীতে তিনি কি তাঁহার পিত্রাদি কখন বাস করেন নাই কেবল তাঁহার এক জন উকীল বা মোখ্তার থাকেন। ঐ বাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূরে তাঁহার এক কাছারী বাটী আছে ঐ বাটীতে থাকিয়া উকীল তাঁহার ভূমির তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং খাজানা আদায় করিয়া মুরশিদাবাদের বাটীতে প্রেরণ করেন কিন্তু ঐ বাটীতে কোন বাণিজ্যাদি করেন না ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া উকীলেরা কহিলেন যে আসামী অবশ্য কলিকাতাবাসির মধ্যে গণ্য সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে।

তাহাতে শ্রীযুত সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব এই বিষয়ে অনেকক্ষণপর্য্যন্ত ব্যবস্থামূলক নানা যুক্তির কথা প্রস্তাব করিয়া এই কহিলেন যে বহুকালাবধি আদালতে এই নিশ্চয় হইয়াছে যে কলিকাতার মধ্যে যদ্যপি কোন ব্যক্তির কুঠী থাকে এবং ঐ কুঠীতে থাকিয়া যদি তাঁহার চাকর ও গোমস্তারা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সওদাগরী ও বণিকের কর্ম্ম করে তবে ঐ কুঠী স্বামী কলিকাতায় কখন না আইলেও তিনি সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে বটেন কিন্তু এই স্থলে নওয়াবের ঐ বাটীতে কোন বাণিজ্য ব্যাপারে হয় নাই।

শ্রীযুক্ত জজ সাহেব কহিলেন যে পূর্ব্বকার ডিক্রী হওয়া যে মোকদ্দমার সঙ্গে এই মোকদ্দমার ভাবগত কিঞ্চিৎ ঐক্য আছে সে কেবল এই এক মোকদ্দমা যাহাতে শ্যামচরণ নন্দী ফরিয়াদী এবং রাজা হরিনাথ রায় আসামী সেই মোকদ্দমা ১৮২১ সালের আপ্রিল মাসের নিষ্পত্ত হয় ঐ মোকদ্দমা ভূমির বাঁটওয়ারা লইয়া যায়। আসামীর পিতা লোকনাথ রায় এবং তাঁহার পিতামহ অতিবিখ্যাত কান্ত বাবু একই উত্তরাধিকারী ছিলেন। ঐ মোকদ্দমা জজ সাহেবেরা এই যুক্তিতে ডিক্রী করিলেন যে কোন ব্যক্তির কলিকাতাতে যদি ভদ্রাসন বাটী থাকে অথবা কোন ভদ্রাসন বাটীর কোন অংশে যদি তাঁহার স্বত্ব থাকে এবং তিনি যদি ঐ ভদ্রাসন বাটীর খরচ দেন এবং ইচ্ছা করিলে ঐ বাটীতে বাস করিতে পারেন এমত ব্যক্তি কলিকাতার মধ্যে কখন পদার্পণ না করিলেও তিনি সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে।

কলিকাতায় হরিনাথ রায়ের ভদ্রাসন বাটী ছিল সেই বাটীতে তাঁহার পিতা

আসিয়া মধ্যে২ বাস করিতেন তাহার খরচও হরিনাথ রায় দিতেন যদ্যপি তিনি স্বয়ং ঐ বাটীতে কখন বাস করেন নাই তথাপি তাঁহার চাকর ও সরকার লোক বাস করিত। ঐ মোকদ্দমাতে কোন কৌন্সেলী সাহেব হরিনাথ রায়ের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু জজ সাহেবেরা কৌন্সেলীরদের কোন কৌশলের কথা না শুনিয়া উপরিউক্ত কারণপ্রযুক্ত একেবারে ডিক্রী করিলেন যে হরিনাথ রায় স্থপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে বটেন।

শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব কহিলেন যে আমি এইরূপ যুক্তিক্রমে যে এ মত ডিক্রী করিতাম এমত কহিতে পারি না কিন্তু হরিনাথের মোকদ্দমার সঙ্গে এই মোকদ্দমার কিছু সম্পর্ক রাখে না। এই দুই মোকদ্দমার বৈলক্ষণ্য এই। হরিনাথ রায়ের মোকদ্দমাতে এই প্রমাণ হয় যে তাঁহার এক ভদ্রাসন বাটী কলিকাতায় ছিল এবং তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিয়াছিলেন এবং তিনিও ইচ্ছা করিলে ঐ বাটীতে আসিয়া বাস করিতে পারিতেন। ভদ্রাসন বাটীর তুল্যই সেই বাটীর রক্ষণাবেক্ষণাদি ছিল এবং তাহাতে তাঁহার ভৃত্য সরকার লোক নিত্য বাস করিত। এইস্থলে আসামী অর্থাৎ নওয়াবের কলিকাতায় যে বাটী আছে তাহা তাঁহার তুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাসোপযুক্ত নহে এবং তাহাতে কখন নওয়াবের বাসও ছিল না কেবল তাঁহার খাজানা আদায়কারি উকীল ও মোখ্‌তারেরা বাসা করিয়া থাকে অতএব কলিকাতায় আসামীর কোন ভদ্রাসন বাটী আছে জ্ঞান করিতে হইবে না এই হেতু এবং শ্রীযুত নওয়াব সাহেবও কখন কলিকাতায় কোন বাণিজ্যাদি করেন নাই এইহেতু বিজ্ঞবর শ্রীযুত জজ সাহেব এই ডিক্রী করিলেন যে নওয়াব সাহেব কলিকাতাবাসির মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না স্থতরাং স্থপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে নহেন।

—২০ জুন ১৮৩৫ / ৭ আষাঢ় ১২৪২

[জজী কর্ম্ম।]

শুনা গেল যে পুলোপিনাঙ্গের রিকার্ড শ্রীযুত সর বেঞ্জিমেন মালকিন সাহেব কলিকাতার স্থপ্রিম কোর্টের জজী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি কএক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় পঁহুছিবেন অতএব তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত কএক মোকদ্দমা মুলতবী আছে অভিপ্রায় এই যে জজেরদের সংখ্যা পূর্ণ হইলে ঐ সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

—২০ জুন ১৮৩৫ / ৭ আষাঢ় ১২৪২

মাজিস্ত্রেট।]

শুনা গেল যে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাজিস্ত্রেট সম্ভ্রমার্থ নিযুক্ত হইবেন তদর্থ শ্রীযুত কিড সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহারদিগকে এতদ্রূপে নিযুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে জুষ্টীস অফ দি পীসী কর্ম্মে নিযুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন ঐ আইনের বিধান সকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিস্ত্রেটেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইবে।

—২০ জুন ১৮৩৫ / ৭ আষাঢ় ১২৪২

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত]

নূতন গ্রন্থ।

শুনিয়া আপ্যায়িত হইলাম যে শোভাবাজারের শ্রীলশ্রীমান্ মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এক্ষণে গেস্ ফেবল্ নামক গ্রন্থ বাঙ্গালী ও উর্দ্দু ভাষায় কোমল ও সহজ পয়ার ছন্দে মধ্য শ্রেণীর লোকদিগের আশুবোধ নিমিত্ত স্বদেশীয়দিগের উপকার জন্য অনুবাদ করিয়াছেন।

অতএব আমরা ভরসা করি যে উক্ত তর্জ্জমাদ্বয় আদর্শমত স্কুলে তুল্য উৎসাহ ও স্পৃহাযুক্তে পাঠ হইবে। অপর কথিত পুস্তক রাজযন্ত্রে অথবা অন্যত্র মুদ্রাঙ্কিত হইবে তাহা এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই।

—২০ জুন ১৮৩৫ / ৭ আষাঢ় ১২৪২

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

কস্যচিৎ হিতাকাঙ্ক্ষিণ ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র আপনার গত ২৩ মে তারিখের দর্পণে প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখক কালীঘাটের নানা ব্যাপারবিষয়ক কথা লিখিয়াছেন। হে সম্পাদক মহাশয় ঐ স্থানে বহুকালাবধি বাস করিতেছি এবং ঐ মন্দিরের এক জন প্রধানাধক্ষের যজমান আমি অতএব তাহার তাবদ্বিষয় অবগত আছি। আপনার পত্রপ্রেরকের পত্র পাঠ করিয়া আমার বোধ হইল যে কালীঘাটের দোকানদারের সঙ্গে তাঁহার কোন বিষয়ে রাগারাগি থাকিবে অথবা ঐ স্থানীয় ব্যাপারের তাবত্তত্ত্ব জ্ঞাত না হইয়াই তদ্রূপ লিখিয়াছেন। প্রথমতঃ ঐ পত্রপ্রেরক লেখেন যে কালীঘাটে দোকানদারের স্থানে কোন দ্রব্য ক্রয়

করিতে হইলে পাঁচ ছয় আনার দ্রব্যে ১ টাকা মূল্য লয় তন্নিমিত্ত যাত্রিরা যদি কিছু আপত্তি করে তবে তাহারা রাগান্ধ হইয়া বিলক্ষণ তিরস্কার করে। তাহাতে সুতরাং যাত্রিরদের চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আরো লিখিয়াছেন যে এই বিষয়ে মন্দিরের অধ্যক্ষেরদের সঙ্গে ঐ দোকানিরদের যোগ আছে এবং এই সকল পাপের নিমিত্ত ঐ ডাকাইত বেটারদের ঘর বাটী প্রায় প্রতি বৎসরেই দগ্ধ হইয়া থাকে। হে সম্পাদক মহাশয় এই সকল মিথ্যা অপবাদ দোকানদারেরা টাকা লইয়া ৮৹ আনার দ্রব্য দেয় অবশিষ্ট।৹ আনা ঐ যাত্রিরদের ইচ্ছানুসারে যে ব্রাহ্মণ পূজাদি করেন তাঁহাকে দক্ষিণা বলিয়া দেওয়া যায় ইহা আমি নিশ্চয় জানি এবং ইহার প্রমাণও দিতে পারি তবে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় যে দোকানিরা যাত্রিরদিগকে ঠগাইয়া গালাগালি দেয় এবং অধিকারিরদের সঙ্গে তাহারদের যোগ আছে। গত ৫/৬ বৎসরের মধ্যে কালীঘাটের বাজার যে তিন চারিবার পুড়িয়াছিল ইহা সত্য বটে কিন্তু তবে কি তাহাতেই এই বোধ করিতে হইবে যে অগ্নির কারণ ঐ পাপ ইহার পূর্ব্বে কি তাহারদের এমত কোন পাপ ছিল না।

দ্বিতীয় আপনকার পত্রপ্রেরক লেখেন যে ছাগবলিদানের দক্ষিণা বাবত ৶১৹ কড়ি নিরূপিত ছিল তৎপরে মন্দিরের রোসনাইর নিমিত্ত ৯ পয়সা নিয়মিত হইয়াছিল এইক্ষণে অধিকারিরা।৹ আনা দাওয়া করেন।

হে সম্পাদক মহাশয় ইহা সত্য বটে কিন্তু ইহার বিশেষ যথার্থ কারণ আছে। কালীঘাটের দৈনিক ব্যয় পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা আয় অনেক কম হইয়াছে পূর্ব্বে অনেক ব্যক্তি কালীঘাটে অনেক ব্যয় করিয়া পূজা দিত। এই ক্ষণে কলিকাতার কুঠীসকল দেউলিয়া হওয়াতে পূজা দিতে প্রায় কেহই আইসে না অনেকেই রিফারম ও হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছে তাহারা কালীকে ১ পয়সাও দেয় না এবং অনেক এমত আছে যে তাঁহারা আপনারদিগকে বাবু বলান তাঁহারা আমোদক বেশ্যা বা বয়স্যাদি সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে আইসেন এবং খাদ্য ও মদ্য ও গাড়ি ভাড়া ইত্যাদিতে ৩০/৪০ টাকা ব্যয় করিয়া ॥৹ আনার পূজামাত্র দেন এবং আপনারদের ভক্ষণার্থ একটা ছাগল কাটেন তাহাও বাসায় কাটেন পরে তাঁহারা গিয়া কহেন যে এত টাকার পূজা দিয়া আইলাম এই সকল আশ্চর্য্য বিষয়।

৩। আপনার পত্রপ্রেরক পরিশেষে ইহা লিখিয়া কালীঘাটের অধিকারির

দের প্রতি দোষার্পণ করেন যে কোন যাত্রী পুত্রের অন্নপ্রাশনার্থ সেই স্থানে গেলে তাঁহার স্থানে অধিকারিরা দক্ষিণা বলিয়া ১৬ টাকার দাওয়া করেন যদি তিনি ঐ টাকা দিতে অপারগ হন তবে তাঁহাকে কহেন যে তোমার পুত্র লইয়া প্রস্থান কর এখানে ১৬ টাকার ন্যূনে কদাচ অন্নপ্রাশন হইতে পারিবে না ইহাতে সেই ব্যক্তি অতিদুঃখী হইয়া মন্দিরের নিকটবর্ত্তি কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া গোপনে অন্নপ্রাশন নির্ব্বাহ করে অধিকারিরা তাহা জানিতে পারিলে তাহাকে অভিসম্পাত দেন তাহাতে সে ব্যক্তি সন্তানের অমঙ্গলে অতি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রের অলঙ্কার খুলিয়া দেয়। হে সম্পাদক মহাশয় তিনি নিতান্ত রাগান্ধ হইয়াই কালীঘাটের অধিকারিরদের উপরে এমত লিখিয়াছেন যেহেতুক সকলই জানেন যে অন্নপ্রাশনের শুভদিন থাকিলে ঐ একদিবসেই শতাধিকও বালক অন্নপ্রাশনার্থ তথায় নীত হয় তবে কি অধিকারিরা প্রত্যেকের স্থানে ১৬ টাকা করিয়া দক্ষিণা পান এমত কখন নহে। আমি দেখিয়াছি যে তাঁহারা প্রত্যেক বালকের অন্নপ্রাশনে ।০ আনামাত্র লইয়াছেন যদি ঐ স্থানে কোন বালকের অন্নপ্রাশন গোপনে নির্ব্বাহ হয় তবে তাঁহারা কেবল ঐ বালকের জনক জননীকে কহেন যে তোমরা এমত নির্ব্বোধের ব্যাপার কেন করিতেছ আমার দিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বচ্ছন্দে পুত্রের অন্নপ্রাশন দিতে পার কিনিমিত্ত গোপনে ইহা করিয়াছ। যাঁহারদের স্থানে কিছু অধিক লাভসম্ভাবনা তাঁহারদের স্থানে অধিকারিরা কখন ২ কিছু অধিক প্রার্থনা করেন বটে কিন্তু সে বলের কার্য্য নহে কেবল ভিক্ষার। ফলতঃ কালীঘাটে কোন কর্ম্মে দক্ষিণার কিছু নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই কেবল ছাগবলিদানের বিষয়ে ।০ আনা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহাও অধিকারিরা কেবল নিয়ত মন্দিরের খরচ যোগাইবার নিমিত্ত লইয়া থাকেন। তাঁহারা উদাসীনেরদিগকে এবং কালীঘাটবাসি দীনহীন দরিদ্র অতিথি ও আপনারদের কর্ম্মকারক লোক ও মন্দিরের পরিচারকবর্গকে প্রত্যহ ভোজন করান্ এতদ্ভিন্ন এতদ্রূপ তাঁহারদের অনেক ব্যয় আছে। এবং যখন কিছু লাভ হয় না বা আবশ্যকাপেক্ষা অল্প লাভ হয় তখন এই সকল নিত্য খরচের তাবৎ বা কিয়দংশ তাঁহারা নিজহইতে চালান।

হে সম্পাদক মহাশয় আপনার অপক্ষপাতিতা ও পত্রপ্রেরকের প্রতি বিশেষ অনুরক্ততা আমি বহুকালাবধি শুনিতেছি অতএব আমার নিবেদন যে আগামী শনিবারের দর্পণে এই প্রস্তাব অর্পণ করেন তাহা হইলে আমারদের দেশাধিপতি

ও সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তি কালীঘাটের তত্ত্ববিষয় অবগত হইতে পারিবেন এবং যাহারা লোকের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করে এবং আপনারদিগকে পর হিতাকাঙ্ক্ষি রূপে প্রকাশ করে এমত প্রতারকেরদের কথাতে কখন কেহ কর্ণপাত করিবেন না।

১১ জুন ১৮৩৫। ম হ।

—২০ জুন ১৮৩৫ / ৭ আষাঢ় ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

আমার নীচের কএকটা পংক্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক অর্পণ করিয়া শ্রমসফল করিতে আজ্ঞা হয়। কলিকাতা মহানগরে ধর্ম্মসভা নাম যে নূতন দলের কল অবিকল প্রকাশ আছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখি পাঠক মহাশয়েরা মর্ম্ম বোধ দ্বারা ধার্ম্মিকাভিমানিবর্গের ধর্ম্মকর্ম্ম নর্ম্ম সকলি বোধ করিতে পারিবেন। সংপ্রতি একজন কৃতাপরাধ রাজাজ্ঞায় জিঞ্জির গিয়া চৌদ্দ বৎসর মেয়াদ খাটিয়া আসিয়া ধর্ম্ম সভায় প্রশ্ন করিলে যে আমি কি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারি। তাহাতে সভা পণ্ডিতেরা তিন চারি জন আপন ২ দলপতির সম্মতি করিয়া ব্যবস্থা দিলেন। যদ্যপি রাজাজ্ঞায় দ্বীপান্তর গমনাগমনে অখাদ্য ভক্ষণাদিতে দোষ প্রসক্তি নাই তথাপি ৩।৭ বা ২২॥০ কাহন কড়ি উৎসর্গ করিলে ক্ষতি কি ঐ ব্যবস্থাদ্বারা বোধ হয় রাজাজ্ঞাদ্বারা গমনা গমনকালে ঐ পণ্ডিতদিগের মত গো ব্রাহ্মণ বধেও দোষ নাই তাহাতে চারি পাঁচ জন পণ্ডিতের সম্মতি হইল না বোধ হয় তাঁহারা কোন দলাধ্যক্ষ নহেন। পরে পূর্ব্বে যাঁহারা অসম্মত ছিলেন তাঁহারা এক ব্যবস্থা দিলেন ১০৪৯ কাহন কড়ি উৎসর্গ করিতে হইবেক সে পণ্ডিতেরা স্বাক্ষর করিলেন না ইহাতে সভাসদ্ মহাশয়েরদের অনৈক্য ব্যক্ত বোধ হইতে পারে। কিন্তু সভার প্রতিজ্ঞা অবজ্ঞা কালে সকলেরি ঐক্য হয় যেহেতুক খড়দহনিবাসি সতীধর্ম্মদ্বেষিসহবাসি প্রতিজ্ঞ ভট্টাচার্য্যের মাতৃশ্রাদ্ধে কাশীপুরস্থ অধ্যাপক সমস্তব্যস্ত হইয়া তৎসভার কর্ত্তব্য মাল্য চন্দনাদি অভিযোগাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। পরে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ কোন মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত কালীন কোন মহাশয় কহিলেন। কাশীপুরের বিষয়টা কি বিবেচনা হইল কর্ম্মকর্ত্তা কহিলেন ও বিষয়টা তৎস্থানের বড় মানুষ

বাবুকে লিখিয়া দলপতি মহাশয়ের জানা উচিত সেইরূপ করাতে তৎস্থানে নবাবু উত্তর পত্রে লিখেন কাশীপুরের সকলই খড়দহে গিয়াছেন এমত নহে এক ব্যক্তি গিয়াছেন তিনিও বড় মানুষের গুরু। ঐ পত্র বিবেচনা কালীন তর্কপঞ্চানন তর্কালঙ্কার ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি অধ্যক্ষবর্গ গর্ব্ব করিয়া কহিলেন ঐ ব্যক্তি বড় লোকের গুরু রীতিমত মার্জন করিলে তাঁহার লাঞ্ছন আমারদিগের লাভবঞ্চন সময়বিশেষে আকুঞ্চন করিতে হবে অতএব ও বিষয়ে কোন কথার আবশ্যক নাই শ্রীকৃষ্ণেরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছিল। কেমন গো তর্ক পঞ্চানন খুড় তুমিতো বুড়ো হইয়াছ। তর্ক পঞ্চানন কহিলেন তর্কালঙ্কার বাপা যাহা বলিয়াছেন তাহা বটে। কেমন গো ন্যায়ালঙ্কার দাদা তুমিতো একটা প্রধান বড মানুষের দাদা বট ইহাতে ন্যায়ালঙ্কার বলিলেন তা বৈ কি। ভাল এক প্রতিজ্ঞাপত্র তোলাইযাছে ইহাতে সকলের ক্ষতি বোধ হয় কি না যে ধর্ম্মসভাচ্ছল কেবল দলাদলের কল অধ্যক্ষরদের মান বৃদ্ধি ঐ মাত্র ফল আর যত চেষ্টা করা সকলি বিফল ইতি।

কস্যচিৎমদ্যমাংসভক্ষক

কলিকাতাস্থকায়স্থস্য।

—২০ জুন ১৮৩৫/৭ আষাঢ় ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২ জুলাই বৃহস্পতিবার…কলিকাতার সরিফ সাহেব দুই ফাইরাই ফেসিয়াস পরওয়ানা অর্থাৎ যে মোকদ্দমাতে সকিনা খানম ফরিয়াদী ও আলেকজান্দর ইমলাক আসামী এই এক পরওযানা অপর যে মোকদ্দমাতে আলী মুজরক খাঁর উত্তরাধিকারিণী সকিনা খানম ফরিয়াদী ও আলেকজান্দর ইমলাক আসামী এই পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কএকখানি রূপা সোণার জিনিস এবং দোনর বাঁটা মুক্তার মালা ও এক প্রস্থ স্বর্ণ মণ্ডিত রৌপ্যময় পানের বাটা ও এক প্রস্থ চুনি বসান স্বর্ণাঙ্গুরীয এবং এক প্রস্থ বিড়ালের চক্ষু বসান স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও দুই টাকা তন্মধ্যে এক টাকা মুক্তা ও হীরক বসান দ্বিতীয় মুক্তা ও চুনি ও সাত হীরক বসান তাহার মধ্যে এক হীরা নাই। এবং হীরকময় পৈঁছা। দুই স্বর্ণময় বলয় এবং এক যোড়া মাদুলি ও এক যোড়া স্বর্ণের কড়া এবং মুক্তা খচিত হীরকময় এক চাঁপকলি।

এবং হীরা লাগান স্বর্ণময় ২ কর্ণাভরণ এবং এক লাল শাল। এবং সবুজ বর্ণের মশারি। ও এক প্রস্থ নানা প্রকার পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৭ জুন ১৮৩৫/১৪ আষাঢ় ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫ জুন ১৮৩৫।

সিন্ধিয়া রাজার সৈন্যের নিকটে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত গিওর্স সাহেব স্বীয় আবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আগমনার্থ বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

৭ জুন ১৮৩৫।

শ্রীযুত সি সি হাইড সাহেব কলিকাতার একটিং কষ্টম কালেক্টর হইয়া বর্ত্তমান মাসের ২২ তারিখে কর্ম্ম হইতে শ্রীযুত সিডন্স সাহেবকে মুক্ত করিবেন।

১৬ জুন ১৮৩৫।

যশোহর মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ সি মেটকাপ সাহেব স্বীয় রোগের চিকিৎসা নিমিত্ত কলিকাতা রাজধানীতে আগমনার্থ তিন সপ্তাহের [সপ্তাহের] ছুটি পাইয়াছেন।

—২৭ জুন ১৮৩৫/১৪ আষাঢ় ১২৪২

মুদ্রাকরণ বিষয়।

২৭ জুন ১৮৩৫।

অবাধে মুদ্রাকরণ বিষয়ক যে আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের উত্তর মুদ্রাকরণ বিষয়ক প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে কলিকাতা নিবাসি লোকেরদের যে প্রার্থনা তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের উত্তর অবিকল আমরা অনুবাদ করিলাম যেহেতুক ঐ উত্তরে যে সকল উত্তম ২ কথা লিখিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়ের দিগকে জ্ঞাপন করা অত্যাবশ্যক বোধ হইল অতএব তাহা অপনার্থ আমারদের অনেক সম্বাদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে কিন্তু যাঁহারা এই অতিগুরুতর বিষয়ক পত্র পাঠ করিবেন তাঁহারা অবশ্য ঐ অপরাধ মার্জ্জন করিবেন। শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব লেখেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বিদ্যা প্রচার

কর্ম্ম ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অতিকর্ত্তব্যের মধ্যে এক প্রধান কার্য্য এবং তাহাতে আমারদের এতদ্দেশে রাজ্য থাকনের বিষয়ে কোন ভয় নাই। ইহা সংপ্রতি এতদ্দেশে আগত এক ব্যক্তিরদের বিবেচিত নহে কিন্তু যিনি ভারতবর্ষের মধ্যে ৩৫ বৎসর বাস করিয়া অন্যান্য প্রায় তাবৎ কর্ম্মকারকেরদের অপেক্ষা এত দ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার বিষয়ে বিলক্ষণ সুবিজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহার বিবেচিত। এবং তিনিও কেবল ক্ষুদ্র পদস্থ হইয়া এমত বিবেচনা করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু এই মহারাজ্যের মধ্যে চূড়ান্ত অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া এই বিবেচনা করিয়াছেন অতএব ভারতবর্ষের মঙ্গল বিষয়ে যাঁহারদের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আছে তাঁহারা সকলই এই বিষয়ে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের প্রতি স্নেহ করিবেন।

—২৭ জুন ১৮৩৫/১৪ আষাঢ় ১২৪২

নূতন মুদ্রা।

যে একপ্রকার নূতন মুদ্রা অত্যল্পকালের মধ্যে দেশে চলন হইবে তাহার এক মুদ্রা আমারদের দৃষ্ট হইয়াছে এইক্ষণে তদ্বিষয়ক আরো অধিক সম্বাদ হরকরা পত্র হইত পাওয়া গেল। ঐ নূতন মুদ্রা পাতলা এবং প্রায় অর্দ্ধ ডালরের মূল্য বড় তাহার এক ভাগে ইঙ্গলণ্ড বাদশাহ অর্থাৎ চতুর্থ উলিয়মের মুদ্রাঙ্কিত অপর ভাগে লড়ল বৃক্ষের পত্রাবলি চিহ্নিত এবং পারস্য বাঙ্গলা দেবনাগর ও ইঙ্গরেজী অক্ষরেতে এক টাকা ইহা মুদ্রিত থাকিবে। টাকশালের কারিকরেরা এইক্ষণে নূতন ছেনি প্রস্তুত করিতেছে পরে উপযুক্ত মতে নূতন টাকা ঢালা হইলে পূর্ব্বকার টাকাসকল গলান যাইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে এই নূতন টাকা চলন হইবে। সংপ্রতি আরো এই নিশ্চয় হইয়াছে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই কেবল একই প্রকার টাকা চলন হইবে এবং সিক্কা ও ফরাক্কাবাদী ও মান্দ্রাজী ও বোম্বাইর এবং পারস্য অক্ষরে শাহালম নামে মুদ্রিত যে টাকা এই সকলের চলন একেবারে নিবৃত্ত হইবে। মান্দ্রাজের টাকশাল সংপ্রতি রহিত হইয়াছে উত্তরকালে সেই স্থানে যত টাকার আবশ্যক হইবে তাহা বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা প্রেরণ করা যাইবে। এইরূপে ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে একই প্রকার মুদ্রা চালানেতে অত্যুপকার আছে যেহেতুক তদ্দারা নানা প্রকার টাকার কাটাতে লোকের যে ক্লেশ তাহা দূর হইবে। নূতন রৌপ্যমত্রার [মুদ্রার] বিবরণ এই যে।

টাকায় ১৮০ গ্রেন অর্থাৎ সিক্কা ওজন।

এবং তাহার আধুলি ৯০ গ্রেন।

এবং সিকি ৪৫ গ্রেন।

এবং নূতন স্বর্ণ মুদ্রাও অতিশীঘ্র বাহির হইবে তন্মধ্যে ৩০ টাকা মূল্যের এক প্রকার দ্বিগুণ মোহর হইবে এবং ১৫ টাকা মূল্যের একখান মোহর অপর ১০ টাকা মূল্যের একখান এবং ৫ টাকা মূল্যের একখান হইবে।

আরো শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একই প্রকার বাটখরা রাখনের কল্প গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন ইহা এক অত্যাবশ্যক বিষয় বটে কিন্তু তাহা চালান অতিসুকঠিন হইবে।

কুরিয়র সম্পাদক লেখেন যে বর্ত্তমান টাকা অপেক্ষা নূতন টাকা পাতলা করণের অভিপ্রায় এই যে টাকার মধ্যে তামা ও সীসা পূরণের যে কুব্যবহার আছে তাহা নিবারণ হয়।

—২৭ জুন ১৮৩৫/১৪ আষাঢ় ১২৪২

[জাহাজ।]

জর্জ সুইণ্টীন নামক বাষ্পীয় জাহাজ ও তাহার অনুষঙ্গি জাহাজের বিষয়ে এই বিজ্ঞাপন হইয়াছে যে আগামী ৩০ তারিখে ঐ দুই জাহাজ কলিকাতাহইতে আলাহাবাদে যাত্রা করিবে।

—২৭ জুন ১৮৩৫/১৪ আষাঢ় ১২৪২

কয়লার নূতন আকরের বিজ্ঞাপন।

শুনা যাইতেছে হসিঙ্গাবাদের রেসিডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান উসলি সাহেব অনেক বিফল অনুসন্ধানের পরে এইক্ষণে হসিঙ্গাবাদ অঞ্চলের মধ্যে কয়লার বহু মূল্য কএক আকরের সন্ধান পাইয়াছেন। কএক বৎসরাবধি অনেক লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা ঐ বিজ্ঞবর সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে নর্ম্মদা নদী যে প্রদেশ দিয়া বহে ঐ প্রদেশে কয়লার বহুতর আকর থাকিতে পারে। কিন্তু গত এক মাস পর্য্যন্ত ঐ আকরে যে অল্প কয়লা পাওয়া গিয়াছে সে বড় ভাল নহে। গত জানুআরি মাসে ঐ সাহেব শুনিতে পাইলেন যে শ্বেতরেবানামক নর্ম্মদা নদীর ক্ষুদ্র এক উপনদীর তীরে অনেক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর মিলে। অতএব তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেই স্থানে কয়লার আকর বটে। তৎপরে ঐ

কয়লার ভদ্রা ভদ্রতার বিবেচনা করিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে উত্তম বটে যেহেতুক প্রথমে যে যে কয়লা পাওযা গেল তাহা অগ্নির দ্বারা পরীক্ষাতে অতি তেজাল দৃষ্ট হইয়াছে।

—২৭ জুন ১৮৩৫/১৪ আষাঢ় ১২৪২

প্রেরিত পত্র।

[চিকিৎসালয় স্থাপন।]

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

কলিকাতা মহানগরে পীড়িত ব্যক্তিদিগেব আরোগ্য নিমিত্তে এক চিকিৎসালয় স্থাপন হওন জন্য অনেক ২ প্রধান লোকেরা কমিটি ও পরামর্শ করিযা শ্রীযুত সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেবকে প্রধান অধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি করিয়াছেন। গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার ঐ বিষয়ক উদ্যোগে টৌনহালে এক মহাসভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেব সভাপতি হইয়া উপবেশন করেন। তৎকালীন ডাক্তর জক্সন সাহেব ও ডাক্তর মারটিন সাহেব ও ডাক্তর নিকলসন সাহেব এবং শ্রীযুত সর এডওয়ার্ড রৈয়ন ও সর চার্লস. গ্রাণ্ট ও শ্রীযুত লার্ড বিসব ও শ্রীযুত আর ডি মাইঙ্গলস সাহেব প্রভৃতি ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশযেরা অনেকেই উপস্থিত হন তদ্ভিন্ন এদেশস্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তথা বাবু রামকমল সেন ও বাবু রোস্তমজি ও বাবু রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেক মহাশয়েরা ঐ সভায় সমাগত হইয়া শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ইঙ্গলণ্ডীয প্রধান ২ মহাশয়েরা ঐ চিকিৎসালয় হইলে যে রূপ উপকারদায়ক হইবেক তাহার বক্তৃতা নানা রূপ করিলেন। ঐ চিকিৎসালয় স্থাপন করাতে তাবৎ মহাশয়েরদিগের অভিপ্রায ও বক্তৃতার সার ভাগ নীচে লিখিত হইল।

সকল জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মতানুসারে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থে ধন দান ও সাহায্য করা যে গুরুতর পুণ্য ও লৌকিক এক মহা প্রতিষ্ঠার কারণ ইহাতে কেহ অস্বীকৃতৎ নহেন প্রায় সকলে অবগত আছেন বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের দ্বারা জানা যাইতেছে যে অনেক দীন দুঃখিলোক কম্পজ্বর ইত্যাদি নানা রোগে পড়িত[পীড়িত]হইয়া চিকিৎসা ও যত্নাভাবে নষ্ট হইতেছে। যদ্যপি কিয়ৎকালাবধি এই মহানগরে দুই চিকিৎসালয় এক চাঁদনি চকে দ্বিতীয় গরানহাটা স্থানে স্থাপিত আছে কিন্তু গরানহাটার চিকিৎসালয় চাঁদনিচকের আরোগ্যালয়হইতে ক্ষুদ্র আর

গরানহাটা ও চাঁদনি চক প্রায় ডেড় ক্রোশের অধিক ব্যবধান ইতি মধ্যে ও ইহার চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূরি ২ লোকের বসতির স্থান ঐ মধ্যবর্ত্তি স্থানের স্থায়ি ব্যক্তিসকল পীড়িত হইলে উক্ত চিকিৎসালয় দ্বয় বহু দূরস্থ বিধায় ও সূর্য্যের উত্তাপ ইত্যাদি ব্যাঘাত নিমিত্তে উক্ত দুই স্থানের কোন স্থানে যাইতে অশক্ত হয়। সুতরাং তাহারদিগের নিরাময়ার্থে কোন যত্ন ও চিকিৎসা হইতে পারে না অতএব অত্যন্ত উচিত জানা যাইতেছে যে ঐ দুই স্থানের মধ্যে মেছুয়া বাজারের নিকটবর্ত্তি কোন বিশেষ স্থানে তৃতীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয় এবং ঐ চিকিৎসালয়েতে এরূপ প্রণালি করা যায় যে রুগ্ন ব্যক্তিরা যে কেহ অভিলাষ করে ও অশক্তপর হয় অক্লেশে অনায়াসে ঐ স্থানে থাকিয়া আপন ২ পীড়ার চিকিৎসাও শুশ্রূষা করায় এবং ঐ স্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাকিবার জন্য পৃথক ২ স্থান নির্ণয় ও চিহ্নিত থাকিবেক। যে কোন বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংস্পর্শ না হয়। যাহাতে জাতীয় ও ধর্ম্ম বিষয়ে কোন ব্যাঘাতের আশঙ্কা না থাকে পরন্তু এ অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া এদেশস্থ ধনি শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাহায্য ও দয়াভিন্ন কোন মতে সম্ভব পর নহে ও এ দেশস্থ প্রধান মহাশয়দিগের স্বদেশীয় লোকের উপকার নিমিত্তে উক্ত কর্ম্মে নানা রূপ সাহায্য করা অত্যন্ত শ্রেয় এবং এমত সন্দেহ নাই যে বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই এবিষয়ে বিশেষত মনোযোগ না করিবেন। কিন্তু যখন জানা যাইবেক যে তাবৎ মহাশয়দিগের কর্ত্তৃক কি পর্য্যন্ত ধনের আনুকূল্য হইবেক তখন এ বিষয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধনদাতাদিগের সহিত সভা করিয়া সকলের পরামর্শমতে ঐ চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার যে মত উচিত কর্ত্তব্য হইবেক করিবেন।

কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অভিপ্রায় করেন যে কোন মহাশয় এবিষয়ে অধিক ধন প্রদান করিবেন তাঁহার সৌরভ ও গৌরবার্থে এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবার জন্যে ঐ চিকিৎসালয়ের মধ্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় করিয়া ঐ ধনদাতার নামে চিহ্নিত করিয়া দেন।

এদেশস্থ মহামহিম মহাশয়দিগের মনোযোগপূর্ব্বক প্রবিধান করা কর্ত্তব্য যে ঐহিক পারমার্থিকের পুণ্য ও সুখ্যাতি ও সুপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ধন দান করার এই এক উত্তম পথ বটে।

শ্রীযুত ডাক্তর মারটিন সাহেবের মাসিক হিসাব দৃষ্টে জানা গেল যে সর্ব্বদা অধিক লোক পীড়িত হওয়াতে চাঁদনি চকের চিকিৎসালয়ের বাহ্যানন্তর অতি

অল্প টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহাও সংক্ষেপকালে ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয় নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক। অতএব চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উপরি উক্ত তৃতীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ঐ অল্প ধনে হস্তক্ষেপণ করা উচিত জানিলেন না ইতি।

—২৭ জুন ১৮৩৫/১৪ আষাঢ় ১২৪২

[ছেলেধরা জনরব।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনকার বহু মূল্য দর্পণে নীচে লিখিতব্য আমার এই কএক পংক্তি লিপি স্থান দান পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় লোককে সুস্থির এবং আমাকে বাধিত করিবেন।

অদ্য তিন দিবস হইল এতদ্দেশে এই জনরব উত্থিত হইয়াছে যে কলিকাতা নগরে লৌহময় বাষ্পীয় জাহাজ এক শত নরবলি চাহিয়াছে তাহা না পাইলে সে গমনাগমন করিবে না ইহা শুনিয়া এতদ্দেশীয় সকল লোকের বালক ধৃত সম্ভাবনা শঙ্কাতে সশঙ্কিত হইয়া তাবৎ লোকেই স্ব ২ বালকদিগকে আপন ২ ঘর হইতে বাহিরে যাইতে দেয় না তন্নিমিত্তে এখানকার বালক ও বালিকার পাঠশালা প্রায় বন্দ হইতেছে ইহার সত্যাসত্যবিষয়ে আপনার কি বোধ হয় কিন্তু আমি ইহার এই কারণ অনুভব করি যে যখন গঙ্গার মধ্যদিয়া ঐ বাষ্পীয় জাহাজ কলিকাতায় গমন করিয়াছিল তখন প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল যে অল্প জলপ্রযুক্ত জাহাজের তলা চড়ায় ঠেকাতে অতিধীর ২ গমন করিল অতএব বোধ হয় যে দ্রুত গমনশীল জাহাজের মন্দ ২ গমন দেখিয়া তাহার দাঁড়ী ও মাঝি লোকেরা ঠাট্টামজাকিতে ঐ কথার উত্থাপন করিয়াছিল তাহাতেই সকল দেশে ঐ জনরব রাষ্ট্র হইয়াছে অতএব আপনি ঐ জাহাজের কর্ত্তার জ্ঞাপনার্থ এই বিবরণ প্রকাশ করিবেন কারণ তিনি ইহা জ্ঞাত হইলে যাহাতে শঙ্কাহইতে তাবদ্দেশীয় লোক সকল নিঃশঙ্ক হয় তাহার উপযুক্ত চেষ্টা তিনি অবশ্য করিবেন ইতি।

কস্যচিৎ বহরমপুর নিবাসিনঃ লিপিরিয়ং।

সম্পাদকের উত্তর। —আমরা সর্ব্বসাধারণ লোককে ইহা নিশ্চয়ই জ্ঞাপন করিতেছি যে এই জনরব নিতান্তই অযথার্থ। এক বালকেরও হত্যার আবশ্যক নাই এবং হইবেও না।

—২৭ জুন ১৮৩৫/১৪ আষাঢ় ১২৪২

হিন্দু কালেজ।

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাতার লিটেরেরি গেজেটসম্পাদক শ্রীযুত রিচর্ডসন সাহেব ও টাকৃশালের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কনিযম সাহেবের মধ্যে বিভাগ হইয়াছে। প্রথমোক্ত সাহেব লিখনের রীতি ও কাব্য ও ইতিহাস বিষযের শেষোক্ত সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন এই দুই সাহেব যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্দেশীয লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে তাঁহারদের কিপর্য্যন্ত অনুরাগ। হে সম্পাদক মহাশয ঐ ছাত্রেরা যে অতিশীঘ্র নিপুণ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এবং যে ইঙ্গলণ্ডীযেরা এতদ্দেশীয লোকেরদিগকে বুদ্ধিমান জ্ঞান না করিযা প্রায পশুবৎ বোধ করেন তাঁহারা এই ছাত্রেরদিগকে দেখিযা বোধ করিবেন যে আমারদের ঐ বোধ ভ্রান্তি।

২০ জুন ১৮৩৫। এস।

—২৭ জুন ১৮৩৫ / ১৪ আষাঢ় ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওযা যাইতেছে যে আগামি ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার···কলিকাতার সরিফ সাহেব হলধর মুখুয্যের বিরুদ্ধে · নীলামে ইহা বিক্রয করিবেন।

১ দফা। জিলা চব্বিশ পরগনার আগড় পাড়ার কাক সাহেবের বাঙ্গলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩ বিঘা তাহাতে হলধর মুখুয্যের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে নন্দকিশোর চক্রবর্ত্তির এক খণ্ড ভূমি। উত্তর দিগে রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খণ্ড ভূমি। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত নন্দ কিশোর চক্রবর্ত্তির এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী হলধর মুখুয্যের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত

হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত নন্দকিশোর চক্রবর্ত্তির ভূমি। পূর্ব্ব দিগে সরকারী রাস্তা। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভূমি।

৩ দফা। জিলা চব্বিশ পরগনার বেলঘরিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩/ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক…তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মথুব মুখুয্যেব এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত হলধর মুখুয্যের দীঘি অথবা পুষ্করিণী পূর্ব্ব দিগে প্রীতরাম ঘোষালের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত মথুব মুখুয্যের এক খণ্ড ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল তন্মধ্যস্থিত যে দীঘি অথবা পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮ আট বিঘা তাহা ·উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত হলধব মুখুয্যের বাটী। পূর্ব্ব দিগে রামহরি তর্কালঙ্কাবের ভূমি। পশ্চিম দিগে হরিদুর্লভ চাটুয্যের এক খণ্ড ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ১৫ পনব বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ ও এক পুষ্করিণী আছে তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে আনন্দ মুখুয্যেব ভূমি। উত্তর দিগে শিব চাটুয্যের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রযের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৪ জুলাই ১৮৩৫ / ২১ আষাঢ় ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার ··কলিকাতার সরিফ সাহেব কৃষ্ণ প্রসাদ সেট ও গঙ্গাপ্রসাদ সেটের বিরুদ্ধে ··পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে স্থতালুটি [সুতানুটি] যোড়া শাঁকোর শামিল ও

তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি পাট্টা বির্ম্মজিম ।১ ছয় কাঠা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে কালাচাঁদ বর্ম্মর বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে শিবনারায়ণ চৌধুরীর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে চিৎপুরের রাস্তা নামে বিখ্যাত সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে গোপাল মল্লিক ও বিশু মল্লিক ও শম্ভু শাহার বাটী ও ভূমি।

২ দফা। কলিকাতা শহরতলীতে উল্টাডেঙ্গীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ অবিভক্ত বাগাৎ ভূমি অনুমান পাট্টা করলা বির্ম্মজিম ১২৮ ১ বার বিঘা ষোল কাঠা···তাহার অর্দ্ধেক অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কৃষ্ণ প্রসাদ সেট ও গঙ্গাপ্রসাদ সেটের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে··· বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী রাস্তা। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে গোপীকৃষ্ণ বাবুর বাগান পূর্ব্ব দিগে রামকান্ত দত্তেরবাগান।

৩ দফা। কলিকাতার শহরতলীতে চিৎপুরের রাস্তার শামিল ও তন্মধ্য স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ১৯৷৷০ উনিশ বিঘা দশ কাঠা ···তাহার অর্দ্ধেক অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাগান। উত্তর ও পশ্চিম দিগে মৃত বাবু হীরালাল মল্লিকের বাগান। পূর্ব্ব দিগে কোম্পানির রাস্তা।

৪ দফা। কলিকাতা নগরের নলপুকুরিয়ার রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি কবলা বির্ম্মজিম ।৮৷৷০ আট কাঠা আট ছটাক··· বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মেষ্টর জান সাহেবের ভাড়াটিয়া বাটী উত্তর দিগে কোম্পানির রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে বিবি আমানের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে পিটর সাহেব ও বিবি লিম্বির বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৪ জুলাই ১৮৩৫ / ২১ আষাঢ় ১২৪২

[নূতন মুদ্রা।]

ফোর্ট উলিয়ম।

জুদিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট।

২৯ জুন ১৮৩৫।

প্রস্তাবিত আইনের নীচে লিখিত পাণ্ডুলেখ্য ১৮৩৫ সালের ২৯ জুন তারিখে প্রথমবার কৌন্সেলে পঠিত হইল।

১৮৩৫ সালের অমুক নম্বরের আক্ট।

১ ধারা। হুকুম হইল যে অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি কেবল নীচে লিখিতব্য রৌপ্য মুদ্রা কোম্পানিবাহাদুরের অধীন দেশের মধ্যস্থ টাক্‌শাল হইতে প্রস্তুত হইয়া চলন হইবে। প্রথম এক টাকা সর্ব্বত্র তাহার নাম কোম্পানির টাকা হইবে তাহার ওজন ১৮০ গ্রেন ট্রায় এবং তাহার নিরিখ এই বিশেষত: ১২ অংশের মধ্যে ১১ অংশ অর্থাৎ ১৬৫ গ্রেন খাটি রূপা ও ১২ অংশের ১ অংশ অর্থাৎ ১৫ গ্রেন খাইদ।

দ্বিতীয় আধুলি উপরি উক্ত টাকার অর্দ্ধ ওজন এবং তদানুসারে নিরিখ।

তৃতীয় সিকি অর্থাৎ টাকার চতুর্থাংশ তাহার ওজন ও নিরিখ উপরি উক্ত ওজন অনুসারে থাকিবে।

চতুর্থ। দ্বিগুণ টাকা উপরিউক্ত ওজন ও নিরিখ অনুসারে দ্বিগুণ থাকিবে।

২ ধারা। এবং হুকুম হইল যে এই মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ইঙ্গলণ্ড ও ঐর্লণ্ড সম্মিলিত দেশে যে রাজা বর্ত্তমান থাকিবেন তাঁহার মুখের প্রতিবিম্ব ও নাম অপর পৃষ্ঠে মুদ্রার মূল্য ও ইঙ্গরেজী ও পারস্য অক্ষরে ইষ্টিণ্ডিয়া কোম্পানি এই শব্দ অঙ্কিত থাকিবে এবং গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলের সময়ানুসারে শোভার্থ যে কোন চিহ্ন মনোনীত করিয়া হুকুম দেন তাহা থাকিবে।

৩ ধারা। এবং হুকুম হইল যে কোম্পানির এই টাকা ও আধুলি সিকি সর্ব্বপ্রকার করার পরিশোধ করণার্থ দিলে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না। এবং যদ্যপি এই মুদ্রা হইতে কিছু রূপা বাহির বা ঘর্ষণ না করা গিয়া থাকে অথবা ব্যবহারব্যতিরেকে প্রকারান্তরে কোনো বিরূপ না হইয়া থাকে তবে ক্ষয় পাইয়াছে বলিয়া কেহ বাট্টার দাওয়া করিতে পারিবেন না।

৪ ধারা। এবং হুকুম হইল যে কোম্পানির এই টাকা বোম্বাই ও মান্দ্রাজী

ও ফরাক্কাবাদী ও শনাৎ টাকার তুল্যরূপে লওয়া যাইবে এবং কলিকাতার সিক্কা টাকার ষোল আনার মধ্যে পনর আনার তুল্য লওয়া যাইবে এবং আধুলি ও সিকি পূর্ব্বোক্ত বোম্বাই মান্দ্রাজী ফরাক্কাবাদী ও শনাৎ আধুলি সিকির তুল্য এবং কলিকাতার আধুলি সিকির ষোল আনার পনর আনার হিসাব অনুসারে লওয়া যাইবে।

৫ ধারা। এবং হুকুম হইল যে কোম্পানির সিকি কেবল ভাঙ্গা টাকার পরিবর্ত্তে দিলে কেহ লইতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

৬ ধারা। এবং হুকুম হইল যদ্যপি কোন করারেতে এমত বিশেষ নিয়ম থাকে যে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অথবা আগ্রা রাজধানীর ব্যাপ্য দেশে ঐ করারের টাকা পরিশোধ হইলে এই আইনে কলিকাতার সিক্কা টাকার সঙ্গে ঐ রাজধানীতে চলন টাকার যে মূল্য খতিয়ান হইয়াছে সেই মূল্যব্যতিরেকে অন্য মূল্যের হিসাবে ঐ টাকা দিতে হইলে এই আইন ক্রমে ফরাক্কাবাদী ও মান্দ্রাজী ও বোম্বাইর টাকার পরিবর্ত্তে যে টাকা প্রস্তুত করিতে হুকুম হইয়াছে তাহার মূল্যের সঙ্গে হিসাব করিয়া তাহার তুল্য মূল্যের টাকার আধুলি ও সিকি দিতে হইবে।

৭ ধারা। এবং হুকুম হইল যে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যের মধ্যস্থ তাবৎ টাকশালে কেবল নীচে লিখিতব্য স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইবে।

প্রথম ১ মোহর অর্থাৎ ১৫ টাকা মূল্যের ১ স্বর্ণমুদ্রা তাহার ওজন ১৮০ গ্রেন ট্রায় ও তাহার নিরিখ এই বিশেষতঃ ১২ অংশের ১১ অংশ অর্থাৎ ১৬৫ গ্রেন খাটি সোনা ও ১২ অংশের ১ অংশ অর্থাৎ ১৫ গ্রেন খাইদ থাকিবে।

দ্বিতীয়। ৫ টাকা মূল্যের এক স্বর্ণমুদ্রা এবং তাহা ঐ মোহরের ৩ অংশের ১ অংশের তুল্য এবং তদনুযায়ি তাহার ওজন ও নিরিখ হইবে।

তৃতীয়। ১০ টাকা মূল্যের এক স্বর্ণ মুদ্রা এবং তাহা স্বর্ণ মোহরের ৩ অংশের ২ অংশের তুল্য এবং তদনুযায়ি তাহার ওজন ও নিরিখ থাকিবে।

চতুর্থ। ৩০ টাকা মূল্যের এক স্বর্ণ মুদ্রা অর্থাৎ মোহরের দ্বিগুণ এবং তদনুযায়ি তাহার ওজন ও নিরিখ থাকিবে।

৮ ধারা। এবং হুকুম হইল যে এই মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ইঙ্গলণ্ড ও ঐর্লণ্ড সম্মিলিত দেশে যে রাজা বর্ত্তমান থাকিবেন তাঁহার মুখের প্রতিবিম্ব ও নাম অপর পৃষ্ঠে মুদ্রার মূল্য ও ইঙ্গরেজী ও পারস্য অক্ষরে ইষ্টিণ্ডিয়া কোম্পানি এই শব্দ

অঙ্কিত থাকিবে এবং গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ানুসারে শোভার্থ যে কোন চিহ্ন মনোনীত করিবেন তাহা থাকিবে।

৯ ধারা। এবং হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তির টাকা দিতে হইলে এই নূতন রূপার মুদ্রা দিলে পাওনিয়াব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে তাহা লইতে পারেন বা না পারেন।

১০ ধারা। এবং হুকুম হইল যে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে স্বীয় কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতানুসারে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমানুসারে প্রস্তুত ও চলনহওনীয় সর্ব্বপ্রকার মুদ্রা প্রস্তুত ও চলনহওনের হুকুম দিতে পারেন এবং টাকশাল সংস্থাপন বা তাহাতে কোন নূতন নিয়ম বা তাহা উঠাইয়া দিতে বর্ত্তমান আইনবিরুদ্ধ হইলেও পারেন।

হুকুম হইল যে এই আইনের পাণ্ডুলেখ্য সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ হইবে।

হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত আইন আগস্ত মাসের ১১ তারিখের পর ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের প্রথম বৈঠকে বিবেচিত হইবে।

উলিয়ম হে মাকনাটন

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—৪ জুলাই ১৮৩৫/২১ আষাঢ় ১২৪২

এতদ্দেশীয় সংস্কৃতাদি বিদ্যার পৌষ্টিকতা করণ।

কিয়ৎকালাবধি গবর্ণমেণ্ট প্রধান ২ সংস্কৃত ও আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের নিমিত্ত যে টাকা প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মার্চ তারিখে তাহা রহিতকরণের হুকুম হইল এবং যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহাও রহিত হইল ইহাতে সুতরাং আসিয়াটিক সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তাঁহারদের পরম বাঞ্ছা যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা সুরক্ষিতা হইয়া বর্দ্ধিতা হয়। অতএব ঐ সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই নিশ্চয়ই করা গেল যে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার আনুকূল্য করেন এনিমিত্ত দরখাস্ত দেওয়া যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট ঐ দরখাস্তের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির এই মাত্র উপায় থাকিল যে তাঁহারা এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্সে দরখাস্ত দেন। প্রধান ২ সংস্কৃত গ্রন্থসকল সংশোধন করিয়া

মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে অতএব তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কদাচ বিমুখ হইতে পারিবেন না।

—৪ জুলাই ১৮৩৫/২১ আষাঢ় ১২৪২

কুষ্ঠির চিকিৎসালয়।

নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা জ্বর রোগির নূতন চিকিৎসালয়ের বিষয়ে পৌষ্টিকতা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়া দেওনের প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু এই অতিকর্ম্মণ্য চিকিৎসালয় বজায় থাকা অত্যাবশ্যক বিষয়। অতএব গত সোমবারে দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনুরাগ জননার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্তজ কুষ্ঠির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত হইলেন। ঐ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় হইতেছে যে এত টাকা চাঁদার দ্বারা প্রতিমাসে উৎপন্ন করা ভার হইবে। তথাপি ঐ মহাদুঃখি ও দয়াপাত্র ব্যক্তিরা যাহাতে কলিকাতানগরে ইতস্ততঃ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ না করে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

—৪ জুলাই ১৮৩৫/২১ আষাঢ় ১২৪২

চাপড়াশ।

যে আইনের দ্বারা সর্ব্বসাধারণ লোকের আপন ২ ভৃত্যেরদিগকে চাপড়াশ ধারণ করিতে অনুমতি হইয়াছে তাহা ৮ জুন তারিখের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের বৈঠকে দ্বিতীয়বার পঠিত হইল তাহা আগামি সেপ্তেম্বর মাসে চূড়ান্তরূপে বিবেচিত হইবে।

—৪ জুলাই ১৮৩৫ / ২১ আষাঢ় ১২৪২

চিকিৎসা শিক্ষালয়।

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

উপরিউক্ত পাঠশালাতে বর্ত্তমান ছাত্রেরদের সংখ্যা ৪০। তাঁহারা পাটিষ্টন সাহেবের পুস্তক পাঠ করিতেছেন।

ঐ ছাত্ররা এইক্ষণে মস্তকের অস্থিনিরূপণ বিষয়ে শিক্ষা করিতেছেন ছাত্ররা

মৌখিক উপদেশ পাইয়া পরে গ্রন্থ দেখিয়া পাঠ করেন। পূর্ব্ব ২ দিবসে শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব ছাত্রেরদের পরীক্ষা লইলেন এবং তাহাতে অতি সন্তুষ্ট হইলেন।

ঐ সাহেব কহিলেন যে অত্যল্পকাল বালকেরা এই শিক্ষালয়ে আছে অতএব অল্প কালের মধ্যে অনেক শিক্ষা করিয়াছে। এবং আশ্বাস ও শিক্ষাবিষয়ে শৈথিল্য না করে এনিমিত্ত তাহারদিগকে কহিলেন যে যাঁহারা চিকিৎসাবিষয়ে নিপুণ তাঁহারা যে কোন অবস্থা বা যে কোন দেশ অর্থাৎ সভ্য বা অসভ্য দেশে থাকুন সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহারদের দ্বারা উপকার আছে কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষকেরা সামান্যাবস্থা ও সামান্য স্থানে অবস্থানে তাদৃশ পরোপকার করিতে পারেন না। এবং সময় বিশেষে প্রাণপণ করিলেও কোন প্রকারে উপকার করিতে সমর্থ হন না।

২০ জুন ১৮৩৫। কস্যচিৎ হিন্দোঃ।

—৪ জুলাই ১৮৩৫/২১ আষাঢ় ১২৪২

ইশতেহার।

১০০০ টাকা পুরস্কার।

বৃহৎ এক লোহার সিন্দুক চুরী গিয়াছে ঐ সিন্দুকে নগদ টাকা ও রূপার বাসন ও আভরণ খতপত্র ও দলীল দস্তাবেজ ইত্যাদি এবং নীচে লিখিত নম্বরি কএকখান কোম্পানির কাগজ ছিল। এইক্ষণে ঐ সকল কাগজের টাকা দেওয়া আক্কৌণ্টাণ্ট জেনরল আপীসে বন্ধ হইয়াছে। ঐ অপহৃত বিষয়সকল যাহাতে পাওয়া যায় এমত সম্বাদ যে ব্যক্তি পোলীস আপীসে দিবে সে উপরে লিখিত টাকা পুরস্কার পাইবে।

নং ৫০২৭ ১৮৩২ সালের ১ মে তারিখের শতকরা চার ৪ টাকা সুদের টাকা কাগজ। ৪৩০০

নং ৫০৭৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০০০
নং ৬২৬৩	ঐ	ঐ	ঐ	৯০০
নং ২০৬৯	ঐ	ঐ	ঐ	৪০০০

৪৩৬৩ নম্বরের নং ৫৯৭২ ১৮২৬ সালের ১০ ফেব্রুআরি
তারিখের শতকরা ৫ টাকা স্থদের কাগজ ৪০০০
৪৩৬৩ নম্বরের নং ৫৯৭১ ঐ ঐ ঐ ১০০০
২২৮ নম্বরের নং ৭৮৬৮। ১৮২৩ সালের
৩১ মার্চ তারিখের ঐ ঐ ঐ ৩০০০
নং ৫৯৬৯ ১৮৩২ সালের ১ মে তারিখের শতকরা ৪ টাকা স্থদের
কাগজ। ৮০০

নং	৩৯৪৪	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০
নং	৩৮৮৭	ঐ	ঐ	ঐ	৭০০
নং	৩৮৮৮	ঐ	ঐ	ঐ	৭০০
নং	৩৭৫০	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০
নং	৩১০৩	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০
নং	৩১০২	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০
নং	১২৯৬৩	ঐ	ঐ	ঐ	২২০০
নং	১৩০৫০	ঐ	ঐ	ঐ	১১০০
নং	১৩৩১৩	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০
নং	১৩৩১৪	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০
নং	১৩৩১৫	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০
নং	১৩৩১৬	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০

২৩৬ নম্বরের নং ২৪৩ ১৮২৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখের শতকরা
৫ টাকা স্থদের কাগজ। ২২০০
নং ১১৫১৪ ১৮৩২ সালের ১ মে তারিখের শতকরা ৪ টাকা স্থদের
কাগজ। ১৫০০

নং	১৫১৬২	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০
নং	১৫১৬৩	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০

এবং ১৮০৯ সালের ২ জানুআরি তারিখের ২৮২ নম্বরের এক বাঙ্গাল বেঙ্ক সর্টিফিকেট।

পলতা ২৭ জুন ১৮৩৫। জান ব্রিন।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

বিজ্ঞাপন।

সকল লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সি লোপেস সাহেব অদ্যাবধি আমার শোভাবাজারের নম্বর ১৬৮ রুডিমেণ্টেল একাডমিনামক বিদ্যালয়ের অংশিদার হইলেন।

কস্যচিৎ শ্রীকালাচাঁদ দত্তস্য।

শ্রীকালাচাঁদ দত্ত এই সাবকাশে এতদ্দেশীয় মহাশয় সমূহের বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহাকে এ বিষয়ে পূর্ব্বে সাহায্য করিয়া ছিলেন তাঁহারদিগকে তাঁহার যথোচিত প্রণাম ও নমস্কার পুরঃসর নিবেদন এই যে তাঁহার আপন শারীরিক নিরন্তর শ্রমের দ্বারা ও কথিত সাহেবের পারগ আশ্রয় দ্বারা তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহায্য পাত্র হইবেন। এবং তাঁহার শ্রম ও সাহেবের আশ্রয়ে যদ্যপি বালকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগ থাকে তবে অতিত্বরায় ব্যুৎপত্তিহওনের সম্ভাবনা সুতরাং তাহারদিগের পিতা কিম্বা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক হইবেক।

এই বিদ্যালয়ে কোন্ ২ বিদ্যা শিক্ষা করা যাইবেক এবং তাহার ব্যয়ই বা কি হইবেক তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি।

সাধারণ ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক ও লীলাবতীকর্ত্তৃক অঙ্কবিদ্যার কবিতা ভূগোল ও খগোল ইত্যাদি।

ছাত্রদিগের ভাষান্তরকরণ, বক্তৃতা ও অঙ্কবিদ্যা বিশেষরূপে শিক্ষা করাণ যাইবেক।

যে ২ বালক কিছু পাঠ করিয়াছে তাহারদিগের স্থানে যুগল তঙ্কার হিসাবে মাসে বেতন দিতে হইবে এবং যাহারা আরম্ভ করিবে এক তঙ্কামাত্র। ইহাভিন্ন যদি কেহ অন্য কোন ভাষা কিম্বা খাতা পত্র শিক্ষিতে বাঞ্ছা করে তবে এক তঙ্কার হিসাবে দুই তঙ্কা অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবেক।

১ জুলাই ১৮৩৫ সাল। কস্যচিৎ শ্রীকালাচাঁদ দত্তস্য।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানার প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত উলিয়ম মেলবিল সাহের

রামনারায়ণ মুখুয্যের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩৴ বিঘা...তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে কোম্পানির সদর গলি। উত্তর দিগে দর্পনারায়ণ হালদারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মৃত শিবচন্দ্র মুখুয্যের বাটী ও ভূমি।

এবং কলিকাতার শহরতলীতে বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ১২ বার বিঘা তাহা...উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামচন্দ্র দের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ ও উত্তর দিগে কোম্পানির সদর গলি। পশ্চিম দিগে রসিকচন্দ্র নেউগীর এক খণ্ড ভূমি।

এবং কলিকাতা নগরের বাগবাজারের রাজারাজবল্লভের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২৷৷০ দুই বিঘা দশ কাঠা তাহার অর্দ্ধেক অংশে...উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রামকমল চক্রবর্ত্তি ও নবীন চক্রবর্ত্তির এক খণ্ড ভূমি। উত্তর দিগে রাজারাজবল্লভের গলিনামে বিখ্যাত কোম্পানির গলি। পূর্ব্ব দিগে নীলকণ্ঠ সরকারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রাধাকিশোর চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেমস্ হিগিন্সন সাহেব মৃত উমানন্দন ঠাকুরের পুত্র অথচ উত্তরাধিকারী লাডলিমোহন ঠাকুর ও

উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে স্থতান্থটির পাতরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ অর্থাৎ বৈঠকখানা নং ৪০ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১॥০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা…উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে কোম্পানির রাস্তা। দক্ষিণ দিগে দয়াল চাঁদ আঢ্যের বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা…উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত উমানন্দন ঠাকুরের অপর এক বাটী। পূর্ব্ব দিগে রামকৃষ্ণ মল্লিকের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে দয়ালচাঁদ আঢ্যের বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৩১৫ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৫/ পাঁচ বিঘা তাহা…উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর দিগে কোম্পানির রাস্তা। দক্ষিণ দিগে কানাইলাল বাবুর বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুয্যের বাটী ও ভূমি।

এবং কলিকাতানগরের বড়বাজারের বাঁশতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥০ ॥০ দশ কাঠা আট ছটাক তাহা…উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিকে মতিলাল বাবুর বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগের একাংশে খোসাল মল্লিকের বাটী ও ভূমি অপরাংশে করুণাময়ী দাসীর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে মৃত রামমণি ঠাকুরের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগের একাংশে জগন্নাথ মৈত্রের বাটী ও ভূমি অপরাংশে দ্বারকানাথ ঠাকুরের এক খণ্ড ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১১ জুলাই ১৮৩৫/২৮ আষাঢ় ১২৪২

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার…কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত জগবন্ধু দত্তের পুত্র অথচ উত্তরাধিকারী দুর্গাপ্রসাদ দত্ত অভয়চরণ দত্ত গুরুচরণ দত্ত ভোলানাথ দত্তের বিরুদ্ধে… নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের সূতানুটিতে চড়কডাঙ্গার শামিল…সাত কাঠা …বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মৃত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খণ্ড রাইয়তী ভূমি। উত্তর দিগে মুক্তারাম দত্তের দরুন মধুসূদন সান্যালের এক খণ্ড রাইয়তী ভূমি। পূর্ব্ব দিগে চিৎপুরের রাস্তা। পশ্চিম দিগে গোরাচাঁদ বসাকের বাটী ও ভূমি।

এবং কলিকাতানগরের সীমলার শামিল…অবিভক্ত রাইয়তী ভূমি অনুমান ৬৷৷২ ছয় বিঘা বার কাঠা…তাহার চারি অংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত জগবন্ধু দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা… বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মানিকতলার রাস্তা নামে বিখ্যাত সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে বাবু গোপীমোহন দেবের এক খণ্ড বাগাৎ ভূমি। উত্তর দিগে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগান ও বাটী। পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১১ জুলাই ১৮৩৫/২৮ আষাঢ় ১২৪২

শেষ সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেমস্ হিগিন্সন সাহেব মৃত মণিমাধব দত্তের উত্তরাধিকারী হরিমোহন দত্ত ও ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত এবং মৃত শিবচন্দ্র দত্তের উত্তরাধিকারিণী কমলমণি দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই

ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে [প]বলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা হাওয়ালি বীরপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ২০ বিশ বিঘা তাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত শিবচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে হরেকৃষ্ণ শীলের বাগান। পূর্ব্ব দিগের একাংশে শিবচন্দ্র দত্তের ভূমি অপরাংশে রাধামোহন গোস্বামির বাগান। দক্ষিণ দিগে রামহরি মুখুয্যের বাগান। উত্তর দিগের একাংশে রাজারাজকৃষ্ণের ভূমি অপরাংশে কাশীনাথ মুন্সির ভূমি।

এবং কলিকাতানগরের সূতানুটিতে নাথের বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩৷৷০ তিন বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত মণিমাধব দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে মথুর ঠাকুর ও বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কৃষ্ণদের গাঙ্গুলির বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৬ জুলাই ··কলিকাতার সরিফ সাহেব সনাতন মল্লিকের বিরুদ্ধে ··নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে চোর বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি

অনুমান ⁄৪৮ চারি কাঠা বার ছটাক...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামজয় ঘোষের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রূপী গোয়ালিনীর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১১ জুলাই ১৮৩৫/২৮ আষাঢ় ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ জুন।

শ্রীযুত এফ জে মরিস সাহেব সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিপুণ হইয়াছেন এমত রিপোর্ট হওয়াতে ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাঁহাকে কলিকাতা রাজধানীর অন্তঃপাতি কার্য্যার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন।

—১১ জুলাই ১৮৩৫/২৮ আষাঢ় ১২৪২

ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের কার্য্যের চলিত দাঁড়া।

দর্পণের এক পার্শ্বে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের যে নির্দ্ধারিত দাঁড়াব স্থিব হইয়াছে তাহা আমরা অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম তাহাতে এই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে প্রত্যেক নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য এতদর্থ প্রকাশ হইবে যে তাহা চূড়ান্তরূপে জারীহওনের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণ লোক তদ্বিষযে আপনারদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কৌন্সেলে জানাইতে পারিবেন।

ইউরোপীযেরদিগকে ভূম্যধিকারকরণবিষয়ক অনুমতি।

পাঠক মহাশযেরদের স্মরণ থাকিবে যে নূতন চার্টবের বিধানক্রমে ১৮০০ সালেব পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয যে সকল দেশ ইঙ্গলণ্ডীযেরদের অধিকৃত হইযাছিল তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে ইঙ্গলণ্ডীযেবদিগকে ভূম্যধিকার করিতে ক্ষমতা দেওযা গিযাছিল এবং ঐ সনের পরে অধিকৃত দেশে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ইউরোপীযেরদিগকে ভূম্যধিকার ক্রয ও অধিকারার্থ অনুমতি ছিল।

পার্লিমেণ্টের এই ব্যবস্থা সফলকরণার্থ ১৮৩৫ সালের ২৫ মে তারিখে কলিকাতাস্থ ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপ্রকার লোকেরদিগকে

ভূমি অধিকারকরণার্থ এক আইন হওনের প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু গত বৎসরের ১০ দিসেম্বর তারিখে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এতদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত এক পত্র প্রেরণ করিলেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে ভারতবর্ষে ভূম্য ধিকার করিতে আপনারা যে সাধারণ ব্যবস্থা প্রস্তুত করিবেন তাহা জারীকরণের পূর্ব্বে বিবেচনার্থ আমারদের নিকটে পাঠাইবেন। অতএব ঐ প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলেখ্য এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ড দেশে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এবং ঐ আইন কলিকাতার ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে আগামি বৎসরের ১ জুলাই তারিখের পূর্ব্বে পাঠ করা যাইবে না অথবা ইঙ্গলণ্ড দেশ হইতে তদ্বিষয়ক আজ্ঞা যদি তাহার পূর্ব্বে পহুঁছে তবে পহুঁছনের পরে কৌন্সেলের যে বৈঠক হইবে তাহাতে প্রথম পঠিত হইবে।

কিন্তু এমত বোধ করিতে হইবে না যে ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের ঐ আজ্ঞা রহিত করিতে অথবা তাহা প্রতিপালনের বিলম্ব করিতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের মানস আছে তাঁহারদের এইমাত্র অভিপ্রায় যে দেশের মধ্যে অতিগুরুতর নিয়মের এইরূপ রূপান্তরকরণ বিষয়ে যে সাধারণ কল্প স্থির হয় তাহা জারীকরণের পূর্ব্বে আমারদিগকে জ্ঞাপন করা যায়। পার্লিমেণ্টের ঐ উক্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপেই চলিত আছে এমত বোধ করিতে হইবে এবং তদনুসারে ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ভূমি ক্রয় ও অধিকার করিতে পারিবেন।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

রাজপুরের রাস্তা।

কিয়দ্দিবস হইল যে কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর ও অন্যান্য গ্রামনিবাসিরা মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত পাটন সাহেবের নিকটে পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই অঞ্চলের রাজপথ অতিকদর্য্য এবং প্রার্থনা করেন যে ঐ রাস্তার মেরামতের বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা পান। ঐ পত্র হরকরা সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং গত বুধবাসরীয় হরকরা সম্বাদপত্রে ঐ শ্রীযুত সাহেবের উত্তর প্রকাশ হয় তাহাতে সাহেব লেখেন যে ঐ রাস্তার জঘন্যতাবিষয়ে আমি অত্যন্ত খেদিত আছি কিন্তু তাহার উপায় চেষ্টা করণ আমার অধিকারের মধ্যে না থাকাতে আরো খিদ্যমান হইতেছি যেহেতুক রাস্তার তত্বাবধারণকরণের ভার এইক্ষণে

জজ সাহেবেরদের হাতছাড়া হইয়া সেনাপতি সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে অতএব এইক্ষণে চব্বিশপরগনার বন্দুয়ানেরা শ্রীযুত কাপ্তান ফিত্‌স জেরাল্‌ড সাহেবের অধীনে খাটিতেছে।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

শেষাগত ইউরোপীয় সম্বাদ।

এই সপ্তাহে প্রকাশ্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে ৪ আপ্রিল তারিখ পর্য্যন্তের যে সম্বাদ ঐ সম্বাদ সুফসমুদ্রদিয়া এতদ্দেশে পঁহুছিয়াছে। দৃষ্ট হইল যে ১ আপ্রিল তারিখে লণ্ডননগরহইতে ডাকের পুলিন্দা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাহা বাপ্পের দ্বারা উপযুক্তসময়েই আলেকজান্দ্রিয়া নগরে পঁহুছিয়াছে কিন্তু এই সুযোগেতে লণ্ডন নগরহইতে কোন সম্বাদপত্র কলিকাতায় পঁহুছে নাই। কারণ এই যে কলিকাতার যন্ত্রালয়ের লণ্ডননগরস্থ অর্থাৎ গোমাস্তারা বোধ করিয়াছিলেন যে সুয়েজহইতে ডাকের পুলিন্দা ভারতবর্ষে পঁহুছনার্থ কোন সুযোগ নাই ইহা সত্য বটে এই নিমিত্ত তাঁহারা ঐ পুলিন্দার মধ্যে কোন সম্বাদপত্রাদি প্রেরণ করেন নাই।...

—১১ জুলাই ১৮৩৫/২৮ আষাঢ় ১২৪২

[নূতন রাজধানী।]

সম্প্রতি পার্লিমেণ্টের উভয় সভাতে এক নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে আগ্রা নূতন রাজধানী রহিত করিতে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্ট অদ্যপর্য্যন্ত কোন পত্রাদি প্রাপ্ত হন নাই বোধ হয় এবং ঐ রাজধানী স্থাপনার্থ যে সকল নিয়ম হইয়াছে তন্মধ্যে কি ২ পরিবর্ত্তন হইবে তাহাও নিশ্চয় হয় নাই কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হইবে না এই বোধে আগ্রা রাজধানীর নূতন সেরেশ্‌তা এইক্ষণে কলিকাতাহইতে আলাহাবাদে যাইতেছে। কথিত আছে যে নূতন ব্যবস্থাকরণের কারণ এই যে ঐ রাজধানী সংস্থাপনে প্রতি বৎসরে ৮ লক্ষ টাকা করিয়া অধিক ব্যয় হইবে।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

চিনির মাস্থল।

শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা ইঙ্গলণ্ড দেশে আমদানী হওয়া আমেরিকা উপদ্বীপ জাত এবং ভারতবর্ষজাত চিনির উপর সমান মাস্থল নির্দ্দিষ্টহওনার্থ পার্লিমেণ্টে দরখাস্তকরণার্থ নিশ্চয় করিয়াছেন এবং তদর্থ এক দরখাস্ত কোম্পানি বাহাদুরেরদের সভাতেও মঞ্জুর হইয়াছে। যদ্যপি উইকমতাবলম্বিরা রাজমন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হন তবে বুঝি এই অতিযথার্থ নিয়ম সম্পন্ন হইতে পারে।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

[দলাদলি।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আপনকার ৩ জুন তারিখের দর্পণে কস্যচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিন ইতিস্বাক্ষরিত পত্রে শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুরের দিনহীন দণ্ডিরদিগের বিষয়কবার্ত্তা এবং ২০ জুন তারিখের জিলা হুগলির কালেক্টরী আমলার অন্তঃপাতি আমলা মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্রদৃষ্টে কএক বিষয় আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি দর্পণে অর্পণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

…এইক্ষণে পরশুরাম চক্রবর্ত্তী যে এই মহানগরে আড়পুলিনিবাসী ছোট আদালতে শ্রীশ্রী৺ভাগীরথী স্পর্শনের ব্যবসায়ী শহরে বিখ্যাত ছিলেন এবং তাহার উভয় কূল শুদ্ধ বটে তাহার স্ত্রী তারা নামে মেছুয়াবাজার তীর্থে বেশ্যা ভাবে খ্যাতা লীলা সম্বরণ করেন নিজে সুখময় মুচির ইনডাইটে সুপ্রিম কোর্টে তজবীজে অপরাধী হইয়া দুই বৎসর কারাবদ্ধ ও দুই সহস্র মুদ্রা ডামিজ দিয়া সন ১৮৩২ সালের আপ্রিল মাসে কারাগার ত্যাগ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব ব্যবসায়ী ছিলেন কি কালমাহাত্ম্য যে এমত তপস্যাতে এমত পদ প্রাপ্তির যোগ্য হইলেন।…

শহর কলিকাতা। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।

—১১ জুলাই ১৮৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১২৪২

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায়

প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত জর্জমনি সাহেব জেম্‌স বৃজনেলের মরণোত্তর মৃত নন্দলাল দের উত্তরাধিকারী অথচ পুত্র বিশ্বম্ভর দে ও রাজকিশোর দে ও দীননাথ দের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পত্র বানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ম দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে ফৌজদারী বালাখানার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তৎসঙ্গে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১৷৷০ ছয় কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত নন্দলাল দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে পিণ্টো সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে সদর রাস্তা। দক্ষিণ দিগে সেক আবদুল্লার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে আলেকজান্দর কোম্পানির ভূমি।

২ দফা। এবং কলিকাতা লালবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা···উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে লিফাবর সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে লালু মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কেম্প সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

৩ দফা। এবং পুর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১৬ তাহাতে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান / ৪ চারি কাঠা তাহা···উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পুর্ব্ব দিগে কেরি সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে পুর্ব্বোক্ত কেরি সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

৪ দফা। এবং কলিকাতা নগরে নলপুকুরিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান / ২৷৷ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা···উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও

নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে মাদারিবাগ বারবেলের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে এক গলি। উত্তর দিগে ব্রৌন সাহেবের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২॥ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে জেম্‌স উলিযম সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে এক গলি। উত্তর দিগে মার্ক সাহেবের বাটী ও ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২॥ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা · নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে তামসন সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে মার্ক সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে বীরু ঠাকুরের বাটী ও ভূমি।

৭ দফা। এবং কলিকাতা নগরে কসাই টোলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক এক তালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে ডুমন সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ফতু কসাইয়ের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে উজিয়া সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে এক গলি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত মৃত নন্দলাল দের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা। পশ্চিম দিগে গোবিন্দচন্দ্র দের বাজার পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

৯ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের মলঙ্গার সেকরা পাড়ার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান /৩৷৹ তিন

কাঠা আট ছটাক তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত নন্দলাল দের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামধন সেকরার বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গৌর সেকরার বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত নন্দলাল দের ভদ্রাসন বাটী ও ভূমি।

১০ দফা। এবং কলিকাতার মলঙ্গার দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তির গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে স্বরূপ দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি। দক্ষিণ দিগে বিশ্বনাথ মতিলালের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গৌর দত্তের বাটী ও ভূমি।

১১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড রাইয়তী ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সাধুচরণ সেনের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কিশোর দের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে নিতাই সেকরার বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

১২ দফা। এবং কলিকাতা নগরে মলঙ্গার বহুবাজারের শামিল ও তন্মধ্য স্থিত নং ২০ যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄১।০ এক কাঠা চারি ছটাক তাহা ‥নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে রামকান্ত পালের ভূমি ও মন্দির। উত্তর দিগে নীলু মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা।

১৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ২০৮ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄২ কাঠা তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে নিমাই মিস্ত্রির ভূমি। দক্ষিণ দিগে নীলমণি মিস্ত্রীর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি।

১৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত নন্দলাল দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বহুবাজারের রাস্তা। উত্তর দিগে সদর রাস্তা। পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে নিতাই ধরের বাটী ও ভূমি।

১৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৬৬ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সদর রাস্তা দক্ষিণ দিগে বলাই শীলের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে কৌল সাহেবের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

১৬ দফা। এবং কলিকাতা নগরে মলঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পাঁচু ধরের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গোপালচাঁদ দের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিগে সদর গলি।

১৭ দফা। এবং কলিকা[তা] নগরে বহুবাজারে মলঙ্গার কাড়ো দাসের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৩ কাঠা তাহা·· উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে বিশ্বনাথ মতিলালের আস্তাবল দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ হালদারের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গোবিন্দচন্দ্র দের বাটী ও ভূমি।

১৮ দফা। এবং কলিকাতানগরে হাড় কাটার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৩ কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মদন নেউগীর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে জগু দাসের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে হরি শীলের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

১৯ দফা। এবং কলিকাতা নগরে বা মীর্জ্জাপুরের চাঁপাতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ও বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক গলি।

উত্তর দিগে সরকারী নর্দমা। পূর্ব্ব দিগে গণেশ ঠাকুরের গলি। পশ্চিম দিগে নারায়ণ মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি।

২০ দফা। এবং কলিকাতানগরে বৈঠকখানার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান /২৷৷০ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা …বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা। উত্তর দিগে গোপীমোহন দেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে নীলু শীলের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গোপীমোহন ঘোষের ভূমি।

২১ দফা। কলিকাতা নগরে ধর্ম্মতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১৪৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৷৷২৷৷০ বার কাঠা আট ছটাক তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে জোন সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে হাণ্টর কোম্পানির আস্তাবল। উত্তর দিগে সদর রাস্তা। দক্ষিণ দিগে হাণ্টর সাহেবের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৮ জুলাই ১৮৩৫/৩ শ্রাবণ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার… কলিকাতার সরিফ সাহেব মেরায়া ড্রাইবরের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা[ন]গরে ফৌজদারী বালাখানার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৫৭ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৪৷৷০ নয় কাঠা আট ছটাক তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে চিৎপুরের রাস্তা উত্তর দিগে লালমোহন শাহার বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রাঘব শাহার বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে হাজিবাবার বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৮ জুলাই ১৮৩৫/৩ শ্রাবণ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার…কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেমস হিগিন্সন সাহেব জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে বড়বাজারের বটতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৩৭ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥০ দশ কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবান্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কোম্পানির রাস্তা। পশ্চিম দিগে রামমোহন চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গোলক সেনের বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তেতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৪৯ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাচ কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা। উত্তর দিগে সরজা বায়ীর ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত গোলক সেনের বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী অনুমান /৩।০ তিন কাঠা চারি ছটাক তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বটতলার গলি। দক্ষিণ দিগে সরকারী নর্দমা। পূর্ব্ব দিগে কিশোরী বৈষ্ণবীর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে নিত্যাই কাঁসারির বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী…অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। উত্তর দিগে জগদ্দুর্লভ সেনের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে গোকুলচাঁদ বাবুর বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল এবং দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ও বসতবাটী …অনুমান।০॥৽ পাঁচ কাঠা আট ছটাক তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথ প্রসাদ

মল্লিকের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত বটতলার গলি। দক্ষিণ দিগে নর্দমা।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল...এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও বসতবাটী ...অনুমান ৵২৷৷০ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে নরসিংহ দাসের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রামমণি রাঁড়ের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কোম্পানির গলি। দক্ষিণ দিগে জগি রাঁড়ের বাটী ও ভূমি।...

—১৮ জুলাই ১৮৩৫/৩ শ্রাবণ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ জুলাই ১৮৩৫।

কলিকাতার দ্বিতীয় ডেপুটি কষ্টম কালেকৃটর শ্রীযুত ডবলিউ ব্রাকেন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ১৭ মার্চ তারিখঅবধি যে ছুটি পান তাহা ঐ মাসের ২৮ তারিখ অবাধ রহিত হইয়া ঐ তারিখঅবধি ১৭ আপ্রিলপর্য্যন্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকট ক্রমে বিদায় পাইয়াছেন এমত বোধ করিতে হইবে।

৭ জুলাই ১৮৩৫।

কলিকাতা রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতের সাবেক একটিং জজ শ্রীযুত ই জে হারিংটন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ১৫ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

—১৮ জুলাই ১৮৩৫/৩ শ্রাবণ ১২৪২

১৮৩৩.৩৪ সালের কলিকাতা শহরের সমুদ্রপথের বাণিজ্য।

শ্রীযুত বেল সাহেব গত বৎসরে বঙ্গাদি প্রদেশে সমুদ্রপথের বাণিজ্যবিষয়ক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্দেশের বাণিজ্যের বর্ত্তমানাবস্থার বিষয় এতদ্দেশীয় লোকেরদের জানা অত্যাবশ্যক বোধে আমরা ঐ বহুমূল্য গ্রন্থহইতে গ্রহণপূর্ব্বক নীচে লিখিত বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য অবগত থাকিবেন যে নূতন চার্টরের নিয়মক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য করা নিষেধ আছে ঐ নিষেধের হুকুম গত বৎসরাবধি জারী হইয়া আসিতেছে। অতএব গত বৎসরে কোম্পানি বাহাদুরের

যে বাণিজ্য হয় তাহা তাঁহারদের গুদামে ন্যস্ত জিনিস লইয়াই হইয়াছে এবং বৎসর দুই একের মধ্যেই ঐ বাণিজ্য রহিত হইবে। এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে অনেকে এমত ভয় করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যব্যাপার রহিত হইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে এবং দেশীয় লোকের অত্যন্ত দুখঃ [দুঃখ] ঘটিবে কিন্তু তাহার ঠিক বিপরীত হইল। গত বৎসরে অর্থাৎ যে প্রথম বৎসরে কোম্পানি বাহাদুর বাণিজ্যব্যাপারে বিরত হইতে লাগিলেন সেই বৎসরেই দেশের সাধারণ বাণিজ্য কম না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। বিশেষতঃ গত বৎসরে সাধারণ মহাজনেরদের বাণিজ্যের বৃদ্ধি ৩২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা কম ৩০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ দেশের সাধারণ বাণিজ্যের বৃদ্ধি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হইয়াছে। অতএব দেশের সমুদায় বাণিজ্য যখন সাধারণ মহাজনেরদের হাতে পড়িবে তখন তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সোণা রূপা এবং বাণিজ্যের অন্যান্য যে সকল দ্রব্য গত বৎসরে সমুদ্রপথের দ্বারা কলিকাতায় অমদানী [আমদানী] হয় তাহার মূল্য ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা এবং এতদ্দেশ হইতে যত সোণা রূপা ও আর ২ বাণিজ্যদ্রব্য সমুদ্রপথে রফ্‌তানী হয় তাহার মূল্য ৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। এই মহাবাণিজ্যের মধ্যে এতদ্দেশহইতে ইঙ্গলণ্ড দেশে যত দ্রব্য রফ্‌ত হয় তাহার মূল্য দেড় কোটি টাকা এবং যত দ্রব্য ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে এই দেশে আমদানী হয় তাহার মূল্যও দেড় কোটি টাকা। অতএব সমুদ্রপারে যে সকল দেশের সঙ্গে এই দেশের বাণিজ্য চলিতেছে তাহার মধ্যে ইঙ্গলণ্ড দেশের সঙ্গে অধিক।

অনেকে বোধ করিয়াছিলেন যে যখন কোম্পানি বাহাদুর রেশমের বাণিজ্য ও কারবার করিতে ক্ষান্ত হইবেন তখন এতদ্দেশে রেশমের ব্যবসায় অনেক ন্যূন হইবে কিন্তু তদ্রূপ হয় নাই যেহেতুক গত বৎসরে যত রেশম ও রেশমী কাপড় এতদ্দেশহইতে রফ্‌ত হয় তাহা পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা সাড়ে চারি লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের।

কার্পাসের বাণিজ্যবিষয়েও তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশ হইতে কার্পাসের রফ্‌তানীমুখে বাণিজ্য কেবল কোম্পানির হাতেই ছিল গত বৎসরে তাহা প্রায় সাধারণ মহাজনেরদের হাতে আইল। তাহার পূর্ব্বেকার

বৎসরে যখন কোম্পানির হাতে ঐ বাণিজ্য ছিল তখন ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মূল্যের কার্পাসমাত্র এতদ্দেশহইতে রফ্‌ত হইয়া ছিল কিন্তু গত বৎসরে ঐ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়া ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত বৎসরে যে সকল প্রধান ২ দ্রব্য এতদ্দেশে আমদানী ও রফ্‌তানী হয় তাহার মূল্য নীচে লিখিতব্য বিবরণের দ্বারা দৃষ্ট হইবে। কার্পাসের যত সূতা কলিকাতায় আমদানী হইল তাহার মূল্য ২৮ লক্ষ টাকা এবং তূলার শাদা কাপড়ের মূল্য ৩৪ লক্ষ টাকা এবং তূলার রঙ্গীন ও ছাপান কাপড়ের মূল্য সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা অতএব কার্পাসের সূতা ও কার্পাসের কাপড় সর্ব্বসুদ্ধ গত বৎসরে যত আমদানী হইল তাহার মূল্য ৭৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। দেখুন কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অন্তঃপাতি অর্থাৎ বঙ্গাদি ও পশ্চিমপ্রদেশে যত প্রজা আছে তাহারদের সংখ্যা ৭ কোটি এবং যদি তাহারদের স্ত্রী পুরুষ বালক লইয়া সকলের বৎসরে গড়ে এক টাকা করিয়াও কাপড় লাগে তবে এই প্রদেশস্থ লোকের দশাংশের একাংশ টাকা মূল্যের বিদেশহইতে আনীত কাপড় ব্যবহার হইতেছে অবশিষ্ট নয় অংশ কাপড় এতদ্দেশেই জন্মিতেছে।

গত বৎসরে পশমীবস্ত্রের আমদানী ১৭ লক্ষ টাকার হয়। তামার আমদানী সাড়ে ২৫ লক্ষ টাকার। রাঙ্গ সাড়ে ৪ লক্ষ টাকার। লোহা ও ইস্পাত ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার। এবং বিদেশহইতে আমদানী ওয়াইন ও বীর ও ব্রাণ্ডি ইত্যাদি শরাপ সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকার। ফটকিরি পৌনে ২ লক্ষ টাকার। সুপারি ৮৫ হাজার টাকার। মালা ৮৪ হাজার টাকার। ছোট বড় গ্রন্থ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার। লবঙ্গ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার। কাওয়ার দানা ন্যূনাধিক ২ লক্ষ টাকার। নারিকেল ও নারিকেলের শস্য ও মালা ১ লক্ষ টাকার। নানাপ্রকার গ্লাস ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার। বিবি ও সাহেব লোকেরদের ব্যবহার্য্য বস্ত্র ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার। লোহা ও টিনপ্রভৃতি নির্ম্মিত দ্রব্য ৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার। ইউরোপীয় লোকের খাদ্য দ্রব্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। কাল মরিচ ৭ লক্ষ টাকার। রূপার বাসন ও আভরণ ও ঘড়ী দেড় লক্ষ টাকার। চন্দন কাষ্ঠ ২ লক্ষ টাকার। শিঙ্গাপুর হইতে আমদানী চুরাট দেড় লক্ষ টাকার। কাগজ ও তাস ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকার। চা ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার। হিঙ্গুল ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকার। সেগুন কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ অধিক ১ লক্ষ টাকার।

এবং এতদ্দেশজাত যে প্রধান ২ দ্রব্য বিদেশে রফ্‌ত হইল তন্মূল্য এই। তূলার কাপড় ও তূলা ও রেশমীমিশ্রিত কাপড় কিছু কম ১০ লক্ষ টাকার। রেশমী কাপড ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার। নীল ৮১ লক্ষ টাকার। চিনি ২৮ লক্ষ টাকার। সোরা ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার। কার্পাস ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার। রেশমী সূতা ৩৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার। তণ্ডুল ৩২ লক্ষ ২২ হাজার টাকার। গোম ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার। বুট ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার। ময়দা ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার। আফীন ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকার। ভেরাণ্ডার তৈল ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার। কাওয়া ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার। গুণচট ২ লক্ষ টাকার চামডা ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার। জৌ ও চাপড়া গালা ৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার। মসিনা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার। কুসুম ফুল ২ লক্ষ টাকার।

—১৮ জুলাই ১৮৩৫ / ৩ শ্রাবণ ১২৪২

ইউনিয়ন বেঙ্ক।

ইউনিয়ন বেঙ্কে গত বুধবার ১৫ তারিখে ঐ বেঙ্কের অংশিরদের ষান্মাসিক বৈঠক হইয়া শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেবের রিপোর্ট তৎসময়ে পাঠ হইল। তাহাতে অত্যন্তাহ্লাদজনক সম্বাদ লেখেন যে গত ছয় মাসের মধ্যে ঐ বেঙ্কের কার্য্যে এমত আশ্চর্য্য লাভ হইয়াছে যে ঐ ছয় মাসে শতকরা ৬॥ টাকা করিয়া ডেবিডেণ্ট দিতে বেঙ্ক ক্ষম হইয়াছেন অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ১২॥৵ সুদের হিসাবে বেঙ্কের কার্য্যের দ্বারা লাভ হইয়াছে। যদ্যপি এই অত্যন্ত লাভের প্রধান কারণ এই যে বাজারে টাকার অনটন ছিল তথাপি ইউনিয়ন বেঙ্কের কার্য্যের বৃদ্ধি ও তাহার এক কারণের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। বেঙ্কে জমা হওয়া টাকারও এমত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ১৮৩৪ সালের আমানতি টাকা অপেক্ষা দেড় গুণ অধিক হইয়াছে। গত ছয় মাসের মধ্যে ইউনিয়ন বেঙ্ক নোটের চলন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ঐ বেঙ্কের সাধারণ কার্য্যের যেমন বৃদ্ধি তেমন নহে। গত ছয় মাসের মধ্যে যখন ঐ নোটের অধিক চলন ছিল তখন ঐ নোটের টাকার সংখ্যা ৫,৬২,০০০ যখন ঐ নোটের অতি কম চলন ছিল তাহার মূল্য ৩,২০,০০০ টাকা। পরে এই রিপোর্ট পঠিত হইলে পর বৈঠকে সমাগত ব্যক্তিরা

এই নিশ্চয় করিলেন যে গত ছয় মাসে তাঁহারা শতকরা ১০ টাকা করিয়া ডেবিডেণ্ট দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক শ্যারে ১২১ টাকা।

—১৮ জুলাই ১৮৩৫ / ৩ শ্রাবণ ১২৪২

আগ্রি কল্‌তুরাল সোসৈটি অর্থাৎ কৃষিকার্য্যবিষয়ক সমাজ।

গত বুধবাসরে আগ্রি কল্‌তুরাল সোসৈটির এক বৈঠক হয় তাহাতে কার্পাসসম্পর্কীয় গুরুতর কতিপয়বিষয়ক বিবেচনা করাতে অধিক কালক্ষেপণ হইল এবং যে সকল লিখন পত্র পাঠকরণের কল্প হইয়াছিল তাহা আগামি বৈঠকপর্য্যন্ত রহিত থাকিল। সমাজের সভাপতি শ্রীযুত সাহেব বৈঠকে সমাগত ব্যক্তিরদিগকে জ্ঞাপন করিলেন যে কার্পাসের টাট্‌কা বীজ আনয়ন করিয়া দেশের মধ্যে বিতরণ করা আমারদের অত্যাবশ্যক। এবং তাহাতে এপর্য্যন্ত যে পরীক্ষা হইয়াছে এবং ঐ পরীক্ষাতে যে ফল জন্মিয়াছে তৎপ্রযুক্ত বোধ হয় যে এতদ্দেশে উত্তম প্রকার কার্পাস জন্মাইয়া তদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হওনের কিছু সন্দেহ নাই। পরে এই নিশ্চয় করা গেল যে যে নূতন বীজ আহরণ করিতে হুকুম হইয়াছিল তাহার মূল্য দেওনার্থ সমাজ যে টাকা রাখিয়াছেন তদতিরিক্ত আর ১০০০ টাকা বীজের নিমিত্ত নির্দ্ধার্য্য হইয়া সংগ্রহ থাকে। শ্রীযুত গণ্টর হুপর সাহেব পশ্চিম কোন এক প্রদেশে আমেরিকা দেশান্তঃপাতি জর্জীয় কার্পাসের বীজের দ্বারা উত্তম কার্পাস উৎপাদন করিয়াছেন এবং শ্রীযুত উলিস সাহেব কহিলেন যে ঐ কার্পাস অত্যুত্তম বটে কিন্তু ঐ কার্পাস কোন্‌ জিলাতে জন্মিয়াছে তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে কহেন না। আগ্রি কল্‌তুরাল সোসৈটির ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে এইক্ষণে যাহা সংগৃহীত আছে তাহার সংখ্যা ৯৪০৫ টাকা তন্মধ্যে ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ত্রেজুরীতে জমা আছে।

—১৮ জুলাই ১৮৩৫/৩ শ্রাবণ ১২৪২

[নূতন পত্রিকা।]

শনিবার ২৫ জুলাই ১৮৩৫।

…গত সপ্তাহে দৈবায়ত আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ত্রুটি হইয়াছিল যে চন্দ্রোদয়নামক যে নূতন সম্বাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার পূর্ণ ১ সংখ্যা আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি। সম্বাদপত্র সামান্যতঃ যে ডৌলেতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকে তদ্রূপ না হইয়া ঐ সম্বাদপত্র আকৃটেবো প্রকারে মুদ্রিত

হইতেছে। এই পূর্ণচন্দ্রোদয় চন্দ্রিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দিনের পর কলিকাতাস্থ মুদ্রাযন্ত্রালয়ের এইরূপ চৈতন্য দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। হইতে পারে যে ঐ পত্রাভিপ্রায়ের সঙ্গে আমারদের মতের অনেক অনৈক্য সম্ভাবনা। তথাপি আমারদের সম্বাদপত্রচক্রের মধ্যে নূতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত আমরা মহাজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ জনের বাদানুবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে।

—২৫ জুলাই ১৮৩৫/১০ শ্রাবণ ১২৪২

বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজের বদান্যতা।

বাঙ্গাল হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে সংপ্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে জ্বররোগের যে নূতন চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ স্থির হইয়াছে তাহাতে বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

—২৫ জুলাই ১৮৩৫ / ১০ শ্রাবণ ১২৪২

এতদ্দেশজাত চিনির মাস্থল।

গত সপ্তাহে আমরা লিখিয়াছিলাম যে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা ভারতবর্ষজাত ও আমেরিকাজাত চিনির উপরে সমান মাস্থল নির্দ্দিষ্ট করণবিষয়ে হৌস অফ কমন্সে দরখাস্ত দিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। আমরা এইক্ষণে অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহারদের ঐ দরখাস্ত প্রকাশ করিতেছি। ঐ দরখাস্ত বোম্বাইহইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এতদ্বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না এইক্ষণে তাঁহারা ঐ বিষয়ে নিতান্ত মনঃসংযোগ করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরম সন্তোষ জন্মিয়াছে। চিনির মাস্থলের বৈলক্ষণ্যেতে ভারতবর্ষের অত্যন্ত ক্ষতি বৃদ্ধি লিপ্ত এবং আমারদের ভরসা হয় যে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের এই দরখাস্ত এবং এতদ্বিষয়ে এতদ্দেশহইতে যে ২ দরখাস্ত বিলায়তে যাইতেছে তদ্দৃষ্টে পার্লিমেণ্ট অবশ্য যথার্থ যুক্তিসহ প্রস্থাবে কর্ণপাত করিয়া এতদ্দেশ যে ভারসমূহেতে আক্রান্ত তাহাহইতে মুক্ত করিবেন।

—২৫ জুলাই ১৮৩৫ / ১০ শ্রাবণ ১২৪২

[অপমৃত্যুর তদারক।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিষ্ঠুর আজ্ঞাতে এই জিলাস্থ ভদ্রসন্তানসমূহের আবেদন যে এই জিলাতে আমরা বহুকালাবধি বাস করিতেছি এবং অতিপ্রাচীন ব্যক্তিরদের নিকট শ্রুত আছি তাহাতে কখন রাজার এমত অত্যাচার ও আচার ও বিচার কর্ণে শুনি নাই চক্ষেও দেখি নাই। সে যাহা হউক মহাশয়ের দর্পণে অর্পণ করিয়া ভদ্র সন্তানসমূহের অভিলাষ প্রকাশ যাহাতে শ্রীলশ্রীযুতের কর্ণগোচর হইয়া ভদ্রের ভদ্রত্ব লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ না হয় তাহা করিতে আজ্ঞা হইবেক। তদ্বিবরণ এই যে কোন ব্যক্তির বিধিবৈগুণ্যজন্য দৈবায়ত্ত অপমৃত্যু যদি উপস্থিত হয় তবে এমত ব্যক্তিকে শ্রীযুতের নিকট হাজির করিতে হয় তৎপর শ্রীযুত ডাক্তর সাহেব ঐ লাস তদারক করেন ও এজেহার হজুরে পাঠান যে ইহাকে কোন ব্যক্তি খুন করে নাই অপমৃত্যুই হইয়াছিল এই রিপোর্টে শ্রীযুত হুকুম দেন যে লাস গঙ্গাতে কিম্বা তাহার অভিভাবকের যেমত সেচ্ছা তাহা করুক। তাহাতে যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কেহ অভিভাবক থাকে তাহার ইচ্ছানুসারে কাহাকে দাহাদি করে কাহাকে বা ফেলিয়া দেয় ফেলনের তাৎপর্য্য যে ঐ শবকে পুনরায় বাটী লইয়া যাইতে গেলে তাহার মাংস পাওয়া ভার এবং রাহাখরচ যাহা কিছু ঘরহইতে আনে তাহা রাস্তাতেই, পাইকেরা শব বহনীয় জলপানি লয় অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা নাজীর সিরিস্তাদার ইত্যাদি আমলারদের নজরে নজরবন্দীতে নাচার হইয়া লাস ফেলাইয়া দেয়। হে সম্পাদক মহাশয় যদি কোন ভদ্রলোকের গ্রহপ্রযুক্ত এমত কোন গ্রহ উপস্থিত হয় তবে অবিলম্বে বরকন্দাজ পাইক আসিয়া ঐ শবকে সদর কাছারিতে প্রেরণ করে ভদ্রলোকের শব যদি অন্য ছোট লোকের দ্বারা রাজদরবারে আনীত হইল তবে জাত্যন্তর হওনের কি অপেক্ষা রহিল বিজ্ঞ মহাশয়েরা ইহাই বিবেচনা করুন এবং আমারদিগের যে দুঃখ তাহা আমরা বোধ করিয়াছিলাম যে এমত নিষ্ঠুর আজ্ঞা সকল জিলাতেই বলবৎ হইয়াছে কিন্তু বিশেষরূপে জানা গেল এমত আজ্ঞা কোন জিলায় বলবান নাই। আমারদিগের হতভাগা জিলায় গত সন অবধি কত মত অসীম অমঙ্গল ঘটিতেছে তাহা লিখনাতিরিক্ত। অনন্তর যদি কাহাকে সর্পকর্ত্তৃক দংশন হয় তবে তাহার আর এ জিলাতে প্রাণরক্ষা পাওয়া ভার। তাহার কারণ মন্ত্রৌষধিতে যে সকল ব্যক্তিরা বিজ্ঞ

তাহারদিগের নিকটে গেলে তাহারা জানিয়াও কহে জানি না তাহার কারণ যদ্যপি সর্পদংশিত ব্যক্তির ঈশ্বরেচ্ছায় মৃত্যু হয় তবে ঐ সকলকে দারোগার নিকট হাজির হইয়া এজেহার দিতে হয় অমুক ঘরে অমুক ব্যক্তিকে সর্পাঘাত হইয়াছিল আমরা এখানে আসিয়া নানা প্রকার মন্ত্রৌষধ অর্পণ করিলাম কোনরূপে হইাকে[ইহাকে] বাঁচাইতে পারিলাম না। এই সকল জোবান বন্দীতে বদ্ধ হইয়া আপনভবনে প্রস্থান করিয়া শপথ করে যে এমত বিদ্যা কিনিমিত্তে শিক্ষা করিয়াছিলাম আর ইহার কদাচ চালনা করিব না। যাহা হউক আমারদের ভাগ্য ভাল যে দারোগার হাতহইতে খালাস পাইলাম স্থূলকায় নাজিরের নজরে পড়িলে নজরআনা নিজামতে দিতে প্রাণ বাহির হইত ইত্যাদি। সম্পাদক মহাশয় প্রজাসকল দুঃখাবস্থায় পতিত হইলে রাজাব্যতীত উত্থানহওনের সদুপায় দেখি না ইহাতে রাজার কর্ত্তব্য যে অতি ত্বরায় আমারদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিয়া যাহাতে এমত নিষ্ঠুর আজ্ঞা নিবারণ হয় তাহা অবশ্য ২ মনোযোগপূর্ব্বক আমারদিগের রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা ১৫ জুলাই ১৮৩৫ এই জিলাস্থ ভদ্রসন্তান সমূহের নিবেদন।

—২৫ জুলাই ১৮৩৫/১০ শ্রাবণ ১২৪২

[অন্তর্জ্জল, ধর্ম্মসভা।]

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশকমহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়ের বিচক্ষণাতার জ্যোতি সর্ব্বত্র সুপ্রকাশিত তদৃষ্টে আত্ম মানস কিঞ্চিৎ লিপি দ্বারা গোচরেচ্ছায় লেখনীকে সরস করিতেছি যদি ইহা বিচার সহ পিয়গণের দর্পণৈক পার্শ্বে প্রতিবিম্বিত করিলে নিশ্চিত নিরন্তর বাধিত থাকিব।

১। বঙ্গদেশে মানুষ্যগণের অন্তর্জ্জলে অর্থাৎ প্রাণ বিয়োগ সময়ে হিন্দুগণের অঙ্ঘ্রি জল মগ্ন গৃহে অথবা নদীতে নিরন্তর প্রাচীনকালাবধি যে রীতি প্রচলিত আছে তৎসম্পর্কে দর্পণ ও চন্দ্রিকায় নানাবিধ অনুবাদ দৃষ্টে শুদ্ধ বোধ এই যে চন্দ্রিকাজনক যেরূপ বাক্যাড়ম্বর হিন্দুশাস্ত্র দৃষ্টে করিয়াছেন তাহা অতিদুর্ব্বল অস্মদ্ শাস্ত্রের বিধি কেবল ঈশ্বরী গঙ্গাজলে মৃত্যু সময়ে নাভিপর্য্যন্ত মগ্ন ও নাভির উর্দ্ধ শরীর নারায়ণক্ষেত্রে অর্থাৎ ঐ জলহইতে চতুর্হস্ত পরিমিত ভূমির মধ্যে শয়ন করাইবেক কিন্তু এ বিধি কেবল বঙ্গদেশীয় গঙ্গা তীরস্থ

লোকের প্রতি প্রচলিত তদতিরিক্ত অন্য কোন দেশে প্রচলিত নহে দাক্ষিণাত্য ত্রৈলিঙ্গ দেশ ইত্যাদি এবং পশ্চিম দেশ হরিদ্বার বদরিকাশ্রমপর্য্যন্ত মাগধ অঞ্চলে পশ্চিমের রীতি প্রবলা কেবল গঙ্গাভিন্নান্য দেশে এ নিয়ম গণিত সম্ভবে না স্মার্ত্ত বিধান দৃষ্টে অন্য কোন তীর্থে কিম্বা তীর্থভিন্নান্য দেশে ম্রিয়মাণ জনের পাদ জল মগ্ন করিতে হয় এমত বিধি অতিদুষ্প্রাপ্য চন্দ্রিকাকার সকল দেশের নিমিত্ত আপন মতের শ্রেষ্ঠতার গরিষ্ঠতা দর্শাইয়াছেন। ইহার সুস্পষ্ট বিধি দৃষ্টে যদি লেখনী গ্রহণ করেন পরে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে বিচারের বাঞ্ছিত।

২। ধর্ম্মসভাস্থ মহাশয়গণ হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষায় হিতৈষী কিন্তু স্মৃত্যুক্ত অনেক বিধির উল্লঙ্ঘনকারিগণ ঐ সভাসম্পাদক সকলের সহিত মিশ্রিত কি জন্য হইলেন বৈধ মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতীয়ের যে আশ্রম ধর্ম্ম স্মৃত্যুক্ত বিধিমতে নির্ণীত আছে সে সকলকে হেয় জ্ঞানে কি বিধানে অবৈধ কর্ম্মে রত হইয়া আপন ধর্ম্মরক্ষক অভিমানে বলিষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছেন ইহার উত্তর কৃপাপূর্ব্বক যদি তাঁহারা প্রদান করেন পরে বৈধ আশ্রমাচারের প্রমাণ বচনসহ দর্শাইব।

৩। বর্ত্তমান রাজার অধিকারে অস্মদ প্রজাগণের নানাবিধ সুখ যবনাধিকারাপেক্ষা ভোগ হইতেছে কিন্তু কর্ম্মকারিগণ স্বদেশ ও বিদেশ মধ্যে অনেকে উৎকোচাকাঙ্ক্ষী ও বুদ্ধির অস্থৈর্য্যতাজন্য যথার্থাবলোকনে রত নহেন বিশেষতঃ তন্মধ্যে আপন ২ মতের গৌরব প্রকাশে অনেক প্রমাদ উপস্থিত করিতেছেন ইহাতে আমরা কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত আছি। রাজার উচিত ভ্রম প্রমাদকরাপাটব বিপ্রলিপ্‌সা এই চারি দোষ রহিত ব্যক্তিকে বিচারপূর্ব্বক যদি ঐ রাজকীয় কর্ম্মে রাজা নিযুক্ত করেন তবে ক্লেশলেশ কদাচ সম্ভাবেনা এবিষয়ে রাজার মনোযোগহীন কেবল প্রজার ক্লেশজনক।

৪। কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স গণের আদেশ অনুসারে বাঙ্গালায় রেবিনিউ কামিস্যনর ও মাজিস্ত্রেট ভৌমিকেরদিগের নামে যে ২ প্রশ্ন করিয়াছেন ও তাহার উত্তর যে ২ লোক দিয়াছেন বিশেষ দর্পণ ও চন্দ্রিকায় নানা দিবসে প্রকাশিতপ্রযুক্ত ও তাঁহারা অস্মদপেক্ষা বিজ্ঞ জন্য মহাশয়কে দোকর লিখিতে আনাবশ্যক কিন্তু আমার বিচারে যে আইন নিবেদিতেছি। আদৌ নীলের কৃষিতে অনেক উষর ভূমিকেউর্ব্বরা করণক ভৌমিকের লাভের প্রাচুর্য্যতা

দর্শিয়াছে কিন্তু নদীমাতৃক দেশে ঐ সকল নদী ও খালে নীলের কস্ জলে মিশ্রিত হওনে মৎস্যজন্য কর লাভের কিঞ্চিৎ ক্ষতি বঙ্গদেশে জন্মিতেছে হিন্দুস্থানে তাহা গণ্য নহে ঐ ক্ষতি অত্যল্প নীল আবাদ অনেক নানা দেশে হওনে ভৌমিকের ক্ষতি কোন ক্রমে গণ্য নহে। প্রজার বৃদ্ধি আমি নানা দেশ ভ্রমিয়া দেখিলাম গত ৪০ বৎসরাপেক্ষা অতি অধিক ওলাউঠা ও অন্য কোন রোগে প্রজার নাশ পূর্ব্বাপেক্ষা হয় নাই কেবল কতিপয় পল্লীগ্রামে আহার ও বিহারের দোষে কিঞ্চিৎ হ্রাস কিন্তু তদপেক্ষা বৃদ্ধি অধিক। ভূমির উৎপন্ন শস্য পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন বর্ত্তমান রাজ্যে হয় নাই কেবল অস্মদ্দেশীয় নানাবিধ অন্ন বিট্রেইন ও ফ্রান্‌স ইত্যাদি দেশে জাহাজ দ্বারা মহাজনেরা লইতেছেন এবং প্রজার বৃদ্ধি জন্য সমুদায় শস্য দুর্ম্মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা হইতেছে। ব্যবসায়ি প্রজালোক বর্ত্তমান সময়ে জীবিকার সুসারে স্বচ্ছন্দ নহে কারণ পূর্ব্বকালে তাহারদিগের শ্রমজাত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়াদিতে সুখী থাকিত এইক্ষণে কার্পাস নির্ম্মিত সূত্র ও নানাবিধ ও রেশমোদ্ভব বিবিধ বস্ত্র অন্যান্য বিলাতহইতে আসিয়া এদেশে বিক্রীত হইতেছে প্রযুক্ত ঐ ব্যবসায়িগণের লাভের ভূরি ক্ষতি নিরন্তর দর্শিতেছে। এদেশে চান্দি ও সোণার খাইন অর্থাৎ আকর অভাব ইহাতে যদি রৌপ্য স্বর্ণ মুদ্রা ভারতবর্ষহইতে অন্য দেশে নিরন্তর যাইতে লাগিল তবে কি ক্রমে ঐ রত্নের প্রাচুর্য্য এদেশে থাকিতে পারে। পূর্ব্বে বর্ত্তমান রাজগণ স্বর্ণ রৌপ্য এদেশহইতে বিলাযত লইতেন না এবং নিরন্তর স্বর্ণ রৌপ্য কলিকাতার ত্রেজুরী হইতে সকলকে প্রদান করিতেন বাঙ্গাল বেঙ্ক যাবৎ প্রকাশিত তাবৎ স্বর্ণ মুদ্রা কেহ পায় না এ গতিকে স্বর্ণের অত্যন্তাভাব স্বর্ণের মুদ্রা অর্থাৎ মোহর ১৫॥ ঊর্দ্ধ ১৬ ঐ রৌপ্য মুদ্রাপনে ক্রয় বিক্রয় নিরন্তর হইত এক্ষণে ঐ মোহরের মূল্য ১৭ টাকা অবধি ১৭।৵০ ও ॥৵০ ক্রয় বিক্রয় হইতেছে স্বর্ণের দুষ্প্রাপ্যতা অতিশয় বিশেষতঃ এমত আমি বিজ্ঞাত যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ওজনের অর্থাৎ পরিমাণের ন্যূনাতিরেক হয় নাই কেবল ইহার মধ্যে খাইদ অর্থাৎ তাম্রমিশ্রিত কিয়দংশ ঐ রাজার সরকার হইতে প্রতি জরবের প্রতি হইতেছে তাহার পরিমাণ জ্ঞানে আমি অবিজ্ঞ এবং তাহার পরিমাণ শোধাই দ্বারা রাজাজ্ঞানুসারে করিতে অক্ষম। এগতিকে যে স্বর্ণ রৌপ্য রাজকর্ম্মাভিষিক্তেরা স্বীয়লাভ জন্য কিম্বা রাজ কোষ ভরণাশয়ে হরণ করিতেছেন তন্মর্ম্ম বিজ্ঞাপনের আশা আমার অতি সুদূরেস্থিতা। অন্য

দেশীয় লোক এদেশে ভূম্যধিকারি হওনের জন্য মারকুইশ কর্ণওয়ালিসের নিয়মিত আইনের যে বিধি সকল ব্রিটিস রাজ সরকারের চাকর ও অন্য ২ প্রতি অর্পণ আছে তদ্বৈপরীত্যে ইহারা ক্রয় দ্বারা ভৌমিক হইলে এদেশীয় প্রজা ও ভৌমিকগণের অতিক্ষতি ভবিষ্যতে দর্শিবেক। কারণ ভারতবর্ষীয় লোক কোন বিলায়তে স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও ব্যবহার দৃষ্টে গমন ও বাসে অতি অক্ষম তবে ঐ মারকুইশের কারুণিক আজ্ঞাহেলনে কি ক্রমে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের উপকার সম্ভাবিত। মহাশয় গো আমার এই নিবেদন বিচার সহ প্রকাশ যোগ্য কি না বিচারপূর্ব্বক যথাহিত প্রকাশিতে আচরিবেন। অস্মদ্দেশে জল ও বায়ু নিরন্তর প্রজাগণের জন্যে উত্তম ও প্রদীপ্ত চিরকালাবধি অস্মদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদির ভোজন ও পানে নিরন্তর রত থাকিয়া কেহ ২ শতবর্ষের অধিক জীবিত ছিলেন ও আছেন। সুবে বাঙ্গালা পঞ্চদশ দিনের পথ দীর্ঘ সুবে উড়িষ্যা তদ্বৎ বেহার তদ্বৎ অর্থাৎ বাঙ্গালার পরিখা উত্তর ইস্তক দিনাজপুর দক্ষিণ গঙ্গাসাগর পূর্ব্ব চটগ্রাম পশ্চিম পঞ্চকূট জিলে রঘুনাথপুর। উড়িষ্যা বাঙ্গলার পশ্চিম দক্ষিণ কোন ইস্তক মেদিনীপুর লাগাৎ দক্ষিণ কটক জগন্নাথ ক্ষেত্র পশ্চিম মৌরভঞ্জ পূর্ব্ব বালেশ্বর নদী ও পঞ্চকূট ইত্যাদি গঙ্গার পশ্চিম পার। বেহার মুরশিদাবাদের উত্তর রাজমহল বগসর পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ। পশ্চিম শহর ঘাটি পূর্ব্ব বেতিয়া প্রস্থ। তদনন্তর বারাণস অবধি প্রয়াগ জৈনপুর দিল্লি শতুদ্রু নদীর কিনার পর্য্যন্ত নানা দেশ কনৌজ ফারাক্কাবাদ দিল্লি আগরা বুড়িয়া সহায়রানপুর ইত্যাদি অনেক দেশ হিন্দুস্থান নামাখ্যানে প্রদীপ্ত ও প্রসিদ্ধ আছে এই সকল দেশে ভ্রমণ করণক আমি নিশ্চয় করিলাম যে ব্রিটিস রাজাধিরাজ এ সকল দেশে বিরাজমান। শ্রীশ্রী৺ নিকটে প্রার্থনা এই যে আমার উপরের উল্লিখিত নিবেদিত মর্ম্ম বিজ্ঞাত হওনপূর্ব্বক অস্মদ প্রজাগণের কল্যাণ জন্য যাহা হিত বুঝেন আচরিবেন।

৫। সংস্কৃতের পাঠশালা মহানগরী কলিকাতায় হিন্দুকালেজের মধ্যে উহার নির্ণীত বিজ্ঞাত ছিলাম পরম্পরা তাহার বৈপরীত্য সম্বাদ শ্রবণে আমি অতৃপ্ত হইলাম। এ ভাষা ও অক্ষর অধ্যয়ন বিরামকরণে বর্ত্তমান শ্রীলশ্রীযুত রাজাধি রাজের কোন্ লাভ সম্ভব। যদি লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক গবর্নর্ বাহাদুর ঐ ভাষা ও অক্ষরকে মৃত গণিত ও দূষণাবহ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রতি তাঁহার বুদ্ধির গরিমা আমার মূর্খতা বশত সদা স্বীকার করিতে হইবেক।

কারণ তাঁহারদিগের অর্থাৎ ক্রাইষ্টান মতে হেবরু ও গ্রীক লেটিন্ যে সকল শাস্ত্র ও অক্ষর ও তৎসম্পর্কীয় ভাষা দৃষ্টে চলিত। এ পর্য্যন্ত ঐ সকলভাষা ও অক্ষর কেন প্রচলিত রাখিতেছেন ঐ ভাষা ও অক্ষর দৃষ্টে অস্মদ্ভাষা ও অক্ষর লোপ করিলে তাঁহার কি পুরুষার্থ ও বল প্রকাশ পাইবেক অস্মদ্দেশীয় ভাষা ও নাগর বাঙ্গলা ইত্যাদি অক্ষর লোপ কারণে তাঁহার লাভ হীন প্রচুর গণিত। অতএব তাঁহার এমত উচিত কদাচ না হবেক যে ইহার বারণে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ হইবেক অতএব আশা গরিষ্ঠা এই যে হিন্দুশাস্ত্রের বিধি সূচক সংস্কৃত ভাষা প্রবলা থাকিলে নানাবিধ প্রাচীন রীতি ও ধর্ম্মের প্রমাণ বিস্তারিত থাকিবার সম্ভাবনা।

—২৫ জুলাই ১৮৩৫/১০ শ্রাবণ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৬ আগস্ত বৃহস্পতিবার…কলিকাতার শ্রীযুত সরিফ সাহেব রামকানাই কর্ম্মকারকের বিরুদ্ধে বেন্দিদিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক পরোয়ানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের সূতানুটিতে যোড়াবাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৪৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥৪ চৌদ্দ কাঠা তাহা…নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামকান্ত সরকারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি। উত্তর দিগে রাজকিশোর দত্তের বাটী। দক্ষিণ দিগে এক গলি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄৪ চারি কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত আসামীর বাটী। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত রাজকিশোর দত্তের বাটী। দক্ষিণ দিগে এক গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের দেওয়া জানিতে পারিবেন।

—১ আগস্ত ১৮৩৫/১৭ শ্রাবণ ১২৪২

শেষ সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৬ আগস্ত বৃহস্পতিবার···কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেম্‌স হিগিন্সন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যের বিরুদ্ধে···নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের ধর্ম্মতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৩।।০ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৮ আঠার কাঠা ··তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মনোহর খার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে বিচর সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা। দক্ষিণ দিগে জানবাজারের রাস্তা।

এবং কলিকাতা নগরের রাধাবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৪ উনিশ কাঠা তাহা ··বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাধাবাজারের রাস্তা। পশ্চিম দিগে ডাক্তর নাস্কির বাটী ও ভূমি এবং অপরাংশে গণেশ ঘোষের ভদ্রাসন বাটী। উত্তর দিগে সরকারী গলি। এবং গোরাচাঁদ মুখুয্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১ আগস্ত ১৮৩৫/১৭ শ্রাবণ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

···কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেম্‌স হিগিন্সন সাহেব কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যের ও রমানাথ ভট্টাচার্য্য ও দীননাথ ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের শোভাবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগের একাংশে রামচাঁদ বিশ্বাসের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের ভদ্রাসন বাটী। দক্ষিণ দিগের

একাংশে আনন্দময় বিশ্বাসের বাটী ও ভূমি। অপরাংশে রাধানাথ দাসের বসতবাটী। পূর্ব্ব দিগে নন্দরাম সেনের গলিনামে বিখ্যাত সরকারী গলি।

২ দফা। এবং কলিকাতার চৌরঙ্গির যোড়াতলাওর গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৩৲ তিন বিঘা তাহা ...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে যোড়াতলাওর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে শ্রীযুত ক্লমেল সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে শ্রীযুত চীট সাহেবের বাটী ও ভূমি। ও উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১ আগস্ত ১৮৩৫/১৭ শ্রাবণ ১২৪২

বোয়ালিয়াতে রাজবিদ্রোহ।

বোয়ালিয়াতে যে রাজবিদ্রোহ ব্যাপার সংপ্রতি উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে গত বুধবাসরীয় ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রহইতে নীচে লিখিত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম। বহরমপুরস্থ এতদ্দেশীয় এক কোম্পানি পদাতিকেরদের প্রতি হুকুম হইল যে তাহারা সম্বাদ পাইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে রামপুর বোয়ালিয়াতে কুচ হয় যেহেতুক রামপুর বোয়ালিয়াতে উপরি ডাকের দ্বারা একপত্র আসিয়াছে যে বাণিজ্যকারি মহাজনেরদের অত্যাচারপ্রযুক্ত অনেক রাইয়ত একেবারে অবাধ্য হইয়াছে অতএব তাহারদের দমনার্থ অতিশীঘ্র এক দল সৈন্যের প্রয়োজন। থানাদারেরা সম্বাদ দিলেন যে ঐ অবাধ্যের কএক সহস্রজন একত্র হইয়াছে তাহারা যষ্ঠি প্রভৃতি অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক ঐ বাণিজ্য ব্যবসায়িরদের ঘরে আক্রমণ করিয়া তাবৎ সম্পত্তি ও হিসাবের বহী সকল বিনষ্ট করিয়াছে।

শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব ও শ্রীযুত ডেপুটি মাজিস্ত্রেট সাহেব ১৩০ জন বরকন্দাজ লইয়া তাহারদের দমনার্থ তাথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু ঐ জঘন্য এতদ্দেশীয় বরকন্দাজেরা পূর্ব্বোক্ত অতিতুচ্ছ অস্ত্রধারি ৩০০ ব্যক্তিকে একত্র সমাগত দেখিয়া পলায়নপূর্ব্বক ক্ষুদ্র২ ঝোপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল কেহ২ বা ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে লুকাইয়া থাকিল প্রায় সকলই অদৃশ্য হইল। কেবল জনেক দুই জন অতিসাহসিক হইয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের নিকটে দণ্ডায়মান রহিল ইহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেব বিপক্ষেরদের ভারি দল দেখিয়া সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক

তৎসময়ে হঠিয়াও তথাপি বিপক্ষীয় ৮০ জনকে ধৃত করিয়া সঙ্গে আনিলেন। এইক্ষণে মফঃসলে কাপ্তান সাহেবের অধীন ৫০ জন সিপাহী মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের সমভিব্যাহারে আছে সংপ্রতি ঐ স্থানে তাবৎ শান্ত ও সুস্থির হইয়াছে। অতএব অল্প দিনের মধ্যেই ঐ সৈন্যেরা প্রত্যাগমন করিবে।

গত শুক্রবারে বহরমপুরে আগত এক পত্রে যে উৎপাতের নিমিত্ত হঠাৎ এই সকল সৈন্য সংগৃহীত হয় তাহার আরো কিঞ্চিৎ কারণ ব্যক্ত আছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে রামপুর বোয়ালিয়া অঞ্চলস্থ বাণিজ্যব্যবসায়ী ও সরাফ ও মুদি লোকেরা প্রাণরক্ষার্থ কাহাকে আর এক টাকাও কর্জ দিতে স্বীকৃত নহে এই প্রযুক্ত রাইয়তেরা আপনারদের ফসল মহাজনেরদিগকে না দিয়া জমীদারকে দিতেছে এবং রাইয়তেরা ঐ মহাজনেরদের ঘর ভাঙ্গিতে এবং তাঁহারদের তাবৎ হিসাবের বহী বিনষ্ট করিতেছে তাহার অভিপ্রায় এই যে ঐ সকল গরিব রাইযতেরদের উপরে মহাজনেরা যে ভুরি২ মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ দেওনার্থ তাহারদের কোন হিসাবের বহী না থাকে। এবং মাজিস্ত্রেট সাহেব ঐ রাইযতেরদিগকে গ্রেপ্তার অথবা এই অত্যাচার নিবারণের কোন উপায় না করিতে করিতেই তাহারা একেবারে উক্ত কর্ম্ম কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল। পরে কেবল যষ্টিকারি ১০০জন দস্যু ধরা পড়িল কিন্তু তৎপরে মাজিস্ত্রেট সাহেব শুনিলেন যে দেশস্থ সমুদায় লোক একত্র হইয়া তাহারদেরও উদ্ধারার্থ উদ্যোগ করিবে এই প্রযুক্ত তিনি তৎকালে হঠিয়া সাহায্যার্থ সৈন্যেরদিগকে আসিতে লিখিলেন।

এইক্ষণে শুনা গেল যে রামপুর বোয়ালিয়াতে যে উৎপাত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে পূর্ব্বে যেমন ভয় শ্রবণ হয় তেমন নয়। কথিত আছে যে সৈন্যেরদের শৌর্য্য ব্যাপারকরণের কিছু আবশ্যক থাকিবে না এবং এমত বোধও হইয়াছে যে মহাজনেরদের হিসাবের বহী খত পত্র পুড়িয়া ফেলিতে জমীদারেরা প্রবোধ দিয়া ছিলেন। —১ আগস্ত ১৮৩৫ /১৭ শ্রাবণ ১২৪২

সুপ্রিম কোর্ট।

গত সোমবার পূর্ব্বাহ্নে সুপ্রিম কোর্টের জজ শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন চীফ জুষ্টিসের সম্মুখে মিছিল আরম্ভ হইল। তাহাতে এতদ্দেশীয় দুই মহাশয় বিশেষতঃ শ্রীযুত অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রূপলাল মল্লিক গ্রান্দজুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এবং শ্রীযুত রাজা দেবীকৃষ্ণের নাম ডাক হইয়াছিল তাহাতে তিনি উত্তরও দিয়াছিলেন কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে যখন ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেব জুরীরদিগকে শপথ করাইতে আরম্ভ করিলেন তখনপর্য্যন্তও ঐ মহারাজার খোজ নাই তাহাতে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব এইরূপে আদালতের কার্য্যে তাঁহার চাতুরীকরণ বিষয়ে অনেক বক্তৃতাকরণপূর্ব্বক কহিলেন যে তাঁহার এতদ্রূপ অবর্ত্তমানতায় অনেক অনিষ্টসম্ভাবনা ছিল কিন্তু এইক্ষণে আপনারদের ২২ জনের শপথ করা হইয়াছে অতএব তাঁহার অনুপস্থিতিতেও কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে কিন্তু যদি তিনি ব্যামোহপ্রযুক্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই এমত প্রমাণ দর্শাইতে না পারেন তবে ৩০০ টাকার ন্যূন নহে জরীমানা হইবে।

পরে মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে মহারাজা এইরূপ স্বকৃতি করিলেন যে গ্রান্দজুরীতে এই প্রথম নিয়োগ হওয়াতে আদালতের রীতি ব্যবহার অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত আমি উপস্থিত হইতে পারিলাম না।

—১ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৭ শ্রাবণ ১২৪২

কলিকাতার পরমিট পঞ্চোত্তরা ও ডাক ঘর।

যে শরবরণ জাহাজআরোহণে শ্রীযুত এলিয়াট সাহেব বিলায়তে গমন করিতেছিলেন কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া বিঘ্ন হওয়াতে [ঐ] জাহাজ ফিরে আসিয়াছে অতএব এইক্ষণে এলিয়াট সাহেব বিলায়তে গমনের কল্প ত্যাগকরিয়া পুনর্ব্বার ডাকঘরের কর্তৃত্ব কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এবং তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত সিডিন্স সাহেব পুনর্ব্বার স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঐ কর্ম্মে অনেক বৎসরপর্য্যন্ত থাকিয়া যেমন মহাজন লোকেরদের সন্তোষ জন্মাইয়াছেন তদ্রূপ গবর্ণমেণ্টরও বটে।

—১ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৭ শ্রাবণ ১২৪২

জুরী।

কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে যে জুরীর ব্যাপার সম্পাদনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার জুরীবিষয়ক নূতন ব্যবস্থার নীচে লিখিতব্য মূল নিয়ম স্থিরকরণ বিষয়ে সকলই ঐক্য হইয়াছেন এবং এইক্ষণে ঐ সকল নিয়ম তাঁহারা আইন স্বরূপ নিরূপণ করিয়া ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে জ্ঞাপন করিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামী কিম্বা জজ সাহেব ইচ্ছা করিলে তাহা জুরীর দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারিবে কিন্তু ঐ অন্যতম ব্যক্তির ইচ্ছাব্যতিরেকে হইতে পারে না।

সামান্যতঃ জুরীর কর্ম্মে ৪ জন নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহারদের অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থাৎ ৩ জন যাহা স্থির করিবেন তাহাই মঞ্জুর হইবে কিন্তু তাঁহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি তাবৎ জুরীর নামেই ফয়সলা দিবেন অর্থাৎ জুরীরদের মধ্যে এক জন অসমর্থ হইলেও তাহা তাবৎ জুরীর কৃত নিষ্পত্তি জ্ঞান করিতে হইবে।

সম্পূর্ণ জুরীতে ১২ জন করিয়া থাকিবেন তাঁহারদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থাৎ ৯ জনের যে নিষ্পত্তি তাহাই মঞ্জুর থাকিবে কিন্তু দুই ঘণ্টা বিবেচনার পরেও যদি ৯ জনের মতের ঐক্য না হয় তবে ৭ জন যাহা নিষ্পত্তি করিবেন তাহাই স্থির থাকিবে।

জজ কিম্বা ফরিয়াদী কি আসামী সামান্য বা সম্পূর্ণ জুরীর প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

জুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা আপনারদের মেহনতআনা বলিয়া প্রতিদিন ৪ টাকা করিয়া পাইবেন।

—১ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৭ শ্রাবণ ১২৪২

নূতন বাষ্পীয় জাহাজ।

ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে যে সকল লৌহময় বাষ্পীয় জাহাজ আসিয়াছে তন্মধ্যে শেষাগত জাহাজ গত ২২ তারিখে কলিকাতায় ভাসান গিয়াছে। এবং শ্রীমতী বিব প্রোডন ঐ জাহাজের নাম উলিয়ম বেলাণ্ট রাখিয়াছেন। তৎসময়ে অনেক দিদৃক্ষুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ জাহাজের তাবদ্বিষয়ের পরীক্ষাতেই ভদ্রতা হইয়াছে।

জর্জ্জ সুইণ্টননামক [নামক] বাষ্পীয় জাহাজের সংপ্রতিকার উজানে গমনেতে

অতি খেদজনক প্রাণহানি হইয়াছে। বিশেষতঃ নদীর আড়কাটির এক নৌকা দৈবাৎ ঐ জাহাজের নিকটে সংলগ্ন হওয়াতে একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল তাহাতে ঐ নৌকাস্থ ক্ষুদ্র এক বালক ডুবিয়া প্রাণ হারাইল। বাষ্পীয় জাহাজের কএক জন আরোহী ভ্রমণার্থ তটে উঠিয়া ছিলেন তাহারদের মধ্যে ইনশাইন ডেবিসন নামক এক ব্যক্তি ভ্রমণকরত হঠাৎ নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া প্রবাহমধ্যে পড়িলেন। পরে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার উদ্ধারার্থ যত উদ্যোগ করা গেল সকল বিফল হইল।

—১ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৭ শ্রাবণ ১২৪২

পিনাঙ্গ।

আনরবল শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড গাম্বিয়র সাহেব যথারীতি শপথকরণপূর্ব্বক ২৯ জুন তারিখে পিনাঙ্গ ও শিঙ্গাপুর ও মালাকার [মালাবার] রিকার্ডর অর্থাৎ চীফ জুষ্টীসী পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত সর জান বেঞ্জিমেন মালকিন সাহেব কলিকাতার সুপ্রিমের কোর্টের জজী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে উক্ত স্থানহইতে মুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করিবেন।

—১ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৭ শ্রাবণ ১২৪২

বাষ্পীয় নূতন কোম্পানি।

ইঙ্গলণ্ড দেশের গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে গমনাগমনের সুযোগ বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা ফ্রাৎ নদী ও সুফসমুদ্র দিয়া সংস্থাপন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে কেপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আগমণের এইক্ষণে যে পথ আছে সেই পথে বাষ্পীয় যন্ত্রের আনুকূল্যে জাহাজের গমনাগমন নিমিত্ত লণ্ডন নগরে সংপ্রতি এক কোম্পানি সংস্থাপিত হইয়াছেন। তাঁহারদের মূল ধন ১২ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। বোধ হয় যে আগামি বৎসরের জুন মাসে বাষ্পীয় জাহাজ প্রথম ঐ পথ দিয়া এতদ্দেশে আসিবে। ঐ কোম্পানি এমত বিবেচনা করিয়াছেন যে ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে জাহাজ এতদ্দেশে ৭০/৭৫ দিবসের মধ্যে পঁহুছিতে পারিবে।

—১ আগস্ত ১৮৩৫/১৭ শ্রাবণ ১২৪২

[কনসরবেন্সি চাপরাশিদের দৌরাত্ম্য।]

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়ের দর্পণে অর্পণার্থে নিম্নে লিখিত কএক পংক্তি প্রেরণ করিতেছি যদ্যপি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আপনকার বহুমূল্য দর্পণের একপার্শ্বে স্থানার্পণ করেন তবে লোকসমূহের যথেষ্ট হিত হয়। করসরবেন্সি ডিপার্টমেণ্টের সরকাবেরদের ছয় চাপরাশিরদের দৌরাত্মাতাহইতে মুক্ত হইবার জন্যে মহাশয়ের দর্পণে কএক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় যে সে অব্যর্থ হইল। যাহাহউক যেপর্য্যন্ত আমরা হিতৈষি মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের দয়ার চিহ্ন না দেখা যায় সেপর্য্যন্ত আমি পুনঃ২ লিখনের ধর্য্য হইতে পারি না।

উক্ত লিখিত সরকারের ছয় চাপরাশিরা হস্তপূর্ণ উৎকোচ প্রদান করিয়া ঐ সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবামাত্র আকাঙ্ক্ষার সন্তোষার্থে অর্থের অনুবধাবন করে ঐ সরকারেরা রাস্তা তদারক করিতে আইসে আমারদের নিকট আসিয়া অধিপযোগ্যেশ্বর আমারদের কহেন তোমরা এমন কর কেন তোমারদের বাটীর ময়লা রাস্তায় ফেল এবং বাটীর জল রাস্তায় পড়ে তোমরা ছাতের নরদমা এমত করিয়া ফিরিয়া লও যেন জল রাস্তায় না পড়িয়া বাটীর মধ্যে পড়ে নতুবা তোমারদের নামে শমন করিয়া জরিমানা করিব হে সম্পাদক মহাশয় একি অযথার্থ নহে আমরা রাস্তা পরিষ্কারার্থে টেক্‌স দিয়া থাকি তত্রাপি ঐ সকল দুরাত্মারা আমারদের কটুকাটব্য কহে যদ্যপি আমরা তাহারদের পাকেট পূর্ণ করি তবে তাহারা ক্ষান্ত হয় নতুবা আমারদের নামে মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের নিকট শমন করে যাহারা সামান্য বিশ্বাষী [বিশ্বাসী] হইয়া ঐ সকল ভদ্র সরকার ও চাপরাশিরদের সত্যতা প্রামাণ্য করিয়াআমারদের দণ্ড করেন বিবেচনা করুন মহাশয় যদ্যপি আমরা বাটীর ময়লা এবং জল রাস্তায় না ফেলিব তবে এই সকল ময়লা ও জল কোথায় ফেলিব আমরা তত্রাপি বিষ্ঠা রাস্তায় ফেলি না যে লোকের অহিত হইবে কেবল বাটীর ময়লা ও বৃষ্টির জল ফেলি ইত্যাদি অতিরিক্ত লেখনে পত্রের বাহুল্য প্রযুক্ত সংক্ষেপে লিখিলাম আমি অনুমান করি এই সকল দৌরাত্ম্য মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা জ্ঞাত নহেন এতদর্থে ইহারদের মোচন হয় না

এই নিমিত্ত লিখিতেছি মহাশয়ের দর্পণে প্রকাশ করিয়া শ্রীলশ্রীযুতের কর্ণ গোচর করাইতে আজ্ঞা হইবেক ইতি।

১৮ জুলাই ১৮৩৫। কস্যচিৎ জি কে ডি।

—১ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৭ শ্রাবণ ১২৪২

[নিমতলা ঘাট।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

কিয়ৎকাল হইল এতদ্দেশীয় কতিপয় মহাশয়েরা এক সাধারণ বৈঠক করিয়া নিমতলার ঘাটের চতুর্দ্দিগে প্রাচীর নির্ম্মাণার্থ চাঁদা করিয়া তাহা সম্পন্ন করিলেন তাহাতে কেবল গঙ্গার সম্মুখভাগ মুক্ত রাখা গেল তাহার অভিপ্রায় শবদাহের ধূমসকল গঙ্গা দিয়া বাহির হয় এই উপকারক কর্ম্মের বিষয় প্রস্তাব করা গেল বৈঠকে সমাগত মহাশয়েরা তাহা শীঘ্র সম্পাদনার্থ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু হে সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে তাহাতে যেরূপ অনিষ্ট জন্মিতেছে তাহা আপনাকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছুক। এক দিবস ঐ রাস্তা দিয়া গমন করত দেখিলাম চারি জন ঐস্থানে এক শব আনিল কিন্তু পূর্ব্বে একটা ভারি বৃষ্টি হওয়াতে চিতা জ্বালান অসাধ্য হইল যেহেতুক ঐ স্থানের আচ্ছাদন নাই এবং আমি অপরাহ্ন সময়ে তথায় গমন করিয়া দেখিলাম ঐ ব্যক্তিরা তদ্রূপাবস্থই আছে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমরা কি নিমিত্ত বসিয়া আছ তাহারা কহিল যে অতিশয় বৃষ্টি প্রযুক্ত দাহ করিতে পারি নাই এবং নিকটবর্ত্তি কোন স্থানেও শব লইয়া যাইতে পারি নাই। সম্পাদক মহাশয় ঐ স্থানে পূর্ব্বে যে দারুময় প্রাচীর ছিল তৎপরিবর্ত্তে ইষ্টকময় হওয়াতে কি গুণ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না পূর্ব্বে যেমন ক্লেশ ছিল এখনও তদ্রূপ আছে। এই খরচেতে সরকারের কি উপকার হইয়াছে অতএব এইক্ষণে তাঁহারদিগকে আমি জ্ঞাপন করিতেছি যে তাঁহারা যদি ঐ স্থানে এক চাঁদনি নির্ম্মাণ করেন তবে দুঃখি ব্যক্তিরদের অধিক উপকার হইতে পারে এবং তাহারদের ঐ বৈধকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে এমত বোধ করা যাইবে।

১৮ জুলাই। ১৩. ১৩. ১৩।

—১ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৭ শ্রাবণ ১২৪২

[স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস ও বস্ত্র পরিধান বিষয়।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে অনেকানেক আন্দোলনান্তেও কোন ফলদায়ক দৃষ্ট হইল না। যেহেতুক তদ্বিষয়ে সমুদয় প্রধান হিন্দু মহাশয় দিগের সম্মতির ঐক্য ভাব। আমি এইক্ষণে এতদ্দেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভরসা করি বিজ্ঞ বাঙ্গলা সম্বাদপত্র প্রকাশক মহাশয়েরা ও সদ্বিবেচক পাঠক হিন্দু স্বদেশের সম্ভ্রম ও সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়। যেহেতুক পুরাণ কাব্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কদর্য্য নব্য ব্যবহার কেন গ্রহণ করিয়াছেন।

যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবে না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্ব গাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যনুসারে নানাভরণে স্ত্রীলোকদিগকে সুশোভিতা করিবার প্রযত্ন রাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহুমূল্যাভরণ দিতেছেন সে স্থলে একখানি সূক্ষ্ম সাটী হদ্দ পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি সুশোভিতা হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তর যদ্যপিও হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি চন্দ্রিকাসম্পাদককৃত দূতীবিলাসে অনঙ্গমঞ্জরীয় উত্তম বেশবর্ণনে। সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণানুযায়ি বসনের সুদৃশ্যতা হইয়াছিল। এতএব বিজ্ঞ মহাশয়েরা এই ঘৃণিত ব্যবহার পরিবর্ত্তনে মনোযোগ করুন। যদি বলেন তোমার লিখনের অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধারণ সকলই বহুমূল্যের বস্ত্র স্ত্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়া দেউন ও শাটীবস্ত্রের ব্যবহার একদাই পরিত্যাগ হউক। উত্তর অস্মদভিপ্রেত তাহা নহে ফলতঃ যে ব্যক্তি যত মূল্যের অলঙ্কার স্ত্রীগণকে

দিতে সুসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন। এবং পূজা রন্ধন ভোজনকালীন সাটী পরিধান হিন্দু স্ত্রীগণের আবশ্যক বটে তাহা পরুন। যদ্রূপ হিন্দুস্থানে ব্যবহার আছে। এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সম্ভ্রমার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব ২ কুলাঙ্গনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার করাইলে কদাচ দুষ্য হইতে পারে না। বরং সুদৃশ্যা ও সলজ্জিতা দৃষ্ট হইতে পারে। যদি বলেন এতদ্দেশামাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ব্যবহার একদা কিপ্রকার সম্ভাবনা। উত্তর তাহার এক সদুপায় সুলভ অনুভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রূপই ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। তদ্বিস্তার এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আমার লিখনের বড় আবশ্যক নাই অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ শিষ্ট ধনি মানি রাজা বাবু মহাশয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগের আবশ্যক। অপর কোন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ইতি।

কস্যচিৎ বিদেশিনঃ।

—১ আগস্ত ১৮৩৫/১৭ শ্রাবণ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২০ আগস্ত বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেমস হিগিন্সন সাহেব জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতানগরে বড়বাজারের বটতলার গলির সামিল [শামিল] ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৩৭ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।৹ দশ কাঠা তাহা …পূর্ব্বোক্ত আসামী জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ

বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কোম্পানির রাস্তা। পশ্চিম দিগে রামমোহন চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গোলক সেনের বাটী ও ভূমি।

২। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তেতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৪৯ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা……বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা। উত্তর দিগে সরজা বায়ীর ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত গোলক সেনের বাটী ও ভূমি।

৩। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের সামিল [শামিল] ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩।০ তিন কাঠা চারি ছটাক……বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বটতলার গলি। দক্ষিণ দিগে সরকারি নর্দমা। পূর্ব্ব দিগে কিশোরী বৈষ্ণবীর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে নিতাই কাঁসারির বাটী ও ভূমি।

৪। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের…এক দোতালা…ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। উত্তর দিগে জগদ্দুর্লভ সেনের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে গোকুলচাঁদ বাবুর বাটী ও ভূমি।

৫। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের…এক দোতালা…অনুমান ।০॥০ পাঁচ কাঠা আট ছটাক তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত বটতলার গলি। দক্ষিণ দিগে নর্দমা।

৬। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের…এক দোতালা…অনুমান /২॥০ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে নরসিংহ দাসের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রামমণি রাঁড়ের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কোম্পানির গলি। দক্ষিণ দিগে জগি রাঁড়ের বাটী ও ভূমি।

—৮ আগস্ত ১৮৩৫/২৪ শ্রাবণ্ ১২৪২

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২০ আগস্ত বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব জেম্স বৃজনেলের মরণোত্তর মৃত নন্দলাল দের উত্তরাধিকারী অথচ পুত্র বিশ্বম্ভর দে ও রাজকিশোর দে ও দীননাথ দের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ ক্লেপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। এবং কলিকাতার লালবাজারের শামিল...একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে...।০ পাঁচ কাঠা...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ [পূর্ব্ব] দিগে লিফাবর সাহেবের বাটী ও [ভূমি]। পশ্চিম দিগে লালু মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কেম্প সাহেবের [বাটী] ও ভূমি। উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ..এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত [গৃহ ও] বসতবাটী নং ১৬.. ভূমি অনুমান ./৪ চারি [কাঠা]...বিক্রীত হইবে তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কেরি [সাহেবের] বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে * মুখুয্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত কেরি সাহেবের বাটী ও [ভূমি]। উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল...এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তৎসঙ্গে.../২॥০ দুই কাঠা [দশ] ছটাক...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম [দিগে] এক গলি। পূর্ব্ব দিগে তাম [সন সাহেবের] বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে * বাটী ও ভূমি। উত্তর দিকে * বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং কলিকাতানগরে কসাইটোলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ./২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত নন্দলাল দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে

বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে ডুমন সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ফতু কসাইয়ের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে উজিয়া সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে এক গলি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের···এক দোতালা ··অনুমান ./৩ তিন কাঠা তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত মৃত নন্দলাল দের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা। পশ্চিম দিগে গোবিন্দচন্দ্র দের বাজার পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

৬ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের মলঙ্গার সেকরা পাড়ার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ./৩॥০ তিন কাঠা আট ছটাক তাহা···নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত নন্দলাল দের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামধন সেকরার বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গৌর সেকরার বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত নন্দলাল দের ভদ্রাসন বাটী ও ভূমি।

৭ দফা। এবং কলিকাতার মলঙ্গার দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তির গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা ···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে স্বরূপ দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি। দক্ষিণ দিগে বিশ্বনাথ মতিলালের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গৌর দত্তের বাটী ও ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত···অনুমান ।২ সাত কাঠা ··বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সাধুচরণ সেনের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কিশোর দের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে নিত্যাই সেকরার বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

৯ দফা। এবং কলিকাতা নগরে মলঙ্গার বহুবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নং ২০ যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ./১।০ এক কাঠা চারি ছটাক তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে রামকান্ত পালের ভূমি ও মন্দির। উত্তর দিগে নীলু মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের···এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ২০৮ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা · বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে নিমাই মিস্ত্রির ভূমি। দক্ষিণ দিগে নীলমণি মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি।

১১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের··এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী···অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বহুবাজারের রাস্তা। উত্তর দিগে সদর রাস্তা। পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে নিত্যাই ধরের বাটী ও ভূমি।

১২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের··এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৬৬ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সদর রাস্তা। দক্ষিণ দিগে বলাই শীলের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে কৌল সাহেবের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

১৩ দফা। এবং কলিকাতানগরে মলঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী···অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পাঁচু ধরের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গোপালচাঁদ দের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিগে সদর গলি।

১৪ দফা। এবং কলিকাতানগরে বহুবাজারে মলঙ্গার কাড়ো দাসের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা ···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে বিশ্বনাথ মতিলালের আস্তাবল। দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ হালদারের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গোবিন্দচন্দ্র দের বাটী ও ভূমি।

১৫ দফা। এবং কলিকাতানগরে হাড় কাটার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী···অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর

দিগে মদন নেউগীর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে জগু দাসের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে হরি শীলের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

১৬ দফা। এবং কলিকাতানগরের মীর্জাপুরের চাঁপাতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা গৃহ বসতবাটী…অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা …বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক গলি। উত্তর দিগে সরকারী নর্দ্দমা। পূর্ব্ব দিগে গণেশ ঠাকুরের গলি। পশ্চিম দিগে নারায়ণ মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি।

১৭ দফা। এবং কলিকাতানগরে বৈঠকখানার শামিল…অনুমান ⁄২॥০ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা। উত্তর দিগে গোপীমোহন দেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে নীলু শীলের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গোপীমোহন ঘোষের ভূমি।

১৮ দফা। এবং কলিকাতানগরে ধর্ম্মতলার শামিল…এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১৪৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥২॥০ বার কাঠা আট ছটাক তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেযতঃ পূর্ব্ব দিগে জোন সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে হাণ্টর কোম্পানির আস্তবল। উত্তর দিগে সদর রাস্তা। দক্ষিণ দিগে হাণ্টর সাহেবের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৮ আগস্ত ১৮৩৫ / ২৪ শ্রাবণ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৪ জুলাই।

…শাজহানপুরের সিবিসম্পর্কীয় চিকিৎসক শ্রীযুত এফ ফ্লেমিং সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা আগমনার্থ কর্ম্মস্থানহইতে ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই অবধি ১৮৩৬ সালের ১৫ জানুআরি পর্য্যন্ত ছুটি পাইয়াছেন। ঐ সাহেব

চিকিৎসা কর্ম্মের ভার শাজহানপুরের পদাতিক সৈন্যের ১৪ রেজিমেণ্টের আসিণ্টাষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ডি গলান সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।

—৮ আগস্ত ১৮৩৫ / ২৪ শ্রাবণ ১২৪২

[কুষ্ঠিদের আশ্রয়।]

শনিবার ৮ আগস্ত ১৮৩৫।

কুষ্ঠিরদের আশ্রয়স্থানবিষয়ে এবং কলিকাতার চারিটেবল সোসৈটির বিষয়ে আমরা অতিশুশ্রূষণীয় এক সম্বাদ লিপি পাইয়াছি কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত আগামি সপ্তাহপর্য্যন্ত তাহা স্থগিত রাখিতে হইল। ভরসা আছে যে আগামি দর্পণেতে তদ্বিবরণ সম্পূর্ণরূপেই পাঠক মহাশয়েরদের নিকট প্রকাশ করিতে পারিব।

—৮ আগস্ত ১৮৩৫ / ২৪ শ্রাবণ ১২৪২

মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন।

আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত সোমবার ৩ আগস্ত তারিখে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক নূতন আইন কৌন্সেলে জারী হইল এবং তদবধি মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। এই সারল্যব্যাপার শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অনুগ্রহেতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়েরা এই অতিশুভাবহ ব্যাপার সম্পাদনোপলক্ষে তাঁহাকে অতিপ্রশংসাসূচক এক পত্র প্রদান করিবেন। ঐ আইন ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। এই বিষয়ে কেহ ২ আপনারদের ভয়ও জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রীলশ্রীযুত লার্ড হেসবরি সাহেব সমাগত হইয়া ঐ নূতন আইনের প্রতিবন্ধকতা বা [না] করেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমারদের কিছু আশঙ্কা বোধ হয় না।

—৮ আগস্ত ১৮৩৫ / ২৪ শ্রাবণ ১২৪২

গোলাম ক্রয় বিক্রয়করণের দণ্ড।

কলিকাতার মধ্যে প্রায় অনেক লোক আছেন গোলাম ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন অতএব তাঁহারা গত ১৩ জুলাই তারিখে বোম্বাইতে ঐ ব্যাপার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তাহার নীচে লিখিতব্য বিবরণ পাঠ করিয়া নিতান্ত সাবধান

থাকিবেন যে ঐ অপরাধেতে কিপর্য্যন্ত দণ্ড না হয়। ইহার পূর্ব্বে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করণেতে প্রায় অপরাধ ছিল না যে ছিল সে কিঞ্চিন্মাত্র। কিন্তু সংপ্রতি ঐ ব্যবসায় বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অতিশক্তাশক্তিরূপে নিষেধিত হইয়াছে। গোলামের স্থান উত্তরামেরিকা। এইক্ষণে যে কোন দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পতাকা উড্ডীয়মানা সেই দেশে কদাচ গোলাম থাকিতে পারে না। বোম্বাইর মোকদ্দমার বিবরণ এই যে।

মহম্মদ আমীন আবদুল রহিম এবং পীর খাঁ হাজি খাঁর নামে এই নালিস হয় যে বোম্বাই উপদ্বীপের সরহদ্দের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কাফ্রি এক বালক ও বালিকাকে বিক্রয় করেন শেষোক্ত ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন। এই মোকদ্দমা বিষয়ে অনেক লোকের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল যেহেতুক উভয় আসামী বিদেশীয় লোক এবং ঐ বালক বালিকা বিক্রয় হওনার্থ বোম্বাই শহরের মধ্যেই অপহৃত হইয়াছিল।

তাহাতে মহম্মদ আমীন এই উত্তর করিলেন যে এই বালিকাকে এক জন আরব বণিক আমার নিকটে আনিয়াছিল এবং আমি ঐ বালিকা পীর খাঁ হাজি খাঁকে এই নিমিত্তে বিক্রয় করিলাম যে তাঁহার নিকটে যে এক ছোকরা কাফ্রি থাকে তাহার সঙ্গে থাকিতে পারে।

পীর খাঁ হাজি খাঁ উত্তর করিলেন যে কান্দাহার দেশীয় এক জন বাণিজ্য ব্যবসায়ী আমি অশ্ব বিক্রয়ার্থ বোম্বাইতে আসিয়াছি। এই স্থানে পঁহুছনের কিঞ্চিৎ পরে ঐ মহম্মদ আমীন আসামী আমার নিকটে বালিকাবিক্রয়ার্থ প্রস্তাব করিলেন তাহাতে আমি ঐ বালিকাকে ক্রয় করিয়া নির্দ্ধার্য্য মূল্য দিলাম। আমার দেশে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম নহে অশ্বক্রয়বিক্রয় যেমন এক ব্যবসায় তদ্রূপই গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়। আমি ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা অনভিজ্ঞ ইহার পূর্ব্বে আর কখন বোম্বাইতে আসি নাই। আমার অপরাধ বটে কিন্তু ইঙ্গলণ্ডদেশীয় ব্যবহার ও আইন অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই তাহা হইয়াছে।

পরে অতিবিশিষ্ট দুই জন আরবীয় বণিক উপস্থিত হইয়া পীর খাঁ হাজি খাঁর শিষ্টতা বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিলেন যে ইনি কান্দাহার দেশজাত ব্যক্তি কেবল বোম্বাইতে আসিয়াছেন সংপ্রতি ইহার পূর্ব্বে আর কখন এতদ্দেশে আইসেন নাই

স্বদেশে ইনি এক জন ওমরা অতি প্রাচীন বড়মানুষের মধ্যে গণ্য এবং তাঁহার ঐ দেশে অন্যান্য ব্যবসায়করণে যেমন অনুমতি তদ্রূপ গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়ও আছে। তাঁহারা শপথ করিয়া কহিলেন যে ইনি অতি শিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি।

পরে জুষ্টীস শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব জুরীর সাহেবেরদের নিকটে সাক্ষ্যের দ্বারা উভয় আসামীর যে দোষ সাব্যস্ত হইল তাহার অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গুরুত্বলঘুত্বের মীমাংসা করিয়া জুরীরদিগের কহিলেন যে এইক্ষণে ইহারদের অপরাধের নির্ণয়করণের ভার আপনারদের প্রতি।

তাহাতে জুরীর সাহেবেরা স্থানান্তর হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যাগতোত্তর কহিলেন যে উভয় আসামীই দোষী।

পরে শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব আবদুল আমীনের প্রতি কহিলেন যে ইনি ৭ বৎসরপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর অর্থাৎ মরিচ উপদ্বীপে প্রেরিত হউন এবং পীর খাঁ হাজি খাঁ ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রম যুক্ত হরিণ বাটীতে কয়েদ থাকুন।

—৮ আগস্ত ১৮৩৫ / ২৪ শ্রাবণ ১২৪২

সুপ্রিম কোর্ট ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার।

গ্রাণ্ডজুরীর কার্য্য সমাপ্ত হইলে ৩০ জুলাই তারিখে ঐ জুরীরা শ্রীযুত চীফ জুষ্টিস সাহেবের স্থানে বিদায় হইলেন তাহাতে চীফ জুষ্টিস সাহেব তাঁহারদিগকে কহিলেন যে পোলীসের এতদ্দেশীয় আমলারদের সতর্কতাপ্রযুক্ত যেরূপে চৌর্য্য দস্যুতা ব্যাপার সকল ধরা পড়িয়াছে এবং অপহৃত নানা সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তিতে স্বামিরদিগকে দেওয়া গিয়াছে ইহাতে আমার যথেষ্ট সন্তোষ জন্মিয়াছে। ঐ প্রত্যেক মোকদ্দমায় আপনারা বিবেচনা করিয়াছেন তাহাতে আপনারা কার্য্যে ২ বিলক্ষণ কার্য্যের ভাব জ্ঞাত হইয়াছেন অতএব আমার পুনর্ব্যাখ্যাকরণের আবশ্যক নাই কিন্তু আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ সময়ে আমার জ্ঞানগোচর হওয়াতে পোলীসের কৃত প্রশংসনীয় কার্য্য সকল আপনারদের বিদায় হওনের পূর্ব্বে আপনারদিগকে জ্ঞাত করা আমার উচিত বোধ হইল।

—৮ আগস্ত ১৮৩৫ / ২৪ শ্রাবণ ১২৪২

দুই বিবাহ।

সুপ্রিম কোর্টে বর্ত্তমান মিছিলে বিবাহদ্বয়নিমিত্ত এক মোকদ্দমা হওয়াতে এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা জুরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারদিগকে বুঝান

কঠিন হইল যে এমত কৰ্ম্ম অতিদোষাবহ যেহেতুক হিন্দু ও মোসলমানের শাস্ত্রে একের অধিক বিবাহকরাতে নিষেধ নাই। ঐ অপরাধি তামস এড্‌বার্ড শরবরন্‌নামক ব্যক্তির নামে গত ৩০ জুলাই তারিখে এই মোকৰ্দ্দমা হয় যে ঐ ব্যক্তি গত বৎসরের আগস্ত মাসে চুঁচুড়াতে এক বিবাহিতা সত্ত্বে অপর বিবাহ করে। পরে সাক্ষ্য সকল শুননি হইলে জুরীর সাহেবেরা এক মিনিট স্থানান্তর হইয়া তাহাকে দোষী করিলেন তাহাতে জজ সাহেবেরা ঐ দোষিকে এক বৎসর কয়েদ থাকনের হুকুম দিলেন।

—৮ আগস্ত ১৮৩৫ / ২৪ শ্রাবণ ১২৪২

উপরি সমাচার দর্পণ।

সোমবার ১০ আগস্ত ১৮৩৫ সাল।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা শহরের এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম কুঠীর ও তদন্তঃপাতি স্থানসকলের শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের সাধারণ ও ত্রৈমাসিক আজ্জোর্ণেড সেসন অফ দি পীস অর্থাৎ মিছিল কলিকাতাস্থ ঘরের টাক্সসম্পর্কীয় উক্ত জুষ্টীস সাহেবেরদের দপ্তরখানাতে আগামি ১২ আগস্ত বুধবারে পূর্ব্বাহ্ণ বেলা দুই প্রহরের সময়ে বৈঠক হইবে।

ক্লার্ক অফ দি পীস দপ্তরখানায়। ডবলিউ এচ স্মোল্ট
৭ আগস্ত ১৮৩৫। ক্লার্ক অফ দি পীস।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা শহরের এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম কুঠীর ও তদন্তঃপাতি স্থানসকলের শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের সাধারণ ও ত্রৈমাসিক সেসন অফ দি পীস অর্থাৎ মিছিল কলিকাতাস্থ ঘরের টাক্সসম্পর্কীয় উক্ত জুষ্টীস সাহেবেরদের দপ্তরখানাতে আগামি ১৫ আগস্ত শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে বৈঠক হইবে।

ক্লার্ক অফ দি পীস দপ্তরখানায়। ডবলিউ এচ স্মোল্ট
৭ আগস্ত ১৮৩৫। ক্লার্ক অফ দি পীস।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫ / ৩১ শ্রাবণ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২০ আগস্ত বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেম্‌স হিগিনসন সাহেব কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য ও রামনাথ [রমানাথ] ভট্টাচার্য্য ও দীননাথ ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবনার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে শোভাবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য ও রমানাথ ভট্টাচার্য্য ও দীননাথ ভট্টাচার্য্যের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগের একাংশে রামচাঁদ বিশ্বাসের বাটী ও ভূমি। অপরাংশে গণেশ ঘোষের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের ভদ্রাসন বাটী। দক্ষিণ দিগের একাংশে আনন্দময় বিশ্বাসের বাটী ও ভূমি। অপরাংশে রাধানাথ দাসের বসতবাটী। পূর্ব্ব দিগে নন্দরাম সেনের গলিনামে বিখ্যাত সরকারী গলি।

২ দফা। এবং কলিকাতার চৌরঙ্গির যোড়াতলাওর গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৩/ তিন বিঘা তাহা ...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে যোড়াতলাওর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে শ্রীযুত কমেল সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে শ্রীযুত চাট সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২০ আগস্ত বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কলিকাতানগরের চাঁদনির

বাটীতে জান বরফ গার্ডনর সাহেবের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবনার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে নীচে লিখিত হরেক রকম জিনিস বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কএক খান চৌকী ও কএকটা আলমারি ও কএকটা চেষ্ট ড্রাজ ও কএক যোড়া দেওয়ালগিরি ও কএকটা লাণ্টন ও কএক খান পাখা ও কএকখান ছবি ইত্যাদি এবং কএকটা শাল কাঠের কড়ি ও বরগা ও নানা রকম খড়খড়িয়া এবং কএকখান বগিগাড়ী ও কএকটা ঘোড়া এবং একখানা শববহনীয় গাড়ী ইত্যাদি তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৪ আগস্ত।

শ্রীযুত সি ত্রবর সাহেব শ্রীযুত ডানি থরন সাহেবের পদে জিলা চব্বিশ পরগনার একটিং কালেক্টর হইয়াছেন এবং কলিকাতার স্বীয় কালেক্টরী কর্ম্মও করিবেন।

শ্রীযুত ত্রবর সাহেব পূর্ব্বে কলিকাতার যে মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম করিতেন তাহা এই তারিখ অবধি রহিত হইবে।

৫ আগস্ত।

কোম্পানির কেরাণি হইয়া শ্রীযুত আদম স্মিথ আনদ সাহেব গত মাসের ২৮ তারিখে কলিকাতা রাজধানীতে পঁহুছিয়াছেন এমত রিপোর্ট করিয়াছেন।

শ্রীযুত ফ্রেদৃক আকর্স ডাসন সাহেব এতদ্দেশের ধর্ম্মোপদেশক হইয়া গত মাসের ২৫ তারিখে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন এমত রিপোর্ট করিয়াছেন। ঐ সাহেব উক্ত তারিখে লক্ষ্ণৌর ধর্ম্মোপদেশকতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

ব্যবস্থাপক কমিস্যন।

সোফায়া জাহাজের দ্বারা শ্রীযুত কামরণ সাহেব কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন অতএব এইক্ষণে ব্যবস্থাপক কমিস্যনের কমিটির সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে তাঁহারা

প্রকৃতরূপেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ফৌজদারীবিষয়ক তাবৎ আইন নূতন কারণবিষয়ে ঐ কমিস্যনেরদের নিকটে গবর্ণমেণ্ট যে পত্র লেখেন তাহা গত বুধবাসরীয় কুরিয়রপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা আগামি সপ্তাহে অবিকল প্রকাশ করিব।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

আগ্রা রাজধানী।

আগ্রারাজধানী রহিতকরণবিষয়ে পার্লিমেণ্টে যে ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে তাহা এইক্ষণে প্রকাশ হইল এবং তাহাতে দৃষ্ট হইল যে পূর্ব্বে ঐ আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করা গিয়াছিল তাহাহইতে অনেক প্রভেদ আছে। এই আইনেতে অনেক গুরুতররূপ মতান্তর হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের প্রতি এই অনুমতি হইয়াছে যে তাঁহারা বোর্ড কন্ট্রোলের সাহেবেরদের জ্ঞাতসারে কলিকাতারাজধানীর অন্তঃপাতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে লেপ্তেনন্ত গবর্নর্ অর্থাৎ এক নায়েব গবর্নর্ নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ গবর্নর্ সাহেবের অধীন কোন্ ২ প্রদেশ থাকিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন এবং তিনি যেরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন তাহাও নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিতে পারেন। এবং এক ২ রাজধানীতে কিম্বা সকল রাজধানীতে কৌন্সেল নিযুক্তকরণ রহিত করিতে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদিগকে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে। ঐ নূতন ব্যবস্থাতে আরো হুকুম হইয়াছে যে ভারতবর্ষের কৌন্সেলেতে যে সাহেবলোকেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারা ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর কৌন্সেলী স্বরূপই নিযুক্ত থাকিবেন এবং এতদ্রূপে কৌন্সেলের সহকারবিনা বঙ্গদেশের গবর্নরের কার্য্য করিতে যে ক্ষমতা ছিল তাহা রহিত হইল।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫ / ৩১ শ্রাবণ ১২৪২

বাষ্পীয় জাহাজ।

লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কনামক বাষ্পীয় জাহাজ দানাপুরে পঁহুছিয়া ভাগীরথী নামক লৌহময় নৌকা আকর্ষণপূর্ব্বক আলাহাবাদের অভিমুখে চলিল। ঐ ভাগীরথী নৌকা গাজিপুরে পঁহুছিতে ২৭ দিবস লাগিয়াছে। জাহাজের এমত দীর্ঘ কাল যাত্রা ইহার পূর্ব্বে প্রায় হয় নাই। ইহারকারণ স্রোতের অত্যন্ত

বেগ। কোন ২ স্থানে ঐ বেগ এমত প্রবল ছিল যে তাহার উজানে গমন দূরে থাকুক তাহাতে কোন প্রকার জাহাজ থামাইয়া রাখাই কঠিন।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫ / ৩১ শ্রাবণ ১২৪২

চৌরঙ্গী থিয়াটার অর্থাৎ নাট্যশালা।

অদ্য ১১ ঘণ্টাসময়ে চৌরঙ্গীর উক্ত নাট্যশালার নীলাম হইবে নীলামের প্রথম ডাকে ৩০০০০ টাকা ধরা যাইবে।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫ / ৩১ শ্রাবণ ১২৪২

এতদ্দেশীয় যুব এক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক হরণ।

এতদ্দেশীয় যুব একব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক হরণের নীচে লিখিত বার্ত্তা ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদকেরদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল অতএব ঐ সম্বাদপত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আমরা ঐ বার্ত্তা দর্পণেও প্রকাশ করিলাম।

ন্যূনাধিক এক বৎসর হইল অতি সৎকুলোদ্ভব রামরত্ন মুখোপাধ্যায়নামক বিংশবর্ষ বয়স্ক এক যুবব্যক্তি তাঁহার এতদ্দেশীয় এক জন মিত্রের আনুকূল্যেতে লাটিন ভাষা শিক্ষার্থ শ্রীযুত হেবর্লিন সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করাতে সাহেব স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ ভাষা শিক্ষা করণসময়ে বারম্বার বাইবল এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন হইতে লাগিল। তাহাতে ঐ রামরত্ন এক খণ্ড বাইবল প্রাপণার্থ ইচ্ছা জানাইলে তাঁহাকে তাহা প্রদত্ত হইল। তিনি ঐ পুস্তক অতি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেন এবং যে স্থলে বুঝিতে পারিলেননা সেই স্থান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে হৃদয়ঙ্গম হইল।

ন্যূনাধিক ৯ মাস পরে ঐ যুব ব্যক্তি শিক্ষক সাহেবের নিকটে প্রকৃত বোধেই কহিলেন যে আমি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছি হিন্দুর অযুক্তধর্ম্মের কেবল পাগলামিই জানিয়াছি এতএব এইক্ষণে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মই যে সত্য ইহা সম্যক প্রকারে জানিলাম। পরে তিনি আপনাকে ব্যাপটাইজ করিতে ঐ সাহেবকে অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু সাহেব ঐ শিষ্যের ভক্তি বিষয়ে মনে ২ আরো দৃঢ় প্রত্যয়ার্থ প্রতীক্ষা করিয়া কিছু গতি ক্রিয়া করত তাঁহাকে কহিলেন যে এই বিষয়ে আপনি সুবিবেচনা করুন। এতদ্রূপে আরও ৩ মাস গত হইলে পর ঐ যুব ব্যক্তি পুনর্ব্বার সাহেবকে তদ্রূপ নিবেদন করিলেন এবং ঐ উপদেশক

এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আর কিছু কথোপকথনের পর নিশ্চয় বুঝিলেন যে ইহাঁর ভক্তি প্রকৃতই বটে তথাপি সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে ইহাতে আপনার কি ক্ষতি হইবে তাহা বিবেচনা করুন এবং ব্রজনাথনামক ব্যক্তির বিষয়ে যাহা হইয়াছিল তাহাও তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া কহিলেন যে আপনার যে পরীক্ষা সহিষ্ণুতা করিতে হইবে এবং আপনার পরিবারকর্ত্তৃক যেরূপ ঘৃণিত ও ত্যক্ত হইবেন ইহাও মনে করুন তাহাতে মুখুয্যে উত্তর করিলেন যে এসকল আমি পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়াছি এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মালম্বনার্থ যদি এই সকল দুঃখ স্বীকার করিতে হয় তবে তাহা আমি এইক্ষণেই স্বীকার করি। অপর ৩১ জুলাই শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ঐ যুব মহাশয় হেবর্লিন সাহেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে পরিবারবর্গ আমার অভিপ্রায় জানিয়াছেন আমি নিজ বাটীতে আর থাকিতে পারি না তাঁহারদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হইয়াছে। অতএব আমি আর ফিরে ঘরে যাইতে পারি না এইক্ষণেই আমাকে আপনি ব্যাপটাইজ করুন এবং অদ্য রাত্রির জন্য আপন বাটীতে আমাকে আশ্রয় দেউন। শ্রীযুত হেবর্লিন সাহেব এই বিষয়ে কিঞ্চিৎকাল সন্দিগ্ধ হইয়া পরে এক জন মিত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মুখুয্যেকে ঐ রাত্রির নিমিত্ত স্বগৃহে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং ঐ দিবসের মধ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি আপনার পৈতা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক আছ কি না তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ পৈতা সাহেবকে দিয়া কহিলেন যে আমার পৈতাতে আর কিছু প্রয়োজন নাই তাহাতে হেবর্লিন সাহেব তদ্বিষয়ে তাঁহাকে নিতান্ত অকপট দেখিয়া তৎসময়ে পৈতা ফিরিয়া দিলেন কিন্তু তাঁহার ব্যাপটাইজ হওনসময়ে পৈতা লইতে স্থির করিলেন। সেই রাত্রিতে তিনি হেবর্লিন সাহেবের ঘরে থাকিলেন। তৎপর দিবস শনিবারের সাত ঘণ্টা সময়ে দুই খান ছকড়া গাড়ি হেবর্লিন সাহেবের বহির্দ্বারে পঁহুছিল এবং ঐ যুবব্যক্তির কএক জন আত্মীয় স্বজন ও জনেক দুইজন ভ্রাতা ঐ ঘরের মধ্যে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথন করিয়া তাঁহার কল্পপরিত্যাগ করাইতে এবং সঙ্গে করিয়া বাটীতে লইয়া যাইতে অনেক লওয়াইলেন। তৎসময়ে শ্রীযুত হেবর্লিন সাহেব কহিলেন যে আপনারা দেখিতেছেন যে ইহাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনই করিতে পারেন তথাপি ঐ ব্যক্তি তাঁহারদের সঙ্গে গেলেন না অতএব তখন ঐ আত্মীয় স্বজনগণ চলিয়া গেলেন। ঐ দিবসের ১০ ঘণ্টাসময়ে ২ পালকি গাড়ি ও ২ ছকড়াগাড়ি সাহেবের বহির্দ্বারে পঁহুছিল এবং অনুমান ৪০।৫০ জন

পদব্রজে ও ঐ গাড়ির সঙ্গে ২ আইল। তাহারা সকলই এককালে প্রবেশকরাতে ঘরের নীচভাগ পরিপূর্ণ হইল। তৎসময়ে ঐ সাহেবের নিকটে অভয়াচরণ মুখুয্যে এই নামে লিখিত ক্ষুদ্র একখানি তাস প্রেরিত হইলে তাহাতে সাহেব ঐ অভয়াচরণ মুখুয্যেকে উপরে আসিতে কহিলেন পরে উত্তম বস্ত্র পরিহিত অভয়াচরণ বাবু এবং অন্য দুই জন এতদ্দেশীয় মহাশয় সাহেবের নিকট উপরিস্থ কুঠরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ রামরত্ন মুখয্যে তৎসময়ে ঐ কুঠরীতে সাহেবের নিকটে ছিলেন তাঁহারদের পঁহুছনের পূর্ব্বে রামরত্ন সাহেবকে কহিয়া ছিলেন যে আমার এমত ভয় আছে উহারা উপরে আইলে অনিচ্ছাতেই আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে কিন্তু এই বিষয়ে হেবর্লিন সাহেবের কোন উদ্বেগ ছিল না তাঁহার বোধ ছিল যে আমার ঘরে ও আমার সাক্ষাতে এমত অত্যাচার করিতে পারিবে না। পরে অভয়াচরণ মুখুয্যে অনেক কথোপকথনের পর সাহেবকে কহিলেন যে রামরত্ন কদাচ খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছুক নহে কেবল কোন কর্ম্মের প্রার্থনা করে অতএব এইক্ষণে আমার সঙ্গে উহাকে যাইতে অনুমতি করুন তাহাতে হেবর্লিন সাহেব কহিলেন যে ইহাতে কোন বাধা নাই আপনার সঙ্গে উনি যাইতে চাহেন যাউন তাহাতে রামরত্নকে তাঁহারা নানা প্রবোধের কথা কহিয়া তাঁহার ঐ কল্প ত্যাগ করাইয়া তাঁহারদের সঙ্গে গমনকরণার্থ অনেক লওয়াইলেন কিন্তু তিনি তাহা কিছু লইলেন না। পরে তাঁহারা কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে গেলে তোমাকে সহস্র ২ টাকা দিব এবং এখনিই ঐ সকল টাকার বণ্ড লিখিয়াদিতেছি এবং তাঁহারা শপথ করিয়াও কহিলেন যে কোন প্রকারে তোমার কিছু অনিষ্ট করিব না তাহাতেও কিছু রামরত্নের মনের গতি ফিরিল না। পরে তাঁহারদের এক জন হেবর্লিন সাহেবকে কহিলেন যে ইহাঁর সঙ্গে আমারদের গোপনে কিছু কথা আছে ইহা কহিয়া তাঁহারা ঐ স্থানহইতে উঠিয়া রামরত্নকে লইয়া নিকটবর্ত্তি এক কুঠরীতে গেলেন কিন্তু তৎসময়ে রামরত্ন দৃষ্টির অগোচর না হয় এনিমিত্ত হেবর্লিন সাহেব ঐ ঘরের দ্বার কিঞ্চিৎ খোলা রাখিলেন কিন্তু গোপনীয় কথার বিষয় কেবল ছল মাত্র তাঁহারদের ইচ্ছা যে হেবরিন [হেবর্লিন] সাহেবের অগোচরে তাঁহাকে কিছু কহেন। অভয়াচরণ তাঁহার নিকটে যে কথা কহিলেন সে কেবল কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যেকে কটুকাটব্য মাত্র তাহাতে হেবর্লিন সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে আপনি অকারণে কৃষ্ণমোহনকে তিরস্কার করিতেছেন আমার ঐ মিত্রের অবর্ত্তমানে তাঁহাকে এই রূপ গালাগালি

দেওয়া শুনিব না যদি তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা থাকে তবে তাঁহার সম্মুখেই কহুন তিনি এখনই এখানে আসিবেন।

পরে হেবর্লিন সাহেব দেখিলেন যে তাঁহার সঙ্গে অন্যান্যেরা নিকটবর্ত্তি কামরাতে রামরত্নের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছে তাহাতে সাহেব কহিলেন এখানে কোন জবরদস্থির ব্যাপার করিতে পারিবনা যদি রামরত্ন স্বেচ্ছাধীন যাইতে চাহেন যাউন কিন্তু অনিচ্ছাতে তাঁহাকে জোর করিয়া কদাচ লইয়া যাইতে পারিবা না। ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে রামরত্নকে তাঁহারা সকলই জোর করিয়া ঐ কামরাহইতে নীচে লইয়া যাওনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তিনিও অত্যন্ত হাতাহাতি করিয়া বাধা জন্মাইলেন ইতিমধ্যে হেবর্লিন সাহেবও তাঁহার কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেন পরে নীচস্থ ব্যক্তিরা উপরে ধাবমান হইয়া হেবর্লিন সাহেবকে ধাক্কা মারিয়া দেওয়ালের নিকটে ফেলিয়া দেওয়াতে সাহেবের কুর্ত্তির হাস্তিনা চিরে গেল এবং তাঁহারা সাহেবকে বারম্বার মুষ্টি দেখাইয়া দাঁত কিড়মিড়ি করত অনেক গালাগালি দিতে লাগিলেন এবং রামরত্নকে তাঁহারা টানিয়া লইয়া এমত ধাক্কা মারিলেন যে একেবারে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। পরে তাঁহাকে নিকটস্থ এক গাড়িতে তুলিয়া ঘেরিয়া ধরিয়া লইয়া গেলেন। হেবর্লিন সাহেব তাহারদের এক জনের স্থানে শুনিলেন যে তাহারদের এক নৌকা চাঁদপালের ঘাটে আছে এইক্ষণে ঐ যুব ব্যক্তি কোথায় আছেন তাহার সম্বাদ হেবর্লিন সাহেব আর কিছু জানেন না। এমত অত্যাচার কি এতদ্দেশের মধ্যে হইতে পারে।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

নূতন গ্রন্থ।

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলযুশ্রীত [শ্রীলশ্রীযুত] মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকৃত শেষ মুদ্রিত পুস্তক ইঙ্গরেজী ও হিন্দি ভাষাভাষিত মজময়ল লতায়েফ অর্থাৎ ইতিহাস সঙ্কলননামক স্বানুবাদিত গ্রন্থ গবর্ণমেণ্টের ইডুকেসন প্রেষের পুস্তক শোধক মৌলবী আবদুল্লা সাহেবকর্ত্তৃক মেডিকেল যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক অস্মদাদির গবরনর্‌ জেনরল সর সি টি মেটকাপ সাহেব বাহাদুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং শুনিয়া আপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত মহারাজ তদানুকূল্য কারণ তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক শত তঙ্কা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষস্থ গবর্নর জেনরল শ্রীলশ্রীযুত দি অনরবল সর সি টি মেটকাপ বরানেটসাহেব বাহাদুরের পত্রিকা।

শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতি।

মন্মিত্র মহাশয়,

আপনকার শেষ প্রকাশিত এক গ্রন্থ আমি হর্ষপূর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্য আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এপর্য্যন্ত তৎপাঠ করণে আমি স্বাবকাশ প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু যে সুখ্যাতি আপনি বিদ্যাসম্বন্ধীয় নিবিষ্টতাতে এবং অন্যান্য আবশ্যক পরিশ্রমে উপার্জন করিয়াছেন তাহা ঐ গ্রন্থ দ্বারা যে বহুতর তদ্বৃদ্ধি হইবে ইহা আমি বিশ্বাস করি।

ভবদৈকান্তিক

স্বাক্ষরিত সি টি মেটকাপ

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম।

আমরা হরকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্দ্ধমানের শ্রীযুত যুবরাজ জ্বরপীড়ার চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ দশসহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়াছেন কিন্তু এইক্ষণে খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি তিনি এবিষয়ের চাঁদাতে কিছুই স্বাক্ষরিত করেন নাই পরন্ত আমরা তাহার যেরূপ দানের কথা শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন উপকারজনক বিষয়ে অবশ্য অধিক সহায়তা করিবেন।

উপরি লিখন সমাপ্ত হইলে পর আমরা শুনিলাম ঐ মহারাজ এতদ্বিষয়ে শতসহস্র টাকা প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ্ঞা করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মৃতমহাবাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গবর্নর ছিলেন আমরা শুনিতেছি শ্রীযুত যুব মহারাজও তাঁহার পিতার সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন। —জ্ঞানান্বেষণ।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

[সচ্চিদানন্দ দণ্ডির মিথ্যোপায়।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। অস্মদাদির কতিপয় পংক্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করিলে অনেকের মহোপকার হয়।

গুপ্তিপল্লীগ্রামের শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুরের বিষয় অনুক্ষণ বিলক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ চিরকালাবধির দণ্ডির দ্বারা হয়। কোন দুষ্টজন কেবল ছল বল কৌশলদ্বারা পুরুষানুক্রমে ক্রমে ২ শ্রীশ্রী৺বিষয় অপহরণ করিতেছেন। এতন্নিবারণকরণ কারণ দণ্ডিগন যত্নবান্ হইয়াও সামর্থ্যহীন হইয়াছেন। পরে শ্রীল শ্রীকৃষ্ণানন্দ দণ্ডী অপহরণে বিরোধী হইলে জনগন ধন মান জ্ঞানহারক নরকভয় তুচ্ছকারক প্রতারক শ্রীশ্রীদেবাপকারক দুর্দ্দান্তদস্যুপ্রেরক উক্ত দুষ্টজন দোষলেশহীন দণ্ডিকে মিথ্যাশেষ দোষে দোষী করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা শ্রীযুত সাহেবের সমীপে পদচ্যুত করাইলেন। অনন্তর প্রবল কৌশলে শ্রীযুতের আজ্ঞাবলে শ্রীশ্রী৺বিষয় রক্ষণাবেক্ষণার্থ স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রী৺বাটীর দ্রব্যাদি বৃক্ষাদি গ্রামোৎপন্ন ধনাদি সকল গ্রহণকরণপূর্ব্বক নিজ ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। এবং তৎকালে এমত জ্ঞান করিয়াছিলেন। এই সময় দেববিষয় নিশ্চয় অস্মদাদির হইল পরে শ্রীশ্রী৺ইচ্ছায় বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের স্পষ্টরূপে কষ্টদায়ক নষ্ট দুষ্ট অম্বষ্ঠকর্ত্তৃক পদভ্রষ্ট দণ্ডির শিষ্য সচ্চিদানন্দ দণ্ডী সদ্বিচারক সদ্বিবেচক সজ্জনসিদ্ধিদায়ক অসজ্জন নিবারক বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবের আজ্ঞানুসারে এবং উক্ত গুণবিশিষ্ট হুগলির কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাবর্ত্তি ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মকারি চারি জনের সুরতহালপূর্ব্বক সদ্বিচারদ্বারা তৎপদে নিযুক্ত হইলে উক্ত বৈদ্য ভীত হইয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন ভণ্ড পাষণ্ড ষণ্ডতুল্য দণ্ডাহ´কে দণ্ড স্কন্ধে অর্পণ করাইয়া ২।৩ জন দণ্ডিবেশ ধারী করিয়া তৎসহিত শ্রীযুত সাহেবের সমীপে ভ্রমণ করিতেছেন যদি কোন মিথ্যোপায়দ্বারা উক্ত দণ্ডবেশধারিকে তৎপদে নিযুক্ত করাইতে পারেন তবে স্বয়ং যাহা অপহরণ করিয়াছেন তাহা অবিরোধে ভোগ হয় এবং ভবিষ্যৎ অপহরণে মানস সিদ্ধ হয়। সংপ্রতি যে এক মিথ্যোপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা লিখি। বাহির শিমিলানিবাসিনী পাঁচী দাসীনাম্নী শ্রীযুত ধর্ম্মিষ্ঠ সচ্চিদানন্দ দণ্ডির পূর্ব্বের এক উপপত্নী সাজাইয়া এবং তাহার সাক্ষি গঙ্গাজল স্পর্শব্যবসায়ী উক্ত স্থাননিবাসী শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল ও হরিদাস তাঁতি ও সুখময় মুচি আর এক জন রজক এই চারি জন শিক্ষিত সাক্ষিদ্বারা শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ দণ্ডিকে পদভ্রষ্ট করিবার চেষ্টায় আছেন শ্রীশ্রী৺ইচ্ছায় সদ্বিচারক শ্রীযুত জজ সাহেবের সদ্বিচারে অবিচার কদাচ হইবেক না ইতি।

কেষাঞ্চিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনাং।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।

বিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। নীচের লিখিত কএক পংক্তি দর্পণে স্থান দিয়া ধর্ম্মসভাস্থ ও দলপতি ও দলস্থ মহাশয়দিগের কর্ণগোচর করাইতে আজ্ঞা হইবেক।

কৃষ্ণনগর নিবাসি শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বসুজের কন্যার সহিত সুগন্ধ্যাবাসি হাল সাকিন কলিকাতা শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ হইয়াছে। উক্ত বসুজ ৺প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিষ্য।

ধর্ম্মসভাসম্পাদকের প্রতি প্রশন্ [প্রশ্ন]। উক্ত মিত্র বাবুর শ্বশুরপুত্রেরা যাঁহারা একবারকার রোগী আরবারকার রোজা তাঁহারা এইক্ষণে মিত্রবাবুর এবং তাঁহার দিগের ভগিনীর সহিত আহার ব্যবহার ত্যাগ করিবেন কি না যদি না করেন তবে তাঁহারদিগের ধর্ম্মসভার স্বকৃতিপত্রের অন্যথা হয় কিনা এবং মিত্রবাবুর পিতা ঐ স্বকৃতিপত্রে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন কি না যদ্যপি করিয়া থাকেন তবে মিত্রবাবু আপন পিতার স্বকৃতিপত্রের বিপরীত করিলেন কি না নিবেদন ইতি।

কস্যচিৎ হোগলকুড়িয়ানিবাসিনঃ।

১২৪২ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ।

—১৫ আগস্ত ১৮৩৫/৩১ শ্রাবণ ১২৪২

[বন্ধকী দলীল হারান।]

বিজ্ঞাপন।

শহর কলিকাতার যোড়াসাঁকোস্থ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে শিমলা নিবাসি শ্রীযুত চন্দ্রশেখর বসু ও ৺ভগবানচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভদ্রাসন বাটীর বন্ধকী দলীলের মধ্যে তাহারদিগের পিতা ৺রামচরণ বসুর নামে ১৭৭৪ সালের ৫ সেপ্তেম্বর তারিখের নং ১৪১ এক * * পাট্টা সন হালের ১ ভাদ্র রবিবার আমার বাটী হইতে খোয়া গিয়াছে। এ কারণ খবর দেওয়া যাইতেছে যে যদি কেহ ঐ পাট্টা লইয়া কোন রকমে হস্তান্তর করেন সে বাতিল না মঞ্জুর

অতএব ঐ পাট্টা অনুসন্ধান করিয়া যিনি দিবেন তিনি উচিত পারিতোষিক আমার নিকট পাইবেন ইতি ১২৪২ সাল ৫ ভাদ্র।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

লালবাজারের বহুমূল্যের ভূমি সম্পত্তি বিক্রয়।

যাহাতে পূর্ব্বে মিং গৌল্ড ও কেম্বল সাহেবদিগের নীলাম ও কমিস্থন রূম ছিল।

আগামি ২৭ আগস্ত বৃহস্পতিবার মেং মোরহিকি কোং বিক্রয় করিবেন যদ্যপি খোস সওদার বিক্রয় না হয় তবে ঐ দিবস মেং কুরূটেণ্ডন কোম্পানির এসাইনি মেং ডি মেকিণ্টাইয়র সাহেবের হুকুমানুসারে নীলামে বিক্রয় করিবেন।

লাট ১। যাহাতে মেং জেনকিন্স লোকোং নীলামের ও কমিস্থনরূমের কারবার করিতেছেন তাহার মাসিক ভাড়া ৯০০ পাঁচ বৎসরের লাং ১ জুলাই ১৮৪০ তক গ্রিমেণ্ট আছে ঐ বাটীর পশ্চিম লাট ২। লাংরূম যাহাতে পূর্ব্বে দোকান ছিল তাহার কেরায়া মাসিক ২৫০ টাকা মেং বেট এলিয়াট কোং লাং ১ অক্তোবর ১৮৩৫ সাল তক গ্রিমেণ্ট আছে ঐ বাটীর পশ্চিমে এক বাটী যাহাতে ডাং রাবিসন সাহেবের দাওয়াইখানা মাসিক ভাড়া ১৪৫ টাকা।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

অষ্টাবিংশতিতত্ত্বস্মৃতি।

সর্ব্বজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যবিরচিত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বস্মৃতি মুদ্রাঙ্কিতকরণ আরম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে তিথি। শ্রাদ্ধ। আহ্নিকাচার। প্রায়শ্চিত্ত। জ্যোতিষ। মলমাস সংস্কারতত্ত্ব মুদ্রাঙ্কিতোত্তর প্রথম ভাগ জেল্দবন্দি হইয়া প্রকাশ হইল মূল্য ৫ টাকা স্থির করা গিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে অবশিষ্ট তত্ত্বসকল সমাপ্ত করা গেল তাহার মূল্যও ৫ পাঁচ টাকা স্থির হইয়াছে। অতএব এই ভাগদ্বয় যে মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি আপন নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে অনায়াসে তাঁহার নিকট পহুঁছিবেক এবং কলিকাতা নগরে লালগির্জ্জার সম্মুখে এখানকার কেতাবের গুদামে পাঠাইলে পাইবেন অথবা শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে স্বয়ং লইতে আইসেন কিম্বা লোক প্রেরণ করেন আগতমাত্রই পাইবেন ইতি।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১২ আগস্ত।

সুবেবাঙ্গলার শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব নীচে লিখিতব্য নিয়োগ করিয়াছেন।

পদাতিক সৈন্যের ৪১ রেজিমেণ্টের লেপ্তেনন্ত শ্রীযুত এফ ডবলিউ বর্চ সাহেব কাপ্তান ষ্টিল সাহেবের অনুপস্থান অথবা অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত কলিকাতাশহরের পোলীসের একটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

কলিকাতার ডাক ও পরমিটের ঘর।

শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব সরবরননামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করিতে পুনর্ব্বার কল্প করিয়াছেন অতএব শ্রীযুত সিডিন্স সাহেব ডাক ঘরে ও শ্রীযুত হাইড সাহেব পরমিট ঘরে পুনর্নিযুক্ত হইবেন।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওনের উপকার স্মরণার্থ বৈঠক।

শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব ও তাঁহার কৌন্সেলী সাহেবের দ্বারা ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওন উপকার যেরূপে চিরস্মরণীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে অনেক কথার আন্দোলন হইয়া পরিশেষে প্রধান বিবেচিতবিষয়ে প্রায় সমাগত সকল ব্যক্তির মতের ঐক্য হইল। শ্রীযুত পার্কর সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির নামে এক চাঁদা হয় এবং ঐ চাঁদায় সংগৃহীত অর্থের দ্বারা পুস্তকের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায় এবং ঐ পুস্তকালয়ের মেটকাপ পুস্তকালয় এই নাম থাকে। এই প্রস্তাবে বৈঠকে সমাগত সজ্জন সমূহের সন্তোষ জন্মিল ইহাতে আমারদেরও আহ্লাদ আছে যেহেতুক মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণদ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধির যে মহোপায় হইল ইহা চিরস্মরণার্থ বিদ্যার নানা প্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন উচিত তেমন অন্য কোন কার্য্য বোধ হয় না যেহেতুক মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা করা এবং আকর স্থানে বিদ্যার স্রোত বন্ধ করা একই কথা।

ঐ বৈঠকে আরো এই স্থির করা গেল শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ

সাহেবের নিকটে মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ করা গিয়াছিল তাহার উত্তর প্রস্তরে খোদিত করিয়া টৌনহালের মধ্যে স্থাপিত করা যায়। ইহাতেও আমারদের পরম সন্তোষ আছে। এবং আগামি ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে ঐ মুদ্রাযন্ত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থা জারী হইবে অতএব ইচ্ছা হইলে যে কোন সাহেবেরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদি করিবেন এবং ঐ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধ্যে উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫ / ৭ ভাদ্র ১২৪২

বাষ্পীয় জাহাজ।

এই মাসের ২৭ তারিখে বাষ্পীয় জাহাজ আলাহাবাদে পঁহুছিয়াছে অতএব কলিকাতাহইতে জাহাজ গমনে ৩৪ দিবস লাগিল। পরে ১১ তারিখে ঐ স্থানহইতে প্রস্থিত হইয়া কলিকাতায় কল্য পূর্ব্বাহ্নে পঁহুছিল। আলাহাবাদে পহুঁছিতে ঐ জাহাজের যে এত বিলম্ব হয় ইহাতে সকলের বিরাগ জন্মিয়াছে। এবং ঐ জাহাজের আহারীয় দ্রব্য যোগওনার্থ যে ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল তাহার কার্য্যেতেও সকলের অসন্তোষ হইয়াছে। গঙ্গা দিয়া বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমনের পারিপাট্যকরণের এইক্ষণে আরো অনেক কর্ম্ম বাকি আছে। যদ্যপি উপযুক্ত নৌকা আছে তথাপি উপযুক্ত কল পাওয়া গিয়াছে এমত কহিতে পারা যায় এবং গবর্ণমেণ্ট এইবিষয়ে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন তথাপি যে পর্য্যন্ত ঐ জাহাজের কুঠরী ভাড়া দেওন ও আহারীয় দ্রব্য যোগাইয়া দেওন সাধারণ লোকের হাতছাড়া হইয়া সরকারে অর্পণ না হয় সেপর্য্যন্ত ঐ জাহাজের দ্বারা সাধারণ লোকের প্রায় কিছু উপকার হইতে পারিবে না।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

জ্বররোগের চিকিৎসালয়।

টৌনহালে সংপ্রতি জ্বররোগের চিকিৎসালয়ে সবকমিটি সমাগত হইলে শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর এডবার্ডরয়ন সাহেব ও শ্রীযুত সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এবং অন্য কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত সি স্মিথ সাহেব চাঁদার বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা গেল যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০০ টাকা স্বাক্ষর

হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজ ৭০০০ টাকা এবং মুরশিদাবাদের শ্রীযুত নওয়াব ৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব সর্ব্বসুদ্ধ ২৭,৩৬২ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে। অনুমান হয় যে প্রস্তাবিত চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতা বিষয়ে এতদ্দেশীয় প্রায় সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি থাকিতে পারে। অতএব কমিটির সাহেবেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীযুত ডাক্তর জাক্‌সন সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মার্চণ্ড সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোর্ট প্রকাশ হইলে ঐ ভ্রান্তি ভ্রান্তিই হইতে পারিবে যেহেতুক তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকের চিকিৎসালযের স্থানসঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত প্রত্যহ শত ২ রুগ্নব্যক্তি তথাহইতে পরাঙ্‌মুখ হইয়া যাইতেছে। অতএব হুকুম হইল যে এতদ্বিষয়জ্ঞাপক এক ২ পত্র এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং ভরসা করি যে তাহাতে ধনাঢ্য মহাশয়েরা জানিতে পারিবেন যে জ্বররোগের নূতন চিকিৎসালয়েতে যাঁহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক তাঁহারদের কোন ধর্ম্মের কি আচার বিচারের ব্যাঘাত হইবে না। অন্তঃপরে তাঁহারা এই বিষয়ে মিথ্যা ওজর ও কাপর্ণ্যরূপ আঘাতে ঐ মুকুলরূপ চিকিৎসালয় মুচড়িয়া না ফেলেন। —ইঙ্গলিসমেন।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫ / ৭ ভাদ্র ১২৪২

নূতন মুদ্রা।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা প্রস্তুতকরণের যে আইন গত ২৯ জুন তারিখে কৌন্সেলে প্রথমবার পঠিত হয় এবং যাহা গত ৪ জুলাই তারিখের দর্পণে প্রকাশিত হয় তাহা বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখে শ্রীযুত আনরবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলে জারী হইল। এইক্ষণে ঐ আইন জারী হওয়াতে তাহার কএক ধারাতে কিঞ্চিৎ মতান্তর হইয়াছে কিন্তু কোন গুরুতরবিষয়ক নহে। নূতন মুদ্রা প্রস্তুতকরণবিষয়ে পূর্ব্বে যেমত প্রস্তাবিত হইয়াছিল এইক্ষণে তদ্রূপই হইবে। বিশেষতঃ ১ টাকার রূপার মুদ্রা ও আধুলির মুদ্রা ও সিকির মুদ্রা ও ২ টাকার মুদ্রা হইবে। এবং ঐ ১ টাকার মুদ্রা কলিকাতার সিক্কা টাকার ৸৶০ আনার তুল্য অতএব হুকুম হইল যে কোন কার্য্যে ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণকার চলিত কোনপ্রকার টাকাতে করার পরিশোধকরণ আবশ্যক হইলে সেই পরিশোধ উক্তমত মুদ্রাতে নূতন করা যাইবে এবং ঐ উক্তপ্রকার মূল্যানুসারে কোম্পানির

কাগজের সুদ ও আসল টাকার পরিশোধ করা যাইবে। অপর হুকুম হইল যে এই নূতন ২ টাকার মুদ্রা ও ১ টাকার মুদ্রা ও আধুলির মুদ্রা সর্ব্বপ্রকার করার পরিশোধকরণার্থ দিলে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না কিন্তু নূতন সিকির মুদ্রা কেবল ভাঙ্গা টাকার পরিবর্ত্তে দিলে আপত্তি থাকিবে না।

১ মোহরের নূতন স্বর্ণ মুদ্রা অর্থাৎ ১৫ টাকা মূল্যের মুদ্রা ও ৫ টাকা মূল্যের মুদ্রা ও ১০ টাকা মূল্যের মুদ্রা ও ৩০ টাকা মূল্যের ২ মোহরের মুদ্রা হইবে। কিন্তু হুকুম হইল যে কোম্পানির অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তির টাকা দিতে হইলে রূপার মুদ্রা দিলে পাওনিয়া ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে লউন বা না লউন। এই নূতন আইন আগামি সেপ্তেম্বর মাসের ১ তারিখঅবধি চলিত হইবে।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫ / ৭ ভাদ্র ১২৪২

আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটি।

গত ১২ আগস্ত সোমবারে আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটির সভাতে আক্রার নিকটে তূলা তামাকু ইক্ষুর কৃষিকরণবিষয়ে সোসৈটিকর্ত্তৃক যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট পঠিত ও গৃহীত হইলে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে ঐ রিপোর্টের এক প্রতিলিপি অর্পণকরা যায়। মান্দ্রাজনিবাসি শ্রীযুত বেন্স সাহেবের এক পত্র পাঠ করা গেল ঐ পত্রে উক্ত রাজধানীতে হর্টিকল্‌তুরাল সোসৈটি স্থাপন বিষয়ক প্রস্তাব জ্ঞাপন কথা যায়। মুরশিদাবাদনিবাসি শ্রীযুত জন উয়াট্‌সন সাহেব পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করেন যে বঙ্গদেশস্থ গবাদি পশুর চিকিৎসাবিষয়ক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিলে অনেক ফল আছে যেহেতুক রাইয়তের দের গবাদির তিন অংশের দুই অংশ কেবল এক রোগে অর্থাৎ বসন্তরোগেতেই মারা পড়িয়া থাকে। কাপ্তান জনকিন্স সাহেবের নিকটে প্রেরিত আসাম দেশনিবাসি শ্রীযুত কাপ্তান বোগল সাহেবের পত্র পঠিত হইল তাহাতে গুয়াহাটি শহরের আমদানী রফ্‌তানী জিনিসের বিস্তারিতরূপে লিখিত একফর্দ্দ লেখেন। পরে সোসৈটির কাগজপত্র সকল প্রকাশকরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইল এবং সভাস্থ মহাশয়েরা ঐক্যমত হইয়া বোধ করিলেন যে ঐ উপায়েতে সোসৈটির নানা কার্য্য বিষয়ে সাধারণ লোকের সন্তোষপূর্ব্বক মনোযোগ হইবে অতএব অফিসিয়টিং সেক্রেটরী সাহেবের নিকটে জ্ঞাপন করা গিয়াছে যে

তিনি কমিটির সাহায্যেতে উক্ত কাগজ পত্র সকল প্রকাশকরণে কত খরচ হইবে তাহা নির্ণয় করেন।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫ / ৭ ভাদ্র ১২৪২

বাঙ্গাল বেঙ্ক।

যে সকল মহাশয়েরা বাঙ্গাল বেঙ্কের চার্টরের বিষয়ে উদ্বিগ্ন আছেন তাঁহারদের স্মরণ থাকিবে যে অন্য কোন বেঙ্কের অধ্যক্ষ বাঙ্গাল বেঙ্কের অধ্যক্ষ হইতে নিবারণকরণবিষয়ে শ্যারধারি মহাশয়েরদের মানস জ্ঞাত হওনার্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে বেঙ্কের ভারতবর্ষনিবাসি তাবৎ শ্যারধারি ব্যক্তিরদের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল ঐ পত্রের দ্বারা উক্ত বিষয়ের প্রকৃত উত্তরের প্রার্থনা করা গিয়াছে। অতএব বেঙ্কের ডৈরেক্‌টর্স সাহেবেরদের আজ্ঞাক্রমে সেক্রেটরী সাহেব উক্ত প্রকার ৮১ খান পত্রপ্রেরণ করিয়া বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক উত্তরের প্রার্থনা করেন তাহাতে ৫১ খান উত্তর পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ৩২ জন অন্য বেঙ্কের ডৈরেক্টর্স নিবারণ করিতে ইচ্ছুক আছেন ১৬ জন নহেন। গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই সকল বিষয়ের রিপোর্ট করা গিয়াছে। —কলিকাতা কুরিয়র।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫ / ৭ ভাদ্র ১২৪২

চিকিৎসা শিক্ষালয়।

অনুমান হয় যে গবর্ণমেণ্ট ঐ চিকিৎসা শিক্ষালয় অত্যুত্তমরূপ করিতে মনস্থ করিয়াছেন যেহেতুক শিক্ষক সাহেবেরদের অতিরিক্ত শ্রীযুত ডাক্তর ওসাথনেসি সাহেবকে তথায় শিক্ষকতাকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার নিয়োগকরণ সময়ে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করিয়াছেন যে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব প্রিন্সপেল অর্থাৎ প্রধান অধ্যাপক উপাধিতে খ্যাত হইবেন এবং তাঁহার দুই জন সহকারী শ্রীযুত ডাক্তর গুডিব সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর ওসাথনেসি সাহেব প্রফেসর অর্থাৎ অধ্যাপক উপাধিতে খ্যাত হইবেন। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের এতদ্রূপ অনুগ্রহ দৃষ্টিপাতে আমারদের পরমাহ্লাদ জন্মিয়াছে যেহেতুক আমরা নিশ্চয় বোধ করি যে অল্পকালের মধ্যে তদ্দ্বারা দেশের মহোপকার হইবে।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫ / ৭ ভাদ্র ১২৪২

বাষ্পীয় কমিটি।

গত ১৭ তারিখ সোমবারে কলিকাতার টৌনহালে বঙ্গদেশীয় মহাশয়েরদের বাষ্পীয় নূতন চাঁদার স্বাক্ষরকারিরদের এক সভা হয়। ঐ সভাতে অত্যল্প ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যেহেতুক কেবল সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ঐ দিবসে সভা হয়। তাহাতে কমিটির কার্য্যবিষয়ক রিপোর্ট ও হিসাব দেওয়া যায় এবং তদ্বিষয়ক প্রধান কথা এই যে চাঁদার টাকার মধ্যে ৭৪,৪৫২ ।/ উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫ / ৭ ভাদ্র ১২৪২

বরফ।

সংপ্রতি মেরি আণ্ড সুজাননামক জাহাজ বরফ বোঝাই হইয়া বষ্টন নগর হইতে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। ঐ বরফ বাখণের [রাখনের] স্থান শ্রীযুত বেকন সাহেব প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং তাহা বিক্রয় করিবেন। কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে যে করবোনামক জাহাজে যে বরফ বোম্বাই শহরে প্রেরণ করা যায় তদ্দ্বারা লাভ কলিকাতার পূর্ব্বে প্রেরিত কএক জাহাজের বরফের লাভাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কিন্তু ভরসা হয় যে এইক্ষণে কলিকাতায় বরফ যে পঁহুছিয়াছে ইহাতে লাভ অধিক হওয়াতে উত্তরোত্তর বরফের অধিক আমদানি হইতে পারে।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫ / ৭ ভাদ্র ১২৪২

বাষ্পীয় জাহাজ।

কলিকাতানিবাসি এক জন সাহেবের নিকটে আগত এক পত্রের সম্বাদ অবগত হওয়া গেল যে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের হুকুমেতে ভারতবর্ষ ও সুয়েজের মধ্যবর্ত্তি স্থানে গমনাগমনের সুযোগ করণার্থ অতিবৃহৎ দুই বাষ্পীয় জাহাজ নির্ম্মাণ হইতেছে। এই সম্বাদ সত্য হইলে আমারদের পরমাহ্লাদ হয়।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

কএক দিন হইতে দেখিতেছি যে কৃষ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বসুজকে

ধর্ম্মসভার অধীন করিবার নিমিত্ত চন্দ্রিকাকারের অত্যন্ত যত্ন হইয়াছে ও তাহার পোষকতা জন্য না লিখিতেছেন এমত কথাই নাই যদিও এতাদৃক্ বিষয়ে চন্দ্রিকাকার যাদৃক্ সত্য কহিয়া থাকেন তাহা সুব্যক্ত আছে এবং পূর্ব্বকালে কৌমুদী ও জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশকেরা বিশেষ সপ্রমাণ করিয়াছেন তথাচ বসুজের বিষয়ে চন্দ্রিকাকার যেরূপ সত্য কহিয়াছেন ও কহিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাহা নীচের লিখিত পত্রদ্বয়ে সর্ব্বসাধারণবিদিত হইবেন। উক্ত পত্রদ্বয়ের পরিচয়ের আবশ্যকবোধে সাধারণকে জানাইতেছি যে কৃষ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও এতন্নগরে বাস করেন তিনি চন্দ্রিকায় বসুজের বিষয়ে কতকগুলিন নূতন শব্দ দৃষ্টে বসুজের নিকট তাহার তথ্যাতথ্য জানিতে বাসনা করিয়াছিলেন। বসুজ গঙ্গোপাধ্যায় বাবুর পত্রী প্রাপ্তে চমৎকৃত হইয়া যে উত্তর লেখেন ঐ পত্রদ্বয় আমি বিশেষরূপ দর্শনে অবিকল প্রতিলিপি প্রেরণ করিলাম দর্পণে প্রকাশে আপনি বাধিত করিবেন।

তৎসৎ

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বসুজ পরম কল্যাণবরেষু।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ। আমার নিকট হইতে তোমার গমনের অব্যবহিত পরেই চন্দ্রিকাপত্র পাইলাম তাহার প্রথম অংশে আমি দেখিলাম যে শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহের উদ্দেশে তোমার প্রতি নানা কুৎসা উত্থিত হইয়াছে যদিও কলুটোলাহইতে না উত্থিত হয় এমত কথাই নাই। তথাচ তোমার কৃষ্ণনগরের বাটী যাইবার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকিবাতে তদ্বিষয়ে আমার বিস্তারিত জানিবার বাসনা অতএব উত্তর লিখিবে। বিজ্ঞতমেষু। তারিখ ২৭ শ্রাবণ ১২৪২। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

পরমপূজনীয় শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

সেবক শ্রীগোকুলচন্দ্র বসুদাসস্য প্রণামাঃপরার্দ্ধং নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় বাবুজি মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সমস্ত মঙ্গল পরং। আজ্ঞা লিপি প্রাপ্তে বিষয়াবগত ও চন্দ্রিকায় কুৎসা রটাইবার সম্বাদে চমৎকৃত হইলাম চন্দ্রিকায় যে কথা লিখিত হইয়াছে তাহার প্রথমাক্ষরঅবধি শেষ পর্য্যন্ত কোন বর্ণে বিশ্বাস করিবেন নাই। জগদীশ্বর আমাকে এমত কুপর্ন করেন নাই যে বর্ত্তমান ব্যাপারে আমার চীরকালের মনের প্রতিজ্ঞাত কোন অংশে বিপরীত

করি বা লিখি ব্যস্তজন্য অধিক নিবেদন লিখিতে পারিলাম নাই পরিবারদিগের বাটীতে রাখিয়া পুনরায় শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি তারিখ ২৭ শ্রাবণ ১২৪২।

এইক্ষণে আমার মানস যে চন্দ্রিকাসম্পাদক দ্বেষশূন্য হইয়া উভয় পত্র অবলোকন করেন। এবং হরকরাপ্রকাশক কৃপাপূর্ব্বক ইহা স্বীয় পত্রে প্রকাশ করেন নিবেদনমিতি।

কস্যচিৎ পক্ষপাতবিহীনস্য।

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

শ্রীগোকুলচন্দ্র বসুজ।

বিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদন মিদং। ১০৩৪ সংখ্যার চন্দ্রিকায় তৎ সম্পাদক শ্রীযুত বাবু আশুতোষদের সপক্ষ হইয়া অনেক লিখিয়াছেন কিন্তু নিগূঢ় কথা একটি যে লিখিয়াছেন তাহাতেই সম্পাদকের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে।

সম্পাদক লেখেন খ্রীষ্টীয়ান সংসর্গিদিগের ত্যাগের নিমিত্ত নিয়ম অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র হইয়াছে এবং কায়স্থ কুলীন কুলাচার্য্য গোষ্ঠীপতি দলপতিপ্রভৃতি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন বটে এবং তদ্দোষে দোষী ব্যক্তিরদিগের দোষ মার্জ্জনার কোন নিয়ম নাই অর্থাৎ উক্ত দোষে যাঁহারা দোষী হইবেন তাঁহারা কোন কালেও মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইবেন না। চন্দ্রিকাকারের এই যথার্থ উক্তিতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

অপর বসুজের কন্যার সহিত দে বাবুর ভাগিনেয়ের যে শুভবিবাহ হয় বিবেচনা করিলে যথার্থই হইয়াছে কারণ দে বাবু কালী প্রসাদী বসুজ রামমোহন রায়ী হিন্দুশাস্ত্রমতে উভয় দোষ তুল্য।

চন্দ্রিকাকার ১০৩১ সংখ্যার চন্দ্রিকায় নিখিয়াছেন [লিখিয়াছেন] "দেখ ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ" এই কথাটি উক্ত বিবাহ স্থলে লেখা উচিত ছিল যেহেতুক রামমোহনরায়ী কালীপ্রসাদী ব্যতীত অন্য কোন স্থলে স্থান পাইবেন না নিবেদনমিতি।

৩ ভাদ্র। সন ১২৪২। কস্যচিৎ হোগলকুড়িয়ানিবাসিনঃ।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়ের ১০৪৬ ও ১০৪৭ সংখ্যক দর্পণে রামপুর বোয়ালিয়ার উৎপাত বিষয় যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহাদৃষ্টে অবগত হইলাম যে ঐ উৎপাতের বিশেষ বিবরণ সংপূর্ণরূপে লেখা যায় নাই বরং বোধ হয় যে এ উৎপাত সামান্যন্যায় প্রচার হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক জানিলাম যে এ উৎপাত নবদ্বীপ জিলার হেদাইচ এলাহির উৎপাতের নূ্য [ন্যূন] নহে কেবল ইহারা বাঁশের একটা কিল্লা করে নাই আর নাজীরকে হত করে নাই মাত্র। এ নিমিত্ত তাহার কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতেছি দর্পণে অর্পণ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

প্রথমতঃ দস্যু প্রজারা শ্রীযুত বীরেশ্বর রায় প্রভৃতি জমীদারদিগের আদেশ ক্রমে মোকাম তিয়রকুড়ীর হরগোবিন্দ মহাজনদিগের বাটীতে আক্রমণ করিয়া তাহারদিগের ধনসম্পত্তি এবং কারবারের খাতাপত্রাদি লুঠ করিয়ালয়। পরে ১ শ্রাবণ বড়গাছীনামক স্থানে শ্রীযুত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও ৺রামশঙ্কর সিংহের বাটীতে আক্রমণ করে। পূর্ব্বোক্ত সিংহদিগের বাটী চকমিলান এবং বাটীতে ২০।২২ জন দ্বারী ছিল। প্রথমতঃ দস্যু প্রজাগণ আইলে তাহারা বাটীর সদর খিড়কীর কপাট বন্ধ করিল তাহাতে দস্যুগণ বাটীর বাহিরহইতে এক ২ বারে ৪।৫ সহস্র ইট ফেলিতে লাগিল। অপর ঢেকী ও কুড়ারির দ্বারা কপাট ভঙ্গকরার চেষ্টা করিল কিন্তু কপাট লৌহযুক্ত এমতে তাহাতে অশক্ত হইয়া কাষ্ঠাহরণ করিয়া ঐ কপাটে অগ্নি প্রদান করিল কিন্তু কপাট দগ্ধ হইতে বিলম্বহওয়াতে দস্যু প্রজারা ঐ বাটীর দ্বারের উত্তরাংশ একস্থানে অল্প পাকা প্রাচীর ছিল তাহা ভঙ্গ করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশকরত বাটীর ভিতরের নীচে উপরের ঘরের সকল কপাট এবং যাবদীয় সিন্দুক ও আলমারি ইত্যাদি ভঙ্গ করিয়া ধনসম্পত্তি ও কারবারের খাতাপত্রসকল হরণ করিল। পরে বাটীমধ্যে একটা অগ্নিকুণ্ড করিয়া শাল ও রুমাল ও শামিয়ানা ও তাম্বুসকল জ্বালাইল। পরদিবস মাজিস্ট্রেট সাহেব পোলীসের আমলার দ্বারা এ বিষয় গোচর হইয়া প্রথমতঃ আপন সিরিশ্‌তাদারকে কএক জন বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে প্রেরণকরাতে সিরিশ্‌তাদার তথায় যাওনকালীন দেখেন যে গ্রাম লুট করিয়া প্রায় ৫০০০ হাজার লোক যাইতেছে। পরে তাহারদিগের অবশিষ্ট কএক জনকে তিনি ধৃত করিলেন। অপর শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট এবং জাইণ্ট

মাজিস্ত্রেট সাহেব কএক জন বরকন্দাজসমেত মফঃসল গিয়া দেখেন যে সকল লোক ধরিয়াঁছেন তাহারদিগকে কাড়িয়া লইতে প্রায় ৫০০০ সহস্র লোক আসিতেছে। তাহাতে সাহেবেরা স্বগণ সমভিব্যাহারে তাহারদিগকে নিবারণার্থ যাওয়াতে দস্যুগণ ভীরু না হইয়া আক্রমণকরার চেষ্টা করিল। তাহাতে সাহেবদিগের সমভিব্যাহারির মধ্যে তহছীল খাঁ নামক এক ব্যক্তি দস্যুগণমধ্যে এক জনকে আঘাত করিয়া কোনমতে ধৃত দস্যুগণসমভিব্যাহারে সদর বোয়ালিয়ায় আসিয়া বহরমপুরহইতে কএক জন সৈন্য আনিয়া পুনরায় শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব সৈন্যসমভিব্যাহারে মফঃসল যাওয়াতে দস্যুদিগের দস্যুবৃত্তি নিবারণ হইল কিন্তু সৈন্যদিগের আসিবার কএক দিবস মধ্যে প্রায় দেড় শত ছোট বড় মহাজনের বাটী লুট হইয়া এ লাগাইত শতাবধি মোকদ্দমা হইয়া প্রায় প্রধান ২ তিন শত দস্যু কারাবন্ধ হইয়াছে। অনুমান করি যে তাহারা উচিত দণ্ড পাইবে। যদি বহরমপুরহইতে সৈন্যের গতি না হইত তবে কোনমতে এতাবৎ লুঠ নিবারণ হইত না। পশ্চাৎ মোকাদ্দমায় যাহা হয় নিবেদন লিখিব।

আমারদিগের খেদ এই যে অদ্যাপি এ বিষয়ের আজ্ঞাকারক এবং অগ্রগণ্য পূর্ব্বোক্ত বীরেশ্বর রায় কারাগারগ্রস্ত হইলেন না। যদি আজ্ঞাকারক ব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত না হন তবে পুনরায় এমত হইবার বাধা নাই ইতি।

কস্যচিৎ বোয়ালিয়ানিবাসি দর্পণ পাঠকস্য।

—২২ আগস্ত ১৮৩৫/৭ ভাদ্র ১২৪২

বিজ্ঞাপন।

সকলকে জানান যাইতেছে ভগবদ্‌ গীতা গ্রন্থ পূর্ব্বে স্থানে ২ বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শ্লোকের সম্পূর্ণভাব এমত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই যে তাহাতে অল্পবুদ্ধি জনের বোধগম্য হয়। তজ্জন্য শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মূলের নীচে অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকাও বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিবা মাত্রই সকল সন্দেহ দূর হয়। এই গ্রন্থ কলিকাতার জ্ঞানান্বেষণ মুদ্রাযন্ত্রালয়ে অথবা যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ সিংহের পুষ্পোদ্যানে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫/১৪ ভাদ্র ১২৪২

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত জর্জ্জ মণি সাহেব জেমস্ বৃজনেলের মরণোত্তর মৃত নন্দলাল দের উত্তরাধিকারী অথচ পুত্র বিশ্বম্ভর দে ও রাজকিশোর দে ও দীননাথ দের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। এবং কলিকাতার লালবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী…অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত নন্দলালদের যে স্বত্ব…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে লিফাবর সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে লালু মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কেম্প সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১৬ তাহাতে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৪ চারি কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কেরি সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত কেরি সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সদর রাস্তা।

৩ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের…এক দোতালা বসতবাটী ও তৎসঙ্গে…৴২৷৹ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে তামসন সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে মার্ক সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে বীরু ঠাকুরের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং কলিকাতানগরে কসাই টোলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং… ভূমি অনুমান ৴২কাঠা তাহা …বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে ডুমন সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিমদিগে ফতু কসাইয়ের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে উজিয়া সাহেবের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে এক গলি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্মিত গৃহ বসতবাটী…অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত মৃত নন্দলাল দের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে সরকারীরাস্তা। পশ্চিম দিগে গোবিন্দচন্দ্র দের বাজার। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

৬ দফা। এবং কলিকাতা নগরের মলঙ্গার সেকরা পাড়ার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড এবং বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান /৩৷৷০ তিন কাঠা আট ছটাক তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত নন্দলাল দের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামধন সেকরার বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গৌর সেকরার বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত নন্দলাল দের ভদ্রাসন বাটী ও ভূমি।

৭ দফা। এবং কলিকাতার মলঙ্গার দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তির গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৷৩ আট কাঠা তাহা …বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে স্বরূপ দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি। দক্ষিণ দিগে বিশ্বনাথ মতিলালের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গৌর দত্তের বাটী ও ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৷২ সাত কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা… এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সাধুচরণ সেনের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কিশোর দের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে নিত্যাই সেকরার বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

৯ দফা। এবং কলিকাতা নগরের মলঙ্গার বহুবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত নং ২০ যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /১৷০ এক কাঠা চারি ছটাক তাহা …বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে রাধাকান্ত পালের ভূমি ও মন্দির। উত্তর দিগে নীলু মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল…যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ২০৮ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২

দুইকাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। বিশেষতঃ উত্তর দিগে নিমাই মিস্ত্রির ভূমি। দক্ষিণ দিগে নীলমণি মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি।

১১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল…যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী…অনুমান ⁄২ দুই কাঠা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বহুবাজারের রাস্তা। উত্তর দিগে সদর রাস্তা। পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে নিত্যাই ধরের বাটী ভূমি।

১২ দফা। এবং পূর্ব্বেক্ত [পূর্ব্বোক্ত] স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৬৬ এবং তাহার সঙ্গে…অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সদর রাস্তা। দক্ষিণ দিগে বলাই শীলের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে কৌল সাহেবের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি।

১৩ দফা। এবং কলিকাতা নগরে মলঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী…অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা …বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পাঁচু ধরের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গোপালচাঁদ দের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিগে সদর গলি।

১৪ দফা। এবং কলিকাতানগরে বহুবাজারে মঙ্গলার [মলঙ্গার] কাঁড়ো দাসের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄৩ কাঠা তাহা… বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। পূর্ব্ব দিগে বিশ্বনাথ মত্তিলালের আস্তাবল। দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ হালদারের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গোবিন্দচন্দ্র দের বাটী ও ভূমি।

১৫ দফা। এবং কলিকাতানগরে হাড়কাটার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩⁄ তিন কাঠা তাহা…বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মদন নেউগীর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে জগু দাসের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক গলি। পশ্চিম দিগে হরী [হরি] শীলের বাটী ও ভূমি।

১৬ দফা। এবং কলিকাতানগরে মীর্জ্জাপুরের চাঁপাতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী...অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক গলি। উত্তর দিগে সরকারী নর্দ্দমা। পূর্ব্ব দিগে গণেশ ঠাকুরের গলি। পশ্চিম দিগে নারায়ণ মিস্ত্রির বাটী ও ভূমি।

১৭ দফা। এবং কলিকাতানগরে বৈঠকখানার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৴২।।০ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা ...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা। উত্তর দিগে গোপীমোহন দেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে নীলু শীলের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গোপীমোহন ঘোষের ভূমি।

১৮ দফা। এবং কলিকাতানগরে ধর্ম্মতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসত বাটী নং ১৪৪ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।২।।০ বার কাঠা আট ছটাক তাহা...বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে জোন সাহেবের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে হাণ্টর কোম্পানির আস্তাবল। উত্তর দিগে সদর রাস্তা। দক্ষিণ দিগে হাণ্টর সাহেবের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫/১৪ ভাদ্র ১২৪২

ইশতেহার।

মিসিয়র্স মোর হিকি সাহেবের নীলামে বিক্রয় হইবেক।

মোকাম কলিকাতার বড়বাজারের মধ্যে এক কেতা জমী কমবেশ ৪৴ চারি বিঘা মায় ইমারত ইহার চতুঃসীমা উত্তরে গোবিন্দচাঁদ বাবুর জায়দাদ এবং মনোহর সরকার ও পঞ্চানন সরকার ও রামগোপাল মল্লিকের ওয়ারিসানের জায়দাদ দক্ষিণে সরূপচন্দ্র মল্লিকের জায়দাদ পূর্ব্ব দিগে ঐ রামগোপাল মল্লিকের এবং ঐ মনোহর সরকারের জায়দাদ এবং পশ্চিমে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা ও নিমাইচরণ দত্তদিগরের জায়দাদ। এই জমী পূর্ব্বে মেং ডবলিউ সি ডন ও আই এইচ সাহেবের ছিল ইহার কাগজাৎ মেং

ওয়াইট ও বাইল উকীল সাহেবের আপীসে ওল্ড পোষ্ট আপীস স্ট্রিটে ৬নং বাটীতে অন্বেষণ করিলে গ্রাহক ব্যক্তিরা দেখিতে পাইবেন।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫/১৪ ভাদ্র ১২৪২

বিজ্ঞাপন।

সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে ছন্দোমঞ্জরী বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থ উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া দুই গ্রন্থ এক জেল্‌দে বাইণ্ড হইয়াছে ছাপার মূল্য ৷৷৹ আট আনা স্থির হইয়াছে যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় মোং কলিকাতার পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন ইতি ১৮৩৫ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫/১৪ ভাদ্র ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৯ আগস্ত।

শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নীচে লিখিতব্য নিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীযুত জে জি সিডিন্স সাহেব একটিং পোষ্টমাষ্টর জেনরল হইয়া শ্রীযুত আনরবল জে এলিয়ট সাহেবের হাত হইতে বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

শ্রীযুত সি সি হাইড সাহেব কলিকাতার একটিং কালেক্টর হইয়া শ্রীযুত জে জি ডিসিন্স [সিডিন্স] সাহেবের হাত হইতে ২০ তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

১৮ আগস্ত।

মুরশিদাবাদের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত জে জি বি লারেল সাহেবকে সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা আগমনার্থ মুরশিদাবাদের একটিং কমিস্তনর সাহেব যে হুকুম দেন তাহা মঞ্জুর হইল।

১৯ আগস্ত।

শ্রীযুত ডগলেস হেডো ক্রাফোর্ড সাহেব ফোর্ড উলিয়ম কালেজেতে পশ্চিম

দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ পাটনাহইতে কলিকাতা রাজধানীতে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪১ রেজিমেণ্টের লেপ্তনস্ত শ্রীযুত এফ ডবলিউ বর্চ সাহেব কাপ্তান ষ্টিলসাহেবের অনুপস্থানে কলিকাতার নোমক চৌকীর একাটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫/১৪ ভাদ্র ১২৪২

[মুদ্রা।]

একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহ্নসকল এতদ্দেশহইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফৌজদারী নূতন আইন কারণবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে উপদেশ দেন তাহা গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ আইন সমাপ্ত হইলে পর মোসলমানের শরা ৭০ বৎসর অবধি ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে ইহার পর মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না যে অপরাধির কি দণ্ড করিতে হইবে কিন্তু অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে সমুদায় ঐ আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে।

এই সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিলাম যে অল্পকালের মধ্যে নূতন মুদ্রা চলিত হইবে এবং তাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না যে ইহা দিল্লীর জবন বাদশাহের মুদ্রা।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫/১৪ ভাদ্র ১২৪২

[টুয়াইনিং সাহেবের মৃত্যু।]

আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে যে গত বুধবারে অল্পকাল অস্বস্থ হওয়াতেই টুয়াইনিং সাহেবের মৃত্যু হয়। কলিকাতার মধ্যে ঐ সাহেব প্রায় অগ্রগন্য ছিলেন তৎসদৃশ ব্যক্তি পাওয়া দুর্লভ তাঁহার স্বভাব ও আচার ব্যবহার এমত কোমল ছিল যে তাহাতে সকলের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই এমত বোধ করেন যে আমরা পরম বিজ্ঞ ও অতি বিশ্বস্ত চিকিৎসক সাহেবকে হারাইলাম কেবল নহে কিন্তু অতিমিত্রব্যক্তি হারা হইলাম।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫/১৪ ভাদ্র ১২৪২

[শ্রীভগবদগীতা।]

যে এক নূতন গ্রন্থ এইক্ষণে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ গ্রন্থ শ্রীভগবর্দ্গীতা। শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা এবং বঙ্গভাষাতে অনুবাদ সহিত ঐ খণ্ডের কেবল দুই তিন স্থান আমারদের পাঠকরণের অবকাশ ছিল অতএব তাহার দোষ গুণবিষয়ক আমরা কিছু কহিতে সমর্থ নহি। কিন্তু আমারদের ভরসা হয় যে তাহাতে অতি সাহসিক ঐ গ্রন্থানুবাদক ব্যক্তিকর্ত্তৃক এমত পোষকতা প্রাপ্ত হইবেন যে তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডানুবাদকরণেও নিত্যানুরাগ জন্মিবে।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫/১৪ ভাদ্র ১২৪২

[মুদ্রাযন্ত্র।]

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতাস্থ টৌনহালে শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অধীনে মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনবিষয়ক উপকার যাহাতে চিরস্মরণীয় থাকে এনিমিত্ত এক বৈঠক হয়। এবং তৎসময়ে নীচে লিখিতব্য বিষয়সকল স্থির হইল। তাহার অনুবাদ আমরা জ্ঞানান্বেষণ হইতে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

সভার নিয়ম।

নীচে লিখিত ব্যক্তিরা এই স্থির করিলেন যে সর্ব্বসাধারণের চাঁদার দ্বারা এক বাড়ী নির্ম্মিত করিয়া তাহার নাম মেটকাপ পুস্তকালয় রাখা যাইবেক এবং যে নিমিত্ত বাটী প্রস্তুত হইবে তাহা অর্থাৎ শ্রীল শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ গবর্নর বাহাদুরের শাসন সময়ে ছাপাযন্ত্র স্বাধীন হইল এই খোদিত এক প্রস্তর ঐ বাটীর দ্বারের উপর অথবা অন্য কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত সাহেবের স্মরণার্থ রাখিবেন আর ঐ বাটী পরিষ্কৃতরূপে সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে নানা বিদ্যার পুস্তক রাখা যাইবেক কিন্তু তাহার ভাড়া লাগিবেক না এবং যাঁহারা পুস্তক রাখিবেন তাঁহারদিগের মধ্যে এই করার থাকিবেক যে সাধারণের খরচে বাটী মেরামত হইবে এবং যাঁহারা মেডিকেল কালেজ আর অন্যান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন এবং উত্তর কালীন যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে তাহাতে যাঁহারা শিক্ষা করিবেন তাঁহার দিগের মধ্যে ইংরেজ হিন্দু ইষ্টিণ্ডীয়ান সাধারণ যোত্রহীন ছাত্ররা ঐ সকল পুস্তক বিনামূল্যেই পাঠ করিতে পাইবেন এবং এই পুস্তকালয়ের বিষয় যে কমিটি

মনোনীত হইবেন তাহারদিগের এমত কোন নিয়ম করিতে হইবেক যে ছাত্রেরা পাঠার্থ পুস্তক লইয়া পরে কোন অন্যায় না করিতে পারেন বিশেষতঃ আরো নিয়ম করিতে হইবেক পশ্চিম দেশে অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য কিম্বা যে কোন দেশহইতে কোন সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া যদ্যপি ঐ পুস্তকালয়ে যাইতে চাহেন তবে তাঁহারদিগের প্রতি পুস্তকালয় প্রবেশে কোন বাধা না থাকে।

অপর এই কমিটি স্থির হইয়া তাঁহারা চাঁদার টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং আপনারা দেখিয়া বাড়ী প্রস্তুত করাইবেন আর অন্যান্য বিষয় স্থির করণার্থ যে সকল উপায় করিতে হইবেক সে সকল ভারই তাঁহারদিগের উপর থাকিবেক।

সকল বিষয়ের খরচ পত্র করিয়া যদ্যপি এক প্রতিমূর্ত্তিকরণের উপযুক্ত টাকা না থাকে তবে একমারবুল প্রস্তরের মেজেতে ১৮৩৫ সালের তারিখে লিখিত শ্রীশ্রীযুত সর চার্ল্স মেটকাপ সাহেবের ছাপযন্ত্রবিষয়ক পত্র আর ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতার নিয়ম খোদিত করত টৌনহালের কোন স্থলে রাখিয়া দিবেন।

কিন্তু যদ্যপি চাঁদার টাকায় সম্পন্ন হয় তবে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের সর্ব্বাঙ্গ সহিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা গল দেশপর্য্যন্ত মুখাকৃতি করিয়া ঐ পুস্তকালয়ে রাখা যাইবেক এবং যে নিমিত্ত ইহা করা গেল তাহার চিরস্মরণার্থে প্রতিমূর্ত্তির বা মুখাকৃতির মধ্যে কোন অক্ষর পংক্তি লেখা থাকিবে।

নীচে লিখিত মহাশয়েরা এবিষয়ে কমিটি নিযুক্ত হইবেন এবং ছাপাযন্ত্র স্বাধীন হইল এতদর্থে উল্লাস জ্ঞাপনার্থ আগত মাসের ১৫ তারিখে চাঁদার দ্বারা যে ভোজ হইবে তাহার বিবেচনা নিমিত্ত যদ্যপি এই মহাশয়েরা কমিটির মধ্যে আর লোক আনিতে চাহেন তবে তাহাও পারিবেন।

শ্রীযুত পাটল সাহেব শ্রীযুত টর্টন সাহেব শ্রীযুত পার্কর সাহেব শ্রীযুত ডিকিন্‌স সাহেব শ্রীযুত টর্র্নস সাহেব শ্রীযুত টেলর সাহেব শ্রীযুত কীড় সাহেব।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৪ ভাদ্র ১২৪২

লাহোর।

এইক্ষণে লাহোরের কেবল এইমাত্র সম্বাদ বোধ হইতেছে যে যে শ্রীযুত নৌনহল সিংহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে। এইক্ষণে প্রাচীন রাজা শারীরিক অতি দুর্ব্বল হইয়াছেন তথাপি স্বয়ং রাজকীয় তাবৎ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন।

শীকেরদের উকীল কলিকাতা হইতে লাহোরে প্রত্যাগমনকরত বারাণসীতে পঁহুছিয়াছেন। বর্ষাবসানপর্য্যন্ত তিনি ঐ পবিত্রতীর্থে বাস করিবেন। উকীলের দের মধ্যে দ্বিতীয় গণ্য ঐ গুজর সিংহ কলিকাতাতে প্রেমাসক্ত হইয়া খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বনেচ্ছু হইয়াছিলেন সেই কল্প অদ্যাপি ত্যাগ করেন নাই এবং পুনর্ব্বার লাহোরে না যাইতে ও ঐ খ্রীষ্টীয়ান স্ত্রীকে বিবাহ করিতে এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৪ ভাদ্র ১২৪২

ভাগীরথী বাষ্পীয় জাহাজ।

২১ তারিখে ভাগীরথী বাষ্পীয় জাহাজ আলাহাবাদহইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইল প্রত্যাগমনেতে কেবল ১০ দিবস লাগিয়াছে। কলিকাতা হইতে আলাহাবাদে অন্য এক বাষ্পীয় জাহাজ আগামি সপ্তাহে গমন করিবে।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৪ ভাদ্র ১২৪২

নূতন মুদ্রা।

নূতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। ঐ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ব্যতিরেকে অন্য কোনপ্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা চলন হইবে। এবং যাহাতে প্রজা লোকের স্মরণহইতে পারে যে এতদ্দেশে পূর্ব্বে জবনেরা রাজা ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহ্ন ঐ মুদ্রাতে থাকিবে না।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৪ ভাদ্র ১২৪২

[সতী।]

শেষাগত ইউরোপীয় সম্বাদ।

…শ্রীযুত লার্ড হেসবরি সাহেব কর্ম্মে একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছেন এতদ্দেশে রাজশাসনার্থ আগমন করিবেন না। সপ্তাহদ্বয় হইল কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় এক সম্বাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল যে তিনি এতদ্দেশে পঁহুছিলেই তাবৎ নাস্তিকেরদিগকে দেশহইতে তাড়িয়া দিবেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের রহিত হওয়া

নিয়ম অর্থাৎ সতীরীতি পুনঃসংস্থাপন করিবেন এবং যে ইঙ্গরেজী পাঠশালাতে যুবব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্মে পরাঙ্মুখ ঐ পাঠশালা বন্দ করিবেন। যদ্যপি লার্ড হেসবরি সাহেবই এতদ্দেশে আগমন করিতেন তবে আমরা নিশ্চয়ই কহিতে পারি যে ঐ পত্রসম্পাদক তাঁহার আগমনেতে যে সকল কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে অতিব্যগ্র ছিলেন তাহার এক কর্ম্মও তিনি করিতেন না। সে যা হউক এইক্ষণে কর্ম্মে তাঁহার নিযুক্ত হওয়াই রহিত হইয়াছে এবং লিবরাল রাজমন্ত্রিগণ কর্তৃক এতদ্দেশের যে গবর্নর জেনরল বাহাদুর নিযুক্ত হইবেন তিনি অবশ্যই লিবরাল অনুযায়ী কর্ম্ম অর্থাৎ যাহাতে দেশের মঙ্গলসম্ভাবনা তাহা করিবেন অতএব সতীরীতি আর কখন পুনঃস্থাপিত হইবে না এবং নাস্তিকেরাও দেশহইতে বহিষ্কৃত হইবে না এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাসা আরো শীঘ্র ২ প্রাদুর্ভূতা হইবে।

তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন্ মহাশয় নিযুক্ত হইবে তাহা অদ্যাপি আমরা জ্ঞাত নহি কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত মেটকাপ সাহেব যে এই বৎসরের অবসানপর্য্যন্ত গবর্নর জেনরলী উচ্চপদ ধারণ করিতে থাকিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৪ ভাদ্র ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

আমার এই কএক পংক্তি আপনকার সমীপে প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনকার বহুমূল্য দর্পণৈকপার্শ্বে স্থানদানে বহুজনের সন্তোষ করিবেন এবং আমাকেও চিরবাধিত করিবেন।

সংপ্রতি একটা শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তা কিছুই জানিতে পারি না[ই] কিন্তু শুনিয়াছি ব্রহ্মসভার ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রহ্মসভায় প্রতি বুধবার রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি অতি পরিপাটী রূপে হয়। তদনন্তর শাখা ধর্ম্মসভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি হয় পরন্তু প্রাতঃকালে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহা কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাদক মহাশয় আমরা অনুভব করি যে কথিত শাখা ধর্ম্মসভা কিয়ৎকালান্তে ছাতারের নৃত্য হইবেক অর্থাৎ ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া একটা ছাতার পাখি মানে ২ বিবেচনা করিল যে আমি উহার অপেক্ষা উত্তম নৃত্য করিব বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ

করিল পরে অনেককাল নৃত্য করিতে ২ ময়ূরের নৃত্য ভুলিয়া গিয়া শেষে লাফাইতে আরম্ভ করিল। সম্পাদক মহশয় শাখা ধর্ম্মসভা তাদৃশ হইবেক।

২১ আগস্ত ১৮৩৫ সাল।

—২৯ আগস্ত ১৮৩৫ / ১৪ ভাদ্র ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজকৃষ্ণ ঘোষের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের কুমারটুলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একটা একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গুদাম নং ১১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজকৃষ্ণ ঘোষের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা···বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে রামচন্দ্র কুণ্ডের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে মৃত কৃষ্ণমঙ্গল পালের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে মৃত রামচন্দ্র মিত্রের গুদাম অথবা বাটী। দক্ষিণ দিগে এক সুঁড়িপথ অথবা সেক ফরজুর বাটী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

রামায়ণ।

সর্ব্বজন জ্ঞাতকরণ এই বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মহাকবি কৃত্তিবাসঃপণ্ডিত রচিত সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেল্‌দবন্দি হইয়া ২ বালমে প্রস্তুত হইয়াছে সমুদায়ের মূল্য ৮ টাকা স্থির করা গিয়াছে। যে মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি আপন নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে অনায়াসে তাঁহার নিকটে পঁহুছিবেক

এবং কলিকাতা নগরে লালগির্জার নিকটে এখানকার কেতাবের গুদামে পাঠাইলে পাইবেন অথবা শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপনি আইসেন কিম্বা লোক প্রেরণ করেন আগতমাত্রই পাইবেন। যে মহাশয়েরা পূর্ব্বে যে দুই তিন কাণ্ড যে মূল্যে লইয়াছেন তাঁহারদিগকে অবশিষ্ট কাণ্ড সকল ৮ টাকা মূল্যের হিসাবে দেওয়া যাইবে কেবল জেল্‌দের খরচ ১ টাকামাত্র অধিক লাগিবে।

—৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

প্রবোধ চন্দ্রিকা।

সংপ্রতি মহামহোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকানামক গ্রন্থ সাধুভাষাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে প্রথমবার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। মূল্য ৪ চারি টাকা।

—৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২০ আগস্ত।

নীচে লিখিত সাহেবেরা স্ব ২ কর্ম্ম স্থানহইতে ছুটি পাইয়াছেন।

শ্রীহট্টের সিবিলসম্পর্কীয় আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত সি গ্রফিথ সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে গত জুন মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাসের নিমিত্ত কলিকাতা রাজধানীতে আগমনার্থ ছুটি পাইয়াছেন।

১৫ আগস্ত।

শাবাতুর পোলিটিকাল এজেণ্ট ও নছিরি পল্টনের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর সি পি কেনেডি সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় গমনার্থ গত মাসের ২৫ তারিখে অক্তোবর মাসের ১ তারিখ অবধি যে ৬ মাসের ছুটি পান তাহার পরিবর্ত্তে আগামি নবেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি ৬ মাসের ছুটি আগ্রার গবর্নর সাহেব কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শাবাতুর পোলিটিকাল এজেণ্ট এবং নাছিরি পল্টনের দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত কাপ্তান জে কে মক্কাসলাণ্ড সাহেব শ্রীযুত মেজর কেনেডি সাহেবের অনুপস্থান অথবা অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত শাবাতুর পোলিটিকাল এজেণ্টী পদ এবং ঐ পল্টনের সৈন্যাধ্যক্ষতা পদের ভার গ্রহণ করিবেন।

এবং পদাতিক সৈন্যের ৪৯ রেজিমেণ্টের লেপ্তেনন্ত শ্রীযুত ই জে লাইড সাহেব যিনি এইক্ষণে নছিরি পল্টনের আসিষ্টাণ্ট হইয়াছেন ঐ সাহেব শ্রীযুত কাপ্তান মককাসলণ্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে শাবাতুর পোলিটিকাল এজেণ্টের আসিষ্টাণ্টী ও ঐ উক্ত পল্টনের দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্ম করিবেন।

গত মাসের ২৫ তারিখে উক্ত বিষয়ের যে হুকুম হয় তাহা রহিত হইল।

—৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

[লমসডন সাহেবের মৃত্যু।]

ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত সম্বাদপত্রে লেখে যে মাথিউ লমসডন সাহেবের ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তর হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার ফোর্ট উলিয়ম কালেজে বহুকালপর্য্যন্ত পারস্য ও আরবীয় ভাষার শিক্ষক ছিলেন এবং আরবীয় অতিবৃহৎ এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া যান।

—৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

আসিয়া জাহাজ বিনষ্টহওন।

আসিয়ানামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনকরত সাগরের তটে মারা পড়িয়াছে। কাপ্তান সাহেবব্যতিরেকে অন্যান্য আরোহিরা রক্ষা পাইয়াছেন। ৩।০ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত তাহার মালের বিমা কলিকাতায় হইয়াছিল।

—৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

কলিকাতার পুস্তকালয়।

গত সোমবার পূর্ব্বাহ্নে টৌনহালে বহুতর ব্যক্তির এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা নগরে সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারার্থ সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের সুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা হয়। ঐ সমাজে শ্রীযুত সর জন গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ ব্যক্তি লইয়া এক কমিটি স্থির হইল তাঁহারা ঐ পুস্তকালয়ের নিয়মসকল নির্দ্ধার্য্য করিয়া টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহা জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ পূর্ব্বক অতিশীঘ্রই এক পুস্তকালয় স্থাপিত হইবে এবং তদ্দ্বারা যে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

—৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

যশোল্মীর।

হিন্দুকালেজের শ্রীযুত ক্লিঙ্গর সাহেব কিয়ৎকাল হইল যশোল্মীরের রাজার ইঙ্গলণ্ডীয় সেক্রেটরীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ স্থানে গমনকরত এইক্ষণে যোধপুরে পঁহুছিয়াছেন।

—৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।

কুরিয়রনামক ইঙ্গরেজী প্রকাশিত পত্রে ধর্ম্মসভার বৈঠকের বিবরণ যাহা প্রকাশ হইয়াছে সকলের বিদিতার্থে বঙ্গভাষাতে তাহার বাদানুবাদ করিয়া এবং তদ্বিষয়ে অস্মদাদির যে বক্তব্য তাহা ব্যক্ত করিয়া উভয়প্রকাশার্থে যুষমৎসন্নিধানে প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় প্রকাশিত দর্পণে অর্পণ করিয়া সকলকে বিদিত এবং অস্মৎকে বাধিত করিবেন।

[২৫ আগস্ত মঙ্গলবার কুরিয়র হইতে নীত।]

ধর্ম্মসভাবিষয়ক বর্ত্তমান মাসের ত্রয়োবিংশতি দিবস শনিবারে নিয়মিতমতে ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব প্রস্তাব ও উল্লেখ করিলেন যে শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ সভাপতি হউন কিন্তু উক্ত রাজার প্রার্থনামতে দেববাবুই সভাপতি হইলেন। অতঃপরে সভাসম্পাদক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন যে উমাচরণ বসুনামে এক ব্যক্তি রাজাজ্ঞায় দণ্ড প্রাপণের নিমিত্ত প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সনামক উপদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল এবং জাহাজে আহারাদি করিয়াছিল। এইক্ষণে প্রায় এক বৎসর হইল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ধর্ম্মসভার নিকট এই যাচ্ঞা করিয়াছে যে সভাহইতে বসুকে এমত নিদর্শনপত্র প্রদান করা যায় যে তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার হিন্দুলোকালয়ে গৃহীত এবং ব্যবহার্য্য হইতে পারে। অত্র বিষয়ে পণ্ডিতগণেরা পরস্পর বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন এবং এইরূপে আড়াই দণ্ডগতে তাঁহারদের ব্যবস্থা এই হইল যে আবেদনকারির প্রতি আবশ্যক যে ৭৪৯ কাহন কৌড়ি ব্রাহ্মণদিগকে দান করে। তদনন্তর সভাপতি প্রস্তাব করিলেন যে পণ্ডিতবর্গেরা যে ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মসভার মোহর স্থাপন করা যাউক ইহাতে রাজা কালীকৃষ্ণ সম্মত হইলেন পরে সভাস্থ সকলই তাহাতে মত দিলেন। কিন্তু সকলের মতে ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে সভাসম্পাদকও ব্যবস্থাপত্রে তৎগ্রাহ্যসূচক লিপি স্থাপন করিবেন ইত্যাদি।

এতদ্বিষয়ে অস্মদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য যে উক্ত উমাচরণ বসু এমত অপরাধগ্রস্ত যে তাহাকে দ্বীপান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল এবং জাহাজে ইঙ্গরেজসমভিব্যাহারে আহারাদি করাতেও সভাপতি শ্রীযুত রাধাকান্ত দেবের এমত নির্ম্মলান্তঃকরণ যে ৭৪৯ কাহন কৌড়ি যাহার মূল্যকিঞ্চিৎ নূন্য [ন্যূন] ৭৫ মুদ্রা ইহা ব্রাহ্মণদিগকে দিলেই ঐ ব্যক্তি ধর্ম্মসভার সভ্যদিগের ব্যবহার্য্য হইবেক। ইত্যাদি আজ্ঞাতে শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরও সম্মত হইলেন ইহাতে আমি রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিলাম এবং আমার পূর্ব্বের যে ভ্রান্তি ছিল অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের স্বকৃতবলিয়া নামাঙ্কিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ হইয়া স্থানে ২ যাহা প্রেরণ হইয়াছে তাহাতে অনেকেই কহিত রাজাবাহাদুরের নামাঙ্কিত মাত্র স্বকৃত নহে পরকৃত। এ সন্দেহ এত দিবসের পর দূর হইল যেহেতুক যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বিবেচনা বিলক্ষণরূপ করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করেন তাঁহাকে অবশ্যই অতি বুদ্ধিমানমধ্যে স্বীকার করিতে হইবেক। দেখ এই বসুজর বিষয়ে কি উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন কেননা যদি উহাকে জবন কিম্বা ইঙ্গরেজের সহিত আহারদোষে দোষী করা যায় তবে পূর্ব্বের এবং ইদানীর অনেক কথা উঠিবার আটক নাই এই বিবেচনাতেই সম্মত হইয়াছেন। না হইবেন কেন শিশু প্রামাণিক অপর শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব সভাপতি হইয়া উক্ত বসুকে নির্দ্দোষী ও ব্যবহার্য্যকরনের অনুমতি পত্রে ধর্ম্মসভার মোহরকরনের আজ্ঞা দেওয়াতে ব্যক্তিবিশেষের হর্ষ বিষাদ উভয় হইল। কেননা উক্ত বাবু এইক্ষণে মাজিস্ত্রেট প্রযুক্ত কুকর্ম্মশালিরা এইরূপে আহ্লাদিত হইবেক যে দেব মাজিস্ত্রেট যদি দ্বীপান্তরগামী এবং যাহাজে [জাহাজে] ইঙ্গরেজের সমভিব্যাহারে আহারে যে সর্ব্বদা কালযাপন করিয়াছে এমত অপরাধি অব্যবহার্য্যজনের যে অত্যল্প দণ্ড করিয়া ধর্ম্মসভায় গ্রহণ করিলেন তবে চুরি ডাকাইতি ইত্যাদি দোষ তাঁহার নিকটে দোষরূপে কোনমতে গণনা হইবেক না। আর নিরপেক্ষ অথচ নামধারণ ধর্ম্মসভার অধীন ধনহীন এবং দেব মাজিস্ত্রেট বাবুর দলভুক্ত ব্যাপ্য ভদ্রসন্তানেরা মনে ২ অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন। যেহেতুক উক্ত কুকর্ম্মান্বিতের সহিত দলপতি মাজিস্ত্রেট দেববাবুর আজ্ঞানুসারে সমানাসনোপবেশনচঃ আহার ব্যবহারাদি করিতে হইবেক ইহা অপেক্ষা ভদ্র সন্তানেরদের দুঃখ আর কি আছে। এ স্থলে অস্মাদাদির বক্তব্য এই দেববাবু যৎকালে দলপতি ছিলেন তৎকালে যাহা করুন এইক্ষণে মাজিস্ত্রেট হইয়া এরূপ আচরণ করিতে কুকর্ম্মকারিরদের শাসন কিরূপে হইতে পারে বরং এ

সকল বিষয়ের ভার চন্দ্রিকাকারের প্রতি অর্পণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতুক আশ্রিত চন্দ্রিকাকারের ইহাতে উপকার আছে কেননা প্রায়শ্চিত্তরূপ ৭৪৯ কাহন কৌড়ি দণ্ডের অংশ পাইয়া দিনপাত করিতে পারিবেন। তবে যদি কেহ এমত আপত্তি করে যে চন্দ্রিকাকারে ছাপার কাগজ বিক্রয় জীবিকা ব্রাহ্মণের দানের দ্রব্য কিরূপে দেওয়া সম্ভব হয় বরং এমত স্থলে দেবমাজিস্ত্রেট বাবু আপন মাজিস্ত্রেটী পদের প্রভাব প্রকাশ করিয়া আশ্রিত প্রতিপালনার্থ শাস্ত্রউল্লঙ্ঘনের আজ্ঞা দিলেও দিতে পারেন নতুবা চোর ডাকাইত ভদ্র এ সকল লোককে সমানরূপে গ্রহণ করা এইক্ষণে কর্ত্তব্য হয় না। অপর চন্দ্রিকাকার যে বারম্বার বিধিমত মদ্য মাংস ভক্ষণকারিদিগের ইঙ্গরেজেরদের সহিত আহারাদিকরণ ইত্যাদি লিখিয়া পরে নূতন গবর্নর্ হেসবরি সাহেব এতদ্দেশে আসিয়া তাহারদিগকে এ দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন বলিয়া যে ভয়প্রদর্শন করাইয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এত দিনের পর প্রকাশ হইল। যেহেতুক অবৈধ মদ্য মাংস এবং যাহাতে ইঙ্গরেজের সমভিব্যাহারে আহার করিবেক তদ্দোষহইতে মুক্তকরণ দৃষ্টান্ত দেওয়াইতেই তাঁহার বিশেষরূপে মনের বাসনা প্রকাশ হইল। যাহা হউক চন্দ্রিকাকার বুদ্ধিমান বটেন মধ্যে ২ একটা ২ ফন্দী বাহির করিয়া সপরিবারে স্থখে কালযাপনের ত্রুটি নাই। কিছু দিন সতীভিক্ষায় কালহরণ হইল এইক্ষণে প্রকাশিত চন্দ্রিকারপত্র বিক্রয়ে তাদৃশ লভ্য না থাকাতে প্রায়শ্চিত্তের কৌড়ি লইয়া দিনপাতকরণজন্য বিলক্ষণ এক ফন্দী উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু যাহারা বৈধ ব্যবহার করে তাঁহারা তাঁহাকে কৌড়ি দিবেক এমত মনে কখন করিবেন না তবে অবৈধ যে কৃষ্ণ বান্দা প্রভৃতি তাহারদিগের প্রতি এক দিন আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন যদি তাহারা মান্য করে। চন্দ্রিকাকার সেরূপ শুনিয়াছিলেন যে গবর্নর্ হেসবরি সাহেব এদেশে আসিয়া ঐ সকল লোককে এদেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন ইহা শুনিয়াছেন কিনা যে হেসবরি সাহেবকে গবর্নরীপদ না দিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন এবং শুনা গিয়াছে নূতন গবর্নর্ এ দেশে আসিয়া এই প্রবল আজ্ঞা প্রকাশ করিবেন যাহারা ইঙ্গরেজের সহিত আহারাদি না করিবেক তাহারদিগকে লৌহ শৃংখলে বন্ধন করিয়া রাস্তায় মাটি কাটিতে দিবেক।

কস্যচিদ্বিধিবৎ মদ্য মাংস ভক্ষকস্য।

—৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ / ২১ ভাদ্র ১২৪২

ইশতেহার।

পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি জ্ঞাপন করিতেছি শ্রী৺পূজাযোগে যে মহাশয়েরা কর্ম্ম স্থানহইতে স্ব ২ বাটীতে গমন করিবেন তাঁহারদিগের দর্পণ কত দিনের নিমিত্তে কোন স্থানে পাঠাইতে হইবেক তাহা লিখিবেন সেই মত পাঠান যাইবেক।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কমলা দেবীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে বামনবসতির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড অবিভক্ত ৭২/ বাহাত্তর বিঘা রাইয়তী ভূমি তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তিন অংশের একাংশে ও তাহার তিন অংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার তিন অংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কমলা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে ফিয়টর [থিয়টর ?] স্ত্রিটনামক রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে হঙ্গর ফোর্ড স্ত্রিটনামক রাস্তা। দক্ষিণ দিগের এক অংশে বাহির রাস্তা। অপরাংশে কালবিনকা বস্তিনামে বসতি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত কালবিনকা বস্তিনামে বসতি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫ সেপ্তেম্বর।

শ্রীলশ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা শ্রীযুত জেনরল সর হেনরি ফেন সাহেবকে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের উপরি মেম্বরী পদে নিযুক্ত করাতে জেনরল

ফেনসাহেব শপথকরণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের উপরি উক্ত মেম্বরী পদে উপবিষ্ট হইলে ফোর্ট উলিয়ম কিল্লাহইতে রীতিমত সেলামী তোপ হইল।

শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে।

জি এ বুসবি সেক্রেটরী।

৩১ আগস্ত।

শ্রীযুত সি এচ কামরণ সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখে কলিকাতা রাজধানীতে পঁহুছিয়াছেন এমত রিপোর্ট করিয়াছেন। এবং ঐ তারিখ অবধি ব্যবস্থাপক কমিস্যনের মেম্বরী কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

সর হেনরি ফেন

শ্রীলশ্রীযুত সর হেনরি ফেন সাহেন গত শনিবার কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তদর্থ কিল্লায় যথারীতি সেলামী তোপ হইল। শ্রীযুত উত্তীর্ণ স্থান হইতে পদব্রজে গবর্ণমেণ্ট হৌসে উপস্থিত হইলেন এবং তৎসময়ে কিল্লাহইতে সৈন্যরা আসিয়া উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তৎপরক্ষণে এক কৌন্সেল হইয়া শ্রীযুত সাহেব যথারীতি শপথকরণপূর্ব্বক স্বীয় পদ গ্রহণ করিলেন।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

সুপ্রিম কোর্ট।

৭ সেপ্তেম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্ট পূর্ব্বকার নিয়মানুসারে মুক্ত দ্বার হইল এবং শ্রীযুত চীফ জুষ্টিস সাহেব কহিলেন যে অদ্যাপি শ্রীযুত সর বেঞ্জিমন মালকিন সাহেব পঁহুছেন নাই অতএব যে সকল মোকাদ্দমা পুনঃশুননির নিমিত্ত আছে তাহা আগামি টহরম [মহরম] পর্য্যন্ত যবেস্থবে থাকিবে ইহাতে আদালত বন্দ হইল। —কুরিয়র।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

বুধবাসরীয় আপরাহ্নিক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় যে শ্রীযুত কামরণ সাহেব ১২ আগস্ত তারিখে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন এমত রিপোর্ট করিয়াছেন

এবং ঐ তারিখ অবধি ব্যবস্থাপক কমিস্যনের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইক্ষণে ব্যবস্থাপক কমিস্যন সাহেবেরা সম্পূর্ণ সংখ্যক হইলেন। অতএব ভরসা করি যে তাঁহারা আপনারদের গুরুতর কার্য্য সকল এইক্ষণে সপ্রতিভরূপে নির্ব্বাহ করিবেন।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

সরবরণ জাহাজ।

সরবরণ জাহাজের তলে ছিদ্র হওয়াতে পুনর্ব্বার কলিকাতায় ফিরে আসিতে হইয়াছে তাহাতে শ্রীযুত এলিয়াট সাহেবেরও কলিকাতায় ফিরে আসিতে হইল কিন্তু এইক্ষণে তিনি পূর্ব্বকার স্বীয় কর্ম্ম অর্থাৎ ডাকের প্রধান কর্তৃত্ব পদ পুনর্গ্রহণ করিবেন কি না তাহার সম্বাদ শুনা যায় নাই।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

সাধারণ পুস্তকালয।

কলিকাতার যে সাধারণ নূতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির হইয়াছে তদ্বিষয়ক ব্যাপারের অতিপোষকতা হইতেছে। এক শত জন সাহেব ঐ পুস্তকালয়ে তিন ২ শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে। এবং অতি শীঘ্র ২ সাহেব লোকেরা নানা পুস্তক দান করিয়া ঐ আলয়ে প্রেরণ করিতেছেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই সকল [সফল] হইবে।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

শ্রীযুত বাবু দ্বারকনাথ ঠাকুর।

সমুদ্র পথহইতে জুন মাসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব শ্রীযুত বাবু দ্বারকনাথ ঠাকুরের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা সংপ্রতি পঁহুছিয়াছে। ঐ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীযুতবাবু শ্রীলশ্রীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ত্রুটি স্বীকারকরণ। এবং ঐ বাবু ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ি সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে ঐ ব্যাপারের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহার প্রশংসা করণ।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

[ডাক্তর টুয়ায়িন সাহেবের স্মৃতি ।]

কলিকাতার চিকিৎসাসম্পর্কীয় সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই স্থির হইল যে লোকেরদের চাঁদার টাকাতে ৺প্রাপ্ত ডাক্তর টুয়ায়িন সাহেবের চিরস্মরণার্থ এক বিশেষ চিহ্নস্বরূপ অট্টালিকা স্থাপন করা যায় এবং যদি তাহা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু টাকা বাঁচে তবে তাহাতে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি ঐ চিকিৎসাসম্পর্কীয় সভা গৃহমধ্যে স্থাপন করা যায়।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

[ভাগীরথী জাহাজ।]

বর্ত্তমান মাসের ২৬ তারিখ অর্থাৎ দুর্গোৎসবের আরম্ভ দিবসে ভাগীরথী নামক জাহাজ বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতা হইতে আলাহাবাদে গমন করিবে।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

[ভক্তিস্সূচক পত্রিকা।]

কুরিয়র সম্বাদপত্রসম্পাদক লেখেন যে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্তিস্সূচক নামক এক সম্বাদপত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে ঐ পত্র প্রতিবুধবারে প্রকাশিত হইবে। ভক্তিস্সূচক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ লিখি তাহাতে আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে ঐ পত্র কেবল বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরদের স্বার্থপ্রকাশক তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কলহরণ তাহার বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধর্ম্মের পোষকতাকরণ মাত্র।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশকমহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়ের শ্রাবণস্য ১০ দিবসীয় দর্পণ প্রতিবিম্বিত কতিপয় পংক্তি সতের শুভকর দেখিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় অন্তর্জ্জলের প্রসঙ্গে নিজে অন্তর্জ্জলাবস্থায় স্থিত বিধায় এসময়ে তৎসম্পর্কে পুনরায় অস্মদ লেখনী গ্রহণ অবিধেয় কিন্তু ঐ মহাশয় ১৫ শ্রাবণীয় চন্দ্রিকাপত্রে লেখেন যে ধর্ম্ম সভাসম্বন্ধীয় সকলেরি

বৈধকৰ্ম্ম সাধনে ক্রটি নাই যদি ঐ গণের মধ্যে কাহারো কিঞ্চিৎলেশ অপরাধ প্রকাশিত থাকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্রকরণক ঐ সভা সংক্রান্তে প্রদীপ্ত নিরন্তর রাখিযা থাকেন। এবং অবৈধ কৰ্ম্ম কি তাহার বিজ্ঞান বাঞ্ছিত অতএব মদীয় জ্ঞাতসারে যে বিধি স্মার্ত্ত ধৰ্ম্ম যাজন জন্য স্মরণ হইল তৎপ্রমাণ কিঞ্চিত নিবেদিতেছি। ভার্গবসংহিতায় অপাংক্তেয় গণনা যেরূপ করিয়াছেন তাহার স্থূল অবলোকন ঐ মহাশয় মনোযোগপূৰ্ব্বক করিলে অনায়াসে বিদিত হইবেন তিনি বিজ্ঞ প্রযুক্ত সেই শ্লোক সকল লেখা কেবল পুনরুক্তি মাত্র ঐ প্রমাণ দৃষ্টে কেহ অপাংক্তেয় যদি ঐ মণ্ডলিতে না থাকেন তবে তাঁহারদিগের নামের অনুসন্ধান স্বধৰ্ম্মপ্রিয় ব্যক্তির অবশ্য আবশ্যক হইবেক। মহাশয় অতি বিজ্ঞমহানগরী কলিকাতাস্থ হিন্দুগণের মধ্যে এতর্ক রহিত যত সংখ্যক লোক যদি দেখিয়া থাকেন তাহার গণনা লিপিদ্বারা প্রকাশ করিলে অনেকেই বিশেষ বিজ্ঞ অনায়াসে হইতে পারিবেন অস্মদ স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রাত্যও পতিত যেরূপ বিস্তারিত তাহা বিজ্ঞানে অনেকেই অনিচ্ছুক জন্য লেখনীকে জাড্যাবস্থায় রাখিলাম ইতি। তারিখ ১২ ভাদ্র ১২৪২ সাল।

শ্রীশ্রীকাশী কাশ্মীর গঞ্জ।

শ্রীরামমোহন বিদ্যালঙ্কারস্য।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

[জুরীর নূতন ব্যবস্থা।]

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয সমীপেষু।

বৰ্ত্তমান মাসের ১ তারিখের দর্পণে যে জুরীবিষয়ক নূতন ব্যবস্থার মূল নিয়ম প্রকাশ হইয়াছে তাহার সামান্যতঃ জুরীর গুণ কালে প্রকাশ পাইতে পারিবেক। সম্পূর্ণ জুরী লোকোপকারী এই জুরীর মূল নিয়মবিষয়ে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য কেন না ভাবে লিপ্ত।

সম্পূর্ণ জুরীর মূল নিয়ম স্থির হইয়াছে এই যে ঐ জুরীতে ১২ জন করিয়া থাকিবেন তাঁহারদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থাৎ ৯ জনের যে নিষ্পত্তি তাহাই মঞ্জুর থাকিবেক। কিন্তু দুই ঘণ্টা বিবেচনার পরেও যদি ৯ জনের মতের ঐক্য না হয় তবে ৭ জন যাহা নিষ্পত্তি করিবেন তাহাই স্থির থাকিবে। অতএব এইরূপে নিষ্পত্তি হওনে যদিস্যাৎ কোন জুরীর ফয়সলায় বিঘ্নঘটিত কোন দোষ

স্পর্শেতবে লোকে কহিলে কহিতে পারিবেন যে এইরূপ ফয়সলা দেওনে জুরীর প্রায় অর্দ্ধেকাংশ ব্যক্তি অসম্মতি ছিলেন। আরো ছিদ্রানুসারে কহিতে পারিবেন এবং হইতেও পারে যে যে অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থাৎ যে ৭ জনের মতের ঐক্য হইয়া মোকদ্দমা ফয়সলা হইল তাঁহারদের মধ্যে কেহ ২ উত্তম নহেন বা কাহারো ২ এই ব্যাপারে থাকাই মন্দ হইয়াছিল। এতদর্থে সম্পূর্ণ জুরীর ফয়সলা দেওনে সংখ্যেয় ব্যক্তির তিন অংশের দুই অংশ অর্থাৎ ১২ জনের ৮ জনের মতের ঐক্যাপেক্ষিত হইলে ভাল হয় কেন না কাল কুৎসিত।

শুসারমতে সম্পূর্ণ জুরীর ফরিয়াদী আসামী উভয়ের স্বস্বদেশীয় কিঞ্চিদংশ ব্যক্তি জুরীতে থাকিলে ঐ উভয়ের ভাব ভক্তির ভাব বুঝিয়া নানা বিবেচনাকরণের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে এবং ফরিয়াদী আসামী উভয় পক্ষের বিপক্ষের বিপক্ষ থাকিয়া অপক্ষপাতিরদের সূক্ষ্ম বিচারকরণের উপায়ের উপায় সম্ভাবনা হয়। অতএব বোধ হয় এই পরামর্শও অপরামর্শ নহে কেন না লোকত রক্ষা করিলেই ধর্ম্মত রক্ষা পায়।

কলিকাতা মহানগরে যেমত ভাবশুদ্ধ ভাবক সম্ভ্রান্তক এবং সদ্বিচারক ব্যক্তিসকল উপস্থিত হইয়া যেরূপ প্রসিদ্ধ জুরী হইয়া থাকে ঐরূপ বর্ত্তমানকালে অন্যত্র হওনের সম্ভাবনা নাই তথাপি ঐ মহাব্যাপার অর্থাৎ সম্পূর্ণ জুরী যথার্থ বিচারের মহোপায়। অতএব সম্পূর্ণ জুরীর বিচারেরদ্বারা অন্যায়গ্রস্ত লোকেরা যে উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি। তথাচ মহানগরব্যতিরেক অন্যত্রের জুরীর অধিকাংশ ব্যক্তি একই স্থান বাসী হইলে বা তাঁহারদের মধ্যে আপস ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা থাকিলে বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক সাবধান হওয়া উচিত কেন না কথিত আছে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

সম্পূর্ণ জুরীবিষয়ক আমার উপরিউক্ত বক্তৃতা যদ্যপি সম্পাদক মহাশয় আপনকার বিবেচনামতে উপযুক্ত বোধ হয় তবে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কএক পংক্তি দর্পণস্থকরণে বিস্মৃতি হইবেন না কেন না আপনকার দর্পণে প্রকাশিত পূর্ব্বোক্তি এই যে এমত বিষয় আপনি বিবেচনাপূর্ব্বক দর্পণে প্রকাশ করিবেন। ইতি তারিখ ২৪ আগস্ত. ১৮৩৫ সাল।

কশ্চিৎ জুরী ভাবের ভাবী কেন না অন্যায়গ্রস্ত।

—১২ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ ভাদ্র ১২৪২

গবর্ণমেণ্টের এক্তেলা।

ফিনানসল ডিপার্টমেণ্ট ২ সেপ্তেম্বর।

গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আজ্ঞা করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরীয় ১৭ আক্‌টক্রমে ১৮৩৫ সালের ১ সেপ্তেম্বর অবধি ভারতবর্ষের নানা টাকশালে যে নূতন টাকা ও দ্বিগুণ টাকা ও আধুলি ও সিকি প্রস্তুত হইবে তাহার উপরি এই চিহ্ন থাকিবে।

এক পৃষ্ঠে চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের মুখ প্রতিবিম্বিত এবং এই কথা।

চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহ।

অপর পৃষ্ঠের মধ্যস্থানে ঈঙ্গরেজী ও পারস্য অক্ষরেতে ঐ মুদ্রার মূল্য এবং তচ্চতুর্দিগে লাড়ল বৃক্ষাবলির চিহ্ন এবং তৎপার্শ্বে এই কথা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৫।

এই নূতন মুদ্রার ধারে দাঁড়ির মত সরল রেখাবলি থাকিবে।

ঐ টাকার পরিধি এক বুরুল ও বুরুলের দশাংশের দুই অংশ অর্থাৎ এক ফুটের দশাংশের একাংশ। দ্বিগুণ টাকার পরিধি দেড় বুরুল। আধুলির পরিধি এক বুরুলের শতাংশের ৯৫ অংশ। সিকির পরিধি এক বুরুলের তিন পোয়া। এই সকল পরিমাণ উক্ত আক্‌টের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে।

নূতন অর্থাৎ কোম্পানির টাকার যে ওজন ও খাইদ ও পরখ ও মূল্য ঐ আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ পুনর্ব্বার প্রকাশ হইতেছে।

ওজন ১৮০ গ্রেন ত্রয় অর্থাৎ ১ তোলা।

১২ অংশের ১১ অংশ পরখ রূপা ১ অংশ খাইদ।

মূল্য মান্দ্রাজী বোম্বায়ী ফরাক্কাবাদী ও শনাৎ টাকার তুল্য এবং কলিকাতার সিক্কা টাকার ১৫ আনার তুল্য।

অন্যান্য রূপার মুদ্রা অর্থাৎ দ্বিগুণ টাকা ও সিকি ও আধুলি উপরিউক্ত হিসাবানুসারে ওজনপ্রভৃতি থাকিবে।

ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এইক্ষণে তাবৎ মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মকারকেরদের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে তাঁহারা এই এক্তেলা আপন ২ জিলার মধ্যে সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন

এবং বিশেষতঃ ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনে নূতন মুদ্রা কমীকরণ বা ঘষিয়া লওন বা খুদিয়াল ও নবা অন্য কোন প্রকারে বিরূপকরণের যে নিষেধ আছে তাহা তাবৎ বণিক ও সরাফ ও পোদ্দারেরদিগকে জানান্ যেহেতুক যত টাকা ও দ্বিগুণ টাকা ও সিকি ও আধুলি এই প্রকারে বিরূপ বা কমী হয় তাহা কেবল রূপার হিসাবে লওয়া যাইবে কিন্তু উক্ত আইনে হুকুম আছে যে ঐ টাকা যদি ছাটা বা কাটা বা দাগী বা কৃত্রিমরূপে কমী করা না গিয়া থাকে তবে তাহাতে কিছু বাটা লাগিবে না এবং যে পর্য্যন্ত ক্রমে ২ ক্ষয় ও চলনের দ্বারা তাহার আসল ওজনের শতকরা ২ অংশ কমী না হইয়া থাকে সেইপর্য্যন্ত ঐ টাকা সম্পূর্ণ মূল্যের হিসাব লওয়া যাইবে।

শ্রীলশ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত হইল।

জি এ বুসবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৯ সেপ্তেম্বর।

বোয়ালিয়ার একটিং রেসিডেণ্ট শ্রীযুত ইডিডস সাহেব গবর্ণমেণ্টের হুকুম প্রাপণের তারিখঅবধি তাঁহার আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে এম ডেবরিন সাহেবের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া স্বীয় অত্যাবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা রাজধানীতে গমনার্থ এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

১৪ সেপ্তেম্বর।

শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ এচ এল মেলবিল সাহেব শ্রীযুত এন জে হলহেড সাহেবের অনুপস্থান অথবা অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত ১৮২৮ সালের ৩ আইন অনুসারে কলিকাতা প্রদেশে একটিং স্পেসিয়ল কমিশ্যনর হইয়াছেন।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

নূতন মুদ্রা।

গবর্ণমেণ্টের এক এস্তেলা দর্পণে অর্পণীয় স্থানে আমরা অর্পণ করিলাম। তাহাতে টাকা ও দ্বিগুণ টাকা ও আধুলি ও সিকির যে মুদ্রা ১৮৩৫ সালের

১ সেপ্তেম্বরঅবধি ভারতবর্ষের তাবৎ টাকশালে মুদ্রিত হইবে তাহার সমুদায় বিবরণ লিখিত আছে।

ঐ মুদ্রার এক পৃষ্ঠে শ্রীযুত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের মুখ প্রতিবিম্বিত এবং তাহার নীচে এই কথা অঙ্কিত থাকিবে যে চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহ।

অপর পৃষ্ঠের মধ্যেস্থানে ঈঙ্গরেজী ও পারস্য অক্ষরেতে ঐ মুদ্রার মূল্য অঙ্কিত এবং তাহার চতুর্দিগে লাড়লবৃক্ষাবলি মুদ্রিত এবং তৎপার্শ্বে এই কথা অঙ্কিত থাকিবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৫।

এই নূতন অর্থাৎ কোম্পানির টাকা সিক্কা টাকার ১৬ অংশের ১৫ অংশের তুল্য এবং ঐ টাকা মান্দ্রাজী ও ফরাক্কাবাদী ও বোম্বাইর টাকার সমান অতএব ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানে এই একই প্রকার মুদ্রা চলন হইবে এবং এই মুদ্রাতে বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের যে২ স্থানে সিক্কাটাকার চলন আছে সেই স্থান ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে উপকার আছে বটে। কিন্তু ইহা বঙ্গদেশ নিবাসি তাবল্লোকের অত্যন্ত অনিষ্ট। তাঁহারদের যত চাকর ও কর্ম্মকারক লোকেরদের সঙ্গে সিক্কা টাকার ব্যবহার আছে তাহারদিগকে এই নূতন টাকা দিয়া আর একআনা বেশী দিতে হইবে। এবং তাঁহারা যত নূতন বন্দোবস্ত করিবেন ও যখন নূতন লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন তাহারদের সঙ্গে সুতরাং কোম্পানির এই নূতন টাকার বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং এইরূপে তাবৎ দেনা পাওনার হিসাবের অত্যন্ত গোল বাধিবে। গর্বণমেণ্ট [গবর্ণমেণ্ট] সুতরাং প্রত্যেক সিক্কা টাকার পরিবর্ত্তে এই নূতন টাকা ও এক আনা দিবেন এবং যখন গবর্ণমেণ্ট জমীদারেরদের স্থানে খাজানা বা অন্য রাজস্ব পাইবেন তখন সুতরাং ঐ হিসাবেই লইবেন কিন্তু জমীদার বা অন্যান্যেরা অধীন ব্যক্তিরদিগকে সিক্কা টাকার পরিবর্ত্তে এই নূতন টাকা দিতে হইলে ঐ নূতন টাকা এবং আরো এক আনা যে অধিক দিবেন ইহা কে কহিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য বিষয় এই যে ঐ নূতন মুদ্রার বিষয়ে যে আইন হইয়াছে ও যে এত্তেলা দেওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কোন স্থানে এমত কিছু লিখিত নাই যে এই নূতন মুদ্রার পরিবর্ত্তে কত পয়সা চলন হইবে। কিন্তু দীন দরিদ্র লোকেরদের পয়সার দ্বারাই ক্ষতি বৃদ্ধি। তাহারা সিক্কা টাকার পরিবর্ত্তে ১৬ গণ্ডা পয়সা পাইয়া থাকে এইক্ষণে নূতন

টাকাতেও যদি ১৬ গণ্ডা পায় তবে ক্ষতি নাই যেহেতুক সিক্কা টাকাতে তাহারা যত আহারীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পায় নূতন টাকাতেও তত্তুল্য পাইবে। আমারদের ইচ্ছা হয় যে এই বিষয় বিবেচনাতে যাঁহারা বিজ্ঞতম তাঁহারদের কোন এক মহাশয় অগ্রসর হইয়া আমারদিগকে জ্ঞাপন করেন যে এই মুদ্রার পরিবর্ত্তন করাতে খুজরা ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারেতে কি বৈলক্ষণ্য হইবে এবং ইহাতে দীনদরিদ্র লোকেরা কিরূপে রক্ষা পাইবে।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

সম্বাদপত্রোপরি ষ্টাম্প চিহ্নিতকরণ।

শুনা গিয়াছে যে ডাকের মাস্থল ও হাসিলব্যাপারের তদন্তকরণার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এইক্ষণে সম্বাদপত্রপ্রেরণেতে যে ডাকমাস্থল লাগিতেছে তাহার পরিবর্ত্তে সম্বাদপত্রোপরি ষ্টাম্প চিহ্নিতকরণবিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। আশ্চর্য্য বিষয় এই যে এই দেশে কোন ২ ব্যক্তি ডাকমাস্থলের পরিবর্ত্তে সম্বাদপত্রে ষ্টাম্প বসানবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে প্রবোধ দিতেছেন এবং এতৎসময়েই ইঙ্গলণ্ড দেশে সম্বাদপত্রে ষ্টাম্প চিহ্নিতকরণের যে নিয়ম আছে তাহা রহিত করিতে ও তাহার পরিবর্ত্তে লঘুরূপ ডাকমাস্থল বসাইতে লোকের ব্যগ্রতা আছে। আমরা অবগত হইলাম যে গত মে মাসের প্রথমে কতিপয় ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ড দেশে রাজকোষাধ্যক্ষের নিকটে গমন করিয়া এই নিবেদন করিলেন যে সম্বাদপত্রে ষ্টাম্প মাস্থল উঠায়নবিষয়ে আপনি অবশ্য সাহায্য করিবেন তাহাতে ঐ সাহেব উত্তর করিলেন যে ইহাতে কেবল এক বিষয় বিবেচ্য যে সম্বাদপত্রে ষ্টাম্প মাস্থলেতে এইক্ষণে সরকারে বাষিক [বার্ষিক] ৪৫ লক্ষ টাকা করিয়া উৎপন্ন হইতেছে। যদ্যপি এক পক্ষে ঐ মাস্থল রহিত করিয়া উক্তসংখ্যক টাকা ত্যাগ করিতে হয় তবে পক্ষান্তরে তত্তুল্য টাকা উৎপন্ন হইতে পারে কি না। ষ্টাম্পের মাস্থল পত্রপতি ৪ পেন্স অর্থাৎ দুই বা তিনআনা অতএব পাঠক মহাশয়েরা বোধ করিবেন যে প্রত্যেক পত্রে দুই কি তিনআনা মাস্থলেতে বাষিক ৪৫ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় ইহাতে ইঙ্গলণ্ড দেশে কি পর্য্যন্ত সম্বাদপত্রের বাহুল্য আছে।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

কর্জি লোকেরদের কয়েদকরণ।

ইঙ্গলণ্ড দেশে এইক্ষণে অত্যন্ত উদ্যোগ হইতেছে যে প্রতারণা না থাকিলে স্বদ্ধ কর্জের নিমিত্ত খাতককে কয়েদকরণের যে আইন আছে তাহা রহিত হয় কেবল তাহার সম্পত্তি যাহা থাকে তাহা ক্রোক্ করিতে হুকুম হয়। এই বিষয়ে যে সকল যুক্তিসিদ্ধ কথা ইঙ্গলণ্ড দেশে উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগ করিতে আমরা প্রার্থনা করি যেহেতুক এই বিষয়ে তাঁহারদের মীমাংসা করা উচিত। ইঙ্গলণ্ডদেশীয়েরা কহেন যে কর্জিব্যক্তির কয়েদের আইনহওয়াতে মহাজন লোক কেবল দুরবস্থ ব্যক্তিকে অতি কঠিন দণ্ড দিতে পারেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয়াপন্ন ব্যক্তি কাহাকে [যাহাকে] কর্জ দিলে সে ব্যক্তি তাহা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে তাহাকে তাহার পরিজনহইতে বহিষ্কৃত করিয়া জেহেলে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে পারেন এবং এই বিষয়ে যিনি কিঞ্চিদ্বিবেচনা করেন তাঁহার অবশ্য এই আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে মহাজন আপনার টাকা প্রাপণ বিষয়ে অত্যন্ত চেষ্টিত হইলেও খাতককে এমত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখেন যে সে ব্যক্তি ঐ কর্জ পরিশোধকরণবিষয়ে একেবারে উপায়হীন হয় কর্জিব্যক্তিকে দুই সপ্তাহ বা মাসাবধি কয়েদ রাখিলে তাহার উপার্জনের পথ একেবারে রুদ্ধ করা হয় এবং তাহার পরিজনগণও মারা পড়ে ইহাতে প্রায় কিছু ফলও হয় না যেহেতুক কোন ব্যক্তি কর্জ পরিশোধ করিতে ক্ষমতা থাকিয়াও যদি পরিশোধ না করে তাহাকে বহুকালপর্য্যন্ত কয়েদ রাখিলেও পরিশোধ করে না। যে ব্যক্তি চাতুরী বা প্রতারণা করিতে নিশ্চয় করিয়াছে সে ব্যক্তি কয়েদহওনবিষয়ে কোন ভয় করে না। পক্ষান্তরে যে নিঃস্ব কর্জির পরিশোধকরণের ক্ষমতা নাই তাহাকে কয়েদ করিলেই পরিশোধের কি উপায় জন্মিবে। অতএব এমত স্থলে উচিত হয় যে এমত কর্জিব্যক্তির যাহা থাকে তাহা ক্রোক্ করিয়া লওয়া যায় কিন্তু তাহার শরীর বদ্ধ করা না যায়। বোধ হয় এই পর্য্যন্ত এমত ব্যবস্থা সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশে স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এতদ্দেশে এইক্ষণে এতদ্রূপ ব্যবস্থা স্থাপন করা অসাধ্য যেহেতুক যে কোন ব্যক্তি যেখানে যত পাইতে পারে ততই কর্জ করে। এতদ্দেশে কেবল দুই প্রকার লোক আছে কর্জদায়ী ও কর্জগ্রাহী এবং আরো এতদ্দেশে কর্জ

পরিশোধ না করিবার মানসেই আপনার সম্পত্তি বেনামী করিয়া রাখণের প্রায় ব্যবহারই আছে এমত কর্ম্মকরণেতে প্রায় ভারতবর্ষীয় তাবল্লোক অসম্ভ্রম জ্ঞান করেন না। কত ২ ধনী সম্ভ্রান্ত মহাকুলোদ্ভব ব্যক্তি আছেন যাঁহারদের কলিকাতার মধ্যে বিলক্ষণ বিষয় আছে তাঁহারা সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বহির্ভূত হওনার্থ কলিকাতাস্থ ঐ স্থাবরাদি বিষয় স্বীয় উত্তরাধি[কা]রিরদের নামে বেনামী করিয়া কহেন যে কলিকাতার মধ্যে আমার কোন বিষয় নাই। আমারদের বোধ হয় যে ইঙ্গলণ্ড দেশে এতদ্বিষয়ে এইক্ষণে যে নূতন ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে তাহা বর্ত্তমানকালে উৎকৃষ্ট নিয়মের মধ্যে অগ্রগণ্য বটে তথাপি ভারতবর্ষের মধ্যে যে প্রকার রীতি ব্যবহার চলিতেছে তাহাতে এতদ্দেশে তদ্রূপ নিয়ম স্থাপন করা দুঃসাধ্য।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

১২ সেপ্তেম্বর তারিখে পূর্ব্বাহ্নে এগার ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের গবর্ণমেণ্ট হৌসে প্রথম দরবার হইল। দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থানে বহুতর শকটারোহণে অনেক সিবিলসম্পর্কীয় ও মিলিটরি সাহেবেরা উপস্থিত ছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে দরবার ভঙ্গ হইল এবং এমত ঠিক সময়ে ঐ দরবার হইয়াছিল যে কোন২ ব্যক্তি যৎকিঞ্চিদ্বিলম্বাগমনেতে দরবারে উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

চার বৃক্ষ।

শ্রীযুত গার্ডন সাহেব সংপ্রতি চীন দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঐ সাহেবের দ্বারা চার বৃক্ষবিষয়ক অনেক আবশ্যক সম্বাদ কুরিয়র পত্রেতে দৃষ্ট হইল। ঐ সাহেব চীন দেশে অবস্থান সময়ে চার বৃক্ষের কএক বস্তা বীজ এতদ্দেশে প্রেরণ করেন তাহার মধ্যে প্রথম খেপে তিনি স্বয়ং যে বৃক্ষেতে উৎকৃষ্ট কাল চা জন্মে সেই বৃক্ষের বীজ প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ বীজ কলিকাতায় পঁহুছিলে কিঞ্চিদংশ আসাম দেশে কিঞ্চিৎ হিমালয় পর্ব্বতের নিকটে প্রেরিত হইল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খেপের প্রেরিত বীজ গার্ডন সাহেবের অসাক্ষাতে প্রেরিত হয় এইপ্রযুক্ত বোধ হইল যে তাহা অপকৃষ্ট ঐ বীজ কোম্পানির বাগানে বপন করা গেল তাহাতে প্রথমবার বপন একেবারে বিফল হইল

অপর বারে এক লক্ষ চারা জন্মিল তন্মধ্যে বিশ হাজার আসাম দেশে বিশ হাজার হিমালয় পর্ব্বতের অন্তঃপাতি মস্থরিতে এবং ২ হাজার মান্দ্রাজে প্রেরিত হইল।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

সরবরণ জাহাজ।

পুনর্ব্বার দুর্ভাগ্যক্রমে সরবরণ জাহাজ ফিরে আসিয়াছে এবং শ্রীযুত আনর বল এলিয়ট সাহেব ঐ জাহাজে দুইবার আরোহণ করিয়াছিলেন তিনিও দ্বিতীয় বার ফিরে আসিয়া পোষ্ট আপীসের পূর্ব্বকার স্বীয় পদ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত অন্যান্য সাহেবেরদেরও অনেক পরিবর্ত্তনাদি হইয়াছে। শ্রীযুত সিডিন্স সাহেব দ্বিতীয়বার কষ্টম হৌসের পূর্ব্বকার স্বীয় পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা অনেকের অনিষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ে হরকরাসম্পাদক অতি শক্ত লিখিয়াছেন।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের বদান্যতা।

এইক্ষণে শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের আরো একটা বদান্যতার ব্যাপার দেদীপ্যমান হইল। যে শ্রীযুত কর্নিন সাহেব টাকশালে নিযুক্ত আছেন তিনি সেনাপতি সাহেবেরদের কর্ম্মের অবসর হওনের পর তাঁহারদের মুশাহেরা পাওনের এমত এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন যে তাহাতে সৈন্যসম্পর্কীয় তাবৎ সাহেবলোকেরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে এই পরামর্শ দত্ত হইয়াছে যে আপনি ইঙ্গলণ্ডদেশে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে স্বয়ং এই বিষয়ে জ্ঞাপন করেন অতএব তিনি শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের নিকটে ইহা জ্ঞাপন করিলেন যে আমি নিজ বিষয়ের নিমিত্ত নহে কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরদের নিমিত্ত ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন করিতে উদ্যত আছি অতএব আমি সরকারহইতে কিছু খরচ পাইতে ইচ্ছা করি। ইহাতে শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব কহিলেন যে শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের যে হুকুম আছে তাহাতে আমি সরকার হইতে এক কপর্দ্দকও দিতে পারি না। কর্ণিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন [যে] তোমার

এই যাত্রাতে কত খরচ [হইবে] তিনি কহিলেন যে ছয় হাজার টাকার অধিক নহে তাহাতে শ্রীযুক্ত কহিলেন [যে] ঐ ৬০০০ টাকা আমি নিজ হইতেই দিতেছি।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

সর্ব্বসাধারণ পুস্তকালয়।

সর্ব্বলোকেরাই অনবরত নূতন পুস্তকালয়ে নানাবিধ পুস্তক দান করিতেছেন। আমরা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয় কর্তৃক অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। যে মহাশয়েরা ঐ পুস্তকালয়ে অর্থ দান দ্বারা অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহারদের সংখ্যা ৫০ মধ্যে। এ অতিথেদের বিষয় যেহেতুক ঐ পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে এবং তদ্দ্বারা বহুতর পুস্তক ক্রয় করিতে পারা যায় তাহা হইলে ঐ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেট কাপ সাহেবের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনোপকার চিরস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্ম্মাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপর্য্যন্ত সহী হইয়াছে কিন্তু ঐ ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ ঐ টাকার পাঁচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

শ্রীযুত গুআটকিন সাহেব।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে ছবি প্রস্তুতকর্ত্তা অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত উয়াটকিন সাহেব কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন ঐ সাহেব সর যশোয়া বেনল্‌স সাহেবের বংশ্য। এবং ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে যাঁহার তূলির উৎকৃষ্ট কার্য্য অনেককাল হইল ভারতবর্ষস্থ লোকেরদের অপ্রাপ্য হইয়াছে এমত যে আমারদের প্রাচীন মিত্র চিনরি সাহেব প্রায় তাঁহার তুল্যই উক্ত সাহেব হইবেন। শ্রীযুত উয়াটকিন সাহেব এইক্ষণে কর্ণল মরিসন সাহেবের বাটীতে বাস করিতেছেন।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

কলিকাতার লার্ড বিশপ।

কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেব এইক্ষণে তাবৎ দেশ ভ্রমণ করিবেন

তাহাতে ১৬।১৮ মাস লাগিবে তাহাতে শ্রীযুক্ত ১৮৩৭ সালের মার্চ বা আপ্রিল মাসের পূর্ব্বে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন না।

—১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

ওয়াটর্ উইচ।

ওয়াটর উইচ জাহাজ গত ২৯ জুলাই তারিখে চীন প্রদেশহইতে প্রস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব বেগে এইযাত্রাতে পঁহুছিয়াছে তদ্দ্বারা ৭।৮ লক্ষ টাকার রূপা আসিয়াছে। ঐ রূপা অতি সুসময়ে পঁহুছিয়াছে।

—১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

বার্ষিক পরীক্ষা।

গত বুধবারে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইণ্ডিয়ান আখ্যাদিমের ছাত্রেরদের দ্বিতীয়বার বার্ষিক পরীক্ষা হইল।

—১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

গঙ্গাতে ডাকাইতী।

গত রাত্রিতে শালিখাস্থ লবণের গোলার নিকট ১৫ জন দস্যু একত্র হইয়া এক নৌকা লুঠ করিয়াছে দস্যুরা প্রথমতঃ নৌকা আটক করিয়া কহিল আমরা চৌকীর লোক তল্লাসী লইতে আসিয়াছি পরে নৌকায় উঠিয়া টাকা ও জিনিসপত্রেতে চারি শত টাকার সম্পত্তি হরণ করিল কিন্তু দস্যুরদের নৌকা কিঞ্চিদ্দূর যাইবা মাত্রই গোল উপস্থিত হইবাতে রামকল্প নামক মাঝির চৌকীর নৌকাতে ডঙ্কা হইল এবং দস্যুরা চাঁদপালের ঘাটপর্য্যন্ত না গিয়া পারান্তর হইতেছিল তথাপি লবণচৌকীর এবং পোলীসের দুই তিন খান পান্সী তাহারদের নৌকার পশ্চাৎ ২ যাইতে লাগিল। অনন্তর এই গোলেতে ২০।২৫ নৌকা একত্র হইয়া ঘিরিবাতে দস্যুরা কোন পারে না গিয়া গঙ্গার মধ্যেই যাতায়াত করিতে লাগিল কিন্তু বহুক্ষণের পর হাটখোলার ঘাটে নৌকা লাগাইয়া যেমন তীরে উঠিবে অমনি ধরা পড়িয়াছে।

যাহারদের নৌকা লুঠ করিয়াছে তাহারা কামার লোক নবদ্বীপ জিলার কোন গ্রামে স্ব২ বাসস্থানে যাইতেছিল তাহারদিগের লুঠিত সম্পত্তির মধ্যে

কিঞ্চিৎ পাওয়া গিয়াছে অন্য সম্পত্তি সকল বোধ হয় দস্যুরা জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবে।—ইঙ্গলিসমেন।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

[ছাত্রদের আচারভ্রষ্ট।]

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।

সেলাম বহুত ২ নিবেদন মিদং। প্রার্থনা করি আমার কএক পংক্তি আপনকার অনুগ্রহ প্রকাশে দর্পণৈকপার্শ্বে প্রকাশ হয় এবং অন্যান্য সম্বাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয়২ সম্বাদ পত্রে গ্রহণ করেন তাহাতে বাধিত হইব যেহেতুক ব্যবস্থাপক নূতনকমিটির নিযুক্ত শ্রীযুক্তেরদের কর্ণগোচর হইলে ভদ্র বোধ হয়। ভরসা করি সর্ব্বসাধারণ লোকও অবধান করিবেন।

প্রাচীন লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি পূর্ব্বে আমারদের বঙ্গদেশীয় লোকেরা অতি সরল সুধার্ম্মিক ছিলেন যদবধি এই দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার হইয়াছে তদবধিই দেশস্থ অনেকানেক লোক ভ্রষ্টাচার চতুর এবং মিথ্যাবাদী ক্রমে অধিক হইয়াছেন অথচ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরা আপনারা বিলক্ষণ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়।

লোকে বলে ইদানীন্তন কালেজাদির ছাত্র প্রভৃতি অনেক হিন্দুলোক যেরূপ আচারভ্রষ্ট হইতেছেন ইহাতে ভয় হয় যে পরিশেষে এতদ্দেশীয় তাবৎ হিন্দু স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন কিন্তু সে কথা কথাই নহে কেননা এইক্ষণে অনেকানেক শিষ্ট বিশিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা অনীতি ব্যাপারে মত্ত হইয়া এমত অপকৃষ্ট কর্ম্মসকল করেন যে তাহা ধর্ম্মসভায় অন্বেষিত হইয়া বিচার হইলে ঐ শিষ্ট বিশিষ্ট হিন্দু সন্তানেরদের হিন্দুত্ব ত্যাগ হইয়াছে অথচ তাঁহারা লার্ড জিজশ খ্রীষ্টকেও বস্তু জ্ঞান করেন না। অতএব পটল ডাঙ্গাবাসী রামাল্লা সাধক শ্রীসেখ গোপাললাল সেন যাঁহার স্বাক্ষরিত এক পত্র গত ২৭ সেপ্তেম্বরের দর্পণে অপূর্ব্ব প্রকাশ হইয়াছিল তাঁহার আপনার এবং তিনি যাঁহারদের মতাবলম্বী তাঁহারদের পরিণামে যে গতি হইবেক তত্তুল্যই গতি ঐ অপকৃষ্ট কর্ম্মকারি শিষ্ট বিশিষ্ট হিন্দু সন্তানেরদের হইবেক তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ সেখজী সেনজা হিন্দু মোসলমান উভয় ধর্ম্মের অগ্রাহ্য যেহেতুক হিন্দুর কাফর মোসলমান মোসলমানের কাফর হিন্দু এবং এই গোলযোগে খ্রীষ্টীয়ান মহাশয়েরাও তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে

বিশ্বাষ [বিশ্বাস] করিতে পারেন না কেন না অজ্ঞান মোসলমানেরা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পুনর্ব্বার কলিমা পাঠ করিয়া মোসলমান হইলে হইতে পারে। এবং শুনিয়াছি এমত কোন ২ মোসলমান হইয়াছে। ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরদের কি কোন অভিপ্রায় সফল হইয়া থাকিবে বা জিজশ খ্রীষ্টকৃত ঐ সকল ধর্ম্মত্যাগি ব্যক্তিরদের ঐহিকে বা পারত্রিকে কিঞ্চিৎ উপকার হইবেক অর্থাৎ শ্রীযুত পাদরি সাহেবেরা এমত বলেন না যে হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই খ্রীষ্টীয়ান হয় ফলত ইদানীং এতদ্দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তিরা সত্য বস্তু অনিত্য বোধ করত ধর্ম্ম বিষয়ে এমত নির্ভয় হইয়াছেন যে ভাল মন্দের বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর এক বস্তু আছেন ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন এমত বোধ হয় না। অতএব ভয় হয় যে পরিশেষে এতদ্দেশীয় মনুষ্যসকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান রহিত হইয়া তাঁহারা উত্তম দেহে পশুত্ব প্রাপ্ত হইবেন। প্রমাণ নিত্যানন্দ পরমানন্দের কথোপকথনের পুস্তক।

প্রায় এক শত বৎসর হইল এই দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার হইয়াছে এইক্ষণে এতকালের পর সংপ্রতি সম্পাদক মহাশয় আপনি সম্বাদ পত্রের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি ইউরোপীয়েরদের ব্যবহার বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক আন্দোলন করিয়াছেন যে কর্ম্মকারক সাহেবেরা দেশের অবস্থা বিষয় এবং আমলার রীতি চরিত্র বিষয় এবং চতুর্দ্দিগস্থ প্রজারদের আচার ব্যবহার বিষয় এবং এই প্রকার যে শত ২ বিষয় তাঁহারদের জানিবার আবশ্যক তাহা তাঁহারা কিছুই জ্ঞাত হইতে পারেন না। এবং এক বা দুই জন আমলা উপাসনার দ্বারা সাহেবের বিশ্বাসপাত্র হইয়া দীন দরিদ্র প্রজারদের একেবারে সর্ব্বনাশ করেন। আপনকার এইরূপ আন্দোলন করাতে ভরসা হয় যে ব্যবস্থাপক নূতন কমিটির বিজ্ঞবর শ্রীযুতেরা এতদ্দেশীয় প্রজারদের সুখে রাখণার্থ আদালতে বিচারহওনের নানা সুনিয়ম সুবিস্তারপূর্ব্বক সুপ্রকাশ করিবেন কিন্তু ভয় হয় যে তাহা আর এক শত বৎসরেও সুসিদ্ধ হইবে না যেহেতুক আদৌ এতদ্দেশীয় প্রজার শাসন বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরদের বিদ্যা বুদ্ধি ফলদায়ক হয় না। দ্বিতীয় এতদ্দেশীয় লোকেরা যে যেমন আপনার ২ মান সম্ভ্রম জাতি প্রাণরক্ষার্থে তাঁহারদের চাকরি করিয়া লোকের মন্দ না করিলেই নয়। তৃতীয় ঐ চাকরির ভরসায় ছত্রিশ বর্ণেরই লোকেরা আছেন তদ্দ্বারা ধনোপার্জনের মহোপায় অর্থাৎ বাণিজ্য কর্ম্ম এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনস্থ হওনের উপায় রহিত। ইহাতেও

ভয় হয় যে এতদ্দেশীয় প্রজার শাসন বিষয়ে দেশাধিপতি কলঙ্কাভরণে ভূষিত হইয়া পরিশেষে পাছে উত্যক্তান্তঃকরণে এই দেশ ত্যাগ করেন।

২৮ আগস্ত ১৮৩৫।

কস্যচিৎ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ দর্পণপাঠক বিচারান্বেষিণঃ।

—১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫ / ৪ আশ্বিন ১২৪২

ইশতেহার।

মিসিয়র্স মোর হিকি সাহেবের নীলামে বিক্রয় হইবেক।

মোকাম কলিকাতার বড়বাজারের মধ্যে এক কেতা জমী কমবেশ ৪৴ চারি বিঘা মায় ইমারত ইহার চতুঃসীমা উত্তরে গোবিন্দচাঁদ বাবুর জায়দাদ এবং মনোহর সরকার ও পঞ্চানন সরকার ও রামগোপাল মল্লিকের ওয়ারিসানের জায়দাদ দক্ষিণে সরূপচন্দ্র মল্লিকের জায়দাদ পূর্ব্ব দিগে ঐ রামগোপাল মল্লিকের এবং ঐ মনোহর সরকারের জায়দাদ এবং পশ্চিমে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা ও নিমাইচরণ দত্তদিগরের জায়দাদ। এই জমী পূর্ব্বে মেং ডবলিউ সি ডন ও আই এইচ সাহেবের ছিল ইহার কাগজাৎ মেং ওয়াইট ও বাইল উকীল সাহেবের আপীসে ওল্ড পোষ্ট আপীস স্ত্রিটে ৬নং বাটীতে অন্বেষণ করিলে গ্রাহক ব্যক্তিরা দেখিতে পাইবেন।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কলিকাতায় মিসেন রোরাস্তায় চর্চ মিসন প্রেসে বিক্রয়ার্থ রাখা গিয়াছে। ঐ স্থান লালগির্জার নিকটবর্ত্তি রাস্তার ধারে যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় সেখানে গমন করিলে শ্রীযুত ডিরো জারিয়ো সাহেবের নিকটে চাহিলে পাইতে পারিবেন।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

[চাপড়াশ ধারণ।]

ফোর্ট উলিয়ম লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

২৮ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫।

ব্যবস্থাপক ডিপার্টমেণ্টে গবর্নমেণ্টের নিষ্পত্তি কার্য্যের নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ হইতেছে।

সাধারণ লোকের কর্ম্মে নিযুক্ত পদাতিক বা অন্যান্য ভৃত্যেরদের চাপড়াশ ধারণ নিষেধের বিধান রহিতকরণার্থ আইনের নীচে লিখিতব্য পাণ্ডুলেখ্য তৃতীয়বার পঠিত হইল।

১৮৩৫ সালের আক্ট নং— ।

হুকুম হইল যে বঙ্গাদি দেশে চলিত আইনের মধ্যে ১৮০৬ সালের ১১ আইন ৯ ধা। ৮ প্র। ও ১৮১৭ সালের ২০ আইন ৩০ ধা। ৪ প্রকরণেতে সাধারণ ব্যক্তির দের কর্ম্মে নিযুক্ত পিয়াদার বা অন্য চাকরেরদের চাপড়াস ব্যবহার করিতে নিষেধ ছিল তাহা রহিত হইল।

অতএব নিশ্চয় হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই হুকুম করেন যে ঐ পাণ্ডুলেখ্য পুনর্ব্বার সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ হয় এবং নীচে লিখিতব্য বিধান তাহাতে অর্পণ হয় এবং এই সংশোধিত পাণ্ডুলেখ্য আগামি ৩ নবেম্বর তারিখের পর ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে প্রথম বৈঠক হয় ঐ বৈঠকে প্রথম বিবেচনার্থ উত্থাপিত হইবে।

এবং হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্টের পদাতিকেরা যে চাপড়াশ ধারণ করে তত্তুল্য চাপড়াশ কোন ব্যক্তি ধারণ করিবেন না ও অন্যকেও ধারণ করাইবেন না এবং যে কোন ব্যক্তি এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিবে সে ব্যক্তি মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে দোষীকৃত হইয়া জরীমানা ও কয়েদের হুকুম পাইবে।

এবং হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্টের চাকরব্যতিরেকে অন্য যে কোন ব্যক্তি চাপড়াশ ধারণ করে ঐ চাপড়াশের উপরি তাহার মুনীবের নাম লিখিত থাকিবে এবং যে কোন ব্যক্তি এই বিধি অন্যথা করিয়া চাপডাশ ধারণ করায় সে ব্যক্তি মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে দোষীকৃত হইয়া জরীমানা ও কয়েদের হুকুম পাইবে।

উলিয়ম হে মাকনাটন।
গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

[নূতন টাকা।]

নূতন টাকার তাবদ্বিবরণবিষয়ে বিলক্ষণ বিজ্ঞ এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ের অতিসুবিবেচনীয় এক পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম। তাহাতে মুদ্রার পরিবর্ত্তন

দ্বারা বঙ্গদেশীয় লোক বিশেষতঃ দরিদ্র লোকেরদের যে অশুভ ও ক্লেশ হইবে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। কোম্পানির নূতন টাকার মূল্য ষোলআনা এবং তাহাতে ১৬ গণ্ডা পয়সা পাওয়া যাইবে যথা এইক্ষণে সিক্কা টাকাতে ১৬ গণ্ডা পয়সা পাওয়া যাইতেছে। দরিদ্র লোকেরদের পরস্পর ও বাজারে যে সকল কেনা বেচা সমুদায় পয়সাতেই চলে। তাহারদের পরিশ্রমের দ্বারা যে উৎপন্ন হয় তাহা বাজারে বিক্রয় করিলে মূল্য পয়সাই পায় কিন্তু তাহারদের জমীদারকে যখন খাজানা দিতে হয় তখন যে হারেতে জমীদারেরা কোম্পানির কাছারিতে খাজানা দাখিল করেন সেই হারেতেই রাইয়তেরদের খাজানা জমীদারেরদিগকে দিতে হইবে অর্থাৎ ১০০ সিক্কা টাকার পরিবর্ত্তে ১০৬৷৴ নূতন টাকা দিতে হইবে। অতএব আমারদের বোধ হয় তাহারদের শতকরা ৬৷০ টাকা করিয়া নিতান্ত ক্ষতি হইবে এবং ছোট লোকেরদের ক্ষুদ্র ২ ব্যবসায়েতে এত ক্ষতিহওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। পাঠক মহাশয়েরা আত্মনোযোগপূর্ব্বক এই পত্র যে পাঠ করেন এমত আমারদের প্রার্থনা।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

[চাপড়াশ ধারণ।]

গবর্ণমেণ্টের এক এস্তেলা উপরি প্রকাশ করা গেল তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যাইবে যে চাকরেরদের চপড়াশ ধারণার্থ সাধারণ লোকেরদিগকে অনুমতি দেওনবিষয়ে যে আইন প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহা এতদ্রূপে মতান্তর করা গিয়াছে যে তাহাতে তাবৎ আপত্তি খণ্ডিত হইল। সাধারণ লোকের প্রতি অনুমতি হইল যে স্বেচ্ছাক্রমে কোনপ্রকার পরিচ্ছদ কি চাপড়াশ চাকরেরদিগকে ধারণ করাইতে পারেন কিন্তু ঐ চাপড়াশ সরকারী চাপড়াশের ন্যায় হইবে না যদ্যপি কোন ব্যক্তি এই বিধি উল্লঙ্ঘন করে তবে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার জরীমানা ও কয়েদ হইতে পারে। যে আইন ইহার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হয় তাহাতে এই আপত্তি ছিল যে সাধারণ ব্যক্তিরা আপন ভৃত্যেরদিগকে যে চাপড়াশ দিবেন তাহা আদালতের পদাতিকের চাপড়াশের তুল্যই। তাহা হইলে তাঁহাররেদ [তাঁহারদের] যথাসাধ্য আদালতের পদাতিকেরদের তুল্য পরাক্রম আপনার ভৃত্যেরদিগকে দেওয়াই হইত। এইক্ষণে আইনের যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে লেখে যে সরকারী চাকরব্যতিরেকে অন্য যে কোন ব্যক্তি চাপড়াশ ধারণ

করে সেই চাপড়াশের উপরি মুনীবের নাম লিখিত থাকিবে তাহাতে যদ্যপি ঐ চাপড়াশ ধারির দ্বারা কোন উৎপাত হয় তবে তাহার মুনীব গবর্ণমেণ্টের নিকটে দায়ী হইবেন এবং মুনীবকেও ঐ চাপড়াশের দ্বারা শীঘ্র জানা যাইবে কিন্তু সরকারী পদাতিক ও সাধারণ পদাতিকেরদিগকে বিশেষরূপে চিনা যায় এতদর্থ চাপড়াশের উপরি যে কথা লিখিত থাকিবে তদ্ব্যতিরেকে আরো কোন চিহ্ন নির্দ্ধার্য্য করিতে হইবে। চাপড়াশের লিখিত কথা কি সকলে পড়িতে পারিবে এবং সাধারণ লোকের পদাতিকেরা যখন আপনারদিগকে সরকারী পদাতিকের ন্যায় লোককে জানাইতে চাহিবে তখন সুতরাং ঐ চাপড়াশের লিখিত কথা কাহাকেও পড়িতে দিবে না। আরো এই হুকুম দিতে হয় যে সাধারণ ব্যক্তি বা কুঠীর নাম যে চাপড়াশের উপরি থাকে ঐ নাম সম্পূর্ণরূপে লিখিত থাকে কেবল আদ্যক্ষর লিখিত না হয়। এই বিষয়ে আমারদের ব্যগ্রতা দেখিয়া পাঠক মহাশয়েরা কিছু মন্দ না ভাবুন। আমরা জানি যে আদালতের চাপড়াশ ও অস্ত্রধারি বরকন্দাজেরা দেশের এক মহোৎপাতের কারণ। এবং যে সময়ে তাহারা আদালতের আইনসম্মত কোন কার্য্যার্থ প্রেরিত হয় তৎসময়ে তাহারা নিজলাভার্থ দুই একটা বেআইনী কর্ম্মও করিয়া থাকে। অতএব তাহারদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আমরা অত্যন্ত অনিষ্ট বোধ করি বিশেষতঃ যদি সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে আদালতের বরকন্দাজের ন্যায় আপন চাকরেরদিগকে চাপড়াশ দিতে পারেন তবে ঐ ভাক্ত আদালতের বরকন্দাজেরদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া দেশের মহাক্লেশ হইতে পারে।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

আয়ুব উপরে বিমা।

ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে শেষাগত পত্রে লেখে যে এই বৎসরের প্রথমে গবর্ণমেণ্ট আয়ুর উপরে যে বিমা সংস্থাপন করেন তাহার সম্বাদ শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা শুনিয়া তাহাতে অত্যন্ত অসম্মত হইয়া তাহা রহিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পরে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব ঐ বিমার বিষয়ে হুকুম করিলেন যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের হুকুম পঁহুছনপর্য্যন্ত রহিত থাকিবে।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

মরিচ উপদ্বীপের গোলাম মুক্তকরণার্থ টাকা।

গত সপ্তাহে এমত জন শ্রুতি উত্থিত হইয়াছিল এবং কেহ ২ তাহাতে ঈদৃশ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি এমত হুকুম হইয়াছে যে মরিচ উপদ্বীপে ৫০ লক্ষ টাকা প্রেরণ করুন ঐ উপদ্বীপস্থ গোলামেরদের মুক্তকরণার্থ ইঙ্গলণ্ডদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যে টাকা দিতে হইতে তাহার চতুর্থাংশ ঐ ৫০ লক্ষ টাকা এবং আরো জনরব হইয়াছিল যে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা লণ্ডন নগরীয় রাজ কোষ হইতে ঐ টাকা পাইয়া কলিকাতায় টাকা প্রতি ২ সিলিং ১ পেন্স করিয়া বরাৎ দিবেন কিন্তু জনরব অমূলক তথাপি ঐ বাবতে টাকার অবশ্য কোন এমত নিয়ম হইবে যে তদ্দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায়ি মহাজনেরদের তাবৎ কল্পনা সচল হইবে কিন্তু বিঘ্নের কারণ এই তাহা এই বৎসরে হইবে কি না এবিষয়ে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরা বোধ করেন যে ১৮৩৬ সালের পূর্ব্বে হইবে না।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

[চিনি।]

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে এতদ্দেশজাত ও আমেরিকা উপদ্বীপজাত চিনির তুল্য মাসুলের নির্দ্ধার্য্যকরণ বিষয় পার্লিমেণ্টের আগামী বৎসরের বৈঠকপর্য্যন্ত মুলতবী থাকিবে। কর্পরিসন রিফারম ও ঐর্লণ্ডদেশীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষতাবিষয়ব্যতিরেকে অন্যান্য গুরুতর বিষয় সকলও মুলতবী থাকিবে।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

মুরশিদাবাদ।

গত ১ আগস্ত তারিখে আলিপুরের জেহেলে যাবজ্জীবন কয়েদের হুকুম প্রাপ্ত এমত ১১ জন ও অন্য ১ জন বন্দুয়ান পাটনাহইতে জলপথে মেদিনীপুরে যাইতেছিল। ঐ ১২ জন বন্দুয়ান মুরশিদাবাদে পঁহুছিয়া রক্ষকেরদিগকে মারিপিট করিয়া নৌকাসুদ্ধ পলায়ন করিল তাহারা ১৫ জন বরকন্দাজ ও ১ জন দফাদার ঠিকারূপে নিযুক্ত ছিল। তৎসময়ে ঐ রক্ষকেরা সকলই ঘোরতর নিদ্রিত ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/ ১১ আশ্বিন ১২৪২

বাষ্পের গাড়ি।

সামান্য রাস্তাতে বাষ্পীয় গাড়ি চলনের যে দুর্ঘটনা আছে তাহা বহুকালের পরে এইক্ষণে সুঘটন হইয়াছে এবং ইঙ্গলণ্ড দেশস্থ তাবল্লোকের অপেক্ষা ছিল যে নবেম্বর মাসের পূর্ব্বেই বর্ম্মিংহাম ও লণ্ডননগরের মধ্যে বাষ্পীয় শকটশ্রেণী নিয়ত চলিবে এবং ঐ গাড়ি লৌহময় রাস্তা দিয়া যেমন বেগে চলে তত্তুল্য বেগে চলিবে কিন্তু এ বিষয়ে আমারদের সন্দেহ আছে। কথিত আছে যে এই নূতন গাড়ি ঘণ্টার মধ্যে ২০ ক্রোশ করিয়া চলিতে পারে।

—২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

সংকীর্ত্তনে অনুমতি।

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবগত করাইতেছি শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন যাহা চিরকালাবধি এপ্রদেশে বিশেষ এতন্নগরে হইয়া আসিতেছিল তাহা প্রায় বৎসরাবধি নিষেধ হইয়াছে অর্থাৎ যখন যিনি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া নগরভ্রমণের অভিলাষ করিতেন তৎকালে পোলীসের পাস করা যাইত যেহেতু লোকসমূহ একত্র হওনপ্রযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি লওয়া যাইত সংপ্রতি বৎসরাবধি মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা অথবা স্নপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পাস দিতেন না ইহাতে হিন্দুলোকে বিশেষ বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল ঐ মহাদুঃখ শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকর্তৃক মোচন হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহা হউক হিন্দু মাজিস্ত্রেট হওয়াতে এই এক ফলোদয় হইল আমরা মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদিগের আর পীড়া পাইতে হইবেক না। আমরা শুনিয়াছি শ্রীযুত চিফ মাজিস্ত্রেট সাহেব ইহার প্রতিবাদী হইযাছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মত নহে যে নগরে সংকীর্ত্তন করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে পারে মাজিস্ত্রেট দেব বাবু তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাস দিলে দোষ কি যদ্যপি নগরকীর্ত্তনে কখন কোন দাঙ্গা হঙ্গাম খুন খারাবি হইয়া থাকে তবে এবিষয় রহিত করা উচিত ইহা কখনই হয় নাই বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ কর্ম্মদক্ষ প্রাচীন মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বেলাক রিয়র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করহ তিনি যথার্থ বাদী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহেন কখন কোন উৎপাত সংকীর্ত্তনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাজিস্ত্রেট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন দেব বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ

হইল। এতদ্দেশীয় দ্বিতীয় মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন প্রতিমা বিসর্জ্জনাদি কোন পর্ব্ব দিনে সংকীর্ত্তন বাহির না হইলে ভাল হয় ইহাতে দেব বাবুর আপত্তি হইল না অতএব এক্ষণে সংকীর্ত্তন করিয়া আনন্দ করহ।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

[নূতন টাকা।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।

১৮৩৫ সালের ১৭ ব্যবস্থা প্রকাশহওনের দ্বারা ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের তাবৎ অধিকারের নূতন টাকা চলনহওনোপলক্ষে রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের আক্কৌণ্টাণ্ট সাহেব গত মাসের ২৬ তারিখে রাজস্বের নানা কালেক্টর সাহেবের নিকটে যে পত্র লিখেন তাহার প্রতিলিপি এই।

১৮৩৫ সালে যে ১৭ আইন ১৭ তারিখে ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে হুকুম দেন এবং ঐ মাসের ১৯ তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় তাহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানির টাকা ১৮৩৫ সালের ১ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত তাবদ্দেশের মধ্যে চলন হইবে। অতএব ঐ আইনউপলক্ষে আক্কৌণ্টাণ্ট জেনরলের দ্বারা আজ্ঞপ্ত হইয়া আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১ নবেম্বর তারিখ অবধি আপনি যে সকল হুণ্ডী এই রাজধানীর ত্রেজুরীতে বরাৎদেওনার্থ আক্কৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের নামে প্রেরণ করিবেন সেই সকল হুণ্ডীতে অঙ্কেতে ও অক্ষরেতে কেবল কোম্পানির টাকা লিখিত থাকিবে এবং হুণ্ডীর শিরোভাগে কোম্পানির টাকা এবং সিক্কা টাকার অঙ্কেতে ঐ হুণ্ডীর মূল্য লিখিবেন।

দ্বিতীয়। আপনি অবধারণ করিবেন যে উক্ত আইনে কোম্পানির টাকা সিক্কা টাকার ৸৵ আনার তুল্য অতএব ৯৩৸০ সিক্কা টাকার পরিবর্ত্তে কোম্পানির ১০০ টাকাতে ব্যবহার চলিবে এবং ১০৬৷৵৮ কোম্পানির নূতন টাকার পরিবর্ত্তে সিক্কা ১০০ টাকার ব্যবহার হইবে।

তৃতীয়। সিবিলসম্পর্কীয় সাহেব ও অন্যান্য ব্যক্তিরদিগকে আপনি যে হুণ্ডী দিবেন তাহার উপরে চলিত ব্যবহারানুসারে যে প্রিমিয়ম লওয়া যাইবে ঐ প্রিমিয়মনিমিত্ত কোম্পানির নূতন টাকা ১০৬৷৵৮ হুণ্ডী দিতে হইলে

সিক্কা ১০১ টাকা লইতে হইবে এবং কোম্পানির ১০০ টাকার হুণ্ডী দিতে হইলে শনাৎ অর্থাৎ ফররোখাবাদী ১০১ টাকা লইতে হইবে।

চতুর্থ। কোম্পানির টাকা পাইলে আপনি তাহা এইরূপে হিসাবে জমা করিবেন অর্থাৎ কোম্পানির ১০০ টাকা সিক্কা ৯৩৸৹ টাকার তুল্য এবং সরকারের উপরে সিক্কা টাকার যে দাওয়া থাকে তাহা পরিশোধকরণ সময়ে কোম্পানির টাকা সিক্কা টাকার ৸৵ আনার তুল্য জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ কলিকাতার সিক্কা ১০০ টাকা দিতে হইলে কোম্পানির ১০৲৷৵৮ টাকা দিতে হইবে।

পঞ্চম। আগামি ১ মে তারিখপর্য্যন্ত আপনি তাবৎ হিসাবপত্র সিক্কা টাকাতে লিখিবেন এবং কোম্পানির টাকা লইয়া যে সকল ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা হিসাবে তুলিবার সময়ে তাহার মূল্য বাহিরের অঙ্কশ্রেণীতে লিখিতে হইবে এবং তাহার হার মধ্যের এক শ্রেণীতে লিখিতে হইবে।

ষষ্ঠ। মফঃসলের খাজানাখানা যে সাহেবেরদের অধীন আছে তাঁহারা অন্যান্য মফঃসলের কোষাধ্যক্ষের উপর হুণ্ডী দিতে হইলে যে হারেতে দিবেন তাহা ইহার পরে কোম্পানির টাকা দেশের সর্ব্বত্র চলন হইলে জ্ঞাপন করা যাইবে। ইতিমধ্যে চলিত আইনঅনুসারে কার্য্য করিতে হইবে এবং যদ্যপি কোম্পানির টাকাসম্পর্কীয় এমত অন্য কোন কথা উত্থাপিত হয় যে তাহাতে কোন নূতন হুকুম অপেক্ষিত হয় তবে আপনি এই দপ্তরখানাতে জিজ্ঞাসা করিবেন।

উলিয়ম ডোরিন।

আক্কৌণ্টাণ্ট রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

উক্ত পত্রের চতুর্থ প্রকরণেতে কালেক্‌টর সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে নূতন ১০০ টাকা সিক্কা ৯৩৸৹ টাকার তুল্য হিসাবে লইবেন অর্থাৎ নূতন টাকাতে শতকরা ৬৷৹ কম লইবেন। জমীদারেরদের রাজস্ব অবশ্যই এই নিয়মানুসারে চলিবে এবং তাঁহারা নূতন ১০০ টাকা দাখিল করিলে কেবল ৯৩৸৹ সিক্কা বলিয়া জমা হইবে যেহেতুক বঙ্গাদি প্রদেশে দশ সনী যত বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা সিক্কা টাকাতেই হয়। যদ্যপি তাঁহারদের বন্দোবস্তে সিক্কা টাকাই লিখিত থাকে তথাপি তাহার অর্থ এই যে ঐ টাকা দেশের চলিত টাকা। তৎসময়ে এই প্রদেশে তাবৎ দেনা পাওনাতে সিক্কা টাকা

চলিত ছিল এইক্ষণে নূতন টাকাই তদ্রূপ চলিত হইল তবে আমি জিজ্ঞাসা করি যে কেন এই বাট্টা লওয়া যাইবে। আমার ভরসা হয় যে জমীদারেরা এই বিষয়ে সতর্ক হইবেন এবং যেপর্য্যন্ত কোম্পানির বাট্টা লওনের যথার্থ স্পষ্ট প্রমাণ না হয় সেপর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ বাট্টা দিবেন না।

পক্ষান্তরেও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি যে ইহাতে প্রজা লোকের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে যদ্যপি জমীদারের স্থানে ঐ বাট্টা লইতে গবর্ণমেণ্টের শক্তি থাকিল তবে জমীদারেরা ঐ বাট্টা কোথাহইতে পাইবেন। ইহাতে আমারদের মিত্র কুরিয়রসম্পাদক মহাশয় কহেন যে রাইয়তের স্থানে পাইবেন যদ্যপি তাহা রাইয়তের দিতে ইচ্ছাও থাকে তথাপি তাঁহারদের শক্তি নাই। যেঅবধি ভারতবর্ষের তুলার সূত্রের কাপড়ের ব্যবসায় রহিত হইয়াছে এবং বিদেশে তণ্ডুলের রফ্তানীও প্রায় রহিত হইয়াছে তদবধি বঙ্গদেশস্থ রাইয়তের অধিকাংশের বার্ষিক খাজানার ৫ অংশের একাংশ নিয়তই বাকী পড়িতেছে। গত ৭ বৎসরের মধ্যে কোন জমীদারের কাগজ বাচনি করিয়া দেখুন তখন আমার এই কথা সপ্রমাণ হয় কি না। তাঁহারদের এমত অবস্থায় যে শতকরা ৬।০ টাকা বেশী টাক্স বসান গেল তাহারা ইহা কোথাহইতে দিবে। আমার ইহা বেশী খাজানা বলিবার কারণ এই যে রাইয়তেরদের ঐ টাকা দিতে হইতেছে কিন্তু তাহারা যে কোথাহইতে দিবে তাহার কিছু স্থিরতা নাই তাহারদের শাকসবজী ও ধান্যপ্রভৃতি ক্ষুদ্র২ করিয়া বিক্রয় করিতে হয় অতএব তাহারা ঊর্দ্ধসংখ্যা আনা ও এক আধ পয়সার ব্যবসায়েতে কোথাহইতে এই পর্ব্বত প্রমাণ ৬।০ টাকা উপার্জন করিতে পারিবে। যখন এই নূতন টাকা সর্ব্বত্র চলন হইবে তখন ঐ টাকা ১ টাকার তুল্যই সর্ব্বত্র জ্ঞান হইবে। যদ্যপি কোন দরজী বা ছুতার বা অন্য কোন কারিকর লোকের খাজানা দিতে হয় তাহারা পূর্ব্বে যে স্থানে সিক্কা ১ টাকা পাইত সেই স্থানে কি তাহারা এই নূতন টাকা আরো ৴০ আনা পাইবে কখন নহে। তুমি কাগজে লিখিয়া বলিতে পার যে কেন না পাইবে কিন্তু ফলে আমি কহিতে পারি যে তাহারা কখন পাইবে না।

তাবৎ রাজধানীতে একই প্রকার মুদ্রা চলন করা এবং মোসলমানেরদের পারস্য চিহ্ন উঠাইয়া দিয়া টাকার উপরে শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহের মুখ প্রতিবিম্ব চিহ্নিত করা যে অত্যুত্তম নিয়ম ইহা আমি অপহ্নব করি না বরং তাহার প্রশংসাই করি। মুদ্রাতে পারস্য চিহ্ন রাখা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের একটা পাগলামির

মধ্যে গণ্য করিতে হইবে এবং পারস্য ভাষা চলিত রাখা আর এক পাগলামি। তাহা কিনিমিত্ত সাহসপূর্ব্বক এক কলমের খোঁচাতে উঠাইয়া না দেওয়া যায়। তাহা হইলে প্রজারদের অজ্ঞান ও অযুক্ত ধর্ম্মের একেবারে মূলোৎপাটন হয়।

কিন্তু আমি গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই বিনীতি করি যে তাঁহারা এই সুনিয়ম যে সময়ে করিতেছেন সেই সময়ে রাইয়তেরদের উপরে বেশী টাকা না বসান কিন্তু সর্ব্বলোকহইতে স্নেহ প্রাপণার্থ জমীদারেরদিগকে একেবারে কহেন যে আমরা এই বিষয় ত্যাগ করিলাম এবং তোমরা রাইয়তের স্থানে ঐ বাট্টা লইবা না আমরাও তোমারদের স্থানে লইব না।

যদ্যপি বঙ্গাদি প্রদেশে এই নূতন টাকার দ্বারা সরকারের টাকা প্রতি ⁄৹ আনা করিয়া ক্ষতি হইতে পারে তথাপি পশ্চিম প্রদেশে এই নূতন টাকার দ্বারা শত করা ২ টাকা করিয়া সরকারের লাভ হইবে যেহেতুক নূতন টাকা সিক্কা টাকাঅপেক্ষা ৬।৹ টাকা কমী কিন্তু হিন্দুস্থানে শনাৎ টাকাতেও সিক্কা টাকা হইতে শত করা ৪।।৹ টাকা করিয়া ন্যূনত আছে। পুনশ্চ লিখি যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম করিয়াছেন যে জজঅবধি জমাদার পর্য্যন্ত যত নূতন লোক নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা শনাৎ টাকাতে মাহিয়ানা পাইবেন অথচ ইহার পূর্ব্বে বঙ্গ দেশে সিক্কা টাকাতে পাইতেন এই লাভের দ্বারাও কি তাঁহারদের ঐ ক্ষতি পূর্ণ হইতে পারিবে না।

কস্যচিৎ রাইয়তস্য।

গঁরিবাবাদ ১৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫।

—২৬ সেপ্তেম্বর ১৮৩৫/১১ আশ্বিন ১২৪২

[শারদীয় পূজা।]

বার্ষিক রীত্যনুসারে এই শারদীয় পূজোপলক্ষে আমারদের পণ্ডিত ও অন্যান্য কর্ম্মকারকেরদিগকে ছুটি দেওয়াতে এই সপ্তাহের দর্পণ পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল তৎপ্রযুক্ত কোন নূতন সম্বাদ নাই।

এইপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ রসাল অথচ প্রস্তাব্য কতিপয় বিষয় আমরা বাচনি করিয়া প্রকাশ করিলাম বোধ হয় তাহাতে পাঠক মহাশয়েরদের সন্তোষ জন্মিতে পারে এবং আমরা সম্বৎসর ব্যাপিয়া পরিশ্রমপূর্ব্বক অনেক ২ সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি

অতএব বোধ হয় যে তাঁহারা এক সপ্তাহে কোন নূতন সম্বাদ না থাকাতে আমারদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

—৩ অক্তোবর ১৮৩৫/১৮ আশ্বিন ১২৪২

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান।

শ্রীযুত আলেকজান্দর সাহেবের অনুরোধ ক্রমে প্রকাশিত।

লণ্ডননগর ৩১ মার্চ ১৮৩৫।

বোর্ড কন্ট্রোলের সভাপতি শ্রীলশ্রীযুত লার্ড এলেনবরা সাহেব বরাবরেষু।

হে মহাশয়।

উল্টন ক্রেশণ্টনিবাসি শ্রীযুত জান ক্রাক্রোর্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে আমি কলিকাতা ও মান্দ্রাজনিবাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পিটিনের কমিটির সাহেবেরদের মোখ্‌তার স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছি অতএব মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর যে পত্র প্রেরণ করেন এবং যাহা গত বৎসরের ৬ জুলাই তারিখের মান্দ্রাজ গেজেটে প্রকাশ হয় তাহার এক প্রতিলিপি আমার স্থানে আছে তাহা আপনকার নিকটে নিবদন [নিবেদন] করিতে আবশ্যক বোধ হইল যেহেতুক ঐ পত্রের উক্তিতে যদ্যপি ভারতবর্ষের নূতন ব্যবস্থার ৮৭ প্রকরণের উল্লঙ্ঘন না হয় তথাপি ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়াননামক শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের অধিকাংশ বিশিষ্ট প্রজারদের উপরে অনুচিত গ্লানিকর হয়।

তাহা এই ১৮৩৩ সালের ২৬ দিসেম্বর তারিখের ১২১ নং পত্রের ১ দফাতে এই লিখিত আছে যে শ্রীযুত হো ডানিয়ল সৌয়র্স সাহেব এইক্ষণে ভারতবর্ষে গমন করিতেছেন। তাঁহাকে আমরা আপনারদের সিরিশতাতে সৈন্যাধ্যাক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। যদ্যপি আপনারা দেখেন যে তাঁহার পিতা বা মাতা ভারতবর্ষীয় দেশীয় ব্যক্তি না হন এবং যদ্যপি তিনি ১৬ বৎসরের ন্যূন ও ২২ বৎসরের অধিক বয়স্ক না হন অথবা অন্য কোন প্রকারে যদি তাঁহার বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকে তবে হুকুম করা যাইতেছে যে তাঁহাকে পদাতিক সৈন্যাধিপত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যথারীতি কোম্পানির বিষয়ে শপথ করাইবেন।

আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে প্রথমোক্ত আইনকরণেতে পার্লিমেণ্টের এই অভিপ্রায় ছিল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ানেরদের বিষয়ে যে অতিজঘন্য লজ্জাকর ভেদাভেদ ছিল তাহা এককালীন উঠাইয়া দেন এবং পার্লিমেণ্টের ঐ ব্যবস্থার

ভাবের বিপরীত মত কোন পত্র প্রেরণকরণের কিছু মাত্র আবশ্যক ছিল না যদ্যপি ভাগ্যক্রমে আপনি একথাতে ঐক্য হন তবে কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ইষ্ট ইণ্ডিয়ানেরদের পক্ষে আপনকার নিকটে এই নিবেদন করিতেছি যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকটে আপনি এমত পরামর্শ দেন যে আমি এইক্ষণে আপনার নিকটে যে পত্র জ্ঞাপন করিলাম তদ্রূপ জঘন্য পত্র প্রকাশ না করিতে নানা রাজধানীর কর্ত্তারদের নিকটে লেখেন।

রাবর্ট আলেকজান্দর।

অস্যোত্তরং।

শ্রীযুত রাবর্ট আলেকজান্দর সাহেবের প্রতিআগে।

আপনকার ৩১ মে তারিখের পত্র অদ্য আমার নিকটে পঁহুছিল।

চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় ব্যবস্থার ৮৫ ধারাতে হুকুম হয় যে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল ও গবর্নর ও কৌন্সেলী অন্যান্য যে কর্ম্মকারক সাহেবেরদিগকে ঐ আইনঅনুসারে নিযুক্ত করিতে হয় তদ্বিষয় ঐ আইনের কার্য্য নির্দ্ধারিত হওনের তারিখঅবধি চলিবে এবং অন্যান্য কোন বিষয় বা বস্তুর বিষয়ে ঐ আইনের হুকুমসকল তৎপরে ২২ আপ্রিল অর্থাৎ ১৮৩৪ সালের ২২ আপ্রিল তারিখঅবধি চলন হইবে।

অতএব আমার বোধ হয় যে ঐ আইনের ৮৭ ধারাতে যে বিধান আপনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কেবল ১৮৩৪ সালের ২২ আপ্রিল তারিখঅবধি চলন হইবে যদি ইহা সত্য হয় তবে ১৮৩৩ সালের ২৭ দিসেম্বর তারিখে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের পত্রেতে ঐ আইন উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে কহা যাইতে পারে না।

এবং আমি আরো বোধ করি যে ঐ আইন চলন হইলে পরে তাহার পূর্ব্বের লিখিত কোন পত্র প্রকাশ হইলে তাহাতে তাহার উল্লঙ্ঘন কহা যাইতে পারে না। ১৮৩৪ সালের ২০ আপ্রিল তারিখের পরে লিখিত হইলেই উল্লঙ্ঘন হয় তাহার পূর্ব্বে লিখিত হইলে উল্লঙ্ঘন হয় না।

ঐ আইনের ৮৭ ধারাতে যদ্যপি মিশ্রিত বর্ণেরদিগকে কোম্পানি বাহাদুরের কোন কার্য্যে নিযুক্তকরণের নিষেধক হুকুম শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স

সাহেবেরা করেন তবে তাহা বেআইন হয় এবং আমি বোধ করি যে আপনি যে অনিষ্ট বিষয়ের আবেদন করিতেছেন তাহা আর হইবে না।

এলেনবরা।

ইণ্ডিয়া বোর্ড ৩ আপ্রিল ১৮৩৫।

—৩ অক্তোবর ১৮৩৫/১৮ আশ্বিন ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১০ সেপ্তেম্বর।

২ সংখ্যক অর্থাৎ আগ্রা প্রদেশের কমিস্যনর শ্রীযুত এচ এস বোলডর্সন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় গমনার্থ আগামি ১৯ নবেম্বর অবধি ৩ মাসের ছুটি পাইয়াছেন। শ্রীযুত সি ফ্রেজর সাহেব বোলডর্সন সাহেবের অনুপস্থান অথবা অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত তাঁহার পদে একটিং রূপে কর্ম্ম করিবেন।

২৯ সেপ্তেম্বর।

লাটরি কমিটির আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী শ্রীযুত জে ডি হাজেটা সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখঅবধি ৩ মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

শ্রীযুত এম এ বিজনেল সাহেব ঐ সাহেবের পদে একটিং রূপে কর্ম্ম করিবেন।

—১০ অক্তোবর ১৮৩৫/২৫ আশ্বিন ১২৪২

দুর্গোৎসবে নাচ।

অতিপ্রসিদ্ধ নেটিব করি স্পণ্ডণ্টকর্তৃক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অট্টালিকাতে দুর্গোৎসবের নৃত্যগীতবিষয়ক যে পত্র চন্দ্রিকা ও কলিকাতা কুরিয়র পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক প্রতিলিপি আমরাও প্রাপ্ত হইলাম কিন্তু অস্মদাদির বোধে তাহা আর প্রকাশে কিছু ফলোদয় নাই। হইতে পারে যে উক্ত মহারাজা অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে স্বীয় ধন অধিক জ্ঞানপূর্ব্বক পরহিতার্থ বিতরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তামসিক নর্ত্তক গায়ক ব্যক্তিরদের পোষণার্থ এবং সর্ব্বসাধারণ অতি নীচ লোকেরদের কারণ স্বীয় অট্টালিকা পানশালা

করণেতে অনেকার্থ অপব্যয়করণপ্রযুক্ত তাঁহাকে কিম্বা তাদৃশ ব্যক্তিকে প্রশংসা করিতে অস্মদাদির মানস সঙ্কুচিত হয়।

—১০ অক্তোবর ১৮৩৫/২৫ আশ্বিন ১২৪২

ছুটির দিন।

কিঞ্চিৎকাল হইল গবর্ণমেণ্টের তাবৎ দপ্তরখানাতে ছুটির দিনের অল্পতা করিতে পরামর্শ হইয়াছিল এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বপক্ষে অন্যায় বুঝিয়া তাহা অন্যথার্থ অধিক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশস্থ লোকেরা যাহা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝিয়া থাকেন তাহা পশ্চিমদেশীয় তাবল্লোক ইঙ্গলণ্ডীয় লোকেরদের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করেন। অতএব দুর্গোৎসবোপলক্ষে যে ছুটি বঙ্গদেশীয় লোকেরা কোন প্রকারে উপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহেন ঐ ছুটিতে পশ্চিমদেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত ক্লেশ হয় যেহেতুক তাহাতে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই নিরর্থক স্থগিত হয়। পশ্চিম দেশে ঐ উৎসব সময়ে কোন ব্যক্তিও স্বীয় দোকান বা ব্যবসায় কার্য্য বন্দ করেন না। অতএব যে দেশীয় লোকেরা ঐ ছুটির অধিক দিন ইষ্ট বোধ করেন কেবল সেই দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার নিয়ম রাখেন তবে ভাল হয় যেহেতুক মিথ্যা কালহরণ করণেতে সর্ব্বদেশ সাধারণ ঐক্যতার নিয়ম স্থাপনেতে ফলোদয় মাত্র নাই।

—১০ অক্তোবর ১৮৩৫ / ২৫ আশ্বিন ১২৪২

হিউলিণ্ডি বাষ্পীয় জাহাজ।

গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতা শহরে এক্সচেঞ্জ ঘরে বাণিজ্য সম্পর্কীয় কতিপয় সাহেব লোকেরা সমাগত হইলে এই স্থির করা গেল যে শ্রীশ্রীযুত আনরবল গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের প্রতি এক আবেদন পত্র অর্পণ করা যায় এবং তাহাতে এই প্রার্থনা যে হিউলিণ্ডি বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা চিঠীর ডাক প্রেরণ সর্ব্বসাধারণ লোকের অধিক উপকারক হওয়া প্রযুক্ত উক্ত জাহাজ আগামি ৩ দিসেম্বর তারিখে বোম্বাইহইতে প্রথমবার এবং আগামি ১১ মার্চ তারিখে দ্বিতীয়বার যাত্রা করে।

—১০ অক্তোবর ১৮৩৫ / ২৫ আশ্বিন ১২৪২

সর বেঞ্জমিন মালকিন।

গত মঙ্গলবারে পিনাঙ্গহইতে শ্রীযুত সর বেঞ্জমিন মালকিন সাহেব সুপ্রিম কোর্টের জজীপদ প্রাপণার্থ কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। এবং ঐ দিবস অপরাহ্নসময়ে উক্ত সাহেব সম্মানপুরঃসর যথারীতি শপথকরণপূর্ব্বক ঐ পদ গ্রহণ করিলেন।

—১০ অক্টোবর ১৮৩৫ / ২৫ আশ্বিন ১২৪২

নূতন লোন।

গবর্ণমেণ্টের ইশতেহারের দ্বারা প্রকাশ হইল যে ১৮৩১ সালের ৭ জুন তারিখে শতকরা ৪ টাকা সুদের যে লোন আরম্ভ হয় তাহা বর্ত্তমান মাসের ৩১ তারিখে বন্দ হইবে। ঐ তারিখের পরে ঐ লোনের হিসাবে আর টাকা লওয়া যাইবে না। গত ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখে কোম্পানির টাকাতে শতকরা ৪ টাকা সুদের নূতন লোন আরম্ভ হইল। তাহাতে যে ২ অঞ্চলে ফররোখাবাদ লক্ষ্ণৌ মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর টাকা চলিত হয় সেই ২ অঞ্চলে ঐ সকল টাকা কোম্পানির টাকার তুল্য হিসাবে গ্রাহ্য হইবে এবং কলিকাতার সিক্কা টাকা এই হিসাবে অর্থাৎ সিক্কা ১৫ টাকা কোম্পানির ১৬ টাকা তুল্য হইবে। এই নূতন লোনের নোটধারি ব্যক্তিরা ইউরোপ দেশবাসী হইলে তাঁহারা ইচ্ছামত ইউরোপ দেশেই লোনের সুদ শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবের দের প্রতি ১২ মাসের মিয়াদে হুণ্ডীর দ্বারা কোম্পানির টাকাপ্রতি ১ সিলিং ১০ পেন্স করিয়া পাইতে পারিবেন অপর উক্ত লোনের সুদ কলিকাতা বা মান্দ্রাজ কিম্বা বোম্বাই রাজধানীতে প্রাপ্য হইবে।

—১০ অক্টোবর ১৮৩৫ / ২৫ আশ্বিন ১২৪২

অতিশিশুরদের পাঠশালা।

গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেবের অট্টালিকাতে অতিশিশুরদের পাঠশালার কমিটির সাহেবেরা সমাগত হইলে কমিটির নানা কার্য্যবিষয়ক অত্যুত্তম এক রিপোর্ট পঠিত হইল। প্রথম স্থাপিত পাঠশালাতে ৫০ জন অতিক্ষুদ্র শিশুরা ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যার প্রথম ধারা শিক্ষা করিতেছে এবং তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ে ৪৪৯০ টাকাতে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র শিশুরদের নিমিত্ত অন্য এক পাঠশালা

প্রস্তুত হইয়া গত জুলাই মাসে বিদ্যারম্ভ হইল এইক্ষণে তাহাতে প্রায় ৪০ জন শিশু শিক্ষা পাইতেছে। আরো এমত পরামর্শ হইয়াছে যে এক জন উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত হইলেই লালগির্জাসম্পর্কীয় অন্য এক পাঠশালা স্থাপিত হইবে বোধ হয় তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যাইবে। অতএব এই নূতন ২ প্রকার বিদ্যালয় কলিকাতা নগরে বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে এবং কথিত আছে যে উক্ত পাঠশালাতে অল্পসংখ্যক শিশু শিক্ষিত হয় বটে কিন্তু তাহারদের শিক্ষা অত্যুত্তম রূপ চলিতেছে। মফঃসল কেবল বিজয়গাপটমস্থ নে এইপ্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশবাসী সাহেবলোকেরা চাঁদার দ্বারা নগদ ৬০০ টাকা এবং মাসিক ৭০ টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র শিশুরদের নিমিত্ত এক পাঠশালা স্থাপনেতে আপনারদের অভিপ্রায় সিদ্ধকরণের পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত এক জন শিক্ষক কলিকাতাস্থ কমিটির সাহেবেরদের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই তাবদ্দেশ উক্তপ্রকার বিদ্যামন্দির স্থাপনের উপায়িপ্রযুক্ত স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার শিক্ষকেরদিগকে শিক্ষা করাইতে কমিটির সাহেবেরা প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। অতএব কিয়ৎকালাবধি ৫ জন সাহেব এইপ্রকারে শিক্ষিত হইতেছেন এবং তাঁহারদের এক জন পূর্ব্বে বিজয়গাপটমের পাঠশালাতে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন অপর এক জন আসিষ্টাণ্ট অথবা সাহায্যকারক শিক্ষকের ন্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। অপর ৪ জন যুবতী মেম শিক্ষাদেওনার্থ শিক্ষা পাইতেছে।

কমিটির সাহেবেরদের নানা কার্য্য নির্ব্বাহার্থ উপযুক্ত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু স্থানে ২ পাঠশালা স্থাপনের সাহায্যকরণার্থ আরো অধিক অর্থ সংগ্রহের আবশ্যক আছে। শ্রীযুত পার্কনস্ সাহেব যে পাঠশালাতে শিক্ষক আছেন তাহাতে যদি এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা গমন করেন তবে নিশ্চয়ই তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইবেন। অতিক্ষুদ্র শিশুরদের পাঠশালার অত্যুত্তম এক ফল এই যে তাহাতে শিশুগণের উত্তর ২ তাবৎপ্রকার সম্পূর্ণরূপ বিদ্যাপ্রাপ্তিরূপ মহোপকার এবং ঐ পাঠশালার রীতির দ্বারা অতিক্ষুদ্র শিশুরদের বোধেতেও লিখনপঠনের ব্যাপার কেবল খেলার ন্যায় সুখজনক বোধ হয় এবং যে সময়ে আলস্যেতে ও নানা দোষেতে মন্দ স্বভাব হইতে পারে সেই সময় অর্থাৎ অতিশৈশবাবস্থায় তাহারদিগকে পরমহিতজনক ব্যাপার শিক্ষা করান যায়।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

হিন্দুকালেজ।

ব্যবস্থাপক কমিস্যন সাহেবেরদের অন্তঃপাতি শ্রীযুত কামরণ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদিগকে তাবদ্ব্যাবসায়বিষয়ে শিক্ষা দিবেন তাহাতে আমরা পরমসন্তোষপূর্ব্বক ছাত্রেরদের অতিসৌভাগ্য বোধ করিলাম। উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সর্ব্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্তু এইক্ষণে তদ্দ্বারা বিশেষ ফলের সম্ভাবনা যেহেতুক শারীরিক বর্ণ বা ধর্ম্ম বা জাতীয় ভেদাভেদ বিবেচনা না হইলে আমরা উচ্চতর বিশ্বাস্যপদ পাইতে পারি তাহা হইলে দেশীয় রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরাতে আমরা ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি লোকেরদের তুল্যই হইলাম। এতাদৃশ স্বধারা স্থাপনবিষয়ে অত্যাবশ্যক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণার্থ সর্ব্বপ্রকারেই আপনারা প্রস্তুত থাকি কি জানি পাছে তদ্রূপ স্বধারার বিপক্ষপক্ষীয়েরা কহে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয়কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণে অযোগ্যহওয়াপ্রযুক্ত ঐ স্বধারা স্থগিত করা উচিত। —রিফার্ম্মর।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

শ্রীযুত গার্ডন সাহেব।

চার কমিস্যন সাহেবেরদের অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ শ্রীযুত গার্ডন সাহেব ওয়াটর উইচনামক জাহাজারোহণে পুনর্ব্বার চীন দেশে গমন করিয়াছেন।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

বরফ।

কিছুকালপূর্ব্বে জাহাজের দ্বারা যে বরফ কলিকাতা নগরে আনীত হইয়াছিল তাহা গলিয়া গিয়াছে যেহেতুক যে গুদামে ঐ বরফ রাখা যায় পূর্ব্বে তাহাতে সোরা ছিল তৎপ্রযুক্ত ঐ সোরার অংশ মিশ্রিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে অতএব এইক্ষণে বরফরাখণের উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণার্থ পরামর্শ হইয়াছে।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

বাষ্পীয় জাহাজযাত্রা।

গত শনিবারের পূর্ব্বাহ্নে নয় ঘটাসময়ে সর চার্লস মেটকাপনামক নূতন

বাষ্পীয় জাহাজ ভাগীরথী জাহাজ আকর্ষণপূর্ব্বক কলিকাতা হইতে আলাহাবাদে যাত্রা করিয়া ঐ দিবসের মধ্যাহ্নসময়ে শ্রীরামপুর হইয়া অপরাহ্নে তিন ঘণ্টা সময়ে চুঁচুড়াতে পঁহুছিল এবং সোমবারের দশ ঘণ্টা সময়ে নবদ্বীপের নিকটে উপস্থিত হয়। অতএব স্রোতের অত্যন্ত বেগ হইলেও ভাল চলিয়াছে। ভাগীরথী জাহাজে অত্যুত্তম বাসস্থানইত্যাদি প্রস্তুত আছে এবং বজরায় যাইতে যে সকল কষ্ট ও বিলম্বাদি অনিষ্ট পূর্ব্বে হইত তদপেক্ষা উক্ত জাহাজে অতি স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে সুখে যাওয়া যায়।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

কাবল ও বখরায় বাণিজ্য।

কলিকাতা গেজেটে চমৎকার এক প্রস্তাব প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জানা গেল যে কলিকাতা শহর হইতে সৈয়দ মহম্মদ শানামক এক ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ড দেশজাত কতক মলমল কাপড় খরীদ করিয়া কাবল ও বখারা দেশে লইয়া বিক্রয় করাতে কত লাভ করিয়াছে এবং পথখরচ কত হইয়াছে ও স্থানে ২ কত মাস্থল লাগিয়াছে। তাহাতে ১১৪১৬।০ মূল্যেতে কাপড় খরীদ হয় এবং ১৮২২৭।৵ মূল্যেতে বিক্রয় হয় এবং ৫৮৬॥ পথখরচ হয় এবং মাস্থল ১২৬০।৶৯ লাগে। অতএব লাভ ৪৯৬৬।৵৩ অর্থাৎ শতকরা ৪৮ টাকা লভ্য থাকিল।

ভরসা করি যে এমত লাভপ্রযুক্ত আপগান লোক এবং এতদ্দেশীয় অন্যান্য মহাজনেরদের কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা উক্ত দূর ২ দেশের সহিত বাণিজ্য ব্যাবসায়ের অধিক বৃদ্ধি হইবে যেহেতুক ঐ সকল লোকের নিজ খরচ অল্প এবং তাহারা অত্যল্প লাভেতেই অধিক সন্তুষ্ট হইয়া অনেক কাল স্থলপথ গমনেতে শ্রান্তি ও ক্লেশ স্বীকার করে। হইতে পারে কএক বৎসর পরে যে ইষ্টইণ্ডিয়ান সাহেবলোকেরাও নিজ লাভার্থ কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাইর বাণিজ্য কুঠীর কর্ম্মকারক হইয়া উক্ত দূরদেশে লাভজনক বাণিজ্য ব্যাবসায়ের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এইক্ষণে পথের অতিকদর্য্যতাপ্রযুক্ত এবং পথিমধ্যে ধন ও প্রাণ হানি ভয়প্রযুক্ত উক্ত সাহেবেরা কিম্বা ইউরোপীয় সাহেবেরা কোনপ্রকার লাভের ভরসাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ন্যায় তাদৃশ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবেন না। —কুরিয়র।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

মিরট।

মিরট ফ্রিস্কুলের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেষ্টর সিংকেলের সাহেব কলিকাতা হইতে মিরটে পঁহুছিয়া ঐ অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের সংখ্যা ৭৫ পর্য্যন্ত ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার… কলিকাতার শ্রীযুত সরিফ সাহেব কৃষ্ণসুন্দর সেটের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের পুরাণা চীনা বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গুদাম তাহার সঙ্গে এক খণ্ড বন্দ ভূমি অনুমান ।৷৶ দশ ছটাক। …তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তির এক গুদাম। পশ্চিম দিগে হাজি সাহেবের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে সরকারী রাস্তা। উত্তর দিগে কাশীনাথ মুখুয্যের গুদাম।

এবং কলিকাতা নগরের সুতালুটিতে [সুতানুটিতে] যোড়াবাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রতু সরকারের গলি। পূর্ব্ব দিগে চন্দ্র সেটের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মোহনচাঁদ গোস্বামির বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

ফোর্ট উলিয়ম।

ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্ট।

৭ অক্টোবর ১৮৩৫।

সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ডাকঘর সম্পর্কীয় তাবৎ আপীসে কোম্পানির টাকা সিক্কা টাকার মতই লওয়া যাইবে এবং তদ্রূপে কোম্পানির ।।০ আনা

ও ।৹ আনার মুদ্রাও সিক্কা টাকার আধুলি সিকির তুল্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাঙ্কিত আনার তাম্র পয়সা পূর্ব্বমত গ্রহণ করা যাইবে।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ কৌন্সেলের হুকুমে প্রকাশিত হইল।

জি এ বুসবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

সহমরণ।

গত ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখে সতরনামক শহরে এক সহমরণের প্রস্তাব বোম্বাইদর্পণে প্রকাশ হইলে কলিকাতার ধর্ম্মসভা সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা ইহাতে নিশ্চয় প্রমাণ বোধ করিয়াছেন যে সতীরীতি নিবারণের আইন ক্রমে ২ গুপ্তরূপে উল্লঙ্ঘিত হইতেছে। অপর উক্ত আইনের বৈপরীত্যে প্রথম দোষি ব্যক্তিরদের প্রতি যে দয়া প্রকাশ হয় ইহাতেই ঐ সভ্যেরদের বোধ অধিক প্রমাণ বোধ হইয়াছে যেহেতুক যে স্থানে ঐ দোষ কৃত হয় ঐ স্থানের নিকটে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব উপস্থিত থাকিলেও প্রায় তাহা মার্জন হইল। অপর ঐ সভাসম্পাদক অতি সাহসিক হইয়া লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশেও গোপনে ২ সহমরণ ক্রমে ২ চলিতেছে তাহাতে দেশাধিপতিদের তাদৃশ মনোযোগ নাই। এমত প্রকার প্রস্তাব প্রকাশ করণেতে আশ্চর্য্যরূপ নির্লজ্জতা এবং সাধারণ লোকের প্রতি অতিনির্দ্দয় তাই প্রকাশ হয় যেহেতুক ব্যবস্থা বা আইন উল্লঙ্ঘন করিয়া সহমরণ নির্ব্বাহের সাহায্যকরণেতে দণ্ড প্রাপণের প্রায় ভয় নাই এই ভ্রান্তি লোকেরদিগকে জন্মাইতেছেন।

প্রায় সর্ব্বসাধারণই জ্ঞাত আছেন যে সতর শহরে অল্প দিন এক সহমরণ হইয়াছে ঐ শহর ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যান্তঃপাতী নহে। ঐ স্থানে শ্রীযুত আনরবল কোম্পানি বাহাদুরের আইন চলিত হয় নাই অতএব ঐ স্থানে সহমরণ নির্ব্বাহহওনেতে এমত কিছু প্রমাণ হয় না যে কোম্পানি বাহাদুরের প্রজারা আইন অমনি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। অপর তদ্বিষয়ে প্রথম দোষি ব্যক্তিরদের প্রতি যে দয়া প্রকাশ হয় তাহা বিবেচক অধ্যক্ষেরদের উপযুক্ত সাবধানতা

প্রযুক্তই যেহেতুক তাঁহারা ইচ্ছুক নহেন যে কেবল অজ্ঞানতায় ভ্রান্তেরা নিতান্ত অপরাধির ন্যায় দণ্ড প্রাপ্ত হয়। অনুমান হইল যে সতীরীতি নিবারণের আইন উল্লঙ্ঘনকরণের প্রথম দোষি ব্যক্তিরদের দণ্ডের বিষয়ে অজ্ঞাত হইয়াই ঐ দোষ করিয়াছিল এবং বহু কালাবধি উক্ত দারুণ রীতির ব্যবহার করিয়া তাহারদের ঐ ব্যাপারেতে দোষ বোধ ছিল না। এইক্ষণে প্রায় প্রমাণ হইয়াছে যে তাহারদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা অনুচিতই যেহেতুক তাহারদের ঐ দোষ ভ্রমাত্মক বোধ হইয়াছে। ইদানীং এতদ্দেশে গোপনে যে সহমরণ হয় ইহা আমারদের কোন প্রকারেই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আইনের উল্লঙ্ঘন জন্য দোষকরণার্থ আপনাহইতে অধিক অজ্ঞান এবং অল্প সতর্ক ব্যক্তিরদিগকে সাহসিককরণের অভিপ্রায়েতে যিনি উক্ত প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাকে আমরা সাবধান করিতেছি যেহেতুক তিনি স্বীয় ক্ষতিজনক কর্ম্ম করিতেছেন এবং সতর্কতারূপে তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে পারিবে। যদি নিতান্তই আইনের লঙ্ঘন হয় এবং কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে জ্ঞানকৃত স্বীকার করে তবে দেশাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাহার জ্ঞাত তাবদ্বিষয় প্রকাশ করণার্থ তাহার প্রতি অবশ্যই বলপ্রকাশ করিবেন। অতএব ধর্ম্মসভা সম্পাদক মহাশয় আপন বিষয়ে সতর্ক হউন।

পাঠক মহাশয়েরদিগকে আমরা নিশ্চয়ই জ্ঞাপন করিতেছি যে সতীরীতির আইনের কখন লোপ হইতে পারিবে না। যদি কেহ তাহা রহিত করিতে যত্ন করিতেন তবে তিনি ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজা ও তাঁহার তাবৎ কর্ম্মচারিরদের অত্যন্ত ক্রোধপাত্র হইতেন। অতএব উক্ত আইন সর্ব্বদা নিতান্তই প্রচলিত থাকিবে তাহাতে যদি কোন ব্যক্তি তাহা উলঙ্ঘন করিয়া সহমরণের সাহায্য করে তবে তাহার অবশ্যই আপন্মানক মরণ হইবে।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫/১ কার্ত্তিক ১২৪২

পারস্য ভাষা।

সদর বোর্ড রেবিনিউ এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তি পারস্য ভাষানভিজ্ঞ হইয়া ডেপুটি কালেক্টরী পদে নিযুক্ত হইবেন না কিন্তু এইক্ষণে রিফার্ম্মর পত্রের দ্বারা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট ঐ অবধারণ অন্যথা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেতানুসারে সংপ্রতি ঐ

পদে এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন। পারস্য ভাষা বিষয়ে কুৎসিত ধারা স্বার্থপর আমলা ব্যতিরেকে সকলের বিবেচনাতেই এইক্ষণে অনুচিত বোধ হইয়াছে। রেবিনিউ বোর্ড যখন ঐ ধারা বজায় রাখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন তখন আমরা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া খেদিত হইয়াছিলাম কিন্তু এইক্ষণে প্রমাণ হইল যে বোর্ডের ন্যায় অতি প্রধান ২ লোকেরদের সম্মতি থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট পারস্য ভাষা রাখিবেন না তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ দুঃখের অনুরূপই সুখী হইলাম।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

বেঙ্ক্।

১ তারিখে প্রকাশিত গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তেহারানুসারে গত সোমবার কলিকাতা নিবাসি লোকেরা পাতুরিয়া গির্জা ঘরের বেঙ্ক্ কুঠরীতে সমাগত হইলে শ্রীযুত জান পামর সাহেব ও শ্রীযুত টর্টন সাহেব ও শ্রীযুত এল ক্লার্ক সাহেব ও শ্রীযুত জজ সাহেব সিলেক বেঙ্কের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হন। এইক্ষণে শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর সিলেক বেঙ্কের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হন। এইক্ষণে শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর সিলেক বেঙ্কের সাহেবেরদের প্রতি আশ্চর্য্য আচরণ করিতেছেন অতএব ঐ ব্যবহারের বৈপরীত্য হয় বুঝি এনিমিত্ত উক্ত সাহেবেরা নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত আচরণেতে যে মহাপ্রধান ব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদের সমাদরকারি লোকেরা দুঃখী হইয়াছেন। ঐ ব্যাপার বিষয়ে যে বাদানুবাদ হইতেছে তাহাতে আমারদের কোন উক্তির আবশ্যক নাই যেহেতুক প্রধান ২ পারগ ব্যক্তিরা তাহাতে মনোযোগ করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে যে সকল রাগ দ্বেষাদি সম্ভাবনা তাহার অংশী হইতে আমরা ইচ্ছুক নহি।

—১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

বিনয়পুরঃসর সেলাম আবেদনমিদং গত ৪ আশ্বিন শনিবারের দর্পণে মৎপ্রেরিত যে এক পত্র প্রকাশ হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্মসভা দ্বারা সুদ্ধ কেবল দলাদলির আন্দোলন হইতেছে তাহা না হইয়া যাহাতে আমার

দিগের হিন্দুর ধর্ম্ম সম্যক প্রকারে রক্ষা পায় এমত ঐ সভাসম্পাদক মহাশয় করিলে ভাল হয় ইহার সদুপায় কি সদুত্তর না করিয়া ঐ অপূর্ব্ব বুদ্ধিমন্ত সম্পাদক মহাশয় মহা আন্দোলনপূর্ব্বক ১০৪৫ সংখ্যক ৯ আশ্বিনের চন্দ্রিকায় কতকগুলির আলাৎ পালাৎ কথা দ্বারা ঐ দিবসীয় চন্দ্রিকা পত্রিকা পরিপূরিতা করিয়াছেন। কিন্তু সে অস্ফালনে [আস্ফালনে] আমি কিছু মাত্র ভীত না হইয়া বরং যাহা উচিত বক্তব্য তাহা প্রকাশ করি পক্ষপাতশূন্য মহাশয়েরা পাঠ করিয়া উচিত মত অবশ্য কহিবেন ঐ সম্পাদক মহাশয় খ্রীষ্টিয়ান সন্তান হিন্দু মাতাল ইত্যাদি যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া বরং দয়া প্রকাশ করা শ্রেয় যেহেতু কুপথ্যাশী রোগী কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্ব্বাক্য কহিয়া থাকে সেই রূপ ধর্ম্ম সভাসম্পাদক মহাশয়কে সদুপদেশ অবশ্যই দুঃসহ হয় সুতরাং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন ইহাতে তাঁহার দোষ গ্রহণ করা যাইতে পারে না সে যাহা হউক এক্ষণে আমার যাহা বক্তব্য তাহা লিখি।

প্রথমত ধর্ম্ম সভা স্থাপনা হইয়াছে কি সুদ্ধ দলাদলির নিমিত্ত কি অন্যান্য আমারদিগের হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা নিমিত্ত যদি কেবল দলাদলির নিমিত্ত হয় তবে আমার এই বক্তব্য যে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পানকারী এবং অন্যান্য কুক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিকে সভার আদেশানুসারে সুদ্ধ বিষ্ণু স্মরণ করাইয়া যে ধর্ম্ম সভাস্থ দলভুক্ত করাণ এই যে এক নিয়ম ধর্ম্ম সভা দ্বারা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে ইহা উত্তম কহিতে পারা যায় না যে যেহেতু যে কএক জন হিন্দু সন্তান খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে তাহারা কি বিষ্ণু স্মরণ করিলেই ধর্ম্ম সভাস্থ দল ভুক্ত হইতে পারিবেক তাহা কদাচ নহে। অতএব আমার লিখিবার তাবৎপর্য্য এই ছিল যে যে কোন ব্যক্তি কথিত মত কুক্রিয়ান্বিত হইবেক প্রকাশ পাইলে তাহাকে একেবারে ধর্ম্মসভা মতস্থ দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত যে মত অম্ল সংযোগে দুগ্ধ দধি হইলে পুনরায় কোন প্রকারে সে দুগ্ধত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না সেই প্রকার উক্ত মত কুক্রিয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিও কখন সুদ্ধ হইতে পারে না এমত প্রকার শাসন থাকিলে সকলই কুক্রিয়ায় রত হইতে আশঙ্কা যুক্ত হইবেক। সম্পাদক মহাশয় ইহার মর্ম্ম বোধ না করিয়া হিতে বিপরীত বোধে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

দ্বিতীয়। দলাদলিভিন্ন যদ্যপি আমারদিগের অন্যান্য হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা নিমিত্ত ধর্ম্মসভা স্থাপন হইয়া থাকে এমত হয় তবে আমার এই কএক বিষয় জিজ্ঞাস্য প্রথমত ধর্ম্ম সভা মতস্থ দলভুক্ত কোন ব্যক্তি সুরাপান করেন কি না যদি করেন তবে ইহা ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ কি না যদি হয় সে ব্যক্তির শাসনের কি উপায় ধর্ম্মসভা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ইহাতে যদি সম্পাদক মহাশয় এমত কহেন যে উক্ত সভা মতস্থ দলভুক্ত কোন ব্যক্তি সুরাপান করেন না একথা অতি উত্তম কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে ইহা শ্রীশ্রীঈশ্বর স্মরণপূর্ব্বক কহিতে হইবেক যে উক্ত বিষয় তাঁহার চাক্ষুষ কি শ্রুতি গোচর নহে পশ্চাৎ আমি সপ্রমাণ করিতে পারি তাহাতে মিথ্যাবাদির যে দণ্ড তাহা অবশ্য সম্পাদক মহাশয়কে অর্হিবেক। দ্বিতীয় যদি কোন ব্রাহ্মণ ইঙ্গলণ্ডীয় চর্ম্ম পাদুকা ব্যবসায়ির দাসত্ব স্বীকার করিয়া বেতনভোগী হন অর্থাৎ সরকারগিরি কর্ম্ম করেন। এবং সুবর্ণ বণিকের দান গ্রহণ এবং বেতন ভোগী হওন ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম বিশিষ্ট যে ব্রাহ্মণ তাঁহার শাসনের উপায় ধর্ম্ম সভা দ্বারা কি স্থৈর্য্য হইয়াছে অথবা করিতেছেন। তৃতীয় ভবানীপুর অন্তঃপাতি আদ্য গঙ্গার উপরে যে বাহ্য স্থান এবং গঙ্গায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করা যায় যাহা আমারদিগের হিন্দু ধর্ম্মের অতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম ইহা নিবারণের কি উপায় ধর্ম্মসভা দ্বারা হইয়াছে কি হইতেছে ইত্যাদি আমারদিগের হিন্দুর ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অনেক কুকর্ম্ম হইতেছে সে সকল বিস্তারিত এক্ষণে লিখন নিষ্প্রয়োজন। এসকল বিষয় নিবারণের উপায় ধর্ম্মসভা দ্বারা কিছুই দেখিতেছি না কহিলেই ঐ সভাসম্পাদক মহাশয় মহা ঘোর রবে কি কারণবশত চীৎকার করেন কিছুই বুঝিতে পারি না অতএব তাঁহার প্রতি পুনরায় নিবেদন তিনি কোন ভাবে ভাবান্তর না হইয়া স্বভাবে থাকিয়া সুদ্ধ দলাদলির আন্দোলন না করিযা আমারদিগের হিন্দুর ধর্ম্ম যাহাতে সম্যকপ্রকারে রক্ষা পায় তাহা করুণ অর্থাৎ যথা শাস্ত্র ব্রাহ্মণের এবং শূদ্রের যে উচিত কর্ম্ম তাহা ধর্ম্মসভার দ্বারা আদেশ করাইয়া করাইতে যত্নবান হউন তবে ধর্ম্মসভার নামানুযায়ি গুণ হইবেক নচেৎ কেবল ধর্ম্মসভানামমাত্র।

যথা ডাক হাঁক ঢাক ঢোল মালসাট সার।
বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার।

পক্ষপাতশূন্য চন্দ্রিকাঠকস্য।

—১৭ অক্তোবর ১৮৩৫ / ১ কার্ত্তিক ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৯ অক্তোবর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানার প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেমস হিগিন্সন সাহেব বিবি সরফন নিশার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে কসাইটোলার এমাম বাড়ির গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান /৩।০ তিন কাঠা চারি ছটাক তাহা·· নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত ডকট সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে বিবি নানির এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি। পূর্ব্ব দিগে সরকারী গলি। পশ্চিম দিগে রসিকলাল নেউগীর বাটী ও ভূমি।

২ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২।০ দুই কাঠা চারি ছটাক তাহা···এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত এমাম বক্সের এক খণ্ড বন্দ ভূমি। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মৃত নাছের পেয়াদার ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মৌলবী মহম্মদ জমারভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। কলিকাতানগরের জিক্ জাগ গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা তাহা···এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বিবি দার্দানের ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে রূপনারায়ণ ঘোষালের রাইয়তী ভূমি। পশ্চিম দিগে উত্রষ্টন সাহেবের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৪ অক্তোবর ১৮৩৫ / ৮ কার্ত্তিক ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৯ অক্তোবর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উত্তম চাঁদের বিরুদ্ধে

ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের স্থতালুটির [স্থতাহুটির] বাঁশতলার গলিতে ললিতা ব্রাহ্মণীর গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক চৌতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৩২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄১৷৷৵ এক কাঠা দশ ছটাক তাহা কিছু কমি হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপরে পূর্ব্বোক্ত আসামি উত্তম চাঁদের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে মদনমোহন বসুর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে নন্দকুমার ঠাকুরের এক খণ্ড ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গোকুল কার ফরমার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে গঙ্গামণি খানকীর বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৪ অক্তোবর ১৮৩৫ / ৮ কার্ত্তিক ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৪ অক্তোবর ১৮৩৫।

কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর শ্রীযুত জি জে সিডিন্স সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৩১ তারিখ অবধি এক মাসের নিমিত্ত স্বীয় কর্ম্ম স্থানহইতে ছুটি পাইয়াছেন। শ্রীযুত ওয়াকর সাহেব সিডিন্স সাহেবের অনুপস্থানে একটিংরূপে কষ্টম কালেক্টরী কর্ম্ম করিবেন।

৯ অক্তোবর।

নীচে লিখিতব্য সাহেবেরা স্ব২ কর্ম্মস্থান হইতে ছুটি পাইয়াছেন।

সদর বোর্ড রেবিনিউর দ্বিতীয় মেম্বর শ্রীযুত সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে কলিকাতাহইতে গঙ্গাসাগরে যাত্রার তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

—২৪ অক্তোবর ১৮৩৫ / ৮ কার্ত্তিক ১২৪২

[ঝড় বৃষ্টি।]

গত রবিবার রাত্রে যে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হয় তাহাতে বোধ হইয়াছিল যে এ বৎসরে বুঝি বৃষ্টির শেষ হইল। ঐ তারিখের তুফান খাজুরী অঞ্চলে যদ্রূপ

হইয়াছিল তদ্রূপ প্রবল শ্রীরামপুর অঞ্চলে হয় নাই। ঐ দুর্যোগের আরম্ভে কলিকাতার ধর্ম্মতলাস্থ এক দোকান ঘরে বজ্রাঘাত হইয়া দোকানির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। এবং তৎসময়ে ফাটিল মাইন নামক আরবীয় এক এক জাহাজ নদীতে পঁহুছিয়া কবেরডেল ব্লফের নিকটে মগ্ন হইয়া আড়কাটি বরট্‌চ সাহেব ও অন্যান্য অনেক আরোহিরা বিনষ্ট হইল।

যে সময়ে ঐ তুফান হইতেছিল তৎসময়ে এতদ্দেশীয় কতিপয় ব্যক্তি কলিকাতার জেনরল ত্রেজুরীর ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু শাস্ত্রিরা গুলি করাতে তাহারা নিবারিত হইল। এবং বৃষ্টি ও ঘোরান্ধকার প্রযুক্ত পলায়নের উপায় পাইল। তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানেতে এইমাত্র অনুমান হয় ঐ সকল লোক পশ্চিমপ্রদেশীয়।

—২৪ অক্তোবর ১৮৩৫ / ৮ কার্ত্তিক ১২৪২

সুপ্রিম কোর্ট।

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের মিছিল গত বৃহস্পতিবার আরম্ভ হইল এবং ইঙ্গলিসমেনপত্রে লেখে যে ঐ কোর্টের তাবৎ তক্তার উপরে অনেক মোকদ্দমার ইশতেহার [ইশতেহার] লেখা গিয়াছে এবং ঐ সকল মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুত জজ সাহেবেরা বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন। অপর আদালত বন্দসময়ে মাষ্টর আপীস ও আকৌষ্টাণ্ট [আকৌণ্টাণ্ট] জেনরল আপীস ও অর্থগ্রাহক ও সংসারাধ্যক্ষেরদের কার্য্য নির্ব্বাহকরণবিষয়ে নূতন ৬০। ৭০ ব্যবস্থাকরণের ধারার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের অনেক ধারার সংক্ষেপ হইল তৎপ্রযুক্ত কর্ম্ম ও ব্যয়ের অনেক লাঘব হইবে।

—২৪ অক্তোবর ১৮৩৫ / ৮ কার্ত্তিক ১২৪২

আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটি।

১৪ তারিখে কলিকাতার টৌনহালে আগ্রি ও হর্টিকল্‌তুরাল সোসৈটি সমাগত হইলে শ্রীযুত কমাণ্ডর ইন চীফ ও শ্রীযুত কামরণ সাহেব এবং অন্য সাত জন সাহেবের উক্ত সোসৈটির মেম্বর হওনের প্রস্তাব হইল। অপর শ্রীযুত সিডিন্স সাহেব ও শ্রীযুত রেণি সাহেব ঐ সোসৈটির মেম্বরী পদে মনোনীত হইলেন। বোধ হয় যে উক্ত সোসৈটি পুনর্জীবিত হইয়া সচৈতন্য হইল অতএব

ঐ বৈঠকে ভিন্নদেশীয় বীজ ও বৃক্ষ আনয়ন ও বিতরণ করণেতে কৃষি কার্য্যের দ্বারা দেশোৎপন্ন দ্রব্য অধিক উৎকৃষ্টকরণার্থ কতিপয় উপায় স্থির করা গেল।

—২৪ অক্টোবর ১৮৩৫ / ৮ কার্ত্তিক ১২৪২

হিউলিঞ্জ বাষ্পীয় জাহাজ।

কলিকাতা শহরস্থ বাণিজ্যব্যবসায়ি ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি হিউলিঞ্জ জাহাজ যাত্রাকরণের সময়ের মতান্তরকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট এক আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছেন। এবং শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে তাহা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার্থ তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

—২৪ অক্টোবর ১৮৩৫/৮ কার্ত্তিক ১২৪২

বোম্বাই।

সংপ্রতি বোম্বাইতে সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ তন্নিবাসি লোকেরদের এক সভা হইয়াছে। শ্রীযুত সর হরবট কমটন সাহেব ঐ সভাধ্যক্ষ হইলেন। অপর ঐ চিকিৎসালয় স্থাপনের সাহায্যকরণার্থ তথাকার গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং উক্ত সভাতে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা জানা গেল যে দত্ত রূপে ৯০০০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে এবং বার্ষিক ৫০০০ টাকা চাঁদায় স্বাক্ষর হইয়াছে। উক্ত সভাপতি সাহেব বোম্বাই অঞ্চলস্থ লোকেরদের দান শৌণ্ডতা বিষয়ে প্রশংসা করিয়া কলিকাতাস্থ বাবুরদের প্রতি দোষার্পণ করিয়া কহিলেন যে ১০।১২ জন ব্যতিরিক্ত উক্ত বাবুরা পূজা শ্রাদ্ধ ও নৃত্যগীত বিষয়ে বিস্তর ধন ব্যয় করিয়া থাকেন বটে কিন্তু ঐ চিকিৎসালয়ের মত কার্য্যের সাহায্য করণেতে কোন প্রকারেই ইচ্ছুক নহেন।—কলিকাতা কুরিয়র।

—২৪ অক্টোবর ১৮৩৫/৮ কার্ত্তিক ১২৪২

[ধর্ম্মসভা।]

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।

আমরা চন্দ্রিকা পত্র দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম সভা সম্পাদকের পক্ষপাতবিষয়ে কর্ম্মদ্বারা আশ্চর্য্য মর্ম্ম বোধ করিয়া কিঞ্চিৎ লিখি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণৈকদেশে অর্পণ করিতে আজ্ঞা হয়।

ধর্ম্মসভাসম্পাদকের মিথ্যা কোলাহলের পরে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র

গঙ্গোপাধ্যায়কে শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বসুজ যে পত্র লিখিয়াছিলেন ঐ পত্র দর্পণে অঙ্কিত দেখিয়া চন্দ্রিকাপ্রকাশক মনে যথার্থ জানিয়াও তৎপত্রে লোকের অযথার্থ বোধ হয় এই মানসে জুজু দেখাইয়া লিখিয়াছিলেন যে এই পত্রের মূল দর্পণ প্রকাশকের নিকটে অবশ্য থাকিবে এ যে কোন পত্র নহে যে পেলেন আর ছাপালেন শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বসুও আসিতেছেন ইত্যাদি ইহাতে কোন বালকও বালজ্ঞান করিল না বিশেষ উক্ত বসু কলিকাতায় আসিয়া অভিনব দলপতি আর ঐ কুলপতি খঞ্জমন্ত্রি মহামতি তিন একত্র হইয়া যে যুক্তি করিয়াছেন চন্দ্রিকাকার তাহার মর্ম্ম ধর্ম্মকূপের জলস্পর্শ করিয়া ধ্যান করিলেই জানিতে পারিবেন আইওয়াটরে চক্ষু ধোয়ার আবশ্যক নাই চন্দ্রিকাপ্রকাশকের ইহা কি বোধ ছিল না যে অভিনব দলপতিরা দলচ্ছলে প্রবল হইয়া সকল দুর্ব্বলকে প্রবল করিতে কল্প করিয়াছেন নতুবা প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা করেন সতীদ্বেষিসম্পর্কির সংসর্গ কদাচ করিব না এবং তৎসম্পর্কসম্পর্কীবলিয়া বহুবাজারে দত্ত বাবুরদের বাটীতে যাইতে দুই চারিজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বারণ করিয়াছিলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী প্রভৃতির বাটীতে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গিয়াছিলেন তাঁহার দের প্রতি উক্ত দলের মনে ২ অধ্যক্ষ ব্রহ্মসভার বিপক্ষ সতীদ্বেষির মহাদ্বেষী বঙ্গদেশনিবাসি মহাশয় আস্ফালন করিয়া অনেক উক্তি করিয়াছিলেন এইক্ষণে ঐ দলের নিগূঢ় অধ্যক্ষ দাদা ও উপাধ্যক্ষ ভায়ারা পূর্ব্বনিবারিত চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে দলপতির গুপ্তাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অকিঞ্চনের ন্যায় আকুঞ্চনপূর্ব্বক পূর্ব্বনিবারিত স্থানে গমনাগমন করিতেছেন এবং চিরনিবারিত বাবুদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ধর্ম্মহর দুই জন গমনাগমন করেন এইরূপ দলপতিরা মার্গ ছাড়িয়া দিয়াছেন তথাপি ধর্ম্মসভাসম্পাদক ঐ মার্গে পত্র চাপা দিয়া অনেক ছাপা করিয়া ছাপাইয়া রাখিতেছেন বোধ করেন কেহ বুঝিতে পারিবে না এই এক আশ্চর্য্য দ্বিতীয় বঙ্গদেশি মহাশয় যে এক পাদ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা মর্ম্ম বুঝিয়াও গর্ব্ব করিতে খর্ব্ব নহেন কহেন ধর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম নাই তিনি ধর্ম্মসভার এক পতি কহিতে বলিতে বাচস্পতি মনে করেন দলপতি আমারি বাধ্য এরোগ অসাধ্য ইতি।

কস্যচিৎ হোগলকুড়নিবাসিনঃ

আনরপুরানবাসিনশ্চ।

—২৪ অক্টোবর ১৮৩৫/৮ কার্ত্তিক ১২৪২

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম।

২৬ অক্তোবর ১৮৩৫।

শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা শ্রীযুত এচ সিক্সপিয়র সাহেবকে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের সামান্যতঃ তৃতীয় মেম্বরীপদে নিযুক্ত করাতে ঐ সাহেব তদনুসারে উপরিউক্ত তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলে রীতিমত শপথকরণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন এবং তদর্থ ফোর্ট উলিয়ম কিল্লাহইতে সেলামী তোপ হইল।

ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে প্রকাশ হইল।

জি এ বুসবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরলের হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত এচ টি প্রিন্সেপ সাহেবকে ভারতবর্ষে ও সুবে বাঙ্গালার জেনরল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

জি এ বুসবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—৩১ অক্তোবর ১৮৩৫/১৫ কার্ত্তিক ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৩ অক্তোবর।

ভুলুয়ার রেবিনিউর সরবেয়র শ্রীযুত কাপ্তান এ হাজেস সাহেব স্বাস্থ্যার্থ সমুদ্র পথে গমন নিমিত্ত কলিকাতা রাজধানীতে আগমন করিতে আগামি ২০ দিসেম্বর অবধি এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

—৩১ অক্তোবর ১৮৩৫/১৫ কার্ত্তিক ১২৪২

ইশতেহার।

ইশতেহার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা শহরের এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম কুঠীর ও তদন্তঃপাতি স্থানসকলের শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের সাধারণ ও ত্রৈমাসিক আজ্জোর্ণেড সেসন অফ দি পীস অর্থাৎ

মিছিল কলিকাতাস্থ ঘরের টাক্সসম্পর্কীয় উক্ত জুষ্টীস সাহেবেরদের দপ্তরখানাতে আগামি ৩১ অক্তোবর শনিবারে পূর্ব্বাহ্ন বেলা দুই প্রহরের সময়ে বৈঠক হইবে।

ডবলিউ এচ স্মৌন্ট
ক্লার্ক অফ দি পীস।

ক্লার্ক অফ দি পীস দপ্তরখানায়।
২৬ অক্তোবর ১৮৩৫।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা শহরের এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম কুঠীর ও তদন্তঃপাতি স্থানসকলের শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের সাধারণ ও ত্রৈমাসিক সেশন অফ দি পীস অর্থাৎ মিছিল কলিকাতাস্থ ঘরের টাক্সসম্পর্কীয় উক্ত জুষ্টীস সাহেবেরদের দপ্তরখানাতে আগামি ২ নবেম্বর সোমবারে পূর্ব্বাহ্ন বেলা দুই প্রহরের সময়ে বৈঠক হইবে।

ডবলিউ এচ স্মৌন্ট
ক্লার্ক অফ দি পীস।
ক্লার্ক অফ দি পীস দপ্তরখানায়।
২৬ অক্তোবর ১৮৩৫।

—৩১ অক্তোবর ১৮৩৫/১৫ কার্ত্তিক ১২৪২

[প্রিন্সেপ সাহেব।]

শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের অনুমতিতে গত ২৬ তারিখে শ্রীযুত হেনরি সিক্সপিয়র সাহেব ভারতবর্ষের কৌন্সেলের সামান্যতঃ তৃতীয় মেম্বরীপদে নিযুক্ত হইলেন তদুপলক্ষে রীতিমত সেলামী তোপ হইল। এবং তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত এচ টি প্রিন্সেপ সাহেব জেনরল ডিপার্টমেণ্টে তাবৎ ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীপদ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

—৩১ অক্তোবর ১৮৩৫/১৫ কার্ত্তিক ১২৪২

[জেনরল আসেম্‌লি।]

আমরা অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে স্কটলণ্ডদেশীয় মণ্ডলীর জেনরল

আসেম্‌লি এই স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ স্কুল ও মিসনের নিমিত্ত উপযুক্ত এক বাটী প্রস্তুতকরণার্থ ৫০০০০ হাজার টাকা ব্যয় করা যায়। বোধ করি যে ভারতবর্ষস্থ নানা পাঠশালাপেক্ষা ঐ বিদ্যালয় বহুতর লোককর্তৃক সহকারিতা প্রাপণের উপযুক্ত। অতএব ভরসা করি যে জেনরল আসেম্‌লি উক্ত মহাব্যাপার সম্পাদনার্থ যে টাকা খরচ করেন তাহা বৃদ্ধিকরণার্থ এতদ্দেশস্থ মহাশয়েরাও বদান্যতাপূর্ব্বক অনেক অর্থ প্রদান করিবেন। আমারদের সহযোগি কলিকাতাস্থ প্রিয় সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ পাইতেছেন।

—৩১ অক্টোবর ১৮৩৫/১৫ কার্ত্তিক ১২৪২

[জলঙ্গী জাহাজ।]

গত ২৫ তারিখে জলঙ্গীনামক আরোহণীয় জাহাজ এবং তদাকর্ষক বাষ্পীয় জাহাজ আলাহাবাদহইতে ১০ দিবসের মধ্যেই কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে এবং বিজ্ঞাপনের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ জাহাজ আগামি ৮ নবেম্বর তারিখে পুনর্যাত্রা করিবে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কিছুকাল পূর্ব্বে ঐপ্রকার জাহাজারোহি লোকেরদের যে সকল ক্লেশের কথা হইয়াছিল তাহাতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঐ জলঙ্গী জাহাজারোহি লোকেরদের স্বচ্ছন্দতানিমিত্ত বিলক্ষণ যে উদ্যোগ করা গিয়াছে তাহা বারম্বার সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এইক্ষণে ভাগীরথী জাহাজে আরোহি মিত্রগণের পত্রের দ্বারা আমরা নিশ্চয় কহিতে পারি যে তাঁহারদের ঐ যাত্রাতে সুখজনক উদ্যোগের কিছু ত্রুটি নাই। গমনের কাল অতিসুখদহওন এবং অতিশীঘ্র গমননির্ব্বাহহওনপ্রযুক্ত তাঁহারা পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। ঐ জাহাজের তাবদ্বিষয়ই যে অত্যুত্তম তাহা প্রায় লিখনের আবশ্যক নাই। ঐ জাহাজের ভাড়া অপেক্ষাকৃত অল্প হইলে লোকেরা যে সময়ে ঐচ্ছিক স্বাস্থ্যের নিমিত্ত গমন করিতে পারে তৎসময়ে অন্যান্যপ্রকার নৌকাপেক্ষা এই প্রকার যাত্রা অধিক মনোনীত হইবে। ২১ তারিখে ভাগীরথী জাহাজ বকসরে এবং ২৪ তারিখে বারাণসীতে পঁহুছিল অতএব বোধ হয় যে ২৯ তারিখে আলাহাবাদে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

—৩১ অক্টোবর ১৮৩৫/১৫ কার্ত্তিক ১২৪২

[এণ্টরপ্রায়িজ জাহাজ।]

অতিপ্রামাণিক সাধারণ এক পত্রে লেখে যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স

সাহেবেরদের নিমিত্ত এণ্টরপ্রায়িজ জাহাজের পরিবর্ত্তে বিলাতে এক জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে। ভরসা করি যে সর্ব্বকাল অর্থাৎ দুর্যোগ সময়েও গমনশীল ও ১৮।২০ দিবসের উপযুক্ত কয়লা ধারি ঐ নূতন জাহাজ এণ্টারপ্রায়িজ জাহাজাপেক্ষা অত্যুত্তম হইবে।—হরকরা।

—৩১ অক্টোবর ১৮৩৫/১৫ কার্ত্তিক ১২৪২

[উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা।]

গত ২০ তারিখের রাত্রে হাটখোলার থানার নিকটে ময়রা পাড়াবাসি গোপাল ঘোষনামক ব্যক্তির স্ত্রী উদ্বন্ধনের দ্বারা আত্মঘাতিনী হইয়াছে। ঐ স্ত্রী অষ্টাদশবর্ষ বয়স্কা যুবতী ছিল। এবং ঐ স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে কখন অপ্রণয় না থাকাতে এইক্ষণে তাহার মৃত্যুপ্রযুক্ত স্বামীও মৃতপ্রায় হইয়াছে। ঐ রূপ মৃত্যুর কারণ এই যে দুই বৎসরঅবধি বারম্বার অত্যন্ত বেদনাগ্রস্তা হইয়া শান্তির ভরসাহীনহওয়াতে এইরূপে অতিদুঃখাবস্থার জীবনের শেষ করিল।—হরকরা।

—৩১ অক্টোবর ১৮৩৫/১৫ কার্ত্তিক ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৫ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কৃষ্ণসুন্দর সেটের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতার সুতালুটিতে [সুতানুটিতে] রত্ন সরকারের বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত কৃষ্ণসুন্দর সেটের পৈতৃক সাধারণ অবিভক্ত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি ৸৩ আঠার কাঠা তাহা···এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রাজকিশোর চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে চণ্ডীচরণ সেটের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে রত্ন সরকারের বাগানের রাস্তা নামে বিখ্যাত রাস্তা। পশ্চিম দিগে মোহনচাঁদ গোস্বামির বাটী ও ভূমি।

এবং কলিকাতানগরের পুরাণা চীনা বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণসুন্দর সেটের পৈতৃক সাধারণ অবিভক্ত যে এক দোকান অথবা

গুদাম তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ······বার ছটাক ···তাহার ছয় অংশের একাংশের মধ্যে···আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রামপ্রসাদ মুখুয্যের দোকান অর্থাৎ গুদাম। পূর্ব্ব দিগে পুরাণা চীনাবারের [চীনাবাজারের] রাস্তানামে বিখ্যাত কোম্পানির রাস্তা। দক্ষিণ দিগে কৃষ্ণপ্রসাদ চাটুয্যের দোকান অথবা গুদাম। পশ্চিম দিগে কাপ্তান হাজেসের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৭ নবেম্বর ১৮৩৫/২২ কার্ত্তিক ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কমলাদেবীর বিরুদ্ধে বেন্দিসিওনৈ এক্সপনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নিলামে ইহা বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে বামনবস্তির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে কমবেশ বাহাত্তর বিঘা রাইয়তী ভূমি ও তাহাতে এক পুষ্করিণী তাহার অবিভক্ত তিন অংশের একাংশেতে···আসামী কমলাদেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে থিয়টর স্ত্রিট। পূর্ব্ব দিগে হঙ্গর ফোর্ট স্ত্রিট। দক্ষিণ দিগের একাংশে বাহির রাস্তা। অপর দিগে কালবিনকা বস্তি নামে বসতি পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত কালবিনকা বস্তি নামে বসতি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৭ নবেম্বর ১৮৩৫/২২ কার্ত্তিক ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাবট জান উয়াইক ফিলের

বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে বৈঠকখানার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক এক তালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৹ পাঁচ কাঠা তাহা……নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে স্কাট সাহেবের বাগাৎ ভূমি ও বাটী এবং স্কাট সাহেবের গলি। দক্ষিণ দিগে রাইচরণ শীলের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কোম্পানি বাহাদুরের সদর গলি। পশ্চিম দিগে কাশীনাথ সেনের বাটী ও ভূমি।

এবং কলিকাতা নগরের কপালি টোলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক একতালা বাটী নং ১৮ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৪ চারি কাঠা তাহা……চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে জগন্নাথ সরকারের বাটী। পশ্চিম দিগে কোম্পানিবাহাদুরের সদর গলি। উত্তর দিগে উলিয়ম সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে ডাক্ত[া]র ব্যাথগেট সাহেবের ভূমি।

এবং কলিকাতা শহরলীতে ইটালির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ১৫৴ পনর বিঘা তাহাতে অনেক রাইয়ত ও ২ পুষ্করিণী আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জান ওয়াইক ফিলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিতকাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে রামনারায়ণ ঘোষের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণ দিগে বিবি মিগারের বাগাৎ ভূমি। পূর্ব্ব দিগে মুন্সী আমীরের বাগাৎ ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৭ নবেম্বর ১৮৩৫/২২ কার্ত্তিক ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেম্‌স হিগিন্সন সাহেব রামনারায়ণ ঘোষের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

জিলা চব্বিশপরগনার খাসপুর পরগনার চক্রবেড়ের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ১/৩ এক বিঘা তিন কাঠা তাহা ·· এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে চামরু জমাদারের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগে কান্ত মিস্ত্রীর এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে সেজ দর্জির এক খণ্ড ভূমি।

২ দফা। কলিকাতা নগরের কলিঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।১ ছয় কাঠা তাহা···· ·এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মেহেদি বাগানের রাস্তা। পশ্চিম দিগে কালবিন সাহেবের আস্তবল [আস্তাবল]। পূর্ব্ব দিগে বিবি ডেবিসের এক খন্দ ভূমি। উত্তর দিগে রামনারায়ণ ঘোষের অপর এক খণ্ড ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।০ পাঁচ কাঠা তাহা ···এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে গাজি খানসামার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে শেরাজ খানসামার বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত রামনারায়ণ ঘোষের অপর এক খণ্ড ভূমি। এবং কালবিন সাহেবের আস্তবল [আস্তাবল]।

৪ দফা। এবং কলিকাতা নগরের মলঙ্গার মেহেদি বাগানের শামিল ও তন্মধ্য এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক খণ্ড বাগাৎ ভূমি অনুমান ২০ বিশ বিঘা তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক রাইয়ত আছে······তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মেকার্থর সাহেবের বাগান! দক্ষিণ দিগে বিবি মিগারের বাগান। পশ্চিম দিগে রামনারায়ণ ঘোষের বাগান পূর্ব্ব দিগে মুন্সী আমীরের বাগান।

এবং কলিকাতানগরের বহুবাজারের রাস্তায় পুরাণা চীনা বাজারের মেরা জানি গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।০ পাঁচ কাঠা তাহা······এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে বিবি বিনামারের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানির ঔষধালয় উত্তর দিগে এক গলি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক বাটী নং ৩৬ তাহাতে ইষ্টকময় প্রাচীর আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা···[ও] এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান

৶৹ পনর কাঠা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মুন্সী নজরুর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মুন্সী ইয়াসীনের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে মুন্সী আজের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে নাজীর পুকুরের রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানে মৈজুদ্দি খেজমৎগারের ভূমিনামে বিখ্যাত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৷৷৹ দশ কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কর্ণল রোজ সাহেবের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগের একাংশে বক্স্ হালদারের ভূমি। অপরাংশে গোলাব ওস্তাগারের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে সরিফ ওস্তাগরের ভূমি। পশ্চিম দিগে এমামদী কসায়ের এক খণ্ড ভূমি।

৬ দফা। এবং কলিকাতা নগরের আড়পুলিতে ঝামাপুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ⁄১ এক কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে পঞ্চুদত্তের ভূমি। পশ্চিম দিগে শিবনারায়ণ ঘোষের এক খণ্ড ভূমি।

৭ দফা। এবং কলিকাতা নগরের মির্জাপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৷৷৹ দশ কাঠা তাহা… এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সরকারী নর্দমা। উত্তর দিগে গুরুপ্রসাদ মহালদারের এক খণ্ড বন্দ ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রামমোহন সেকরার এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে প্রীতিরাম কর্ম্মকারের এক খণ্ড ভূমি।

৮ দফা। এবং জিলা হুগলির পাঁড়ুয়া পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে লাখে রাজ ভূমি তরফ রামপুর ও তরফ খন্যান ও পটি রামচন্দ্রপুরদিগর তাহাতে এক হাট ও বাজার তাহার অর্দ্ধেকাংশে ও তাহার অর্দ্ধেক অংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধেক অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামনারায়ণ ঘোষের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—৭ নবেম্বর ১৮৩৫/২২ কার্ত্তিক ১২৪২

ইশতেহার।

সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে গত ২ নবেম্বর সোমবার কলিকাতা শহরে শ্রীল শ্রীযুত বাদশাহের জুষ্টীস অফ দী পীস সাহেবেরদের দপ্তর খানাতে এক জেনরল ও কোয়ার্টর সেসন অর্থাৎ সাধারণ ও ত্রৈমাসিক মিসিলে এমত হুকুম হইল যে বাটীর টাক্সের ফেরফারকরণের প্রস্তাব হইবে এমত বাটীর স্বামী বা দখলকারি দিকে আসেসর সাহেবেরা এত্তেলা দিয়া হুকুম করিবেন যে বর্ত্তমান টাক্সের বিষয়ে যাঁহার কোন আপত্তি থাকে তিনি তাহা সেসনে বৈঠককারি শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের জুষ্টীস অফ দি পীসেরদের নিকটে এক দরখাস্ত জ্ঞাপন করিবেন এবং ঐ দরখাস্ত আগামি ২০ নবেম্বর শুক্রবারে বা তাহার পূর্ব্বে ক্লার্ক অফ দি পীসের নিকটে দাখিল করেন। উক্ত তারিখের পর কোন আপত্তি শুনা যাইবে না এবং ঐ সকল আপত্তি শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে এবং অন্যান্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থ সেসন অর্থাৎ মিসিল বর্ত্তমান মাসের ২ নবেম্বর তারিখ শনিবারপর্য্যন্ত মুলতবী থাকিল ঐ তারিখে পোলীস আপীসে মিসিল হইবে এবং তৎপরে প্রতি শনিবার অথবা যেপর্য্যন্ত এতদ্রূপ আপীল ও অন্যান্য কার্যনির্ব্বাহ না হয় সেপর্য্যন্ত শনিবার ব্যতিরিক্ত অন্যবারেও মিসিল হইবে।

এবং সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যদি কোন ব্যক্তি ঘর খালিহওনসময়ে তাহার টাক্স রহিত বা তাহাহইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছুক হন তবে ঘর খালাসহওনের পর ৭ দিবসের মধ্যে আসেসমেণ্ট অর্থাৎ টাক্সের কালেক্‌টরের নিকটে ইঙ্গরেজী অথবা পারস্য বা বাঙ্গালা ভাষায় এত্তেলা দিবেন। এবং ঐ এত্তেলা তিনি যে দিয়াছেন এমত রসীদ কালেকটর সাহেব তাঁহাকে দিবেন।

এবং কালেক্‌টর দপ্তরখানায় পূর্ব্বোক্ত এত্তেলা দাখিলকরণের পূর্ব্ব দিবসের পূর্ব্বে বাটী খালি হইয়াছে এমত এত্তেলা দিলে তদ্দ্বারা পূর্ব্বকার টাক্সহইতে কোন ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারিবে না কিন্তু এত্তেলা দেওনের দিবসের পূর্ব্ব কেবল ৭ দিন অবধি টাক্স রহিত হইতে পারে ইহার অধিককালে নহে।

এবং ঐ ঘরে পুনর্ব্বার বাস হইলে তাহার এত্তেলা তদ্রূপে কালেক্‌টর সাহেবকে দিলে তিনি তাহার রসীদ দিবেন এবং ঘর শূন্য হওন এবং তাহাতে পুনর্ব্বার বাসকরণের এত্তেলা যদ্যপি পূর্ব্ববৎ না দেওয়া যায় এবং যদ্যপি পূর্ব্ববৎ এত্তেলা পাইয়াছেন এমত রসীদ কালেক্‌টর সাহেব না দেন তবে ঘর শূন্য

হইয়াছিল বলিয়া তাহার টাক্স রহিতের দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না এবং এই সকল সেসনেতে যে টাক্স নির্দ্ধার্য্য করা গেল যে আগামী ১ ফেব্রুআরি তারিখে জারী হইবে কিন্তু ঐ তারিখের পূর্ব্বে জারী হইবে না ইতি।

ক্লার্ক অফ দি পীস। ডবলিউ এচ ম্মোর্ণ্ট

৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ক্লার্ক অফ দি পীস।

—৭ নবেম্বর ১৮৩৫/২২ কার্ত্তিক ১২৪২

পোলিটিকাল ডিপার্টমেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম ২৬ অক্তোবর ১৮৩৫।

নেপালদেশীয় শ্রীলশ্রীযুত মহারাজা এই রাজধানীতে উকীলেরদিগকে প্রেরণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন অতএব যে সকল প্রদেশ ও শহরদিয়া শ্রীলশ্রীযুতের উকীলেরা যাত্রা করিবেন তত্রত্য সিবিল ও সৈন্যসম্পর্কীয় তাবৎ কর্ম্মকারক সাহেবেরদিগকে শ্রীলশ্রীযুত গবরনর জেনরল কৌন্সেলে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তাঁহারা উক্ত উকীল ও তৎসমভিব্যাহারি লোকেরদিগকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

কাটমাণ্ডুর রেসিডেণ্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডাক্তর এ কাম্বল সাহেব শ্রীলশ্রীযুতের উকীলের সহিত আগমনার্থ আজ্ঞপ্ত হইয়াছেন। বোধ হয় আগামি ২৬ তারিখে কাটমাণ্ডু হইতে প্রস্থিত হইবেন। এবং এই ঈশতেহারের দ্বারা হুকুম হয় যে তৎকর্ম্মোপলক্ষে উক্ত সাহেব কর্ম্মকারক কোন ২ সাহেবের নিকটে যাহা চাহেন তাঁহারা তাহা দিয়া সাহায্য করিবেন।

ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত আনরবল গবরনর জেনরল কৌন্সেলের হুকুমক্রমে।

উলিয়ম হে মাকনাটন

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—৭ নবেম্বর ১৮৩৫/২২ কার্ত্তিক ১২৪২

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।

ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে লেখে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দু ফ্রি স্কুল সুপ্রতিপালনার্থ অপূর্ব্ব দানশৌণ্ডতা প্রকাশকরত সম্পূর্ণ পঞ্চ মুদ্রা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়া স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসের উন্নতিবিষয়ে স্বীয় অসীম বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

—৭ নবেম্বর ১৮৩৫/২২ কার্ত্তিক ১২৪২

কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়।

গত সপ্তাহে পুস্তকালয়সম্পর্কীয় কমিটির সাহেবেরা কলিকাতার সম্বাদপত্রের দ্বারা এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তদ্বিষয়ক প্রস্তাবের বিবেচনাকরণার্থ গত শনিবারে এক সভা হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টের মধ্যে প্রথমে লেখেন যে পুস্তক সংগ্রহকরণ ও তৎকর্ম্মকারি ব্যক্তি নিয়োগকরণবিষয়ে কি স্থির করা গেল। পুস্তকসকল রাখণের উপযুক্ত গৃহ প্রস্তুত না হওনপর্য্যন্ত শ্রীযুত ডাক্তর ষ্ট্রঙ্গ সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ পুস্তক স্থাপনার্থ স্বীয় গৃহের নীচ কুঠরী দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কমিটির সাহেবের কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহা লইয়াছেন এবং পুস্তক স্থাপনীয় উপযুক্ত আলমারী প্রস্তুত না হওনপর্য্যন্ত সেক্রেটরী শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব স্বীয় আলমারি দিয়াছেন। সাধারণ বহুতর মহাশয় অনেক পুস্তক প্রদান করিয়াছেন এবং ফোর্ট উলিয়ম কালেজের যত পুস্তক আসিয়াটিক সোসৈটির অপ্রয়োজনীয় সে সকল গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহেতে প্রদত্ত হইয়াছে অতএব এই প্রকারে বহু সংখ্যক পুস্তক এইক্ষণেই সংগৃহীত হইয়াছে। অনুমান তাহার সংখ্যা ৬৫০০ হইবে। যদ্যপি কমিটির সাহেবেরদের ঐ সকল পুস্তক বাচনীকরণের ক্ষমতা নাই তথাপি দাতা মহাশয়ের দের সুবিবেচনা এবং সর্ব্বসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষাপ্রযুক্ত ঐ বহুসংখ্যক পুস্তক বহুমূল্য বটে। কেবল অল্পকালীন মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহের কিঞ্চিন্ন্যূনতা আছে। অবশিষ্ট যে সকল বহুমূল্য গ্রন্থ ক্রয়করণের বাঞ্ছা আছে তদর্থ কমিটির সাহেবেরা ২০,০০০ টাকা ব্যয় করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকালয়ে নিত্য থাকনার্থ এবং কালবিশেষীয় অত্যুত্তম মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের এক২ শ্রেণী এবং লোক ব্যবহারার্থ তদ্রূপ অনেক পুস্তক ক্রয়করণ নিমিত্ত ৯০০০ টাকা ব্যয় করা যাইবে।

ঐ রিপোর্টে আরো লেখেন যে পুস্তকের উপযুক্ত রক্ষক এক জন সাহেবকে নিয়োগার্থ লক্ষ করা গিয়াছে তিনি মাসিক ২০০ টাকা বেতন পাইয়া ঐ কর্ম্মে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকিবেন। অপর ঐ রিপোর্টে প্রথমে এমত পরামর্শ হইয়াছিল যে ৫০ টাকা করিয়া বেতনেতে দুই জন নায়েব রক্ষক নিযুক্ত হন কিন্তু তদ্বৈপরীত্যে গত শনিবাসরীয় সভাতে সম্মতি হইল যে প্রথমতঃ দুই জন না হইয়া কেবল এক জন নায়েব রক্ষক নিযুক্ত হইলে কমিটির সাহেবেরা স্বীয় বিবেচনানুসারে তাঁহার বেতন স্থির করেন এবং আবশ্যক হইলে দ্বিতীয় নায়েব রক্ষকও নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

তৎসময়ে পুস্তকালয়ের পক্ষীয় অনেক মহাশয়েরদের বিশেষ কার্য্যানুরোধ প্রযুক্ত গত শনিবারে অল্প সভ্য সমাগত হইয়াছিলেন অতএব অদ্য পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘণ্টাপর্য্যন্ত সভার কার্য্য স্থগিত হইল। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও চাঁদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদের যে২ সংখ্যক টাকা দিতে হইবে এবং তাঁহারদের তাহাতে অধিকারবিষয়ে কমিটির সাহেবেরা নীচে লিখিতব্য প্রস্তাবের পরামর্শ করিয়াছেন বিশেষতঃ।

কমিটির সাহেবেরা পরামর্শ করেন যে কোন ব্যক্তি যদি একেবারে ৩০০ টাকা প্রদান করেন কিম্বা গত আগস্ত মাসের ৩১ তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে যদি তিনবারে এক২ শত করিয়া অর্থাৎ প্রথমে ১০০ ও ছয় মাসে ১০০ ও বার মাসে ১০০ টাকা দেন তবে তিনি ঐ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষরূপে গণিত হইয়া প্রথমশ্রেণী চাঁদার স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিরদের অধিকারসকল প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু উক্তরূপ এক বৎসরের পরে ৪০০ টাকা না দিলে অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন না।

চাঁদায় স্বাক্ষরকারি প্রথমশ্রেণী ব্যক্তিরা প্রথম মাসে ২০ টাকা দিয়া তৎপর মাসের পর প্রতিমাসে ৬ টাকা করিয়া দিবেন।

স্বাক্ষরকারি দ্বিতীয় শ্রেণীব্যক্তিরা প্রথম মাসে ১৬ টাকা দিয়া তৎপর প্রতিমাসে ৪ টাকা করিয়া দিবেন।

স্বাক্ষরকারি তৃতীয় শ্রেণীব্যক্তিরা প্রথম মাসে ৬ টাকা দিয়া তৎপরে প্রতিমাসে ২ টাকা করিয়া দিবেন।

স্বাক্ষরকারি যে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে চাঁদাঅনুসারে যত টাকা দিয়াছেন তদ্ব্যতিরিক্ত বাকী টাকা দিয়া যদি ৪০০ টাকা পুরাইয়া দেন এবং চাঁদার প্রথমকাল অবধি ঐ ৪০০ টাকার শতকরা ৫ টাকা করিয়া সুদ দেন তবে তিনি অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন।

চাঁদার টাকাসকল প্রতিমাসেই অগ্রে সংগ্রহ হইবে।

স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিরা যদি এক বৎসরের টাকা অগ্রে দেন তবে শতকরা ১০ টাকা করিয়া কম দিতে পারেন।

স্বাক্ষরকারি ব্যক্তি কোন মাসে টাকা দিতে ত্রুটি করিলে কমিটির সাহেবেরদের অনুমতিব্যতিরেকে পুস্তকালয়হইতে পুস্তক লইতে পারিবেন না।

ভাঙ্গা মাসের চাঁদার টাকা ভাঙ্গা লওয়া যাইবে না কিন্তু মাসের যে কোন তারিখে স্বাক্ষর করা যায় ঐ মাসের প্রথম তারিখ অবধিই গণ্য করা যাইবে।

কোন অধ্যক্ষ মহাশয় দশাংশের অধিক অংশী হইতে পারিবেন না।

অধ্যক্ষ মহাশয়েরা স্ব২ অংশসকল অন্যের নিকটে দান বিক্রয় করিতে পারেন কিন্তু যে কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের অংশ ক্রয় করিয়া থাকেন তিনি পূর্ব্বে অধ্যক্ষ থাকুন বা না থাকুন ১০০ টাকা সেলামীস্বরূপ দিতে হইবে।

যে ব্যক্তি স্বীয় অংশের সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করেন নাই তিনি সেই অংশ দান করিতে পারিবেন না।

স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিরা কমিটির সাহেবেরদিগকে সম্বাদ না দিয়া কলিকাতা শহর ছাড়িয়া অন্যত্রস্থহওনের সম্বাদ না দেওয়াপর্য্যন্ত চাঁদার সম্পূর্ণ টাকা দিবেন ইহাতে অস্বীকার করিলে পুস্তকালয়ে তাঁহারদের অধিকার থাকিবে না এবং কমিটির সাহেবেরদের বিশেষ অনুমতি না হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার গৃহীত হইবেন না।

ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থিত বা মৃত অধ্যক্ষেরদের অংশ যদি প্রস্থান বা মৃত্যু হওনের পাঁচ বৎসরপরে তাঁহারদের বা তদুত্তরাধিকারিকর্তৃক প্রার্থিত না হয় এবং কমিটির সাহেবেরা তাহা গ্রহণ বা অঙ্গীকার না করেন তবে পাঁচ বৎসর পরে ঐ অংশ সোসৈটির হইবে। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে যে অধ্যক্ষ আপনার অংশ প্রার্থনা না করিয়া ভারতবর্ষে পুনরাগমন করেন তাঁহাকে কমিটির সাহেবেরা বিবেচনামত পুনর্ব্বার অংশ দিতে পারেন।

—৭ নবেম্বর ১৮৩৫/২২ কার্ত্তিক ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাধামোহন দাসের পুত্র অথচ উত্তরাধিকারী ব্রজমোহন দাস ও গৌরমোহন দাস ও ভুবনমোহন দাসের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে মলঙ্গার অক্রুর দত্তের গলির শামিল ও

তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসত বাটী নং ৭৫ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১ এক বিঘা তাহা ··এইরূপ চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে পূর্ব্বোক্ত অক্রূর দত্তের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে মদন মিত্রের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা। উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত অক্রূর দত্তের গলি।

সরিফে[র] দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫/২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ নবেম্বর বৃহস্পতিবার···কলিকাতার সরিফ সাহেব জগমোহন সেনের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে সীমলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি পাট্টা বিমর্জ্জিম ৴৪॥৹ চারি কাঠা আট ছটাক তাহা···এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রামহরি নানের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মৃত রামপ্রসাদ মিত্রের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ধন্নী ডালিহারার বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত সীমলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দভূমি পাট্টা বিমর্জ্জিম ॥৹ দশ কাঠা·· তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রামশঙ্কর সিংহের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে রামকানাই বসাকের ভদ্রাসন বাটী। পশ্চিম দিগে বিশ্বনাথ ঘোষের বাটী।

এবং জিলা চব্বিশ পরগনার পানিহাটিতে ভাড়া পুকুরিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে বাগাৎ তাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে এবং তাহার সঙ্গে ১২ বার বিঘা ভূমি তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জগমোহন সেনের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ

দক্ষিণ দিগে রাস্তা। উত্তর দিগে রামধন মণ্ডলের ভূমি। পশ্চিম দিগে খয়রু মোল্লার বাগাৎ। পূর্ব্ব দিগে রামচরণ ঘোষের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ / ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ নবেম্বর…কলিকাতার সরিফ সাহেব আহম্মদ হুসেনের মরণোত্তর বিবি সরফন নিশা ও আমজাদ হুসেন ও বিবি মুচনির বিরুদ্ধে ফাইরাং ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে হইা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে জানবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি নং ৫৬ অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত বিবি সরফন নিশাপ্রভৃতির বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মুন্সী…ইয়াসীনের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে গলি। উত্তর দিগে বিবি বানুসের বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৫৫ ও তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত মুন্সী ইয়াসীনের ভূমি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত বিবি সরফন নিশাপ্রভৃতির এক খণ্ড ভূমি। উত্তর দিগে বিবি বানুসের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে এক গলি।

এবং কলিকাতা নগরে তালতলার খালাসি গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দরাইয়তী ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর দিগে রাজচন্দ্র দাসের ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী নর্দমা। পূর্ব্ব দিগে সরকারী গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ / ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ নবেম্বর…কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেম্স হিগিন্সন সাহেব বিবি সরফন নিশার বিরুদ্ধে ফাইরাং

ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে কসাইটোলার এমামবাড়ীর গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি। অনুমান ৵৩।০ তিন কাঠা চারি ছটাক তাহা·· এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত ডকট সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে বিবি নানির এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি। পুর্ব্ব দিগে সরকারী গলি। পশ্চিম দিগে রসিকলাল নেউগীর বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৵২।০ দুই কাঠা চারি ছটাক···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত এমাম বক্সের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মৃত নাছির পেয়াদার ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মৌলবী মহম্মদ জমার ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং কলিকাতা নগরে জিক জাগ গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ।২ সাত কাঠা···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে বিবি দার্দিনের ভাড়াটিয়া বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে রূপনারায়ণ ঘোষালের রাইয়তী ভূমি। পশ্চিম দিগে উএষ্টন সাহেবের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ / ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

[চাপড়াস ধারণ।]

ফোর্ট উলিয়ম।

লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

৯ নবেম্বর ১৮৩৫।

নীচে লিখিতব্য আইন ১৮৩৫ সালের ৯ নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে স্থাপিত হইয়া সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ জারী হইল।

১৮৩৫ সালের আক্‌ট নং ১৮।

হুকুম হইল যে বঙ্গাদি দেশে চলিত আইনের মধ্যে ১৮০৬ সালের ১১

আইনের ৮ ধারার ৮ প্রকরণে ও ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ৩০ ধারার ৪ প্রকরণে সাধারণ ব্যক্তিরদের কর্ম্মে নিযুক্ত পিয়াদা বা অন্য চাকরেরদের চাপড়াস ধারণ করিতে যে নিষেধ আছে তাহা রহিত হইল।

এবং হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্টের পদাতিকেরা যে চাপড়াস ধারণ করে তত্তুল্য চাপড়াস কোন ব্যক্তি ধারণ করিবে না ও অন্যকেও ধারণ করাইবেন না এবং যে কোন ব্যক্তি এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিবে সে ব্যক্তি মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে দোষীকৃত হইলে জরীমানা ও কয়েদের হুকুম পাইবে।

এবং হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্টের চাকরব্যতিরেকে অন্য যে কোন ব্যক্তি চাপড়াস ধারণ করে ঐ চাপড়াসের উপরি তাঁহার মুনীবের নাম লিখিত থাকিবে এবং যে কোন ব্যক্তি এই বিধি অন্যথা করিয়া চাপড়াস ধারণ করে বা করায় সে ব্যক্তি মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে দোষীকৃত হইলে জরীমানা ও কয়েদের হুকুম পাইবে।

উলিয়ম হে মাকনাটন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ / ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম ১১ নবেম্বর ১৮৩৫।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত আনরবল এ রস সাহেব শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হুকুমক্রমে আগ্রার গবর্ণমেণ্টে নিযুক্ত হওনপ্রযুক্ত যে শ্রীযুক্ত তামস কেম্বল রাবর্টসন সাহেব উক্ত কোর্টের দ্বারা ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে তৃতীয় মেম্বরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি অদ্য শপথকরণপূর্ব্বক ঐ পদ গ্রহণ করিয়াছেন এতদুপলক্ষে ফোর্ট উলিয়ম কিল্লাতে সেলামী তোপ হইল।

ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশ হইল।

এচ টি প্রিন্সেপ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ / ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৪ নবেম্বর।

কোম্পানির কেরাণি শ্রীযুত এচ সি ব্যাগ সাহেব শ্রীযুত জি লক্‌ সাহেব সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিপুণ হইয়াছেন এমত রিপোর্ট হওয়াতে ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ সাহেবেরদিগকে কলিকাতা রাজধানীতে কর্ম্ম করিতে হুকুম করিয়াছেন।

২৮ অক্তোবর।

কলিকাতার ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত এচ পেরিস সাহেব ছুটির দরখাস্ত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা রাজধানীতে আগমনার্থ আগামি জানুআরির ১৫ তারিখঅবধি তিন মাসের বিদায় পাইয়াছেন।

২ নবেম্বর।

শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের মুসা পদাতিক সৈন্যের ৬৭ রেজিমেণ্টের শ্রীযুত পি ফুলচর সাহেব দুই মাসের [ছুটি] পাইয়াছেন এবং তিনি ঐ শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের সমভিব্যাহারে কলিকাতা রাজধানীতে আগমন করিবেন।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ / ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটি।

গত ১০ তারিখ বুধবারে কলিকাতার টৌনহালে আগ্রি ও হর্টি কল্‌তুরাল সোসৈটির বৈঠক হয়। তাহাতে ৯ জন নূতন মেম্বর মনোনীত হন তন্মধ্যে এক জন শ্রীযুত কমাণ্ডর ইন চীফ সাহেব আছেন। পরে ইউরোপীয় চারি জন সাহেব ও বাবু মতিলাল শীলের মেম্বরী পদে মনোনীতহওনার্থ প্রস্তাব হয়। কিন্তু সোসৈটির রীতিমত আগামি বৈঠক না হওয়াপর্য্যন্ত তাঁহারা মনোনীত হইবেন না। অনন্তর পূর্ব্বকার বৈঠকের কার্য্য বৃত্তান্ত পাঠ হইলে পর শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে সংপ্রতি মুদ্রাঙ্কিত আক্রাভূমিতে কৃত কতিপয় পরীক্ষাবিষয়ক সোসৈটির রিপোর্টের কএক পুস্তক শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেবকর্তৃক অর্পিত হইল। উক্ত রিপোর্ট কেবল ইঙ্গরেজী ভাষাতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এবং বঙ্গভাষাতেও তাহা প্রকাশার্থ সোসৈটির কল্প আছে এবং আমরা নিতান্ত বাঞ্ছা করি যে তাহা প্রকাশিত হইলে এতদ্দেশীয় জমীদার ও কৃষকেরা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। তলা [তুলা] ও ইক্ষু ও তামাকু ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যসম্পর্কীয় প্রধান এই তিন

দ্রব্যবিষয়ক পরীক্ষার বৃত্তান্ত ঐ রিপোর্টে লেখেন। এতদ্দেশীয় তুলা অতিকোমল এবং তাহাতে অত্যুত্তম মলমল বস্ত্র প্রস্তুতকরণার্থ হাত চরকাতে উত্তমরূপে অতিচিকন স্থতা কাটা যায় অতএব আসিয়ার যে প্রদেশে স্থত্র নির্ম্মাণের কল স্থাপিত হয় নাই সেই দেশে ঐ তুলা অধিক বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু কলের দ্বারা সূত্রনির্ম্মাণার্থ দীর্ঘ আঁশাল তূলার আবশ্যক রাখে। সেই প্রকার তুলা আমেরিকা দেশে বাহুল্যরূপে জন্মে অতএব ইঙ্গলণ্ড দেশে যে অশেষ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে তদুপযুক্ত তূলা আমেরিকা দেশহইতে আনীত হয়। কিন্তু আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটিকর্ত্তৃক যে পরীক্ষা হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রমাণ হইল যে আমেরীকা দেশের উক্ত প্রকার দীর্ঘ আঁশাল তূলা বঙ্গদেশেও উত্তমরূপে উৎপন্ন হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভ সম্ভাবনাও আছে। অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরা যদি সেই প্রকার তূলা উৎপাদনের চেষ্টা করেন তবে আসিয়া ও ইউরোপ উভয় দেশেই বস্ত্র নির্ম্মাণ প্রয়োজনীয় তূলা বিক্রয় করিতে পারিবেন। অতএব তাহাতে এতদ্দেশীয় মলমল ইত্যাদি উত্তম২ বস্ত্রের যে লাভজনক বাণিজ্য রহিত হইল তদপেক্ষা অধিক লাভ ঐ তূলার ব্যবসয়ে হইতে পারিবে :

এতদ্দেশীয় তামাকু ও ইক্ষু অন্যান্যদেশীয় তামাকু ইক্ষু অপেক্ষা অপকৃষ্ট কিন্তু আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটির পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চয় প্রমাণ হইল যে ঐ দ্রব্যের অত্যুত্তমপ্রকার বৃক্ষ এতদ্দেশেও ভালরূপে উৎপাদিত হইতে পারে। ইহার বিশেষ বার্ত্তা এইক্ষণে আমারদের লিখনের স্থানাভাব কিন্তু বাঞ্ছা করি সোসৈটির রিপোর্ট প্রকাশ হইলে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা তাহা বিলক্ষণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

সোসৈটির শেষ বৈঠকে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশবাসি কএক জন সাহেব কর্ত্তৃক কোন২ বহুমূল্য বৃক্ষ ও বীজ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে সোসৈটির তাবৎ কার্য্যেতেই সর্ব্বসাধারণ লোকের বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ / ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পাতুরিয়া ছাপাখানায় গ্রহাদির ছবি প্রস্তুত করিয়া বঙ্গভাষাতে তাহার বিবরণ অর্পণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার

কতিপয় পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানেচ্ছা জন্মিতে পারে। কিন্তু ভাবনা হয় যে তাহার তাৎপর্য্য তাঁহারা তাদৃশ বুঝিতে পারিবেন না এবং তদ্দ্বারা গ্রহাদির চলন ও যোগ বিলক্ষণরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইবেন না।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫/২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়।

গত শনিবারে কলিকাতার টৌনহালে…পুস্তকালয় পক্ষীয় মহাশয়েরা সভাস্থ হইলেন। তাহাতে ঐ পুস্তকালয় সুনিয়মপূর্ব্বকই স্থাপিত হয় এবং পূর্ব্বকার প্রবিসনল কমিটির পরিবর্ত্তে ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনোনীত হইলে পুস্তকালয় স্থাপন ও তৎকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ক ধারা নিরূপণকরণের ভার সাত জনের হস্তে অর্পিত হয়। এবং আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে উক্ত পুস্তকালয়ের ৬০ জন অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং বোধ হয় যে আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ পুস্তকালয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে তাহার তাবৎ বিষয়ই সুধারামত চলিবে। শেষ বৈঠকে গ্রাহ্য যে সকল প্রস্তাব কলিকাতার সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা পাঠক মহাশয়েরদের গোচরার্থ প্রকাশ করিলাম।

১৮৩৫ সালের ৭ নবেম্বর শনিবারে টৌনহালে সাধারণ সভাতে যে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল তাহা এই।

প্রথম নিশ্চয় হইল যে গত ৩১ আগস্ত তারিখে যে সভা হয় সেই সভাতে মনোনীত প্রস্তাবানুসারে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করা উচিত যেহেতুক তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণেরই অনুরাগ জন্মিয়াছে।

দ্বিতীয়। নিশ্চয় করা গেল যে প্রথমে কমিটিকর্ত্তৃক উপযুক্ত বেতনেতে এক জন নায়েব পুস্তকরক্ষক নিযুক্ত হন এবং আবশ্যক হইলে আরো একজনকে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা তাঁহারদের থাকে।

তৃতীয়। প্রবিসনল কমিটির রিপোর্টের যে সকল পরামর্শ এইক্ষণে পাঠ হইল তাহা এবং উক্ত সংশোধিত নিয়ম এই বৈঠকে গ্রাহ্য হয়।

চতুর্থ। এই পুস্তকালয়ের কার্য্য সকল ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের হস্তে অর্পণ করা যায় এবং তাঁহারা অংশিরদের এবং যে প্রথমশ্রেণির স্বাক্ষর

কারিরা এক বৎসরঅবধি স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদের দ্বারা প্রতি বৎসরে ফেব্রুআরি মাসের বার্ষিক বৈঠকে মনোনীত হইবেন। এবং যাঁহারা অধ্যক্ষ হইবেন তাঁহারা ইশতেহারের দ্বারা বৈঠকে অংশিদিগকে আগমনার্থ আহ্বান করিবেন।

পঞ্চম। ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত পুস্তক সংগ্রহ ও বিতরণ করিতে এবং পুস্তকালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যবিষয়ে নিয়ম করিবেন এবং এই বৈঠকে যে মূল বিধান স্থির হইয়াছে তদনুসারে ঐ পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন। এবং আগামি ফেব্রুআরি মাসের সাধারণ বৈঠকের পূর্ব্বে সর্ব্ব সাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনার্থ ঐ বিধান প্রকাশ করিবেন। এবং তাঁহারা গ্রন্থরক্ষক এক জন নিযুক্ত করিবেন ও যাহাতে ঐ পুস্তকালয়ের কার্য্য আগামি ১ দিসেম্বর তারিখে আরম্ভ হয় এমত উচিত ব্যক্তিরদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

ষষ্ঠ। ঐ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষেরা এক কালে এই সোসৈটির হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিতে চাহিলে তাহার বিবরণ এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মেজের উপরি রাখণের পর তাহা ব্যয় করিতে পারেন।

সপ্তম। অধ্যক্ষেরদের কার্য্যসকল এক গ্রন্থের মধ্যে লেখা যাইবে এবং ঐ গ্রন্থ অংশি ও স্বাক্ষরকারিরদের দর্শনার্থ মেজের উপরি নিত্যই থাকিবে।

অষ্টম। এইক্ষণে যে নিয়ম প্রকাশ হইল তাহা এই সমাজের মূলবিধানের ন্যায় গণ্য হইবে এবং কেবল বার্ষিক সাধারণ বৈঠকে তাহার মতান্তর হইতে পারিবে অথবা তাহা মতান্তরকরণার্থ সাত দিন পূর্ব্বে কলিকাতার এক বা তদধিক দৈনিক সম্বাদপত্রের দ্বারা ইশ্‌তেহার দেওয়া গেলে এবং ঐ ইশ্‌তেহারে প্রস্তাবিত মতান্তরের ভাব প্রকাশ হইলে পর কোন মতান্তরকরণ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

নবম। অধ্যক্ষ সাহেবেরা উচিত যে কোন সময়ে অষ্টম ধারাতে যে বিজ্ঞাপনের বিষয় লিখিত আছে সেইমত বিজ্ঞাপনকরণের পর এক বিশেষ বৈঠক করিতে পারেন এবং যদ্যপি কোন পাঁচ জন অংশী অথবা কোন দশ জন অংশী এবং এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রথম সংপ্রদায়ের স্বাক্ষরকারিদের মধ্যে দশ জন আজ্ঞা করিলে এক মাসের মধ্যে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা এক বিশেষ বৈঠক করিবেন এবং ঐ আজ্ঞাপত্রের দ্বারা ঐ বৈঠককরণের তাৎপর্য্য লিখিতে হইবে এবং ঐ আজ্ঞা প্রাপণের পর যদ্যপি দুই সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষেরা বৈঠক

হওনবিষয়ে এত্তেলা না দেন তবে কোন তিন জন অংশী ঐ সাত দিবসের এত্তেলা দিলে পর তদ্রূপ এক বৈঠক আপনারাই করিতে পারেন।

দশম। নীচে লিখিতব্য সাহেব লোকেরা প্রথম সাধারণ বৈঠক পর্য্যন্ত অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব।

শ্রীযুত চার্লস কামরণ সাহেব।

শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব।

শ্রীযুত পার্কর সাহেব।

শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব।

শ্রীযুত মার্সমন সাহেব।

শ্রীযুত বলবিন সাহেব।

একাদশ। আগামি সাধারণ বৈঠক পর্য্যন্ত শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব সংপ্রতি এই সমাজের সম্ভ্রান্ত সেক্রেটরীর কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

দ্বাদশ। বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অতিবদান্যতাপূর্ব্বক ফোর্ট উলিয়ম কালেজের গ্রন্থসকল এই সমাজে অর্পণ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা ঐ শ্রীলশ্রীযুত সাহেবের নিকটে সামাজিক তাবল্লোকের অতি বাধ্যতা স্বীকার করিবেন।

ত্রয়োদশ। যে সাধারণ ব্যক্তিরা পুস্তকদানের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে এই পুস্তকালয়ের উপকার করিয়াছেন তাঁহারদের নিকটে এই বৈঠকে বাধ্যতা স্বীকার করা যাইবে।

চতুর্দ্দশ। প্রবিজনল কমিটির সাহেবেরা রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে এবং এই সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনার্থ পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুতকরণে যে উদ্যোগ ও বিজ্ঞতা ও বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত এই বৈঠকে তাঁহারদের নিকটে বাধ্যতা স্বীকর্ত্তব্য।

কলিকাতা ১০ নবেম্বর। জে পি গ্রাণ্ট সভাপতি।

—১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ / ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২

শেষ সরিক সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ নবেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা

ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার শেষ সরিফ শ্রীযুত জেম্‌স হিগিন্সন সাহেব উমাচরণ বাঁড়ুয্যের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিককসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে সূতানুটিতে চড়কডাঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তেতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২।১ দুই বিঘা ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমাচরণ বাঁড়ুয্যের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে শিবতলা ও কাশীনাথ বাবুর বাজার। পূর্ব্ব দিগে রামচাঁদ তেলির এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি। উত্তর দিগে গৌর বসাকের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫ / ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ নবেম্বর…কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত জর্জ মনি সাহেব রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে সূতানুটিতে বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও কএকখান খড়ুয়া ঘর এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴৩ তিন কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মটুক ডাক্তরের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে এক গলি। দক্ষিণ দিগে হরলাল মিত্রের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫ / ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ নবেম্বর···কলিকাতার সরিফ সাহেব ধর্ম্মচাঁদের উত্তরাধিকারী অথচ ভ্রাতৃপুত্র এবং টর্নি উত্তমচাঁদের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের স্থতানুটির বাঁশতলার ললিতা ব্রাহ্মণীর গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক চারিতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৩২ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৴১৷৵৹ এক কাঠা দশ ছটাক তাহা···এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে মদনমোহন বসুর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে নন্দকুমার ঠাকুরের এক খণ্ড ভূমি। পূর্ব্ব দিগে গোকুল কারফরমার বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫ / ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ নবেম্বর···কলিকাতার সরিফ সাহেব গুরুচরণ দাস ও নবকৃষ্ণ দাস ও পীতাম্বর দাস ও গয়ারাম দাস ও ইশপ মালাইর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা শহরতলীতে মাগুরা পরগণার দক্ষিণেশ্বরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩ বিঘা···তাহাতে এক পুষ্করিণী আছে···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কালীশঙ্কর ঘোষালের ভূমি। পশ্চিম দিগে মীর্জা সাহেবের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামনাথ মণ্ডলের এক খণ্ড ভূমি। পূর্ব্ব দিগে জগন্নাথ সরকারের এক খণ্ড ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানে পূর্ব্বোক্ত বাটীর পূর্ব্ব দিগে লাগাও যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ২৷৹ দুই বিঘা দশ কাঠা···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে জগন্নাথ সরকারের বাগাৎভূমি। উত্তর ও দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথ সরকারের ধান্যের ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২।৷৹ দুই বিঘা দশ কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সুধা ঠাকুরাণীর এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগে কানাই ঘোষের বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্যের ভূমি অনুমান ১⁄এক বিঘা · তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কিনু মল্লিকের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগে কালীশঙ্কর বাবুর এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম ও উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত কিনু মল্লিকের ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্যভূমি অনুমান ১⁄এক বিঘা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে পূর্ব্বোক্ত গুরুচরণ দাসের ভূমি। পশ্চিম দিগে ভৈরব ঘোষের এক খণ্ড ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কালীশঙ্কর বাবুর এক খণ্ড ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫ / ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

শহর কলিকাতার চাঁদনিচকবাজার ইজারা।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান নবেম্বর মাসের ২৭ তারিখ শুক্রবার বেলা দুইপ্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর আফিসে চাঁদনিচকবাজার ১৮৩৫ সালের ১ দিসেম্বর ইস্তক তিন বৎসর মিয়াদে ইজারা দেওয়া যাইবেক যাঁহার ইজারা লইতে ইচ্ছা হয় ঐ সময়ে রিসিবর আফিসে উপস্থিত হইবেন।

ইহার সকল বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।
রিসিবর আফিস নবেম্বর ১৮৩৫।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫/৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১০ নবেম্বর।

কলিকাতার পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান জেষ্টিল সাহেব গত আগস্ত মাসের ১১ তারিখে যে দুই মাসের ছুটি পান তদতিরিক্ত বর্ত্তমান মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটি পাইয়াছেন।

মুরশিদাবাদের সিবিলসম্পর্কীয় আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জি জি মাকফর্সন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা রাজধানীতে আগমনার্থ এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

১১ নবেম্বর।

সুবে বাঙ্গালার শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিল্লার একটিং ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত সি উইম বলি সাহেবকে ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত এচ ফি সর সাহেবের পদে কোম্পানির চিকিৎসালয়ের ধর্ম্মোপদেশকতা পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫/৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ভাগীরথী।

লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কনামক বাষ্পীয় জাহাজাকৃষ্ট হইয়া ভাগীরথীনামক জাহাজ বর্ত্তমান মাসের ১১ তারিখে দুই প্রহর সময়ে আলাবাদ [আলাহাবাদ] ছাড়িয়া ১৩ তারিখের প্রত্যূষে বারাণসীতে পঁহুছিল। যদি সুন্দরবন দিয়া আসিতে না হয় তবে বুঝি অদ্য পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে। আগ্রার পূর্ব্বেকার গবর্নর্ শ্রীযুত ক্লাণ্ট সাহেব ও তাঁহাব ভ্রাতা ও একজন মুশাহেব ঐ জাহাজ আরোহণে আগমন করিতেছেন।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫/৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমা।

যে অভাগা লেডি মনরো জাহাজ নিউ সৌথ উয়েল্‌সেগমনকরত মারা পড়িয়াছে ঐ জাহাজের বিষয়ে সংপ্রতি সুপ্রিম কোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ জাহাজ ও তাহার মালের কিয়দংশের উপরে যাহারা ৩৫০০০ টাকার বিমা করিয়াছিল এইক্ষণে ঐ বিমা দিতে তাহারা আপত্তি করে যে জাহাজের কাপ্তান সাহেব কর্ম্মেতে অত্যন্ত ত্রুটি করিয়াছিলেন যেহেতুক অতি সঙ্কটজনক তটের নিকটে যখন জাহাজ ছিল তখন উনি একজন ছেরাঙ্গের হস্তে জাহাজ রাখেন। বোধ হয় যে তদ্দ্বারাই জাহাজ মারা পড়িল। তাহাতে শ্রীযুত চীফ জুষ্টিস সাহেব কহিলেন যে এই মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইবে। আরো কহিলেন যে কাপ্তান সাহেব জাহাজের উপরিভাগে না থাকাতে অবশ্য তাঁহার ত্রুটি বোধ করিতে হইবে কিন্তু তাঁহার ঐ ত্রুটিতেই যে ঐ দুর্ঘটনা হয় এবং তিনি জাহাজের উপরিভাগে থাকিলেই যে তাহা না হইত ইহার

কোন প্রমাণ দর্শিত হয় না। ঐ ছেরাঙ্গের যে কর্ম্মদক্ষতা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে অতএব তাহার যে কর্ম্মদক্ষতা নাই এমত বিবেচনা আদালত করিতে পারেন না অতএব ফরীয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইল।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫/৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ভূমি বিক্রয়।

আগামি মাসে অনেক ভূম্যাদি বিক্রয় হইবে বিশেষতঃ মোর হিকি কোং কাশীপুরে ৺প্রাপ্ত মিস থরনহিলের যে বহু মূল্য ভূমি সম্পত্তি আছে তাহা বিক্রয় করিবেন। ঐ ভূমি জরীপ হইয়া ২৩৭ বিঘা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে ৪ বাটী আছে।

আরো দৃষ্ট হইল কলিকাতার মধ্যে মৃত অথনস´ সাহেবের যে বহুসংখ্যক বাটী ছিল তাহা বিক্রয় হইবে।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫/৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

[জুয়াখেলা।]

বোম্বাই দর্পণসম্পাদক দেয়ালি পূজার প্রসঙ্গ করিয়া ঐ মেলাতে যে জুয়াখেলা হইয়া থাকে তাহার বিপক্ষে লিখিয়াছেন আমারদিগের বোধ হয় ঐ সম্পাদক মহাশয় যে কুক্রিয়ার বিপক্ষ হইয়াছেন ঐ কুক্রিয়া যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে কলিকাতা রাজধানী ও তাহার ইতস্ততঃ স্থানে চলিত আছে তিনি এ বিষয় জ্ঞাত নহেন কিন্তু এ দেশের জুয়ারিরা কেবল দেয়ালি মেলাতেই খেলে এমত নহে রাসক্রীড়ার কালেতেই তাহারা জুয়া ক্রীড়া অধিক করে সাধারণের অনিষ্ট না করিয়া যাহারা আপনার নিমিত্ত গোপনে কোন কর্ম্ম করে তাহার দিগের বিপক্ষ হইতে আমরা গবর্ণমেণ্টকে নিবেদন করি না কিন্তু আইনেতে যদ্যপি ঐ খেলাকে মন্দ কহে তবে যে পোলীসের লোকেরা ঐ জুয়ারিদের দণ্ড না করেন ইহাতে পোলীসের লোকেরদের অত্যন্ত শৈথিল্য জ্ঞান হয় আমরা অনেক দৃষ্টান্ত জানি যে পোলীসের চৌকীদারেরা তাহারদের নিকট ঘুস লইয়া স্বচ্ছন্দে খেলিতে দেয় এইক্ষণে আমরা দেশস্থ লোক সকলকেও বলিতেছি যে খেলাতে অনেক ভদ্রলোক দায়গ্রস্ত হইয়াছেন ঐ খেলাতে চিরকাল কালযাপন কি তাঁহারা উচিত জ্ঞান করিয়াছেন কোন ধর্ম্মগ্রন্থে বা অন্যান্য শাস্ত্রেতে ঐ পাপজনক কুক্রীড়ার বিধি লিখিত নাই এবং ঐ কর্ম্মেতে যে ভূরি ২ টাকা

নষ্ট হয় তাহা কোন সৎকর্ম্মেতেও লাগে না আর ঐ খেলাতে অসংখ্য ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে মনুষ্যের কুনীতি বৃদ্ধি করে তবে যে এদেশের লোকেরা অদ্যাপিও সেই কুক্রীড়াতে মজিয়া রহিয়াছেন ইহাতে কেবল খেলার ইচ্ছা নিবারণ ব্যতীত আমারদিগের অন্য কোন কারণ বুঝাই কঠিন হইতেছে যাহা হউক এইক্ষণে ভরসা করি যে খেলার মহাভয়ানক ফল দৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহা কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হয় না অথচ তাঁহারদিগের অনিষ্ট হয় দেশস্থ মহাশয়েরা আর সে বিষয়ে লিপ্ত হইবেন না।—জ্ঞানান্বেষণ।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫/৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

[বিদ্যাশিক্ষা।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।

আমার এমত অপেক্ষা ছিল যে আপনি দর্পণেতে যেমন নানা বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন তেমনি এই এক বিষয় বিশেষ রূপে উত্থাপিত করিবেন ভরসা ছিল কিন্তু তাহা না করাতে আমিই তদ্বিষয়ে কিঞ্চিল্লিখিতেছি। আমার অভিপ্রায় এই যে যুব জনেরদিগকে বড় লোকেরা আশ্বাস দিয়া যাহাতে সাংসারিক নির্ব্বাহের উপকার হয় এমত চেষ্টা করেন। আমি নিজ অবস্থা প্রকাশ করিতেছি আপনি অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহা দর্পণে প্রকাশ করিবেন যেহেতুক কেবল তদ্দ্বারাই আমি বাধ্যতা স্বীকার করিতে পারি। এইক্ষণে আমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবৎসর হইবে বিদ্যোপার্জনে আমার পরমানুরাগ আছে আমি প্রায় চারি বৎসরাবধি কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। আমি যে কখন কোন অংশে ত্রুটি করিয়াছি বা পাঠাভ্যাস না করিয়াছি এমত স্মরণ হয় না। আমি কালেজে যাহা পাঠ গ্রহণ করি তাহা গৃহে গিয়াও দিবারাত্রি অনুশীলন করি। পড়াশুনাতে আমার এমত নিবিষ্টতা যে তন্মনস্ক হইয়া কখন কখন পথিমধ্যে অর্দ্ধক্রোশ বা ক্রোশেক দূরে চলিয়া গিয়াছি। এবং আমার ভৃত্য কহে কখন কখন নিদ্রাবস্থাতে ইঙ্গরেজী ভাষা কহিয়া থাকি এবং সপ্তাহের মধ্যে দুই তিন রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখি। এইক্ষণে হোমরের কাব্য পড়িতেছি এবং আমার শিক্ষক অন্যান্য উত্তম ছাত্রেরদের প্রতি সন্তুষ্টের ন্যায় আমার প্রতি তুষ্ট আছেন। বোধকরি যে আমি বিদ্যা বিহীন হইয়া রাজা হওন অপেক্ষা বরং অতিনির্ধন বিদ্বান হইতে ইষ্ট বোধ করি। এবং পিতা আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু ধনী হইয়াও তিনি অতি কৃপণ অতএব

বিদ্যোপার্জনের ব্যয়েতে তিনি অতি কাতর হন এবং পিতার অনুগত ব্যক্তিরা আমাকে বারম্বার কহেন যে তোমার বিদ্যাভ্যাসের ব্যয়েতে একেবারে তুমি দেউলিয়া হইবা এবং কহেন যে তোমার কেতাব ক্রয় করণেতে কত টাকা যে লাগে তাহা কেবল পরমেশ্বর জানেন আমার কোন নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিতে আবশ্যক হইলে পিতাকে তাহা কহিতে আমি ভয়ে কাঁপিতে থাকি। অতএব আমি যে কিঞ্চিৎ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হই তাহা সঞ্চয় করিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে কেতাব কিনিতে হয়। আমার ভ্রাতাও সর্বদা গণনা করিতেছেন যে কএক বৎসরাবধি তুমি ঐ পাঠশালাতে আছ কিন্তু তোমার কিছুই ফলোদয় হইল না অতএব আমার ঐ ভ্রাতার স্বভাব দেখিয়া আমি ভগ্নোদ্যম হই। অতএব হে মহাশয় আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে আপনি এ বিষয়ে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং এমত উপদেশ দেন যে সন্তানেরা বিদ্যাকাঙ্ক্ষী হইলে পিতাদির কর্তব্য যে তাহারদিগকে প্রবোধ দেন।

আহিরীটোলা। সি সি এম।

—২১ নবেম্বর ১৮৩৫/৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২

শেষ সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ দিসেম্বর…কলিকাতার শেষ শরিফ শ্রীযুত জেম্স হিগিন্সন সাহেব রামনারায়ণ ঘোষের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। জিলা চব্বিশপরগনার খাসপুর পরগনার চক্রবেড়ের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ১/৩ এক বিঘা তিন কাঠা। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে চামরু জমাদারের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিমদিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে সেজ দর্জির এক খণ্ড জমি।

২ দফা। এবং কলিকাতা নগরের কলিঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।১ ছয় কাঠা তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে মেহেদি বাগানের রাস্তা। পশ্চিম দিগে কালবিন সাহেবের আস্তবল। পূর্ব্ব দিগে বিবি ডেবিসের এক খণ্ড ভূমি। উত্তর দিগে রাম নারায়ণ ঘোষের অপর এক খণ্ড ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে গাজি খানসামার বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে শেরাজ খানসামার বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে পূর্ব্বোক্ত রামনারায়ণ ঘোষের অপর এক খণ্ড ভূমি এবং কালবিন সাহেবের আস্তবল।

৪ দফা। এবং কলিকাতা নগরের মলঙ্গার মেহেদি বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৳০ পনর কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মুন্সী নজরুর বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মুন্সী ইয়া সীনের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে মুন্সী আজের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে নাজীর পুকুরের রাস্তা।

৫ দফা। এবং পুর্ব্বোক্ত স্থানে মৈজুদ্দি খেজমৎগারের ভূমিনামে বিখ্যাত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ॥০ দশ কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কর্ণল রোজ সাহেবের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগের একাংশে বক্স্ হালদারের ভূমি। অপরাংশে গোলাব ওস্তাগরের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে সরিফ ওস্তাগরের গলি। পশ্চিম দিগে এমামদী কসায়ের এক খণ্ড ভূমি।

৬ দফা। এবং কলিকাতা নগরের আড়পুলিতে ঝামাপুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান …এক কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে পঞ্চু দত্তের ভূমি। পশ্চিম দিগে শিবনারায়ণ ঘোষের এক খণ্ড ভূমি।

৭ দফা। এবং কলিকাতা নগরের মির্জ্জাপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ॥০ দশ কঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সরকারী নর্দমা। উত্তর দিগে গুরুপ্রসাদ মহালদারের এক খণ্ড ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রামমোহন সেকরার এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে প্রীতিরামকর্ম্মকারের এক খণ্ড ভূমি।

৮ দফা। এবং জিলা হুগলির পাঁড়ুয়া পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে লাখে রাজ ভূমি তরফ রামপুর ও তরফ খন্যান ও পটি রামচন্দ্রপুরদিগর তাহাতে এক হাট ও বাজার তাহার অর্দ্ধেকাংশে…যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫/১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সাবেক সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ দিসেম্বর···কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত তামস ব্রাকিন সাহেব বীরভদ্র বাঁড়ুয্যের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরে গরাণহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ভদ্রাসনবাটী নং ১৩৬ ও তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮০ পনর কাঠা ··তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

এবং কলিকাতা শহরতলীতে বেলগাছিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ২০ বিঘা···তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫ / ১৪ অগ্রহায়ন ১২৪২

ভূমি বিক্রয়।

আগামি ৪ দিসেম্বর শুক্রবার চৌরঙ্গীতে বামনবস্তির তিন অংশের এক অংশ বিক্রয় হইবেক। ঐ বস্তির শামিল ৭২ বিঘা লাখেরাজ ভূমি তাহাতে অনেক রাইয়ত আছে তৎপ্রযুক্ত মাসিক খাজানা বিস্তর টাকা উৎপন্ন হয়। তাহার পাট্টা কবালা ইত্যাদি খোলসা আছে। তাহার খরীদার সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীঅনুসারে দখল পাইয়াছে ইতি।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫/১৪ অগ্রহায়ন ১২৪২

বিজ্ঞাপন।

শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কলিকাতায় মিসেন রোরাস্তায় চর্চ মিসন প্রেসে বিক্রয়ার্থ রাখা গিয়াছে। ঐ স্থান লাল

গির্জার নিকটবর্ত্তি রাস্তার ধারে যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় সেখানে গমন করিলে শ্রীযুত ডিরোজারিয়ো সাহেবের নিকটে চাহিলে পাইতে পারিবেন।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫/১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ফোর্ট উলিয়ম।

লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ নবেম্বর ১৮৩৫।

নীচে লিখিতব্য পাণ্ডুলেখ্য হজুর কৌন্সেলে
১৬ নবেম্বর তারিখে প্রথম পাঠ হইল।
১৮৩৫ সালের আক্‌ট—নং

হুকুম হইল যে নীলের চাস ও দাখিলকরণ বিষয়ক কোন বন্দোবস্ত উল্লঙ্ঘন বিষয়ে অথবা নীলবৃক্ষের চাস ও দাখিলকরণার্থ কোন দাদনীবিষয়ে যে মোকদ্দমা হয় তাহা মাজিস্ত্রেট ও জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট সাহেবের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইবে এবং তিনি সরাসরীমতে বিনারস্থমে ও বিনা সওয়াল জওয়াবে বিচার করিতে পারিবেন।

এবং হুকুম হইল যে মাজিস্ত্রেট বা জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট সাহেব যে কোন বিষয়ে যথার্থ বিচারকরণার্থ ফরিয়াদী বা আসামীর জোবানবন্দী লওন আবশ্যক বোধ করেন সেই স্থলেই তিনি ফরিয়াদী বা আসামীর জোবানবন্দী লইতে পারেন।

এবং হুকুম হইল যে ফরিয়াদীর পক্ষে যদি ডিক্রী হয় তবে মাজিস্ত্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ঐ ফরিয়াদীর পক্ষে এত গুনাহগারীর ডিক্রী করিবেন যে তাহাতে তাহার ক্ষতি সংপূর্ণ রূপে পূরণ হয় এবং তাহার মোকদ্দমার তাবৎ খরচা আসামীর স্থানে দেওয়াইয়া দিবেন।

এবং যদি আসামীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে ঐ মোকদ্দমাতে আসামীর যে খরচ ও সময় হরণ হইয়াছে তাহা পূর্ণকরণোপযুক্ত অর্থ দিতে আসামীর পক্ষে ডিক্রী করিবেন।

এবং আরো হুকুম হইল যে মাজিস্ত্রেট বা জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুম যে বিধ্যনুসারে এইক্ষণে বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী ডিক্রী জারী করিয়া আসামীর সম্পত্তি লওয়া যায় সেই বিধ্যনুসারে জারী হইবে।

এবং হুকুম হইল যে যে পাণ্ডুলেখ্য এইক্ষণেপঠিত হইল তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ হয়।

এবং হুকুম হইল যে ঐ পাণ্ডুলেখ্য আগামি ২৯ দিসেম্বর তারিখের পর ভারত বর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের প্রথম বৈঠকে পুনর্ব্বিবেচনা হইবে।

উলিয়ম হে মাকনটন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।
—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫/১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮ নবেম্বর।

ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর রজুর [হজুর] কৌন্সেলে গত ২ সেপ্তেম্বর তারিখে শ্রীযুত ই এফ রাড ক্লিফ সাহেবকে আগ্রা রাজধানীর অধীনে কর্ম্মকরণের যে হুকুম দেন তাহা রহিত করিয়া কলিকাতা রাজধানীর অধীনে কর্ম্ম করিতে হুকুম দিয়াছেন।

১৭ নবেম্বর।

ত্রিহুতের মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে ই উইলকিন্‌সন্ সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আগমনার্থ আগামি মাসের ১৫ তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের ছুটি পাইয়াছেন।

কটকের সিবিল ও সেসন জজ শ্রীযুত জে সি ব্রোণ সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আগমনার্থ এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন। শ্রীযুত ই ই এচ রেপ্‌টন সাহেব ব্রোণ সাহেবের অনুপস্থানে তাঁহার চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীহট্টের একটিং সিবিল ও সেসন জজ শ্রীযুত বি গোল্‌ডিং সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আগামনার্থ [আগমনার্থ] আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন। শ্রীযুত এ সি বিডউয়েল সাহেব গোলডিং সাহেবের অনুপস্থানে তাঁহার পদের চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছোট আদালতের প্রধান কমিস্যনর শ্রীযুত সি ডবলিউ ব্রিটসিক সাহেব

স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি বিংশতি দিবসের ছুটি পাইয়াছেন।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫/১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ভাগীরথী জাহাজ।

গত ১১ তারিখ বুধবার আলাহাবাদ [ছা]ড়িয়া ভাগীরথী জাহাজ লার্ড উলিয়ম বেটীঙ্ক জাহাজাকৃষ্ট হইয়া গত রবিারে কলিকাতায় পঁহুছিল। ঐ জাহাজ পুন[রায়] ৫ দিসেম্বর তারিখে পশ্চিম দেশে যাত্রা করিবে এমত ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছে। এবং তদর্থ ২৫ নবেম্বরঅবধি পুলিন্দসকল লইতে আরম্ভ হইবে।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫ / ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সঞ্চয়ার্থ বেঙ্ক।

গবর্ণমেণ্টের সঞ্চয়ার্থ বেঙ্ক দুই বৎসরাবধি চলিতেছে এবং তৎসময়ে তাহার তাবদ্ব্যাপারের চুমক কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্ট হইল যে ঐ বেঙ্ক অপেক্ষাতিরিক্ত অতিসাফল্যপূর্ব্বক স্থাপিত হইয়াছে।

ঐ বেঙ্কে জমা টাকা……৮,৫৫,৯৫২
বেঙ্কহইতে নীত টাকা… ২,৩২,২৭০

অতএব এইক্ষণে জমা টাকা ৬,২৩,৬৮২

এই জমা টাকা সকলের মধ্যে শতকরা
৪ টাকা সুদের লোনে নিযুক্ত আছে ………৪,০৮,৫০০
অবশিষ্ট জমা আছে… ২,১৫,১৮২

প্রথমাবধি ১৬১৩ জন ঐ বেঙ্কে টাকা রাখিয়াছেন তাঁহারদের মধ্যে ৫০৮ জন এতদ্দেশীয়। অপর ২৪২ জন আপনারদের সমুদায় টাকা বেঙ্ক হইতে লইয়াছেন এবং তাঁহারদের তিন অংশের প্রায় এক অংশ অর্থাৎ ৭৯ জন এতদ্দেশীয়।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫ / ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

নিমক বিক্রয়।

গত ১৭। ১৮ নবেম্বর তারিখে ৪ লক্ষ মোন নিমকের নীলাম হইয়া শতকরা গড়ে ৩৮৫৸১১ করিয়া বিক্রয় হইল।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫ / ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ভূমি বিক্রয়।

আগামি মাসের নীলামে কলিকাতারমধ্যে ও ইতস্ততঃ কএক খণ্ড ভূমিসম্পত্তি বিক্রয় হইবে বিশেষতঃ মৃত আথনর্স সাহেবের বহুমূল্য অনেক ঘরবাটী বিক্রয় হইবে। ঐ সাহেব পূর্ব্বে অতিদরিদ্র ছিলেন কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরব্যাপিয়া অতিপরিশ্রম ও পরিমিত ব্যয়ের দ্বারা বহুতর ধন সঞ্চয় করিলেন। আরো দৃষ্ট হইল যে কাশীপুরে মিশ থরণহিলের ভূমি বিক্রয় হইবে তাহা জরীপ করিয়া ২০০ বিঘারও অধিক হইয়াছে। কাশীপুরস্থান [স]কলপ্রভৃতি নানা শিল্পব্যবসায়ের দ্বারা অতিজাঁকিয়া উঠিবে এমত বোধ হয় এই প্রযুক্ত বিবেচনা হয় যে ঐ ভূমি কিছু অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে কাশীপুরে এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কামান প্রস্তুতকরণের অতিপ্রধান কল আছে তদ্ভিন্ন তূলা কসিবার কল ও ময়দা প্রস্তুতহওনের এক কল আছে।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫ / ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ইনশালবেণ্ট আদালত।

এপর্য্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে যে আস্কাবিনাণ্টেড অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত যোত্রহীন চাকর আপন মহাজনের অনুমত্যানুসারে মুক্ত হইলে তাহার বেতনের কতক অংশ মহাজনের দেনা পরিশোধার্থ রাখা যাইবে কি না কিন্তু গত শনিবারে এই বিষয়ে যোত্রহীনের আনুকূল্যপক্ষই নিশ্চয় হইল। —কলিকাতা কুরিয়র।

—২৮ নবেম্বর ১৮৩৫ / ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৪২

রাজকর্ম্ম নিয়োগ।

২৫ নবেম্বর।

কলিকাতার কষ্টম কালেক্টরের প্রধান আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জে বি থরনহিল সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে চীন দেশে গমনার্থ প্রস্তুত হওনের নিমিত্ত বর্ত্তমান মাসের ২৩ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ আলেকজান্দর সাহেব থরনহিল সাহেবের পদে কষ্টম কালেক্টরের একটিং প্রধান আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম করিবেন।

২৬ নবেম্বর।

ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কোম্পানির কেরানি শ্রীযুত উলিয়ম বেল সাহেব ও শ্রীযুত আর এফ হডসন সাহেব সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিপুণ হইয়াছেন এমত রিপোর্ট হওয়াতে তাঁহারদিগকে কলিকাতা রাজধানীর অধীনে কর্ম্ম করিতে অনুমতি করিয়াছেন।

২৪ নবেম্বর।

শ্রীযুত উলিয়ম ক্লণ্ট সাহেব কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের জজ হইয়াছেন। এই নিয়োগ বর্ত্তমান মাসের ১১ তারিখঅবধি জারী হইবে।

২৫ নবেম্বর।

শাহরণপুরের সিবিল ও সেসন জজ শ্রীযুত বিস্কো সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে বিলাতে কিম্বা কেপে গমনার্থ প্রস্তুতহওন নিমিত্ত কলিকাতায় আসিতে ৪ মাসের ছুটি পাইয়াছেন। ঐ সাহেব সিবিল ও সেসন জজের কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জি ডবলিউ বেকন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে অনুমতি পাইয়াছেন।

—৫ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ২১ অগ্রহায়ণ ১২৪২

বাঙ্গাল বেঙ্ক।

গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে বাঙ্গাল বেঙ্কের অংশিরদের এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় যে নূতন কোম্পানির টাকাতে বেঙ্কের শ্যার নির্দ্ধার্য্য হইয়া বণ্টন হয়। যে সাধারণ পত্র সকল পূর্ব্বে অংশিরদিগকে দেওয়া যায় তাহাতে দুই পরামশ [পরামর্শ] লিখিত ছিল। প্রথম পরামর্শ এই যে বেঙ্কের শ্যার চারি ২ হাজার টাকা করিয়া বিভক্ত হয় দ্বিতীয় পরামর্শ যে পাঁচ ২ হাজার টাকা করিয়া হয়। পরে বৈঠকে কথিত হইল যে ঐ সাধারণ পত্রের অনেকানেক উত্তর মফঃসল হইতে আসিয়াছে প্রত্যেক পত্রেই লেখেন যে আমরা প্রথম পরামর্শে সম্মত আছি এবং তাহাতে ঐ বৈঠকে সমাগত অনেক অংশি সাহেবেরা সম্মত ছিলেন অতএব কিছু বাদানুবাদ হইল না। পরে সভাপতি

শ্রীযুত হেনরি টোবি প্রিন্সেপ সাহেব এই দুই প্রস্তাব করিলেন তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন।

প্রথম প্রস্তাব এই যে বাঙ্গাল বেঙ্কের নূতন চার্টর হওনের প্রস্তাব আছে তাহাতে মূলধন কোম্পানির টাকাতে লিখিত থাকে এবং এইরূপ নির্দ্ধার্য্য হয় যে ঐ টাকার হাজার ভঙ্গ না হয়।

দ্বিতীয় সাধারণ পত্রের যে প্রথম প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা গ্রাহ্য হয়।

তৎপরে পূর্ব্বে যে সকল শ্যার বিভক্ত হইয়াছিল তদ্বিষয়ক কথোপকথন হইল কিন্তু কেবল এক শ্যার এইরূপ অবিভক্তাবস্থায় আছে তদ্বিবরণ লিখনের কিছু আবশ্যক নাই।

অনন্তর শ্রীযুত কথেল সাহেব ১৮৩৫ সালের আপ্রিল মাসে নির্দ্ধারিত তৃতীয় বিষয় উত্থাপন করিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে পাঁচ২ হাজার করিয়া অংশ হইলে অংশিরদের বোট অর্থাৎ সম্মতি অসম্মতি দেওয়নের কিপর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকিবে এবং আরো এই প্রস্তাব করিলেন যে প্রত্যেক শ্যারের মূল্য কোম্পানির ৪০০০ টাকা হইবে অতএব পূর্ব্বকার নিয়মের পরিবর্ত্তে নীচে লিখিতব্য নিয়মস্থির হইল।

যাঁহার কেবল ১ শ্যার তাঁহার ১ বোট।

৫	২
১০	৩
১৫	৪
২০	৫
৩০	৬
৪০ ও তদূর্দ্ধ	৭

এই প্রস্তাবে শ্রীযুত জিনকিন্স সাহেব পৌষ্টিকতা করিলেন এবং সকলই সম্মত হইলেন।

পরে কথোপকথনসময়ে পয়সার দ্বারা লোকের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে তাহা প্রস্তাব হইল যেহেতুক কোম্পানির নূতন আইনে লেখা আছে যে নূতন টাকা কেবল ৸৴ আনা মূল্য অথচ তাহাতে পুরাণা টাকার ন্যায় ১৬ গণ্ডা পয়সা নির্দ্ধারিত আছে তাহাতে অংশি অনেক সাহেবেরা কহিলেন

যে এ বিষয় বেঙ্কের উচিত যে গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপন করেন পরে তাহাই হইবে।

—৫ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ২১ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ইউনিয়ন বেঙ্ক।

কুরিয়র পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে আগামি বুধবারে ইউনিয়ন বেঙ্কে এক বৈঠক হইয়া এই প্রস্তাব হইবে যে এইক্ষণে ঐ বেঙ্কের যে শ্যার ২৫০০ সিক্কা টাকা আছে তাহা পরে ৩০০০ কোম্পানির নূতন টাকা হইবে। তাহাতে ঐ কল্পনা সিদ্ধ হইতে পারে। বেঙ্কের অংশিরা আগামি ষাণ্মাসিক ডেবিডেণ্ট না লইয়া ঐ ৩০০০ টাকা পূরণার্থ যত বাঁকী তাহা দিবেন। যদি গত বৎসরের তুল্য অর্থাৎ শতকরা ১০ টাকা করিয়া ডেবিডেণ্ড হয় তবে প্রত্যেক শ্যার ও তাহার ডেবিডেণ্ডের মূল্য ঠিক ২৬০০ কোম্পানির নূতন টাকা হইবে অতএব প্রত্যেক অংশিরদের ২০০ কোম্পানির নূতন টাকা অর্থাৎ সিক্কা টাকা ১৮৭।/৪ করিয়া দিতে হইবে। কুরিয়রসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে ঐ বেঙ্কের বহুতর ব্যাপারপ্রযুক্ত মূল ধন বৃদ্ধিকরণের অত্যাবশ্যক আছে।

—৫ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ২১ অগ্রহায়ণ ১২৪২

নূতন বাষ্পীয় জাহাজ।

১৪ নবেম্বর তারিখের পিনাঙ্গ উপদ্বীপ হইতে আগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গত সেপ্তেম্বর মাসে কলিকাতাতে শ্রীযুত তামস উয়াটকিন সাহেবের নিমিত্ত শ্রীযুত তামস সাহেব ক্ষুদ্র এক বাষ্পীয় জাহাজের পত্তন করিয়াছেন। এবং ঐ জাহাজ দিসেম্বর মাসে প্রস্তুতহওনের কল্প আছে প্রস্তুত হইয়া পিনাঙ্গপ্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র২ পুলিন্দা আরো [জিনিসাদি] লইয়া পত্তনের উপায় হইবে।

—৫ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ২১ অগ্রহায়ণ ১২৪২

পত্রপ্রেরকেরদের প্রতি।

বেহারিলাল দের পত্র প্রকাশ করা তাদৃশ উচিত বোধ হয় না। প্রকাশ করিলে সকলই বোধ করিবেন যে এ বড় খোশামোদীর কার্য্য।

কলিকাতার এক জন বাণিজ্য কুঠীর বণিকের পরিবর্ত্তনবিষয়ে নিত্য

পাঠকস্য ইতি স্বাক্ষরিত যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। কুঠীর এমত আন্তরিক নিয়ম বিষয় পূর্ব্বে কোন সাধারণ পত্রে প্রকাশিত হয় নাই অতএব প্রথম প্রকাশকরণেতে আমারদের প্রতি দোষ অর্হিতে পারে।

—৫ দিসেম্বর ১৮৩৫/২১ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ধর্ম্মসভার সপিণ্ডীকরণাপকর্ষ।

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।

যদ্যপি মহাশয় অপক্ষপাতী হইয়া পূর্ব্বে যে দুই পত্র অবিকল প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই শ্রম সফল হইয়াছে তথাপি নব্য ভব্য সভ্য দলপতিরা কুমন্ত্রির মন্ত্রণা লইয়া হিন্দুকুল বিনাশী খানাকুলনিবাসী খ্রীষ্টীয়ানের প্রসাদাশির সহিত কুলক্রিয়ার ভোজসময়ে গোকুল ব্যবহার করিয়াছেন। ঐ স্থূলভুল মূলছেদ রোগে ধর্ম্মসভার আষাঢ় মাসে লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার আদ্যশ্রাদ্ধে তিলকাঞ্চন মাত্র হইয়াছে ইহা চন্দ্রিকায় প্রকাশিত পত্রদ্বয়ে বিশেষ প্রকাশ আছে। এইক্ষণে শুনা যায় নব্য দলপতি মহাশয় পুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে ঐ সভার অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করিবেন তাহাতে অনেক কুকর্ম্মলীন কুলীন নিমন্ত্রণ হইবেক সুতরাং তাহাতে নাস্তিককুল গোকুলের সহিত ব্যাকুল হইয়া শহরে বড় হুল স্থূল করিবেক তাহাতে নূতন দলপতির প্রকাশিত মার্গে শুদ্ধ দলপতিদিগের আত্মীয়বর্গ স্বর্গজ্ঞানে যদি গমন করে তবেই প্রাচীন রাজমার্গ মারা যাইবে চারা কি। সম্পাদক মহাশয় আপনি সকল লোকের হিতার্থী অতএব চন্দ্রিকাকারকে হিতোপদেশ করা উচিত যে তিনি এই বেলা নব্য মার্গে ছাপাপত্র চাপা দিয়া ছাপাইয়া রাখা ভাল চাপাচাপি হইলে ছাপা থাকিবে না। আর বঙ্গদেশি মহাশয়কে বলা উচিত তাঁহার এক পাদ ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা মর্ম্মচ্ছেদ করিয়াছেন এই বেলা ঘর্ম্মদিয়া জ্বর ছাড়াইলে ভাল হয় নতুবা নিগূঢ়াভিমান থাকিবে ক্যাম্বায় কি বল তবু না ছাড়িমু বলিয়া কাছা ছিঁড়িয়া গাঁটি বাঁধিয়া আমিনি বাঙাল পিরালির বাড়িও খাই নাই কালীনাথ মুনসির বাড়িও যাই না এই কথামাত্র থাকে না। যেহেতুক নিজ দলের নিগূঢ়াধ্যক্ষ দাদা মুনসিবাবুর সম্পর্কে সম্পর্ক করিয়া দলপতির মান্য হইয়া মন্ত্রিকর্ত্তৃক ধন্যবাদ পাইয়াছেন এবং ঐ দলের ধর্ম্মহর দুই জন পিরালির বাটীতে

বিরালির ন্যায় শেয়ালি জাঙালি করিতেছেন তাহাতে দলপতি প্রবল অটল একটুকি বিকল নহে অতএব বঙ্গদেশি ভায়া এক পাদ ধর্ম্মের মায়া ছাড়িয়া এই বেলা পলায়ন করুন হিতোপদেশ করা গেল।

কস্যচিৎ আনরপুরনিবাসি
নব্যদলহিতার্থিনঃ।

— ৫ দিসেম্বর ১৮৩৫/২১ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৪ দিসেম্বর···কলিকাতার সরিফ সাহেব জগমোহন সেনের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের সিমলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ও এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পাট্টা বিমর্জিম ⁄৪৷৷০ চারি কাঠা আট ছটাক ···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রাম হরি নানের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানির সদর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মৃত রামপ্রসাদ মিত্রের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে ধন্নী ডালি হারার বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত সীমলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান পাট্টা বিমর্জিম ৷৷০ কাঠা···তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রামশঙ্কর সিংহের বাটী। দক্ষিণ দিগে সদর রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে রামকানাই বসাকের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে বিশ্বনাথ ঘোষের বাটী।

এবং জিলা চব্বিশ পরগনার পানীয় হাটিতে তাড়াপুকুররে শামিল তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগাৎ তাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানাজাতীয় ফলকর বৃক্ষ আছে এবং তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২ বার বিঘা তাহা···এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা। উত্তর দিগে রামধন মণ্ডলের ভূমি। পশ্চিম দিগে খয়রু মল্লার বাগান। পূর্ব্ব দিগে রামচরণ ঘোষের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

[মোকদ্দমা।]

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ফরিয়াদী।
তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসামী।
এবং
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ফরিয়াদী।
উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসামী।
ও গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ফরিয়াদী।
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসামী।

উপরি উক্ত মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মে শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের সুপ্রিম কোর্টের ১৮৩৫ সালের ১৩ নবেম্বর তারিখের হুকুমক্রমে ৺রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাজনেরদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে তাঁহারা ১৮৩৬ সালের ৩ ফেব্রুআরি তারিখের পূর্ব্বে কিম্বা ঐ তারিখে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রীমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত থিওডিকর ডিকিন্স সাহেবের সমক্ষে আসিয়া প্রত্যেকে আপন ২ পাওনা সপ্রমাণ করিবেক তাহা না করিলে ঐ হুকুমের।

কলিকাতা
সুপ্রিম কোর্ট।
মাষ্টার দপ্তর।
৮ দিসেম্বর ১৮৩৫।

টি ডিকেন্স।
মাষ্টার।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

[নূতন মুদ্রা।]

ফোর্ট উলিয়ম।
লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।
৭ দিসেম্বর ১৮৩৫।

১৮৩৫ সালের ৭ দিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচে লিখিতব্য আইনের হুকুম করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতেছেন।

১৮৩৫ সালের আক্ট নং ২১।

হুকুম হইল যে ১৮৩৫ সালের ২০ দিসেম্বর তারিখঅবধি কেবল নীচে লিখিতব্য তামার মুদ্রা বঙ্গাদি প্রদেশের কোন টাকৃশালহইতে বাহির হইবে।

১। এক পয়সা তাহার ওজন ১০০ গ্রেন ত্রায়।

২। দ্বিগুণ পয়সা তাহার ওজন ২০০ গ্রেন ত্রায়।

৩। এক পাই অর্থাৎ এক আনার ১২ অংশের ১ অংশ তাহার ওজন ৩৩⅓ গ্রেন ত্রায়।

এবং ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনের ১০ ধারার বিধানক্রমে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে কথা নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহার ঐ মুদ্রার উপরি অঙ্কিত থাকিবে।

২ দফা। এবং হুকুম হইল যে ১৮৩৫ সালের ২০ দিসেম্বর তারিখঅবধি ঐ পয়সা কোম্পানির টাকার ৬৪ ভাগের এক ভাগের তুল্য হইবে। এবং ঐ দ্বিগুণ পয়সা কোম্পানি বাহাদুরের টাকার ৩২ ভাগের এক ভাগ এবং ঐ পাই ১৯২ ভাগের এক ভাগের তুল্য হইবে।

৩ দফা। হুকুম হইল যে ১৮৩৫ সালের ২০ দিসেম্বরঅবধি কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন তামার মুদ্রা কেবল ভাঙ্গা টাকার নিমিত্ত চলিবে অর্থাৎ পূর্ণ টাকার পরিবর্ত্তে কেহ পয়সা দিতে চাহিলে গ্রাহক স্বীকার করিতে না পারেন।

উলিয়ম হে মাকনাটন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ দিসেম্বর।

শ্রীযুত এন জে হালহেড সাহেব অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের একটিং জজ হইয়াছেন।

২১ নবেম্বর।

আগ্রার শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকর্ত্তৃক ফতেপুরের ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত আর ইউইন সাহেব স্বীয় অত্যাবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আগমনার্থ গত

অক্তোবর মাসের ৩০ তারিখঅবধি আগামি দিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

৭ দিসেম্বর।

সুপ্রিম কোর্টে শ্রীযুত জজ সাহেবেরা যে সাহেবেরদের নামাঙ্কিত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত রিচার্ড হৌ কথেল সাহেবকে আগামি বৎসরের নিমিত্ত কলিকাতার সরিফের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৮ নবেম্বর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে আগ্রার গবর্নর সাহেব শ্রীযুত ই এফ বাডক্লিফ সাহেবকে কলিকাতা রাজধানীর অধীনে কর্ম্ম করণের নিয়োগ রদ করিয়াছেন।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫ ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ইঙ্গরেজী ভাষার ব্যাঘাত ও প্রাদুর্ভাব।

চন্দ্রিকা পত্রহইতে আমরা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অবিকল প্রকাশ করিলাম তাহাতে সম্পাদক মহাশয় কহেন যে শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন এইক্ষণে সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারই উদ্যোগ বলেতে ঐ পাঠশালাহইতে ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন একেবারে দূরীকৃত হইল। ঈদৃশ সম্বাদ শ্রবণেতে আমরা কিঞ্চিদ্বিস্মিত হইলাম যেহেতুক সেন বাবুর কীর্ত্তির মধ্যে অগ্রগণ্য এই যে তিনি বহুকালাবধি বহুপরিশ্রম ও বহু ব্যয়পূর্ব্বক ইঙ্গরেজী ভাষার বঙ্গভাষাতে এক ডিক্শ্যনরি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন অতএব এমত ব্যক্তি যে ইঙ্গরেজী ভাষাধ্যয়ন দূর করিয়া দিয়াছেন এ বড় আশ্চর্য্য। সে যাহউক সংস্কৃত কালেজহইতে ইঙ্গরেজী ভাষা উত্থাপিত হওয়াতে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় যে উল্লসিত হইয়াছেন ইহাতে কালেজের ভদ্র কি অভদ্র সম্ভাবনা তাহা কালক্রমে দৃষ্ট হইবে।

কিন্তু যে সময়ে দক্ষিণাচারি হিন্দু লোকেরা ইঙ্গরেজী ভাষার প্রতি এমত প্রাতিকূল্যাচরণ করিতেছেন তৎসমকালেই আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে পূর্ব্ব দেশে ঐ ভাষার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ব্রহ্মদেশান্তঃপাতি যে নূতন

প্রদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার হয় তন্মধ্যে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে ছাত্রেরা ঐ ভাষাতে ও অন্যান্যপ্রকার বিদ্যাতে বিদ্যোতিত হইয়া অত্যন্ত প্রশংসিত হইতেছেন। এইক্ষণে শত জনেরও অধিক ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী ভাষা ও ইঙ্গরেজী ভাষার অন্যান্য শাস্ত্র ও ইউরোপীয় নানা বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন। আবাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রেসিডেণ্ট শ্রীযুত কর্ণল বর্ণি সাহেব সংপ্রতি কলিকাতাহইতে ঐ রাজধানীতে গমনকরত পাতরিয়া এক মুদ্রাযন্ত্র সঙ্গে লইয়া নগরস্থ প্রধান ২ ব্যক্তিরদের সম্মুখে তদ্দেশীয় কিঞ্চিৎ ২ কথা ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া তাঁহারদিগকে দেখাইলেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদের বিলক্ষণ মনোযোগ হইল এবং ঐ দেশস্থ বুঙ্গী নামক উচ্চপদস্থ অথচ অত্যন্ত বিদ্যানুরাগি ব্যক্তি শ্রীযুত কর্ণল সাহেবকে কহিলেন যে আমার নিমিত্ত এমত এক যন্ত্র আনাইয়া দেউন। অপর মৃত ডাক্তর প্রায়িস সাহেব ইঙ্গরেজী ও ব্রহ্মভাষায় যে ডিক্সানরি আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্নকরণার্থ শ্রীযুত বাদশাহের পিতৃব্য উদ্যোগ করিতেছেন এবং শ্রীযুত কর্ণল বর্ণি সাহেব তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে সচেষ্ট আছেন।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সর চার্লস মেটকাপ সাহেব।

অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনা গেল যে নূতন গবর্নর্ জেনরল নিযুক্ত হওনের প্রকৃত সম্বাদ এতদ্দেশে পঁহুছিবামাত্র শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব এতদ্দেশে ঐ শ্রীলশ্রীযুতের উত্তরণের কিঞ্চিন্মাত্র প্রতীক্ষা না করিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বিলাতে গমন করিবেন।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

জাহাজ ভাসান।

শীঘ্র গমনশীল ক্ষুদ্র এক নূতন জাহাজ গত শনিবারে হাবড়ার ঘাটে ভাসান গেল। আফীনের প্রথম নীলামের শেষ হইবামাত্র আফীন লইয়া ঐ জাহাজ চীনদেশে গমন করিবে। অনেক ব্যক্তি জাহাজের অংশী আছেন তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী এইপ্রযুক্ত উক্ত জাহাজের কওয়াসজী

এইপ্রযুক্ত উক্ত জাহাজের কওয়াসজী ফেমলি অর্থাৎ কওয়াসজী বংশ্যনাম রাখা গিয়াছে।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ডেপুটি কালেক্‌টর।

কলিকাতা গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেলে [গেল] যে এতদ্দেশীয় পাঁচ জন ডেপুটি কালেক্‌টরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিন জন জবন দুই জন হিন্দু। বোধ হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট এই সকল পদ কেবল এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকেই অর্পণ করিবেন।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

ভাগীরথীনামক লৌহময় বাষ্পীয় জাহাজ।

গত সোমবারে ভাগীরথীজাহাজ ১১জন আরোহী লইয়া আলাহাবাদে প্রস্থান করিল। ঐ জাহাজ হুগলিনামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা প্রথমাকৃষ্ট হয় কিন্তু তৎপর লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক জাহাজ গিয়া ভাগীরথীকে আকর্ষণ করিয়া চলিল। বাষ্পীয় জাহাজ গমনার্থ যে দিন স্থির হয় সেই দিনেই গমনহওয়া কেবল এই প্রথমবার দৃষ্ট হইল। ইহাতে বোধ হয় যে বাষ্পীয় জাহাজের নিয়ম উত্তরোত্তর পরিপাটীরূপ হইয়া আসিতেছে।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

বাঙ্গাল বেঙ্ক।

শ্রীযুত বেগসা সাহেব ও শ্রীযুত কথেল সাহেবের পরিবর্ত্তে দুই জন নূতন ডৈরেক্টর্স সাহেবকে নিযুক্ত করণার্থ ১৪ দিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বাহ্নে বাঙ্গাল বেঙ্কের অধ্যক্ষেরদের এক বৈঠক হইবে। ইশ্‌তিহারের দ্বারা প্রকাশ করা গিয়াছে যে আগামি ১ জানুআরি তারিখ অবধি ঐ বেঙ্কের তাবৎ হিসাব কোম্পানির নূতন টাকাতে হইবে।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

পয়সা।

সকলই অবগত আছেন নূতন টাকা প্রকাশ হওয়াতে কলিকাতার পয়সা চলনের কিছু রূপান্তর হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে নূতন টাকার

মূল্য ।১৬ গণ্ডা পয়সা তথাপি বণিকেরা কেবল ১৫ গণ্ডা দিতেছে। এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের দ্বারা এক নূতন নিয়ম স্থির হইয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিলক্ষণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন ঐ নিয়ম আমরা অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ইশতিহারের মধ্যে প্রকাশ করিলাম।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

টাকশাল।

এইক্ষণে টাকশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত বরট সাণ্ডর্স সাহেব বিলাতে গমন করিবেন। এবং কথিত আছে তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুত কাপ্তান ফরবস সাহেবের প্রতি ঐ কর্ম্মের ভার অর্পিত হইবে। এই প্রকার পরিবর্ত্তন সর্ব্বথাই ভাল যেহেতুক শ্রীযুত কাপ্তান ফরবস সাহেব টাকশালের কর্ম্মে বিলক্ষণ বিজ্ঞ এবং তাঁহার বেতনও সাণ্ডর্স সাহেবঅপেক্ষা ন্যূন হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় লাঘব হইবে। কাপ্তান সাহেব যে ঐ পদ প্রাপ্ত হইবেন তাহার বিশেষ কারণ এই যে তিনিই ঐ নূতন টাকশালের প্রস্তুত করান এবং প্রথমাবধিই টাকশালের কার্য্যসকল তাঁহার অধীন আছে। আরো পূর্ব্বকার রীতিমত টাকশাল ও ষ্টাম্পের উভয় গুরুতর কার্য্যের ভার এক ব্যক্তির হস্তে রাখা অতিনির্ব্বুদ্ধ্যম বোধ হয়।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

নূতন পোস্তা।

ইঙ্গলিসমেন সম্পাদক মহাশয় অবগত হইয়াছেন কৌন্সেলের হুকুম হইয়াছে যে পরমিটের ঘরের সম্মুখে জাহাজহইতে ভারি২ দ্রব্য উঠাইবার নিমিত্ত যে কাষ্ঠের পোস্তা আছে তাহাঅপেক্ষা কএক হাত অধিক বিস্তারিত এক নূতন পোস্তা অতিশীঘ্র স্থাপিত হইবে বিশেষতঃ ঐ পোস্তা নদীর এতদূরপর্য্যন্ত হইবে যে ৫০০ টনধারি জাহাজ অনায়াসে নিকটস্থ হইতে পারে এবং তাহাতে একেবারে তাবৎদ্রব্য তাহাহইতে উঠান যাইবে। ইহা হইলে অতিশীঘ্র জাহাজ বিদায়করণের বিলক্ষণ উপায় হয় এবং পরমিটের কর বৃদ্ধিও হইবে। এইক্ষণে ঐ পোস্তা নির্ম্মাণের ভার শ্রীযুত কাপ্তান ফিট্‌সজরল্‌ড সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অনুমিত যে তাহা নির্ম্মাণে ব্যয় ৫ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। এই পোস্তা প্রস্তুত হইলে ভড় ভাড়াতে কলিকাতাস্থ বাণিজ্যকারি তাবৎ হৌসের যত

খরচ হইয়া থাকে তাহার অনেক ন্যূন হইবে। এইক্ষণে হৌসের সরকারেরা ভড়ের মাঝিদের সঙ্গে যোগ করিয়া যাহা লাভ করিয়া থাকে এই পোস্তা হইলে সে দুষ্টতার যোগযাগ আর থাকিবে না।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সংস্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত।

আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়াছে ঐ ছাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর চর্চ্চা করিতে হইবেক না।

এই সুসম্বাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন তৎকালে আমরা ইহার প্রতিবাদী ছিলাম কেননা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সন্তানগণকে ইঙ্গরেজী পড়াইলে কোন উপকার নাই প্রত্যুত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলাম তথাচ নিয়ম কর্ত্তা সাহেবেরা কোন মতেই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের কতকগুলিন নিরর্থক অর্থ নাশ হইল মাত্র তাহাও অল্প নহে আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভঅবধি রহিত কাল পর্য্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন। এক্ষণে নিয়মকর্ত্তারা বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কৃতপাঠক ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন উপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যে ঐ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের মঙ্গলজনক বটে।

অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্দেশীয়দিগের হিতাকাঙ্ক্ষি মহাশয় দিগের উচিত সাধারণের উপকার নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রধান লোককে তৎকর্ম্ম সম্পাদকত্বে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অভিমত কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্ম্মে সুপ্রতুল হইতে পারে তৎপ্রমাণ দেখুন যত দিবসাবধি এতদ্দেশীয়দিগকে

জুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কি২ ফল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃসদুরী কর্ম্মে এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করাতে যে প্রকার যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজা প্রজার কি উপকার হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন। পরন্তু এতন্নগরের নেটীব মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের ভদ্রাভদ্র বিষয় কৌন্সেলে অনেক অবগত হইয়া থাকিবেন এবং প্রজার পীড়োপশমের যে২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহা নির্দ্ধারিত হইলে সর্ব্বসাধারণেই বিশেষ উপকৃত হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাততঃ বর্ত্তমান এই এক বলবৎ প্রমাণ দেখুন সংস্কৃত পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহক অর্থাৎ সেক্রেটরী পদে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি সুফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমরা অবগত হইয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করিব সংপ্রতি তাঁহার পরামর্শ দ্বারা ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পঠন রহিত হইয়াছে এবং ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পাঠকরণীয় সময় এক্ষণে সংস্কৃত পাঠেতেই যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠের অনেক বাহুল্য হইতেছে। যদ্যপি কেহ এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠশালায় গিয়া অনুসন্ধান করেন তবেই জানিতে পারেন। এক্ষণে আমরা সেন বাবুকে ধন্যবাদ করি এবং তাঁহাকে এই অনুরোধও করিতেছি সংস্কৃত পড়াইবার রীতি প্রাচীন অধ্যাপকেরা যাহা স্থির করিয়া দেন সেই ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় তাবদধ্যাপকদিগকে আহ্বান করেন ইহা হইলে সংস্কৃত পাঠশালার পূর্ব্বকৃত অখ্যাতি দূরীকৃত হইয়া বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইতে পারে।—চন্দ্রিকা।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

[রাজার বিচার।]

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।

মহাশয়ের দর্পণে প্রায় দেখিয়া থাকি যে রাজ্যের সুধারার ও প্রজার ক্লেশবারণার্থে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ যাহাতে প্রজাগণ সুখে কাল যাপন করিতে পারে তাহারই চেষ্টা ও তদন্ত সর্ব্বদাই হইতেছে কিন্তু আমি কিছুমাত্র প্রজার মঙ্গল দেখিতেছি না বরং তাবতই প্রজার অহিত দৃষ্ট হইতেছে মঙ্গল যে হইবে ইহার কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যাইতেছে না যেহেতুক

সংপ্রতিকার চার্টর প্রজার পক্ষে নিতান্ত অমাঙ্গলিক হইয়াছে কেননা ৺কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য এককালে রহিতহওয়াতে যে রাজকর আদায় হয় তাহা সরকারি কোষে দাখিল হইয়া সরকারের কোষ পুষ্ট হইতেছে। আমি অনুমান করি আর দুই বৎসর জমীদারেরা কোনপ্রকারে কর্জপত্র করিয়া রাজস্ব যোগাইবে ইহার পর ঐ সকল জমীদারের জমীদারী রাজস্ব আদায় না হওয়া ও অন্য কেহ ক্রয়কর্ত্তা উপস্থিত না হওয়াবিধায় সরকারের খাস হইবেক যেহেতুক জমীদার ও প্রজার ঘরে এইক্ষণেই টাকার অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছে অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি। এই চার্টরের পরে কোন লোক এমন আর দৃষ্টিগোচর হইল না যে তাহাকে আনন্দযুক্ত দেখিলাম তাবতই নিরানন্দসাগরে মগ্ন। ইহার পূর্ব্বে জমীদার ও প্রজা মহাজনের নিকট টাকা কর্জ লইয়া সরকারের রাজস্ব আদায় করিত পরে জমীদার আপন প্রজার স্থানে ও প্রজা আপন ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা মহাজনের টাকা শোধ করিত এইক্ষণে মহাজনেও টাকা দেয় না যদিও দেয় তবে বিনা নালিশ ও প্রজার সম্পত্তি নীলাম না হইলে টাকা আদায় হয় না তাহাতেও মহাজনের টাকা শোধ হওয়া ভার মহাজনেরা দেনা লেনাহইতে প্রায় হাত উঠাইতেছে। বিশেষতঃ মহাজনের ঘর টাকাশূন্য দেখা যায় তবে কহিবেন টাকা কি হইল। উত্তর নানাপ্রকার রাজার দৌরাত্মে টাকা গেল। আদৌ ইষ্টাম্পকাগজ। দ্বিতীয় বিলাতে টাকার গমন। তৃতীয় কলিকাতার ভারি কএক কুঠী দেউলিয়া। চতুর্থ কোম্পানির বাণিজ্যরহিত। পঞ্চম রাজার সর্ব্বদাই টাকা আকর্ষণের মন। সম্পাদক মহাশয় ইঙ্গরেজ রাজার সাধারণ বিচারের দ্বারা প্রজা সুখী হইয়া কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের ইঙ্গরেজ রাজা অত্যুত্তম শাসন করিতেছেন কিন্তু রাজা যে কলে কৌশলে লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহা কেহ বিচার করে না। প্রজার মঙ্গলেই রাজার উন্নতি নচেৎ কেবল ভূমে রাজা হইতে পারে না। দর্পণকার মহাশয় আর দুই বৎসরপরে দেখিবেন যে আপনকার নির্ম্মল দর্পণ এককালে মলিনত্ব প্রাপ্ত হইবেক। তাহার প্রমাণ এই যে চলিত সময়ে ষোল আনা চাঁদির টাকা ছিল এইক্ষণে সেই টাকার পরিবর্ত্তে পনরআনার টাকা হইয়াছে সেও যদি পুরা চাঁদি থাকিত তবু এক কথা ছিল তাহা না হইয়া এক অংশ খাদ মিশ্রিত হইয়াছে। ইহার পরে রাজ্যের তাবৎ চাঁদি হরণ করিয়া লইয়া রূপার টাকার পরিবর্ত্তে তামার পয়সাকে গবর্ণমেণ্ট

টাকা কহিয়া চালাইবেন এইক্ষণেই তাহা করাতে কে বাধা জন্মাইতে পারে। শুনা আছে যে কোন সময়ে এক চামার কোন রাজ্যে রাজা হইয়া চামড়ার চাকতী টাকারূপে ব্যবহার করিয়াছিল পরে তাহাই হইবেক। অপর নূতন এক আইন যাহাতে তাবৎ লোক আপন২ চাকরকে স্বনামাঙ্কিত চাপরাস ধারণ করাইবে অনুমতি হইয়াছে প্রকাশ পাইল তাহাতে সমূহরূপেই প্রজার মঙ্গল হইবেক ইহা কে না স্বীকার করিবেন। এইক্ষণে জমীদার ও সঙ্গতিযুক্ত লোক সকল আপন২ চাকরকে চাপরাস ধারণ করাইয়া পেট ভরুন আর ঐ চাপরাসকে সর্ব্বদাই টাকারূপ দর্শন করুন। সম্পাদক মহাশয় নূতন চার্টরই অনর্থের মূল হইয়াছে আমি বুঝি যে এই চার্টরই রাজ্য শেষ করিবেক। আরো দেখুন এতদ্দেশীয় আমলাবর্গের দরমাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ১০ টাকা দরমাহাপায় তাহারও দরমাহাহইতে শতকরা সাড়ে চারি টাকা বাট্টা কর্ত্তন হইতেছে বিশেষতঃ বরকন্দাজ ও চাপরাসী লোক যাহারা চারি২ টাকা বেতন পায় তাহারদিগের বেতনহইতে তের পয়সা কর্ত্তন হইতেছে ইহার অধিকার আর টাকা আকর্ষণীয় মন্ত্রক কাহাকে বলা যাইতে পারে।

কস্যচিদ্বিচারান্বেষিণঃ।

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

কোম্পানির কাগজ।

৬ টাকা সুদের লোন	২১	২২	প্রিমিয়ম
পুরাতন ৫ টাকার লোন			
১ ক্লাস	৸৹	॥৹	ঐ
২ ক্লাস	১	৸৹	ঐ
৩ ক্লাস	১৷৹	১৸৹	ঐ
মধ্যম ৫ টাকার লোন	০	০	ঐ
নূতন ৫ টাকার লোন	১৸৹	২	ঐ
৪ টাকার লোন	১৸৹	২	ঐ

বেঙ্ক সের।

বাঙ্গাল বেঙ্ক ৮০০—৬০০৫০ প্রিমিয়ম

—১২ দিসেম্বর ১৮৩৫/২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৪ দিসেম্বর…কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের নলপুকুরিয়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।।১ এক বিঘা এগার কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা। পশ্চিম দিগে সেক আইরুর বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী নর্দ্দমা পূর্ব্ব দিগে সাযুরু মেয়ার বাটী ও ভূমি।

২ দফা। কলিকাতানগরের লালবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টকনির্ম্মিত গুদাম ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসী[মা]বদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সদর রাস্তা। দক্ষিণ দিগে বিবি ইয়ারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে কিং কুপরের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। কলিকাতানগরের মেছোবারে [মেছোবাজারে] খাজূরতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান…চারি কাঠা তাহা…এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুয্যের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা। দক্ষিণ দিগে খেজূরতলার গলি পূর্ব্ব দিগে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। জিলা চব্বিশ পরগনার ডিহি [পঞ্চান্ন]গ্রামের লোণা পুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥০ দশ কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে স্মিথ সাহেবের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রামমোহন পত্তির বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী নর্দমা। উত্তর দিগে রামমোহন বিশ্বাসের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২০ দিসেম্বর…কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত আহম্মদ হুসেনের মরণোত্তর বিবিসরফন নিশা ও আমজীদ্ হুসেন ও বিবি মুচনির বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতানগরের জানবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি নং ৫৬ অনুমান।৹ পাঁচ কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত বিবি সরফন নিশাপ্রভৃতির বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে মুন্সী ইয়াসীনের এক খণ্ড ভূমি। দক্ষিণ দিগে এক গলি। উত্তর দিগে বিবিবানুসের বাটী ও ভূমি।

এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী নং ৫৫ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।১ ছয় কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত মুন্সী ইয়াসীনের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত সরফন নিশাপ্রভৃতির এক খণ্ড ভূমি। উত্তর দিগে বিবি বানুসের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে এক গলি।

এবং কলিকাতানগরের তালতলায় খালাসি গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান।৪ নয় কাঠা…তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর দিগে রাজচন্দ্র দাসের ভূমি। দক্ষিণ দিগে সরকারী নর্দমা। পূর্ব্ব দিগে সরকারী গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের দেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৪ দিসেম্বর…কলিকাতার সরিফ সাহেব কমলাদেবীর বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে বামনবস্তির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে কমবেশ

বাহাত্তর বিঘা রাইয়তী ভূমি তাহাতে এক পুষ্করিণী তাহার অবিভক্ত তিন অংশের একাংশেতে...আসামী কমলাদেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে থিয়টর স্ত্রিট। পূর্ব্ব দিগে হঙ্গর ফোর্ট স্ত্রিট। দক্ষিণ দিগের একাংশে বাহির রাস্তা। অপর দিগে কালবিনকা বস্তিনামে বসতি পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত কালবিনকা বস্তি নামে বসতি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৪ দিসেম্বর...কলিকাতার সরিফ সাহেব রাবর্ট জান উয়াক ফিলের বিরুদ্ধে বেন্দি সিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। কলিকাতা নগরে বৈঠকখানার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী এবং তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৹ পাঁচ কাঠা...তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে স্কাট সাহেবের বাগাৎ ভূমি ও বাটী এবং স্কাট সাহেবের গলি। দক্ষিণ দিগে রাইচরণ শীলের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কোম্পানি বাহাদুরের সদর গলি। পশ্চিম দিগে কাশীনাথ সেনের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। কলিকাতা নগরের কপালি টোলার শালিল[শামিল] ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক একতালা বাটী নং ১৮ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান.. চারি কাঠা...তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে জগন্নাথ সরকারের বাটী। পশ্চিম দিগে কোম্পানিবাহাদুরের সদর গলি। উত্তর দিগে উলিয়ম সাহেবের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে ডাক্তর ব্যাথ গেট সাহেবের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। কলিকাতা শহরতলীতে ইটালির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ১৫৴ পনর বিঘা তাহাতে অনেক রাইয়ত ও ২ পুষ্করিণী আছে...নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা

বন্ধ বিশেষতঃ পশ্চিমদিগে রামনারায়ণ ঘোষের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণ দিগে বিবি মিগারের বাগাৎ ভূমি। পূর্ব্ব দিগে মুন্সী আমীরের ভূমি।

৪ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে অপর এক খণ্ড বাগাৎ ভূমি অনুমান ২০ বিশ বিঘা তাহাতে এক পুষ্করিণী ও অনেক রাইয়ত আছে··· তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মেকার্থর সাহেবের বাগান। দক্ষিণ দিগে বিবি মিগারের বাগান। পশ্চিম দিগে রামনারায়ণ ঘোষের বাগান। পূর্ব্ব মুন্সী আমীরের বাগান।

৫ দফা। কলিকাতানগরের পুরাণা বহুবাজারের রাস্তায় মেরা জানি গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ বসতবাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।০ পাঁচ কাঠা তাহা·· এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে বিবি বিনামারের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানির ঔষধালয় উত্তর দিগে গলি।

৬ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক বাটী নং ৩৬ তাহাতে ইষ্টকময় প্রাচীর আছে এবং তৎসঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান···দুই কাঠা···তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৯ দিসেম্বর।

ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত হেনরি ফিসর সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি কলিকাতায় অনুপস্থানার্থ এক বৎসরের ছুটি পাইয়াছেন।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত রাবর্ট পেরি নিসবট সাহেব গত মাসের ২৬ তারিখে বিলাতহইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন এমত রিপোর্ট করাতে কলিকাতা রাজধানীর অধীন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫ দিসেম্বর।

১৫ সংখ্যক অর্থাৎ ঢাকা প্রদেশের দায়ের সায়েরী ও রেবিনিউ কমিশ্যনর

শ্রীযুত জে এ প্রিঙ্গল সাহেব কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বিলাত গমনার্থ প্রস্তুত হওন নিমিত্ত কলিকাতা রাজধানীতে থাকিতে দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

কাছারের স্থপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান টি ফিসর সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা রাজধানীতে আগমনার্থ বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখঅবধি দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

রাজশাহীর সিবিলসম্পর্কীয় আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত এ উইলসন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা রাজধানীতে গমনার্থ এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

৩ দিসেম্বর।

নীচে লিখিতব্য সাহেবেরা স্ব২ কর্ম্মস্থানহইতে ছুটি পাইয়াছেন।

৪ সংখ্যক অর্থাৎ আলাহাবাদ প্রদেশের কমিশ্যনর শ্রীযুত টি জে টর্ণর সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আগমনার্থ দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

আলাহাবাদের একটীং মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ স্পিয়র্স সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আগমনার্থ এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন। ঐ সাহেব মাজিস্ত্রেটী ও কালেক্টরী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সি সি জাকজন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে অনুমতি পাইয়াছেন।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫/৫ পৌষ ১২৪২

[ইংরেজ রাজে প্রজাদের কথা।]

কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ স্বাক্ষরিত যে পত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ করা গিয়াছে কিন্তু আমারদের এমত ইচ্ছা ছিল না যে তাহাতে স্বাভিপ্রায় না লিখিয়া প্রকাশ করি ফলে অবকাশাভাবপ্রযুক্ত তৎসময়ে তাহা হইতে পারে নাই অতএব এইক্ষণে আমারদের পাঠক মহাশয়েরদিগকে নিবেদন করি যে তাঁহারা আমারদের ঐ দর্পণ বাহির করিয়া পুনর্ব্বার ঐ পত্র পাঠ করিয়া এই দর্পণস্থ আমারদিগের তদ্বিষয়ক অভিপ্রায়ও পাঠ করেন। ঐ লেখক এতদ্দেশের অতি দুরবস্থাবিষয়ক বর্ণন করিয়া লেখেন দেশের সাধারণ দুঃখের কারণ নূতন চার্টর ও নূতন চার্টরের যে সকল নিয়ম তাহা কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভ্রম আছে এমত আমারদের বোধ হয়। চার্টরের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে অশুভ কেবল এক বিষয়ে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি হুকুম হইয়াছে কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যেতে যে মূলধন ব্যয় হইয়া গিয়াছে তাহার সুদ বলিয়া বিংশতি বৎসর

পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে ৬৫ লক্ষ টাকা করিয়া বিলাত পাঠাইবেন ইহাতে ভারতবর্ষের পক্ষে অমঙ্গল সম্ভাবনা তৎপ্রযুক্ত সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কঠিনরূপে রাজস্ব আদায় করিতে হইবে। এবং রাস্তা সাঁকো খাল ইত্যাদি উপকার ব্যাপার সকল সম্পাদনার্থ তাঁহারদের কিছু টাকা থাকিবে না।

লেখক আরো লেখেন যে দেশের ক্লেশের অপর মুখ্য কারণ এই যে কোম্পানির বাণিজ্য বন্দ হওয়া। তিনি রঙ্গপুরে বাস করেন অতএব ঐ স্থানের কুঠী বন্দ হওয়া দেখিয়া বোধ করেন ইহাই দুঃখের প্রধান কারণ। কিন্তু যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর বাণিজ্য না করেন তবে ভারতবর্ষের মধ্যে আর কি বাণিজ্য থাকিবে না। সকলেই বোধ করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বুন্দেলখণ্ডের বাণিজ্য বন্দ করিয়া তুলা খরিদ করা রহিত করিলে ঐ প্রদেশে অতিদুঃখ ঘটিবে কিন্তু তাহার ঠিক বিপরীত ফল হইল যেহেতু ভিন্ন ২ মহাজনেরা ঐ বাণিজ্যে প্রবর্ত্ত হইয়া কোম্পানিবাহাদুর যত তুলা কখন খরীদ করেন নাই তত তুলা এই বৎসরেই ক্রয় করিয়াছেন। অতএব কোম্পানির বাণিজ্য উঠিয়া যাওয়াতে বরং ঐ প্রদেশের ভদ্রত্ব হইয়াছে এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে কোম্পানির কুঠী ছিল সে স্থানেও তদ্রূপ হইবে অর্থাৎ সাধারণ মহাজনেরা ঐ বাণিজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারদের আড়াআড়িতে জিনিসের মূল্য চড়তি হইবে এবং বিক্রয়ও অধিক হইবে।

পুনশ্চ লেখেন যে ষ্টাম্পের মূল্য এক বিশেষ অত্যাচার তাহাতে দেশ দরিদ্র হইতেছে। আদালতের ব্যাপারেতে ষ্টাম্পের মূল্য লওয়া কখন ইষ্ট নহে বটে যেহেতুক আমরা বোধ করি যে আদালতের কার্য্যে প্রজারদের পক্ষে যত বাধক থাকে তাহা উঠাইয়া দেওয়াই ভাল কিন্তু লেখক লেখেন যে ষ্টাম্পের মূল্য এইক্ষণকার দরিদ্রতার কারণ ইহা অমূলক কহিতে হইবে বিবেচনা করুন জবন রাজ্যের সময়ে মোকদ্দমার বিষয়ে চৌথ অর্থাৎ চতুর্থাংশ আমানৎ না করিলে মোকদ্দমার শুনানি হইত না। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ঐ রীতি উঠাইয়া ষ্টাম্পের মূল্য স্থির করিলেন সেই মূল্যও মোকদ্দমার বিষয়ের দশাংশের একাংশের অধিক নহে অতএব জবন রাজ্যাপেক্ষা বর্ত্তমান রাজ্যে অধিক ধন থাকে এমত দৃষ্টি হইতেছে। আমারদের পত্র প্রেরক মহাশয় আরো লেখেন যে এতদ্দেশহইতে টাকা চালান হওয়া ও হৌস সকল দেউলিয়া হওয়া দেশ দরিদ্রতার অপর দুই কারণ কিন্তু

তাঁহার ইহাও স্মর্ত্তব্য যে ঐ সকল প্রধান কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে সে টাকাও প্রায় ইউরোপীয়েরদের তাহাতে ইউরোপীয়েরা এমত দারিদ্রাবস্থ আছে যে বিলাতে চালান করিতে টাকা কোথায় পাইবে অতএব দুই কারণ সম্ভবে না এক কারণেই অপর কারণ খণ্ডিত হইয়াছে। তৎপরে লেখক নূতন মুদ্রার প্রস্তাব উল্লেখ করিয়া তাহাতে যে সকল আপত্তি লিখিয়াছেন তাহা অস্মদাদির অমূলক বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন তাহাতে কোন অন্যায় নাই তবে ভারতবর্ষের তাবদ্দেশের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা চলে এতদর্থ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ও ফররোখাবাদি টাকার যে মূল্য সেই মূল্যেই এই কলিকাতার টাকা প্রস্তুত করিতে হইল এইপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট ৸৵ মূল্যের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া হুকুম করিলেন যে ইহা ৸৵ মূল্যের অনুসারেই চলিবে। অতএব যখন এই কোম্পানির টাকা সরকারী তহবিলহইতে দেওয়া যাইবে তখন ৸৵ মূল্যের হিসাবে দেওয়া যাইবে এবং ঐ হিসাবেই তাহা লওয়া যাইবে। যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম করিতেন যে এই পনরআনা মূল্যের টাকা ষোলআনার হিসাবে চলিবে তবে পত্রপ্রেরক মহাশয় কি বলিতেন। অপর লেখেন গবর্ণমেণ্ট্ উত্তর কালে রূপার টাকার পরিবর্ত্তে তামার মুদ্রা চালাইবেন ও চামড়ার চাকতির কথা লিখিয়া শ্লেষ করেন সে কেবল পরিহাসই বোধ করিতে হইবে তিনি নিতান্তই জানেন যে কখন অসম্ভব সম্ভবে না।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

চীনীয় ব্যক্তির হত্যা।

কএক দিবসাবধি কলিকাতায় করনর সাহেবের সুরতহাল হইতেছে তাহার অভিপ্রায় যে কিয়দ্দিবস হইল চীনীয়েরা স্বদেশীয় একজনকে অতিনির্দ্দয়তারূপে খুন করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান হয়। অপর দৃষ্ট হইল যে কলিকাতাস্থ চীনীয়েরদের মধ্যে দুই দল আছে তাহারা পরস্পর অত্যন্ত দ্বেষী। সংপ্রতি বহু বসতি এমত কলিকাতার এক পল্লীতে উভয় দল চীনীয়েরদের সঙ্গে অর্দ্ধঘণ্টাপর্য্যন্ত বিবাদ হয়। পরে এক দল স্বহস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া দিবসে চিৎপুরের রাস্তা পার হইয়া একজন চীনীয়কে অতিনির্দয়তাতে প্রহার করিল। তাহাতে প্রহারিত ব্যক্তির দলস্থেরা অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া ন্যূনাধিক ২০ জনের ন্যূন নহে কিরিচ ও যষ্টি ধারণ করিয়া দিবাভাগেই রাজপথের মধ্যে এক জন চীনীয়কে খুন করিল।

আশ্চর্য্য বিষয় এই যে পোলীসসংক্রান্তেরা এমত অনবধান যে কি অত্যাচার হইল তাহা জানিতেও পারিল না নিবারণ সুদূরপরাহত। এইক্ষণে করনর সাহেবের সুরতহালে অপরাধিরা দোষীকৃত হইল পরে মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করা যাইবে। ভরসা হয় যে উত্তরকালে আর এমত সাংঘাতিক দাঙ্গা না হয় এমত উদ্যোগ হইবে। যদ্যপি পোলীস অতিসতর্ক ও চালাক হইতেন তবে বারম্বার এত লজ্জাকর ব্যাপারের বার্ত্তা শুনা যাইত না।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

ধর্ম্মার্থ দান।

শুনিয়া অত্যন্ত খেদিত হওয়া গেল কলিকাতাস্থ দিস্ত্রীক্ত চারি টাবল সোসৈটির যোত্র কম হইয়া আসিতেছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে শ্রীল শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক ও শ্রীমতী লেডি বেণ্টীঙ্ক যে বহুসংখ্যক টাকা প্রদান করিতেন তাহা বন্দ হইয়াছে। অতএব যদ্যপি অগৌণে তাঁহারা কোন সাহায্য প্রাপ্ত না হন তবে তাঁহারদের উদ্যোগ কিছু কমাইতে হইবে এই প্রযুক্ত বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে প্রধান কমিটির এক বিশেষ বৈঠক হয় এবং তৎসময়েই দৃষ্ট হইল যে এই বৎসরের শেষে সোসৈটির হস্তে কেবল ৪০০ টাকা থাকিবে। অতএব সোসৈটির ইচ্ছা যে আদৌ তাঁহারা এই অবধারণ করেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমিতরূপে টাকা ব্যয় করিলে কুষ্ঠ রোগিরদের চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত তাঁহারা কিঞ্চিৎ টাকাও দিতে পারিবেন। তদর্থ শ্রীযুত সভাপতি এই প্রস্তাব করিলেন এবং সকলেই সম্মত হইলেন যে ৬ জন সাহেব লইয়া এক সব কমিটি নিযুক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক পল্লীর কমিটিহইতে এক ২ জন ও প্রধান কমিটিহইতে তিন২ জন এবং ইঁহারা সকলই মিলিয়া নানা পল্লীস্থ কমিটির সঙ্গে লিখন পঠনের দ্বারা বৃত্তিভোগি প্রত্যেক জনের তত্ত্ব লইয়া এই নিশ্চয় করেন যে তাঁহারদের বিষয়ে সোসৈটির যে ব্যয় হইতেছে তাহার কিপর্য্যন্ত লাঘব হইতে পারে। এ অভিপ্রায়ে নীচে লিখিতব্য সাহেবেরা তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন বিশেষতঃ।

শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেব	}	সেন্ত্রাল কমিটির নিমিত্ত।
শ্রীযুত মাকফার্লন সাহেব		
শ্রীযুত ডবস সাহেব		

শ্রীযুত আর জে আর কাম্বেল সাহেব শ্রীযুত সি জে ডি মরি সাহেব শ্রীযুত জে ফিপ্স সাহেব	}	সেণ্ট জেম্স গির্জা ও পুরাণা গির্জা ও পাতরিয়া গির্জার নিমিত্ত।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

গবর্নর্ জেনরল।

ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা বোধ হইতেছে যে শ্রীযুত লার্ড অকলাণ্ড সাহেবই গবর্নর্ জেনরলী পদে নিযুক্ত হইবেন। সকলের এমত অপেক্ষা ছিল যে আগস্ত মাসের মধ্যসময়েই তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইবেন এমত প্রকাশ হইবে। ভারতবর্ষে শ্রীযুক্তের আগমনার্থ তাদৃশ বিলম্ব হইবে না যেহেতুক জুপিটরনামক জাহাজ নিয়তই নিযুক্ত আছে।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব।

গত মঙ্গলবারসরীয় হরকরা সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় যে অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনা গিয়াছে যে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব নূতন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া বিলাত গমন করিবেন। কিন্তু এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে ঐ জনরব নিতান্ত অমূলক।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

আয়ুর বিমার সোসৈটি।

সাধারণ বার্ষিক প্রথম বৈঠক ১৪ দিসেম্বরে শ্রীযুত বেগসা কোম্পানির কুঠীতে হইল। তৎসময়ে যে হিসাব প্রস্তুত হয় সে অতিসন্তোষ কর বটে। কলিকাতাস্থ সোসৈটি ২২৫ লোকের আয়ুর বিমা করিয়াছেন। এবং বিমার টাকার সংখ্যা ২৭,৩৫,৭৪। ইঙ্গলদেশে [ইঙ্গলণ্ডদেশে] ঐ সোসৈটি প্রথম বৎসরে ১০৭ জনের আয়ুর উপর বিমা করেন তাহার টাকার সংখ্যা ১৩,০৬৬১০। যাঁহারদের আয়ুর বিমা হইয়াছে তাঁহারদের এক ব্যক্তিও গতায়ু হন নাই।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

নেপালের উকীল।

এইক্ষণে নেপাল হইতে একজন উকীল কলিকাতায় আসিতেছেন পরে

বিলাত গমন করিবেন, উকীলের নাম জেনরল মাতবর সিংহ ইনি আপন বাদশাহের অতিবিশ্বাসপাত্র। নেপালীয় সৈন্যেরদের মধ্যে বাছের বাছ অতিবলবান ২০০ জন তৈনাতি সিপাহী ইহাঁর সঙ্গে আছে। তাহারদের সেনাপতিরা পর্ব্বতীয় ক্ষুদ্র পথে অশ্বারোহণে আসিতেছেন। সংপ্রতি একজন সাহেব তাঁহারদের ছাউনির অঞ্চল ত্রিহুতে গমনকরত দেখিয়া এই সম্বাদ লিখিতেছেন। আমি ঐ ছাউনির নিকটে পঁহুছনের কএক মিনিট পরে তাঁহারদের একজন মুশাহেব উকীলের তাম্বুতে গমনার্থ আহ্বান করিয়া আমাকে গ্রহণার্থ বহির্দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। পরে হস্তধারণপূর্ব্বক আমাকে এক চৌকিতে বসাইয়া আপনি চৌকিতে বসিলেন। তৎসময়ে ঐ তাম্বু অতি সুশোভিত বস্ত্র পরিহিত সেনাপতি ও সৈন্যেতে পরিপূর্ণ ছিল। মাতবর সিংহ উকীলের গাত্র রক্তবর্ণ বনাতের আঙ্গরাখাতে আবৃত ঐ আঙ্গরাখার প্রান্তভাগসকল অত্যুৎকৃষ্ট পশমযুক্ত এবং তাহার বক্ষস্থলীয় বস্ত্র স্বর্ণের ঝাঁপ্পা ও বহুমূল্য রত্নমণ্ডিত মস্তকাবরণ অন্যান্য পরিচ্ছদাপেক্ষা মূল্যবান। আমার সঙ্গে তিনি অত্যন্ত শিষ্টালাপ করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারি গুড়কীয়েরা সকল বিষয়ই অবগত হইতে অত্যন্তোৎসুক এবং তাবদ্বিষয়ে অতিশীঘ্র অবধান করিয়া থাকেন। জেনরল মাতবর সিংহের নীচপদস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় গণ্যব্যক্তি চীনদেশের রাজধানী পিকিনস্থানে দুইবার গমন করিয়া চীনীয় বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় ১৫ জানুআরি পর্য্যন্ত ঐ উকীল কলিকাতায় পঁহুছিতে পারেন। কথিত আছে শ্রীযুত মাতবর সিংহ শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বেই বিলাত গমন করিবেন।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫/৫ পৌষ ১২৪২

[হিতজনক চিকিৎসা।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।

আমার বোধ হয় যে মনুষ্যগণের হিতার্থে যে আশ্চর্য্য উদ্যোগ ও উপায় সম্ভবে তাহা যথাসাধ্য প্রকাশ করা উচিত এতএব দর্পণের দ্বারা চিকিৎসকেরদের মধ্যে বিজ্ঞবর একজন সাহেব এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ের অতিবিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যপুরঃসর হিতজনক যে চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহা স্বদেশীয় মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করি।

দিন কএক হইল জামিজাহাঁনামক সম্বাদপত্রসম্পাদক বাবু হরিহর দত্তের ভ্রাতা গোপীমোহন দত্তের সাংঘাতিক জ্বর হইয়াছিল তাহাতে এতদ্দেশীয় চিকিৎসকেরা ৬ দিন পর্য্যন্ত আপনারদের মত ঔষধ সেবন করাইলেন কিন্তু তাহাতে এইমাত্র ফল হইল যে জ্বরের কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম না হইয়া ক্রমে এমত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে সপ্তাহে তাঁহার জীবনের কিছু প্রত্যাশা ছিল না। একেবারে নাড়ী বসিয়া গেল ও হস্তপাদাদি হিম হইল তাহাতে এতদ্দেশীয় চিকিৎসকেরা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া গঙ্গাযাত্রাকরণের পূর্ব্বে তাঁহাকে বিষবড়ি খাওয়াইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন ইতিমধ্যে ঐ বংশের একজন মিত্র বাবু মতিলাল শীল সৌভাগ্যক্রমে আগত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপনার চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর মর্সর সাহেবকে সম্বাদ দেওয়াতে তৎক্ষণাৎ ডাক্তর সাহেব আসিয়া ঐ রোগিকে দেখিলেন তৎসময়ে রোগী মুমুর্ষু তাহাতে সাহেবের এমত বোধ হইল যে ঐ দিন উত্তীর্ণ হইতে না পারিবে তথাপি সাহেব তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঔষধ সেবন করাইয়া ঐ দিবসেই পাঁচবার গমনাগমন করিলেন এতদ্রূপে অত্যন্ত মনোযোগ ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক অষ্টাহপর্য্যন্ত তত্ত্বাবধারণকরত মধ্যে২ ঔষধ পরিবর্ত্তন করাতে এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ[সুস্থ] হইয়াছেন ফলতঃ বাবু গোপীমোহনকে ডাক্তর সাহেব যমালয় হইতেই ফিরিয়া আনিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীযুত ডাক্তর মর্সর সাহেব যদি আর দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত না পঁহুছিতেন তবে এতদ্দেশীয় যমসমেরা যমসদনে পাঠাইতেন।

এতএব ঐ অতি দয়ালু সদ্বিবেচক নিপুণ চিকিৎসকের সদ্বিবেচনা দেখিয়া আমার উচিত বোধ হইল যে সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ লিখি যে শ্রীযুত ডাক্তর মর্সর সাহেব ঐ এতদ্দেশীয় রোগিকে যেমত সচ্ছীলতাপূর্ব্বক সেবা করিলেন এমত পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। অতএব আমি স্বদেশস্থ লোকের দিগকে এই পরামর্শ দেই যে তাঁহারা এমত বিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবের নিকটাগত হইয়া খরচের বিষয়ে কাতর না হন যেহেতুক তাঁহারা দেখিবেন যে রোগির বিভবানুসারে ঐ চিকিৎসকের অর্থ গ্রহণ অতি পরিমিত।

হে সম্পাদক মহাশয় আমার অত্যন্ত খেদের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ব্যয় বাহুল্য ভীরু হইয়া কোন২ ডাক্তর সাহেবের চিকিৎসাতে নৈপুণ্য জানিয়াও তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারে না এই প্রযুক্তই এতদ্দেশীয়

লোকেরদের চিকিৎসাতে ডাক্তর সাহেবেরদের তাদৃশ গমনাগমন হইতে পারে না কিন্তু আমি জানি আপনকার দর্পণে যদি এই সম্বাদ প্রকাশ করেন তবে ইউরোপীয় চিকিৎসক সাহেবেরদের অধিক অর্থ গ্রাহকতা বিষয়ক যে ভয় আছে তাহা দূরীকৃত হইতে পারে।

কলিকাতা ১৫ দিসেম্বর ১৮৩৫। লোকনাথ রায়স্য।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

[বাটীতে চুরি।]

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।

কলিকাতাস্থ গৃহস্থ ভাগ্যবান লোকের বাটীতে প্রায় প্রতিদিন নানাপ্রকার চুরি ও সিঁধচুরি হইলে উক্ত ব্যক্তিরা শপথাশঙ্কায় খরচান্তের ও পোলীস যাতায়াতের ক্লেশ ও আইনমতে সাক্ষ্য সাবুদকরণ, সাবুদ হইলে দ্রব্যাদি পাওনা ভাবপ্রযুক্ত প্রায় ভদ্রলোকে হাকিমগোচর করে নাই যথা ভাষাতে কহে যে (কিল খাইয়া কিল চুরি) যদ্যপি কাহার বাটীতে সিঁধ কিম্বা চুরি হয় এবং সে সম্বাদ পোলীস সংক্রান্ত জমাদার অথবা মাজিস্ত্রেটদিগের গোচর করাইলে উক্ত সাহেবান মহোদয়েরা বাটীর কর্ত্তাকে ডাকাইয়া অথবা কোনস্থানে ভারি চুরি হইলে স্বয়ং আসিয়া তাঁহারা অবগত হন এইমাত্র উক্ত বিষয়ের কিছুই তদারক হয় না। যদি কোন চোর বমালসহিত গ্রেপ্তার হয় তখন ঐ সাহেব লোকেরা ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই সকল দ্রব্যাদি তোমার শপথ করিয়া কহ এবং এই ব্যক্তি তোমার বাটীতে চুরি করিয়াছে তাহার সাবুদ কর। হে সম্পাদক মহাশয় চুরি হইবেক পূর্ব্বে জানিয়া কে সাক্ষী ভবনে বসাইয়া রাখিয়া থাকে অন্য সাক্ষী কখন মিলে না বাটীর মধ্যে দুই একজন যাহারা গ্রেপ্তার করে তাহারা সাক্ষী। যদ্যপি সাহেবলোকেরা এই সাক্ষির মধ্যে মঞ্জুর করে তাহাতে জমা যুক্ত জানাইয়া ঐ আসামী সজ্ঞানপূর্ব্বক চুরি কিম্বা খুন বা বলাৎকার করে যদ্যপি তাহার মুখে মদিরার গন্ধ নির্গত হয় মদ্যপ হউক বা না হউক সে দোষী নহে। উৎকট কর্ম্ম করিয়া সে নিরপরাধী হয় (এ কেবল ব্রিটিস ল) কিন্তু এইক্ষণে মদিরাদোষছাড়া প্রায় পাইবেক না বিশেষ চোরেরদিগের মধ্যে এ এক ভাল পথ আছে

ফরিয়াদীমজকুর মলিনবদনে নিকেতনে এবং দশ পনর দিবসের যাতায়াত ক্লেশ ও খরচান্ত হইয়া ফিরিয়া আইসে এতদ্বিষয়ে জনভয়ে বিজ্ঞজনগণ. তাবতেই ক্ষান্ত হইবেন। সম্প্রতি মাসাবধি হইল মোং শিমলিয়ার কাঁসারিটোলার মধ্যে দুই তিন স্থানে এতদ্রূপ চুরি হইয়াছে কিন্তু সে ব্যক্তিরা এই ক্লেশভয়প্রযুক্ত পোলীসসংক্রান্ত ব্যক্তিরদিগের কাহার গোচর করাইল না কারণ দ্রব্যাদি পাওনাভাবে কেবল শপথের প্রভাব। পরন্তু গত ২৬ নবেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রিযোগে উক্ত স্থাননিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন সিংহজর বাটীর উপরের বৈঠকখানা হইতে চুরি হয় সে চুরি অসম্ভব। কারণ ১ খান শতরঞ্চ সে বৃহৎ দুই জন বহন করিতে পারে না ৮ জোড়া ডবল দেওয়ালগিরি ও ছবি আরশী বড় তাকিয়া গদি জাজিম এবং আর২ ক্ষুদ্র২ জিনিস চুরি যায় তাহাতে অনুমান হয় ৭।৮ ব্যক্তির ন্যূন এ কর্ম্ম সমাধা হইতে পারে না এবং ঐ সিংহ বাবুর বাটীর নিকটবর্ত্তি প্রায় চতুষ্পার্শে ঘাঁটী এবং উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্বে থানা রক্ষার্থে আছে। এতদ্রূপ সমারোহ অর্থাৎ হাফ ডাকাইতি কিরূপে হইল ইহা বিবেচনা না করিতে পারিয়া পরদিবস প্রাতে উক্ত সিংহ বাবু শ্রীযুক্ত পোলীস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়া প্রেরণ করেন কিন্তু উক্ত সাহেব পত্র পাঠমাত্রই ঐ সিংহ বাবুর ভবনে আসিয়া তদারক করিলেন সে তদারকে কোন ফল দর্শিল না কেবল উক্ত স্থানের থানাদার ও দুই জন চৌকীদারকে শসপেণ্ড করিয়াছেন। অতএব সম্পাদক মহাশয় থানাদার কর্ম্মচ্যুত হইল ও সাহেবমজকুরের যথোচিত পরিশ্রম হইল এবং বাবুর নানাপ্রকার ক্ষতি হইল 'কেবল চোরের আনন্দ বাড়িল' সে যাহা হউক এতদ্রূপ বিচারে চোরেরদিগের দমন কোন প্রকারে হইতে পারে না। আর বিশেষতঃ পাড়ায়২ প্রায় অনেক বদমাইস ও মন্দ লোক আছে সে সকল থানাদারদিগের জানিত ভয়প্রযুক্ত তাহারদিগের উপর কোন তদারক করেন না। অতএব হে সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে আমার নিবেদন যদ্যপি শাসনকর্ত্তা মহাশয়েরা এ বিষয়ের তদারকে কোন খোলাসা আইন করেন অথবা ভদ্রলোকের প্রতি পূর্ব্বধারামত তদারকের কোন ভারার্পণ করেন তবে এ বিষয়ের শাসন হইতে পারে আর প্রায় তিন চারি বৎসর গত হইল এ বিষয়ের বৃদ্ধি হইতেছে আর ক্রমশঃ হইবার সম্ভাবনা। সম্পাদক মহাশয় আপনকার বহুমূল্য পত্রপার্শ্বে এই পত্রখানি উদিত করিবেন এবং আর২ ইংরেজী পত্রসম্পাদকের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অস্মদাদির দেশাধিপতির ওরুলব অর্থাৎ শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর করাইলে

অনুমান করি রাইয়তের পক্ষে উত্তম নচেৎ অমঙ্গল কিমধিক ইতি।

কস্যচিৎ শিমলিয়া নগরনিবাসি দর্পণপাঠকস্য।

—১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ৫ পৌষ ১২৪২

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১...দিসেম্বর কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত জর্জ মনি সাহেব মৃত কৃষ্ণমোহন মুখুয্যের টর্ণি ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যে ও রমানাথ মুখুয্যের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতানগরের চাঁদনি বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান।০৮ পাঁচ কাঠা বার ছটাক...তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কৃষ্ণমোহন মল্লিকের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে গোপাল চন্দ্রের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে মুন্সী জহর উদ্দীনের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে সদর রাস্তা।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।২ সাত কাঠা তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে শম্ভুচন্দ্র সেনের বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে সদর রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বেওরা জানিতে পারিবেন।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫ / ১২ পৌষ ১২৪২

[বাটী ভাড়া।]

খড়দহর শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের শালিখায় ঘুগড়ির বাগানের ভিতর এক দোতালা কুঠী ও পুষ্করিণী এবং ঐ কুঠীর রেয়ালের পশ্চিম গঙ্গাতীরের জায়গা ও ঘাট খালি আছে। যদি কাহার কুঠী ও জায়গাসকল ক্রেয়া লওনের আবশ্যক থাকে তবে খড়দহ কিম্বা কলিকাতার দরমাহাটায় ঐ বাবুর বাটীতে গেলে ভাড়ার ধার্য্য হইবেক। এবং চাণকের পূর্ব্ব নীল গঞ্জের নীলের কুঠী মায় ১৬ যোড়া হৌজ ও জলের হৌজ ৪ যোড়া ও পাকা বড়ী গুদাম মায় বৃহৎ এক পুষ্করিণী ও

কমবেশ ২৫।২৬ হাজার টাকার লহনাস মেত ভাড়া দেওয়া যাইবেক যদি কাহার আবশ্যক হয় তবে ঐ বাবুর বাটীতে গমন করিলে ভাড়া ধার্য্য হইবেক ইতি।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

ফোর্ট উলিয়ম।

লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

১৪ দিসেম্বর ১৮৩৫।

নীচে লিখিতব্য আইনের পাণ্ডুলেখ্য ১৮৩৫ সালের ১৪ দিসেম্বর তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ হইল।

১৮৩৫ সালের—নম্বরের আক্‌ট।

১ দফা। হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর সুপ্রিম কোর্টকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে খুনের অপরাধি ব্যক্তিকেও দ্বীপান্তরে প্রেরণ বা কয়েদের হুকুমদিতে পারেন।

২। এবং হুকুম হইল যে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তি দোষীকৃত হইলে যগ্যপি তাহাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের হুকুম করিতে ঐ আদালতের ক্ষমতা থাকে তবে ঐ আদালত সে ব্যক্তিকে কয়েদের হুকুম দিতে পারেন কিন্তু ইহাও নির্দ্ধার্য্য হইল যে এই ধারার অনুমতিক্রমে যে ব্যক্তির দণ্ড হয় ঐ দণ্ড ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিব্যতিরেকে দুই বৎসর কয়েদের ন্যূন হইবে না।

৩। এবং হুকুম হইল যদ্যপি ঐ আদালতের এমত বিবেচনা হয় যে এই আইনক্রমে যে দণ্ডাজ্ঞা ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিব্যতিরেকে হইতে পারে না তাদৃশ দণ্ডাজ্ঞা কোন অপরাধিকে দেওয়া উচিত হইলে ঐ আদালত সেই দণ্ডাজ্ঞা তিন মাসের অধিক না হয় এমত বিলম্ব করিতে পারেন।

৪। এবং শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের চার্টরক্রমে এতদ্দেশে যে সকল আদালত স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে কোন আদালত যদ্যপি কোন অপরাধির অপরাধ মোচন করিতে শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহকে পরামর্শ দিয়া থাকেন তবে জামিন লইয়া সেই অপরাধিকে খালাস করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাব্যতিরেকে এমত কোন হুকুম দিতে পারেন না।

হুকুম হইল যে এই আইনের পাণ্ডুলেখ্য সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশিত হয়।

এবং হুকুম হইল যে উক্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য ১৮৩৬ সালের ২৬ জানুআরির পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে প্রথম বৈঠকে পুনর্ব্বিবেচনা হইবে।

উলিয়ম হে মাকনাটন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

[নূতন মুদ্রা।]

ফোর্ট উলিয়ম ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ দিসেম্বর ১৮৩৫।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৩৫ সালের ২১ আইনের বিধ্যনুসারে ২০ দিসেম্বর তারিখের পর কলিকাতার টাকৃশালে যে পয়সা ও দ্বিগুণ পয়সা ও আনার দ্বাদশাংশ অর্থাৎ পাই মুদ্রিত ও চলন হইবে তাহা নীচে লিখিতব্য প্রকারে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর স্থির করিয়াছেন।

পয়সার এক দিগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের মোহরের চিহ্ন থাকিবে। অপর দিকে তাহার মূল্য অর্থাৎ ইঙ্গরেজীতে এক কোয়ার্টর আনা ও পারস্তেতে এক পাই এই কথা ও লড়লবৃক্ষের পত্রাবলি ও তচ্চতুর্দিগে কোম্পানি বাহাদুর এই কথা চিহ্নিত থাকিবে।

দ্বিগুণ পয়সার এক দিগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের মোহরের চিহ্ন এবং তৎপার্শ্বে কোম্পানি বাহাদুর এই কথা থাকিবেক। অপর দিগে তাহার মূল্য ইঙ্গরেজীতে অর্দ্ধআনা ও পারস্যেতে দোপাই এই কথা অঙ্কিত থাকিবে।

পাই অর্থাৎ আনার দ্বাদশাংশের এক দিগে পয়সার ন্যায় কোম্পানি বাহাদুরের মোহরের চিহ্ন থাকিবে অন্য দিগে তাহার মূল্য ইঙ্গরেজীতে আনার দ্বাদশাংশ ও পারস্তেতে শোলন পাই এবং লড়লবৃক্ষের পত্রাবলি ও তাহার কিনারায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই কথা থাকিবে।

উক্ত প্রকার পয়সা কোম্পানিবাহাদুরের টাকার পরিবর্ত্তে দেওনার্থ প্রস্তাব করিলে সকলেরই লইতে হবে এবং ঐ পয়সা কোম্পানির টাকাতে ১৬ গণ্ডার হিসাবে চলিত হইয়া দিতে ও লইতে হইবে। এবং শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল হজুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিতেছেন যে সরকারী দপ্তরে কর্ম্মকারকেরা কলিকাতার সিক্কা টাকাতে ১৬ গণ্ডার হিসাবে ঐ পয়সা লইতে হইবে এবং পূর্ব্বকার পয়সার ন্যায় সমানই চলিবে।

পূর্ব্ব আইনের হুকুমে যে পয়সার উপরে যে কোন কথা অঙ্কিত থাকিবে সেই কথা নূতন পয়সা ও দ্বিগুণ পয়সা ও পাই পয়সাতেও থাকিবে।

ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে।

এচ টি প্রিন্সেপ গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৬ দিসেম্বর।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত ফুলউএর স্কিপ্‌উইথ সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন এমত রিপোর্ট করাতে কলিকাতা রাজধানীর অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯ দিসেম্বর।

কলিকাতার কালেক্‌টর শ্রীযুত সি ত্রবর সাহেব সিবিল আডিটরের পদ গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত টলো সাহেবের গমনোত্তরই তৎপদাভিষিক্ত হইবেন এবং শ্রীযুত ত্রবর সাহেবের কালেক্‌টরী পদ সেই তারিখ হইতে উঠিয়া গিয়া চব্বিশপরগনার কালেক্‌টরীর শামিল হইবেক।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

[নূতন গবর্নর্ জেনরল।]

এইক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে শ্রীযুত লার্ড অকলাণ্ড সাহেব ভারতবর্ষের গবর্‌নর্‌ জেনরলী পদে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া গত সেপ্তেম্বর মাসে জাহাজারোহণ করিয়াছেন অতএব এতদ্দেশে আর এক মাসের মধ্যে শ্রীলশ্রীযুত উত্তীর্ণ হইবেন এমত প্রতীক্ষা হইতেছে। এতদ্দেশীয় লোকেরদের এমত জানিতে ইচ্ছা হইতে

পারে যিনি আমারদের নূতন বড়সাহেব হইয়া আসিতেছেন তিনি কেমন মহানুভবব্যক্তি। অতএব আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি শ্রীল শ্রীযুতের বিষয় যাহা জানা আছে তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার আমলে এতদ্দেশের পরম মঙ্গল হইবে। শ্রীলশ্রীযুতের বয়ঃক্রম কত নিশ্চয় কহিতে পারা যায় না বোধ করি পঞ্চাশের কিঞ্চিদধিক হইবে তিনি গত চারি বৎসরাবধি ইঙ্গলণ্ড দেশে অতিভারি২ রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এবং কএক বৎসরাবধি বাণিজ্যের কর্তৃত্বকারি বোর্ডের মধ্যে থাকাতে সর্ব্বলোকই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে যুদ্ধজাহাজের অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে যাঁহারদের ঐ দপ্তরে প্রয়োজন সকলই তাঁহার ক্রিয়া দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। শ্রীল শ্রীযুত লার্ডঅকলাণ্ড সাহেব কর্ম্মে অতিপরিশ্রমী। অতএব এতদ্দেশে পঁহুছিয়া তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকেরদিগকে বিলক্ষণরূপে পরিশ্রম করাইবেন। যদ্যপি তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে পূর্ব্বে কোন ব্যাপারে সম্প‚ক্ত নহেন তথাপি ভারতবর্ষের কার্য্যবিষয়ে বহুকালাবধি মনোযোগী আছেন। ফলতঃ শ্রীযুত লার্ড এলেনবরা সাহেব যখন বোর্ডকন্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন তখন এই লার্ড অকলাণ্ড সাহেবকে কহিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের ব্যাপারে আপনার যেমন বোধ তদ্রূপ অন্যের দেখি না।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

[সংস্কৃত কালেজ।]

সংস্কৃত কালেজহইতে ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষা উঠিয়া দেওনবিষয়ক চন্দ্রিকা হইতে আমরা দুই প্রস্তাব অনুবাদ করিয়া দর্পণে অর্পণ করিলাম। ঐ সম্পাদকের সহিত তদ্বিষয়ে আমারদের বাদানুবাদকরণের কিছু ইচ্ছা নাই। কিন্তু এইমাত্র লেখ্য যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাই বাবু রামকমল সেনের যশের মূল অতএব যে বিদ্যালয় কোম্পানি বাহাদুরের লুণ খাইতেছেন সেই বিদ্যালয় হইতে তিনিই যে গবর্ণমেণ্টের ভাষা দূর করিয়া দিয়াছেন ইহা আশ্চর্য্যই বটে কিন্তু অস্মদাদির নিতান্ত বোধ আছে যে ঐ ভাষা দূর করিয়া দেওয়াতেই পরিশেষে কালেজের মঙ্গলসম্ভাবনা নাই বরং বোধ হয় যে হিন্দুরা যেমন কহেন আসন্নকালে বিপরীত তদ্রূপ কালেজের আসন্নকাল উপস্থিত।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

[সুপ্রিম কোর্ট।]

নূতন চার্টরের দ্বারা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে তিন রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টসম্পর্কীয় বিষয়ে তাঁহারা আইন করিতে পারেন। এপর্য্যন্ত তাঁহারা তদ্রূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন নাই। সংপ্রতিকার কলিকাতা গেজেটে এক নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে হত্যাপরাধি ব্যক্তিরদের বিচারবিষয়ক নূতন ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন অর্থাৎ এমত হুকুম দিয়াছেন যে ঐ দোষে দোষি ব্যক্তিরদের ইহার পরে ফাঁসি না হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরিত বা কয়েদ হইতে পারে এবং যে অপরাধিরা এইক্ষণে দ্বীপান্তরে প্রেরণ হইয়া থাকে তাহারা দুই বৎসরের ন্যূন নহে কয়েদের হুকুম পাইতে পারে। এই অতিদয়াসূচক আইনের অভিপ্রায় এই যে গুরুতর অপরাধের যে অতিকঠিন দণ্ড হইয়া থাকে তাহার কিছু লাঘব করা যায়।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

তামার মুদ্রা।

তামার মুদ্রাকরণবিষয়ে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের এক নূতন আইন আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম। পয়সার উপরে বহুকালাবধি প্রচলিত যে পারস্য কথা অঙ্কিত থাকে তাহা এই নূতন পয়সাতে থাকিবে না তৎপরিবর্ত্তে কোম্পানি বাহাদুরের মোহরের চিহ্ন এবং পয়সার মূল্য ইঙ্গরেজী ও পারস্য অক্ষরেতে অঙ্কিত থাকিবে। এইক্ষণকার চলিত পয়সার মত টাকার ৬৪ অংশের এক অংশের ন্যায়ই নূতন পয়সা হইবে। এবং পুরাতন পয়সা যে হিসাব অনুসারে গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানাতে লওয়া যাইতেছে ঐ হিসাবে নূতন পয়সাও লওয়া যাইবে।

সংপ্রতি এতদ্রূপ মুদ্রায় পরিবর্ত্তনেতে সর্ব্বসাধারণ লোকের যে ক্লেশ হইতেছে সে অতিবড়। গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিয়াছেন যে নূতন মুদ্রা অর্থাৎ কোম্পানির টাকা সিক্কা টাকার পনর আনার তুল্য জ্ঞান করা যাইবে এবং সেই হারেই চলিবে তথাপি এমত হুকুম করিয়াছেন যে তাহার মূল্য ১৬ গণ্ডা পয়সা। কিন্তু বণিকেরা নূতন মুদ্রার মূল্য কেবল ১৫ গণ্ডা পয়সা দিতেছে। ফলে তাহারদের ঐ ব্যাপারের প্রতিকারকরণের প্রায় কোন উপায় দেখা যায় না তথাপি গবর্ণমেণ্টের কোন দপ্তরে নূতন টাকা ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে পয়সা

১৬ গণ্ডার হিসাবেই দিতে হয় ইহাতে লোকেরদের টাকা প্রতি এক আনা করিয়া ক্ষতি হইতেছে। কালক্রমে এই গোল অবশ্যই মিটিবে বটে কিন্তু এই ক্ষণে সর্ব্বসাধারণেরই অশেষ ক্লেশ হইতেছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন যে নূতন মুদ্রার নিয়মের বিষয়ে আশ্চর্য্য এই গবর্ণমেণ্ট যে সময়ে হুকুম করিতেছেন যে নূতন মুদ্রা ৮৩/ তুল্য তৎসময়েই তাঁহারা ঐ মুদ্রার ১৬ গণ্ডা পয়সা চালাইতে হুকুম দিয়াছেন। ফলতঃ যখন মুদ্রারবিষয়ে যে কোন গণ্ডগোল হয় তখন তাহার প্রথম আঘাত অতিদরিদ্রেরদের উপরেই পড়ে। অতএব নূতন পয়সাতেও বোধ হয় তদ্রূপ ব্যাঘাত হইবে।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

[নূতন টাকা।]

ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদপত্রে বারম্বার এই অভিযোগ হইতেছে পোদ্দারেরা নূতন টাকা কিম্বা পয়সা লইতে অস্বীকারকরাতে সর্ব্বসাধারণের অশেষ ক্লেশ ঘটিতেছে। তাহারা কহে যে অদ্যাবধি এই বিষয়ে ঢেঁড়রা দেওয়া যায় নাই একারণ আমরা তাহা লই না। এই বিষয়ে গত ২ সেপ্তেম্বর তারিখে ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টে যে ইশতেহার প্রকাশ হয় তাহাতে মাজিস্ত্রেট ও কালেক্টর সাহেব ও অন্যান্য কর্ম্মকারকেরদের প্রতি হুকুম হইল যে নূতন টাকা ও পয়সা চলনবিষয়ে তাঁহারা ঢেঁড়রা দিয়া ঘোষণা করিবেন। যদ্যপি কলিকাতার মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা তাহা অদ্যাপি না করিয়া থাকেন তবে অবিলম্বেই করা উচিত হয়। গত বুধবাসরীয় কুরিয়রপত্রে এতদ্বিষয়ক নীচে লিখিতব্য বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পয়সার বিষয়ে বড় বাজারে গণ্ডগোল চুকে নাই এবং গত শনিবাসরীয় গেজেটে যে এস্তেলা দেওয়া যায় তাহাতে পুর্ব্বাপেক্ষা আরো গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই এস্তেলা পাঠ করনসময়ে আমারদেরও বোধ হইয়াছিল যে এতদ্রূপ হইবে। তাহা ইশতেহার স্বরূপ কহা যাইতে পারে না যেহেতুক ঐ সম্বাদ রীতিমত ঢেঁড়রা দিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যায় নাই।

অদ্য পুর্ব্বাহ্ন ইঙ্গলিসমেনপত্রে এমত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখে যে রীতিমত ঢেঁড়রার দ্বারা সম্বাদ ঘোষণা হয় নাই বলিয়া সরাফ ও পোদ্দারেরা নূতন পয়সা ব্যবহার করিতে সম্মত নহে। এবং কল্যশুনা গেল যে একজন

সাহেবের চাকর কোম্পানির নূতন এক টাকা ভাঙ্গাইতে যাওয়াতে কেহই পয়সা দিল না। হইতে পারে যে ঐ চাকর ১৬ গণ্ডা পুরাতন পয়সা চাহিয়া থাকিবে। এইক্ষণে পোদ্দারেরা পুরাতন পয়সা ১৫ গণ্ডার হিসাবে স্বচ্ছন্দে দিতেছে কেবল ১ পয়সা বাণিজ্য রাখে। তাহারা ১৫ গণ্ডার অধিক দিতে ইচ্ছুক নহে। কিন্তু ১৬ তারিখের এক্তেলাক্রমে নূতন পয়সাতে এমত হইতে পারে না যেহেতুক নূতন পয়সা যখন সর্ব্বত্র বিলক্ষণ চালিত হইবে তখনও পোদ্দারেরা নূতন টাকাতে ১৬ গণ্ডা নূতন পয়সা দিবে না কারণ কেবল ডাকঘরে ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরে সিক্কা টাকাতে ১৬ গণ্ডা নূতন পয়সা পাইতে ও দিতে পারেন। ফলতঃ পোদ্দারেরদের ব্যবসায় স্বেচ্ছামত যাহা করে করিতে পারে। যে মুদ্রা সরকারহইতে হওনের হুকুম হইয়াছে সেই মুদ্রাতেই কর্জিরদের কর্জ শোধ করিতে হইবে। যদ্যপি শীঘ্র পয়সার বিষয়ে কোন সদ্বিবেচনীয় সুনিয়ম না হয় তবে তাহাতে এমত ব্যাঘাত জন্মিবে যে নূতন পয়সার চলন কম হইতে পারে।—কুরিয়র।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

ডেবিডেণ্ড।

ওরিয়েণ্টাল অবজরবরপত্রে লেখে যে শ্রীযুত আলেকজান্দর কোম্পানির ইষ্টেট হইতে আগামি মার্চ মাসে শতকরা ৩ টাকা করিয়া ডেবিডেণ্ড দেওনের সম্ভাবনা আছে। আরো লেখে যে ঐ ইষ্টেটের ব্যয়েতে যে নীলের কারবার চালান গিয়াছিল তাহার উপসত্বহইতে ঐ ডেবিডেণ্ড দেওয়া যাইবে।

উক্ত পত্রে আরো অবগত হওয়া গেল যে মাকিণ্টস কোম্পানির ইষ্টেট হইতেও মহাজনেরদিগকে আগামি মার্চ মাসে শতকরা ৩ টাকা করিয়া পুনর্ব্বার ডেবিডেণ্ড দিতে পারা যাইবে।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

লবণ নীলাম।

গত দিসেম্বর মাসের ১৫। ১৬ তারিখে লবণের শেষ নীলাম হয় তাহাতে শতকরা গড়ে ৩৯১৶ মূল্যে চারি লক্ষ মোন বিক্রয় হইল।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

পোলীস আপীল।

সোমবার ১৮৩৫। ২১ দিসেম্বর।

কিল্লার এক জন গোরা সিপাহীর স্ত্রী উক্ত তারিখে প্রধান মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে আসিয়া রামকৃষ্ণ দেনামক এক ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিয়া কহিল যে আমি অদ্য পূর্ব্বাহ্নে তেরেটির বাজারে আসামীর দোকানে কিঞ্চিৎ লবণ কিনিলাম কিন্তু ওজনে কম বুঝিয়া লালবাজারের থানাতে তাহা পুনর্ব্বার ওজন করিয়া দেখিলাম যে তাহা ৵ কম হইল। ইহা কহিয়া যে বাটখরাতে লবণ প্রথমে ওজন হইয়াছিল ফরিয়াদী তাহা দেখাইয়া দিল। তাহাতে আসামী কবুল কহিল যে ঐ দোকান ও বাটখরা আমার বটে কিন্তু দোকানে ঐ বাটখরা ব্যবহার করা যায় না তাহাতে ফরিয়াদী উত্তর করিল যে আমাকে যে বাটখরার দ্বারা লবণ ওজোন করিয়া দিল সে এই বাটখারাই আমি নিতান্ত জানি। তাহাতে আসামীর ১০ টাকা গুনাহগারী বা ২০ দিন হরিণবাটীতে পরিশ্রমযুক্ত কয়েদের হুকুম হইল।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

ডাক ঘর।

বাঙ্গাল হেরাল্ডপত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত আনরবল এলিয়ট সাহেব লার্ড হঙ্গরফোর্ডনামক জাহাজারোহণে বিলাত গমনের উদ্যোগনিমিত্ত বর্ত্তমান মাসের ২২ তারিখে জেনরল পোষ্ট আফিসের ডাকের প্রধান কর্ত্তৃত্বপদ হইতে মুক্তহওনার্থ দরখাস্ত করিয়াছেন। এবং শ্রীযুত সিডিন্স সাহেব তৎপদে তৃতীয়বার নিযুক্ত হইবেন।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

বাষ্পীয় জাহাজ।

সর চার্লস মেটকাফ নামক বাষ্পীয় জাহাজ জলঙ্গীনামক লৌহময় জাহাজা কর্ষণ করিয়া বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছে। ঐ জাহাজ ৭ তারিখে আলাহাবাদ হইতে প্রস্থান করে অতএব এই যাত্রাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলম্ব হইয়াছে।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

নেপালের উকীল।

হরকরা সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নেপালের উকীল কলিকাতায় আগমনার্থ গত নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখে কাটমাণ্ডু হইতে প্রস্থিত হইয়াছেন। এবং তথাকার চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর কাম্বেল সাহেব তৎসমভিব্যাহারে আসিতেছেন। উকীল জেনারেল মাতবর সিংহ তাপা প্রায় পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক তিনি অতিসুদৃশ্য ও সুশোভিত বস্ত্রপরিধায়ী। এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে নবম ও দশম বৎসর বয়স্ক অতি বুদ্ধিমান দুই পুত্র আসিতেছেন এক পুত্র ঐ পল্টনের মধ্যেই কাপ্তানি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। উকীলের সঙ্গে ১০০ তৈনাতি সিপাহী আছে তাহারা সকলই বাছের বাছ তাহারদের আকরেতে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কথিত আছে যে শ্রীযুত মাতবর সিংহ উকীল কলিকাতা নগর দেখিয়া এবং শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করণানন্তর ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জাহাজারোহণে যাত্রা করিবেন।

—২৬ দিসেম্বর ১৮৩৫/১২ পৌষ ১২৪২

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

রাস্তা, গলি ও স্ট্রিট

স্থান